বিদ্যাসাগর সংগ্রহ

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-
দ্যোতক মাসিক পত্র।

[illegible] পর্ব্ব।

বাপ্তস্ত-[illegible]শন-যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

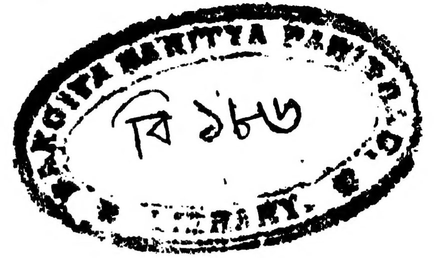
শকাব্দা ১৭৮১।

সূচীপত্র।

এতৎপর্ব্বস্থ চিত্রসকলের সূচী।

CONTENTS.

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

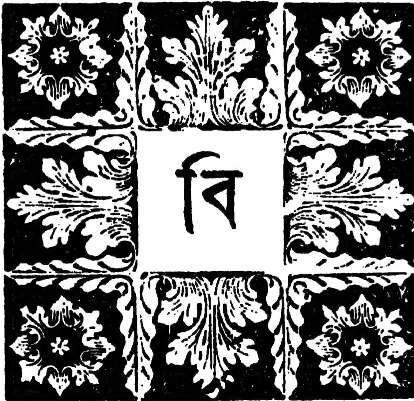


অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৮১, বৈশাখ। [৬১ খণ্ড

ভূমিকা।



বিশ্বপাতার অনুকম্পায় বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের ষষ্ঠ পর্ব্ব আরব্ধিত হইল। ইহার সম্পাদনে আমরা সর্ব্বতোভাবে তৎপর থাকিব, ইহা সানুকম্প-পাঠক বৃন্দের নিকট অঙ্গীকার করা আবশ্যক, যেহেতু গতবর্ষে নানাবিধ কায়িক ও বৈষয়িক অনুরোধে আমরা পঞ্চম পর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ খণ্ড প্রকটিত করিতে সক্ষম হই নাই। ঐ ত্রুটির নিমিত্ত খিন্নচিত্ত আছি, এবং বিবিধার্থানুরক্ত পাঠকমণ্ডলী অপ্রীত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাহার ক্ষালনার্থে আমরা কএক জন সুধীবর আত্মীয়ের সাহায্যে উক্ত পর্ব্বের অবশিষ্ট কএক খণ্ডের প্রকটনে সপ্রযত্ন হইয়াছি, ভরসা করি অবিলম্বে অভীষ্ট সিদ্ধ-করিতে সক্ষম হইব। অপর সেই উদ্যমে বর্ত্তমান বর্ষের বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ অনিয়মে প্রকটিত না হয় এই অভিপ্রায়ে তাহারও প্রারম্ভ করা হইল; সুতরাং অধুনা পঞ্চমের শেষ ও ষষ্ঠের আদ্য যুগপৎ প্রকটিত হইবে। ইহাতে পর্ব্বের আয়তন পূর্ব্বাপর তুল্য থাকিবেক এবং যাঁহারা বার্ষিক মূল্য অগ্রে প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের অঙ্গীকার রক্ষা পাইবে; অথচ বর্ত্তমান বর্ষে যথানিয়মে বিবিধার্থ প্রকটনের ব্যাঘাত হইবেক না। ভরসা করি এই উপায়ের অবলম্বনে গ্রাহকমণ্ডলী পরিতৃপ্ত হইবেন। তাঁহারা বিবিধার্থের পর্ব্বপঞ্চকের আলোচনায় আমাদিগের প্রতি সম্যক্ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব অনিচ্ছাধীন ত্রুটি হইলে তাহার মার্জ্জনা করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহা অবশ্য সম্ভাবনীয়।



তুর্কদিগের প্রতিমূর্ত্তি।

তুর্কজাতির বিবরণ।



রুস্ক অতি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য, ইউরোপ, আশিআ ও আফ্রিকা এই খণ্ডত্রয়ে ইহা স্থিত আছে। ঐ দেশবাসীদিগকে তুর্ক বলা যায়। তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; ওসমান্লী ও রায়াস্। তন্মধ্যে ওসমান্লীরাই প্রধান ও প্রবল। তাহারা যে সকল দেশ জয় করিয়াছে, তন্নিবাসীরা শেষশ্রেণী-ভুক্ত। তাহাদিগের কতকগুলি জাতি ব্যতিরেকে অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদিগের মনুষ্য প্রতি জর্জিয়া নামক হীনতাজ্ঞাপক অতি হেয় কর অবধারিত আছে; ওসমানলীদিগরে প্রতি সেরূপ নাই। ধর্ম্মনিবন্ধন কর্ম্মবিষয়ে প্রকৃত তুর্কদিগের যাদৃশ স্বাধীনতা আছে, রায়াসদিগের তাদৃশ নাই।

প্রকৃত তুর্ক অপেক্ষা রায়াস্ অর্থাৎ প্রাকৃত তুর্কদিগের সঙখ্যা অধিক। তুর্কজাতি ভাষা পরিচ্ছদ ও কায়িক সৌষ্টব বিষয়ে অপরাপর জাতিহইতে বিভিন্ন হইয়াছে। ইহারা আশিআ-খণ্ডে গোবী-মরুভূমিহইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত এবং সির্বিরিয়ার উত্তর হইতে পারস্যখণ্ড-পয্যন্ত বহুলরূপে বিস্তৃত আছে। তুর্কজাতির মধ্যে সপ্ত গোষ্ঠী প্রধান। ঐ সকল গোষ্ঠীর অন্তর্গত অনেক গোষ্ঠী আছে। তন্মধ্যে এস্থলে ওঘুজে, শেল্জুক এবং ওস্মানলী গোষ্ঠীত্রয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ ওঘজে। এরূপ প্রবাদ আছে যে তুর্কদি-

গের সাধারণ আদিপুরুষ কারা খাঁর পুত্র ওঘুজ অতিপূর্ব্বকালে (ইব্রাহিমের সময়ে) এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তুর্কস্তান তাঁহার রাজ্য ছিল। প্যারস্যদিগের মধ্যে তাহা তুরাণ নামে পরিজ্ঞাত আছে। তাঁহার উত্তর কালের অধিকারীদিগের সময়ে রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। রাজ্যের পূর্ব্ব ভাগের শাসনকর্ত্তা তিন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা চীনদেশ পর্য্যন্ত রাজ্যের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অপর তিন ব্যক্তি অক্‌শস্ ও জাক্সার্টীস নদীদ্বয়ের চারিদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন। শেষোক্ত তিন জনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ওঘুজে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি শেলজুকদিগের আদিপুরুষ ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তিহইতে ওসমানলীরা উদ্ভূত হয়। বহুকালাবধি পারস্যদেশীয়দের সহিত ওঘুজেদিগের বিবাদ ছিল। পরে আরব জাতির সহিত তাহাদের বিবাদ ঘটে। তাহারা ইং ৭১১ অব্দে বোখারা ও সমরকন্দ অধিকৃত করিয়াছিল। শেগড়া খাঁ হারণ ৯২৯ খ্রীষ্ট অব্দে চীন-রাজ্য পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তারিত করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়া তাহাদের সাম্রাজ্য শেলজুকদিগের হস্তে পতিত হয়।

২। শেলজুক নামা একজন ওঘুজদিগের অধীনস্থ ব্যক্তি ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল; উল্লিখিত শেগড়া খাঁ হারণের মৃত্যুর পর গৃহবিবাদ-ঘটনা হইলে তাঁহার বংশের প্রাদুর্ভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাঁহার পৌত্র তোগরল একাদশ শতাব্দীতে এক স্বাধীন মুসলমান রাজা হইয়া ছিলেন। বোগদাদে তাঁহার বিক্রম প্রকাশ পাইয়াছিল। বোগদাদের তৎকালীন খলীফা উল্‌কাএম-বি-অমর অল্লা তাঁহার সহায়তায় পারস্যাধিপের বিবিধ পীড়নহইতে মুক্ত হন। এই উপকারহেতু তিনি তোগরলকে অমীর-উল্‌-ওমরাও অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাধি-শ্রেষ্ঠ উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন; ও স্বয়ং তোগরলের এক ভগিনীকে বিবাহ করেন। তোগ্‌রলের উত্তরাধিকারী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আল্প আর্সলান। তিনি তুর্কস্তানের অধিকাংশ পারস্যদেশের উত্তর পশ্চিম ভাগ, আর্মিনিয়া, জর্জিয়া, এবং মিসপোটেমিয়া প্রভৃতি কএক স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের সহিত তাঁহার তুমুল বিবাদ সংঘটিত হয়। তাহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন ও বিপক্ষদিগের সম্রাট রোমেনসকে বন্দী করেন। প্রসিদ্ধ নিজাম উলমুল্‌ক তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পুত্র মলিক্‌শাহ আশিআ-মাইনর-প্রদেশের অধিকাংশ অধিকৃত করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা একশত পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত আশিআ, মাইনর, সূরিয়া, মিসপোটেমিয়া, আর্মিনিয়া, পারশ্যদেশের কিয়দংশ ও তুর্কস্তানের পশ্চিমাংশের অধিস্বামী ছিলেন। গৃহবিচ্ছেদ হওয়াতে তাঁহাদের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া যায়। সেলজুকদিগের সাম্রাজ্যের শেষ সুলতান এই বংশের দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ছিলেন। ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগলদিগকর্তৃক তিনি বিনষ্ট হন। তৎপরে সাম্রাজ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটাতে তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। একটী বিভাগব্যতিরেকে সকল বিভাগ সেলজুকদিগের অধিকারে থাকে।

৩। ওসমানলী। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে তুর্কজাতির অন্তর্গত অনেক গোষ্ঠী আছে। ঐ সকল গোষ্ঠীর মধ্যে কেআই এক গোষ্ঠী। কেলাপ তাহার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুলেমান্‌শাহ খোরাশানে থাকিতেন। তিনি দিগ্বিজয়ী চঙ্গেজ খাঁর ভয়ে ইং ১২৩৪ অব্দে তথা হইতে পলাইয়া আইসেন এবং নিজ পঞ্চাশত সহস্র অনুচরবর্গ সমেত অর্মিনিয়ার অন্তঃপাতি

অর্জেনজাঁ ও আখলত এই দুই স্থানে বসতি করেন। সেলজুক্‌দিগের সুলতান আলাউদ্দীন খোরাসান অধিকৃত করিলে, সাত বৎসরের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইয়া পথিমধ্যে জাবরের নিকট ইউফ্রেটিস্ নদী অবতরণ করিবার সময়ে জলে মগ্ন হইয়া যান। তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার স্বজাতীয়েরা তথায় এক সমাধিমন্দির নির্ম্মিত করে, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। অনন্তর সুলেমানশাহের সঙ্গীদিগের কিয়দংশ খোরাসানে আসিতে লাগিল। অবশিষ্ট দল সুলেমানের এক পুত্র এর্ তগ্রুলের বশবর্ত্তী হইয়া আলাউদ্দীনের আশ্রয়ে পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিবার স্থির্ নিশ্চয় করিল। এই অভিপ্রায়ে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া তাহারা দেখিল যে আলাউদ্দীনের সৈন্যেরা মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছে, ইহাতে তাহারা আলাউদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করিল। ইহাদিগের সাহায্য থাকাতে সুলতান যুদ্ধে কৃতকর্ম্মা হইতে পারিয়াছিলেন। অপর এর্ তগ্রুল তাঁহাকে মোগল ও গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ করণে বারংবার সাহায্য প্রদান করাতে তিনি পরমাহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজাধিকারবর্ত্তী এক প্রদেশ সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত এই নিয়ম স্থির করেণ যে বাইজণ্টাইন্‌দেশীয়েরা আক্রমণ করিলে তিনি সম্মুখ রক্ষা করিবেন। ইং ১২৮৮ অব্দে এরগ্রুলের মৃত্যু হয়। তাঁহার সন্তান ওস্মান্। তিনি প্রস্তাবিত গোষ্ঠীর প্রধান পুরুষ ছিলেন। তাঁহাহইতে তাহারা ওস্মানলী নামে খ্যাত হইয়াছে।

ওস্মান্ তুর্কসাম্রাজ্যের সংস্থাপন কর্ত্তা, এবং বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। কিংবদন্তী আছে, তিনি স্বপ্নে দৃষ্টি করিয়াছিলেন যে তাঁহার ক্রোড়ে এক বৃক্ষ জন্মিয়া পৃথিবীকে ছায়া করিয়া রহিয়াছে। স্বপ্নের তাৎপর্য্য এই উপলব্ধ হয় যে তাঁহার বংশজেরা ধরণীর অধিপতি হইবেক। ওস্মান বাল্যকালহইতে অতি সাহসান্বিত ছিলেন। তিনি গ্রীক ও পারস্য দেশীয় মোগল জাতির ভয়াস্পদ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি গ্রীকদিগের এবং আশিআ-মাইনরস্থ কতকগুলি সেলজুকীয় সামান্য রাজগণের অধিকার জয় করিয়া প্রাদুর্ভূত হন। পরে ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে বুশা-নগর অধিকৃত করাতে তাঁহার শৌর্য্যগুণ সর্ব্বতোভাবে প্রচরিত হয়। ওস্মানলীরা ইং ১৩২১ অব্দে বসফোরস্ জলসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া কনষ্টাণ্টিনোপল নগরে আইসে। ১৩২৭ অব্দে ওস্মান তদীয় উত্তরাধিকারি অর্কখাঁকে আপন সুবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রদান করিয়া পরলোকে গমন করেন।

অর্কখাঁ ওস্মানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি নানা দেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন, এবং রাজ্যের কার্য্যনির্ব্বাহোপযুক্ত কতকগুলি সাধারণ রাজনীতি ও সৈনিক নিয়মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার ভ্রাতা আলাউদ্দীন তদীয় প্রধান মন্ত্রিত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজাদিগের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন; ও টাকশালার ও প্রজাদিগের পরিচ্ছদবিষয়ক নূতন নিয়ম সিদ্ধ করেন। যদ্যপি ওস্মান্ অতি প্রসিদ্ধ ও বলবান্ হইয়াছিলেন, তত্রাপি তিনি অধীশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হন নাই, তাঁহার সময়ে সেলজুকেরাই তুর্ক দেশের অধীশ্বর ছিল। ভ্রাতার পরামর্শ লইয়া অর্ক খাঁ আপন নামে খুতবা * পঠিত ও মুদ্রা অঙ্কিত এবং প্রচারিত করান। তাহাতেই ওস্মানলীরা কোনিয়াপ্রদেশস্থ সেলজুকদিগের অধীনতাশৃঙ্খলহইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়।

* মুসলমানেরা নেমাজের সময় ভূস্বামীকে আশীর্ব্বাদ সূচক যে মন্ত্র পাঠ করে তাহার নাম খুতবা। স্বাধীন রাজা মাত্রেই আপন২ নামে খুতবা পড়াইয়া থাকে।

তুর্ক সুলতানদিগের মধ্যে অর্কখাঁই ইউরোপ-খণ্ডে প্রথম পাদার্পণ করেন। তিনি উপর্য্যুপরি গ্রীকদিগের সহিত অনেক বার বিগ্রহ করিয়াছিলেন। অনন্তর গ্রীকদিগের সম্রাট্ কাটাকুজিনস্ তাঁহার সহিত নিজ দুহিতার পরিণয় সম্পন্ন করিয়া উভয়ে প্রীতিবদ্ধ থাকিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে চেষ্টা ফলোপধায়িকা হইল না। অর্ক খাঁ এতাদৃশ ঘনিষ্ট সুবাদসত্ত্বেও বিরুদ্ধাচরণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। অপর তাঁহার পুত্র সলিমান্ অল্প সঙ্খ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া ই° ১৩৫৪ অব্দে ডার্ড্রেনেল্স্ জলসঙ্কট পার হইয়া গালিপোলী-নগরের নিকট অধুনাতন চিম্নী-নামক দুর্গ হঠাৎ অধিকৃত করিয়া লন। ইউরোপ-খণ্ডে তাহাতেই তুর্কদিগের স্থিতির দৃঢ়ত্ব জন্মিয়াছিল। ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে (ই° ১৩৭৫) অব্দে অর্ক খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার সাম্রাজ্য নানাভাগে বিভক্ত ছিল। পাশা-উপাধি-বিশিষ্ট কর্ম্মচারিদ্বারা ঐ বিভাগের প্রত্যেকের শাসন কার্য্য সম্পাদিত হইত। পাশা এই কথাটী অতি প্রাচীনকালহইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তুর্ক ভাষায় ইহার উচ্চারণ ' পাএ শাহ ; অর্থাৎ রাজার চরণ। পূর্ব্বকালে পারস্যাধিপের মন্ত্রিরা তাঁহার পাদ হস্ত চক্ষু কর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইত, এবং ঐ তুলনা হইতেই পাশা-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। তুর্কদিগের মধ্যে ওশমানের সময়ে পাশা উপাধি ব্যবহৃত হয়। অর্ক খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিমানের অশ্ব-হইতে পতিত হওয়াতে মৃত্যু হইয়াছিল।

নবরাজ প্রথমহইতে কেবল রাজ্যবৃদ্ধিকরণেই সঙ্কল্প করেন। ই° ১৩৬১ অব্দে এড্রিয়ানোপল্ স্থান তাঁহাকর্তৃক অধিকৃত হয়। তৎপর বৎসর ফিলিপোলী প্রদেশ তাঁহাদ্বারা জীত হওয়াতে সমস্ত ইউরোপ-খণ্ডে তুর্কজাতির নাম ভয়াবহ হইয়া উঠে। সৌভাগ্যের চমৎকার মোহিনী শক্তি আছে; একবার ইহার প্রাদুর্ভাব জন্মিলে শীঘ্র তাহার হ্রাসতা হয় না; প্রত্যুত তখন যাবতীয় সুলক্ষণ একত্র সমাবেশিত হয়। প্রস্তাবিত সময়ে তুর্কদিগের সৌভাগ্যরূপ সূর্য্য উদিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদিগের শত্রুদিগের সমূহ শত্রুতারূপ মেঘ কোনক্রমে তৎকালে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। হঙ্গেরী, বস্নিয়া, সর্বিয়া, ইত্যাদি অনেক স্থানের রাজাগণ একবাক্য ও এক পরামর্শ হইয়া তুর্কদিগের প্রতি শত্রুতা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপে তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। সর্বিয়ার রাজা লাজেরস্ তুর্ক-রাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়া আপনি বিপদে পতিত হইলেন; মুরাদের পুত্র বায়াজেদ তাঁহাকে বন্দী-করণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সর্বিয়াদেশের অনেক প্রধান ব্যক্তিরা বন্দী হন। ঐ বন্দীকৃত ব্যক্তিরা মুরাদের সম্মুখে নীত হইলে তাহার মধ্যে মিলোশ কেবিলো নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পাদাবনত হন, পরে সুযোগ বুঝিয়া আপন বস্ত্রহইতে এক ছুরিকা বাহির করিয়া তাঁহাকে আঘাত করেন। মুরাদ তাহাকে এবং সর্বিয়ার অধিপতি লাজারস্কে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিলেন এবং আপনিও সেই আঘাতে গতায়ু হইলেন।

মুরাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজেদ রাজ্যাধিকারী হইয়া সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন; তৎপূর্ব্বে তাঁহার বংশের আর কাহারো ঐ উপাধি ছিল না। তিনি অতি ক্রূর ছিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করা তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি হইয়াছিল। তাঁহার সাহস ও যুদ্ধশক্তির প্রশংসা করিবার আবশ্যকতা নাই, সর্বিয়ার রাজা লাজেরস্কে বন্ধন করাতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর

তিনি ইউরোপ ও আশিআ খণ্ডে অনেক স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন। উক্ত খণ্ডে ইউফ্রেটিস্ নদী পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তারিত হইয়াছিল। পরন্তু তিনি প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ তৈমুর শাহের নিকট বিজিত হইয়াছিলেন। আঙ্গোরা নগরের যুদ্ধে তিনি বন্দী হন ও বিপক্ষ শিবিরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বায়াজেদের অধিকার-কালে বিচার-কার্য্যের সুপ্রণালী-রক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ ব্যবস্থা প্রস্তুত হইয়াছিল।

আঙ্গোরার যুদ্ধের পর তৈমুর শাহ সেলজুক জাতীয় রাজগণকে তাহাদিগের ভ্রষ্ট অধিকারের অধিকাংশ প্রত্যর্পণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাদিগের ঐ অধিকার লইয়া পরস্পর গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে বায়াজেদের ইশা, সলিমান, ও মুহম্মদ, এই পুত্রত্রয় পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। পরিশেষে মুহম্মদ, সুলতান হইলেন, ইশা নিরুদ্দেশ ও মুশা বিবাদে বিনষ্ট হইলেন।

মুহম্মদ সৌন্দর্য্য, সাহস, বল এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল দীর্ঘ ছিল না বটে; কিন্তু অল্পকালমধ্যে তিনি রাজ্যের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তৈমুর শাহের আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতার রাজ্য যেরূপ বিস্তীর্ণ ছিল, তিনি তদপেক্ষা সুবিস্তৃত রাজ্য নিজ উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সুলতান মুরাদকে প্রদান করিয়া পরলোকে গত হন।

সুলতান মুরাদের স্বভাব অতি আশ্চর্য্যজনক। রাজ্যের বৃদ্ধি বিষয়ে তাঁহার একান্ত যত্ন ছিল, অথচ তাঁহার তুল্য কুশলপ্রিয় ও বিষয়-ভোগে বিমুখ ব্যক্তি অতি বিরল। তিনি দুই বার রাজ্যহইতে অবসৃত হন, ও দুইবার রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত সৈন্যদিগের প্রার্থনাক্রমে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইং ১৪৪৪ অব্দে হঙ্গেরীদেশের অধিপতি লেডিসলসের সহিত সন্ধি সঙ্ঘটিত হইলে তিনি স্বীয় পুত্র মুহম্মদের হস্তে রাজ্য-সমর্পণ করণ-পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া পদার্থ-বিদ্যার অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু কার্ডিনল্ জুলিয়ন্ শিসেরিণী নামা কোন ব্যক্তির মন্ত্রণাপরবস হইয়া লেডিসলস্ সন্ধির বিরুদ্ধে সন্ধি হইবার দশ সপ্তাহ পরেই তুর্কদেশ আক্রমণ করিতে সৈন্য প্রেরণ করেণ। অমঙ্গল-সঙ্ঘটন বিশ্বাস-ঘাতিতার অমোঘ দণ্ড। লেডিসলস্কে কৃতাপরাধের নিমিত্ত অবিলম্বে সেই দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল; যেহেতু তুর্কীয় জানিজারী সৈন্যেরা, মুরাদের নিকট আসিয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার মনস্তোষণ-পূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইল। তিনি যুদ্ধার্থ সৈন্যসহিত রাজ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া নিজ ন্যায়পরতার প্রকৃত ফল লাভ করিলেন। তুর্কসৈন্যেরা লেডিসলসের মস্তক ছেদন করিয়া সমারোহ-পূর্ব্বক আপনাপন দলে লইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবল হঙ্গেরীর অধিপতির এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এমত নহে; যে দুরাত্মা তাঁহাকে ঐ অন্যায় কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, সেই জুলিয়ন তুর্কীয় সম্পত্তি অপহরণ করিয়া নদী পার হইয়া পলায়ন করিবার সময়ে পরমেশ্বরেচ্ছায় ধনের ভরে মগ্ন হইয়া গেল, জলহইতে আর উঠিতে পারিল না। এই ঘটনাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারে যে যে ব্যক্তি আপনার ইচ্ছাক্রমে কুকর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়, আর যে অন্যকে অসৎমার্গে আনীত করে, তাহারা উভয়েই সমফলভাগী।

মুরাদ ইহার পর পুনরায় রাজ্যত্যাগী হন, পরন্তু জানিজারীদিগের মধ্যে বিদ্রোহ-ঘটনা হইলে, তন্নিবারণার্থ তাঁহাকে পুনরায় রাজ্যে আসিতে হইয়াছিল।

মুরাদ যুদ্ধ-বিষয়ে অতি যোগ্য ছিলেন। তিনি গ্রীস্‌দেশের কতিপয় প্রদেশ জয় করেন, কনষ্টাণ্টিনোপল্‌ নগর আক্রমণ, এবং ওয়ালাকিয়া রাজার সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। ইং ১৪২১ অব্দে রাজ্যাধিকারী হইয়া ১৪৫৩ অব্দে তিনি গতায়ুঃ হন।

দ্বিতীয় মুরাদের পুত্র দ্বিতীয় মুহম্মদ। তিনি পিতার সকল গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই, কিন্তু রণদক্ষতা-গুণের বিশেষ অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি গ্রীকদিগহইতে কনষ্টাণ্টিনোপল্‌ নগর অপহৃত করণে আগ্রহী হন। ঐ অনিবার্য্য আগ্রহাতিশয্যও চরিতার্থ হইয়াছিল। কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ গ্রীক রাজার রাজ্য তিন ভাগে বিভাজিত ছিল, যথা কনষ্টাণ্টিনোপল্‌, এড্রিয়ানোপল্‌, ও ট্রিবিজন্দ্‌। সমুদয় পদার্থ খণ্ড২ হইলে অবশ্যই অশক্ত হইয়া থাকে। অপর, তত্রত্য প্রতিবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহের বিষয় লইয়া তৎসময়ে বিবাদ হইতেছিল। মুহম্মদ ঐ অবকাশে ঐ নগর হস্তগত করণোদ্যত হইয়া ৫৩ দিবস আক্রমণের পর কৃতকর্ম্মা হন। কনষ্টাণ্টিনোপোলের অধিপতি কনষ্টণ্টাইন্‌, পালিওলোগস্‌ ঐ আক্রমণে নিহত হন। তুর্কেরা গ্রীকদিগের এই মহানর্থ এত শীঘ্র অপহরণ করিতে পারিত না। পরন্তু তৎকালে ইউরোপ-খণ্ডে প্রায়ঃ সকল সঙ্গতিপন্ন জাতি বিবাদে ব্যাসক্ত অথবা অন্য কোন কারণে দুরবস্থ ছিল, সুতরাং কনষ্টণ্টাইন্‌ সমধিক সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়াতে অবশ হন। কেবল জর্ম্মনীদেশের অধিপতি ফ্রেডরিক্‌ তাঁহার সাহায্যার্থ কএক খানি জাহাজ প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বিশিষ্ট ফল দর্শান সম্ভবপর নহে। যাহা হউক রোমান্‌দিগের বিখ্যাত সম্রাটবর কনষ্টণ্টাইনকর্ত্তৃক ঐ স্থানের নির্ম্মাণের একাদশ-শত ত্রয়োবিংশতি বৎসর পরে ঐ নগর তুর্কদিগের হস্তগত হয়। মুহম্মদ হতভাগ্য কনষ্টণ্টাইন বাদশাহের প্রাসাদ আপন অন্তঃপুর করেন, এবং সান্তা-সোফিয়া নামক তথাকার প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ গির্জা ভাঙ্গিয়া তৎপরিবর্ত্তে মস্‌জিদ নির্ম্মিত করেন। কিন্তু তিনি অধিকৃতদিগের ধর্ম্মবিষয়ক আচার ও ব্যবহারের অনুষ্ঠানে কোন প্রকার ব্যাঘাত দেন নাই। তিনি শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের উন্নতি করিবার নিমিত্ত অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং স্বয়ং বিদ্বান ও নানা ভাষাজ্ঞ ছিলেন। বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার এতাদৃশ যত্ন ছিল যে বহুব্যগ্রতা-পূর্ব্বক ইটালী রাজ্যহইতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে আনয়নপূর্ব্বক কনষ্টাণ্টিনোপলে রাখিতেন।

মুহম্মদ কনষ্টাণ্টিনোপল্‌ ব্যতিরেকে গ্রীসরাজ্যের, আরো অনেক অংশ অধিকৃত করিয়াছিলেন। সর্বিয়া, মলডেবিয়া, ওয়ালাকিয়া, জর্ম্মণ, হঙ্গেরী প্রভৃতি ইউরোপের অনেক রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। আশিআ-খণ্ডেও অনেক স্থান তাঁহার অধিকৃত হয়। ফলতঃ তাঁহার অধিকার তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে সবিশেষ বৃহৎ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ইং ১৪৮১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহাতে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বেয়াজেদ্‌ রাজ্যাধিকারী হইলেন।

ইহার সমস্ত রাজ্যকাল অসুখেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইহার ভ্রাতা জেম ইহার সত্ত্ব অপহরণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন; অনন্তর মিসর, বিনিস্‌ হঙ্গেরী পোলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া এই সকল রাজ্যের সহিত বিবাদ সঙ্ঘটন হয়। শেষদশায় সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সেলিম বিদ্রোহী হইলে তাহার সহিতও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে জানিজারী সৈন্যেরা তাঁহার অবশবর্ত্তি হইল, আর সেলিম তাঁহার

বিপক্ষতা করিতে লাগিল। এই সকল দুর্ঘটনার নিবারণ করিতে না পারিয়া তিনি সেলিমকে রাজ্য পরিত্যাগ করেন। কিয়ৎকালের পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুলতান সলিমের চরিত্র প্রশংসার যোগ্য নহে। তিনি অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি ছিলেন। রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিবার কিয়ৎকাল পরেই তিনি ভ্রাতা করখুদ ও পঞ্চ ভ্রাতুষ্পুত্রকে হতজীবিত করেন। পরে তাঁহার ভ্রাতা অহম্মদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করেন। পরন্তু তিনি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। পারস্যাধিপ ইস্মাইল শাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তব্রিজ নগর অধিকৃত করেন। অনন্তর অলা-এ-দৌলতের সহিত তাঁহার বিগ্রহ ঘটে। অলা-এ-দৌলৎ অর্মিনিয়া, কুর্দ্দিস্তান, সুরিয়া এবং কারামেনিয়ার অধিকাংশের রাজা ছিলেন। সেলিম তাঁহাকে বিজিত করিয়া তাঁহার সমস্ত অধিকার তুর্কীয় রাজ্যে সম্মিলিষ্ট করেন। ইহার পর তিনি ১৫১৬-১৭, অব্দে সুরিয়া সমেত মিসরদেশ অধিকৃত করিলেন। তৎকালে মিশরদেশ মামলুক জাতির অধীন ছিল। সেলিম, তোমালবে উপাধিবিশিষ্ট মিসরদেশাধিপতির প্রাণ বিনষ্ট করেন। ঐ অবধি মিসরদেশ তুর্কীয় সুলতানদিগের অধীন হইয়াছে। সেলিম এক সহস্র উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া মিসরদেশহইতে নানাবিধ অর্থ কুনষ্টাণ্টিনোপলে আনয়ন করেন, কিন্তু এতাদৃশ সুবিস্তারিত রাজ্য ও অপর্য্যাপ্ত সম্পত্তি অধিক কাল তাঁহার ভোগ হইল না। অষ্ট বৎসর পরে ইং ১৫২০ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার বিদ্বেষ বুদ্ধি ছিল। ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের প্রাণসংহার করা পুরুষার্থের কর্ম্ম বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ছিল। তিনি সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন, এই নিমিত্ত রাজ্যের শিয়া মতাবলম্বিদিগের অধিকাংশের প্রাণ নষ্ট করেন।

সেলিমের পুত্র সলিমান ইং ১৫২০ অব্দহইতে ৩০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার ব্যবহার দৃষ্টে ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকেরা তাঁহাকে "মহান" উপাধি দিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি এই উপাধির উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। তিনি হঙ্গেরী-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার দ্বারস্বরূপ বেলগ্রেড্ দ্বীপ অধিকৃত করিয়া লন। ওয়ালাকিয়ায় রাজা বাদলকে তাঁহার আনুগত্য করিতে হইয়াছিল। ইং ১০২৬ অব্দে হঙ্গেরীর রাজা লুইশকে বিজিত করিয়া তদীয় রাজধানী গ্রহণ করেন। অষ্ট্রিয়ার বাদশাহ ফর্ডিনাণ্ডের সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল, পরে সন্ধি হইয়া যায়। অনন্তর তিনি পারস্যাধিপ শাহ তামাস্প বাদশাহরের সহিত যুদ্ধ করেন; এবং বুগদাদ ও অন্যান্য স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন। পরন্তু ঐ বাদশাহের সহিত তাঁহার একরূপ স্থিরতা হইল যে তিনি তাঁহার বিদ্রোহি প্রজাদিগকে কোনরূপ সহায়তা করিবেন না। ইহাতে সলিমান যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। সলিমান বিনিসের অনেক দ্বীপ অধিকৃত ও বারংবার কএক যুদ্ধে আষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফর্ডিনাণ্ডকে পরাভূত করেন। ফর্দ্দিনাণ্ড হঙ্গেরী অধিকার ভোগের নিমিত্ত তাঁহার কর-প্রদ হইয়াছিলেন।

সলিমানের যুদ্ধশক্তি ও তদীয় উপযুক্ত উপকরণ ছিল। এইক্ষণে ইংরাজদিগের নাবিক সৈন্য যেরূপ সর্বত্রে অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, সলিমানের সময়ে তুর্কদিগের নাবিক সৈন্য সেইরূপ বিখ্যাত ছিল। তাহারা ইউরোপ, আশিআ ও আফ্রিকার অনেক স্থান অধিকৃত করিয়াছিল। সলিমান যেমন রাজ্য বিস্তারিত করিয়াছিলেন তেমন ব্যয়-নির্ব্বাহের নিমিত্ত কর অবধারিত করিয়া অর্থের সংস্থান করিয়াছিলেন। অপর

তিনি অধিকৃতদিগের সুখ ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে এরূপ অনেক উপায় করিয়াছিলেন। বিদ্যাদানের নিমিত্ত তাঁহাকর্তৃক অনেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সাবধানতা সত্ত্বেও কতকগুলি দোষের নিমিত্ত রাজ্য হ্রাসোন্মুখ হয়। তিনি স্বয়ং সৈন্যদিগকে লইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেন, এবং রাজকার্য্য-নির্ব্বাহের ভার দাওয়ানের প্রতি সমর্পিত করিতেন কিন্তু দাওয়ান কি রূপে তাহা নির্ব্বাহিত করিতেছে, সে বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করিতেন না। এই প্রকারে তত্ত্বাবধান না থাকা প্রযুক্ত অধিকৃতবর্গ প্রজাদিগের অর্থদ্বারা ধনপিপাসার শান্তি করিত; কিন্তু তাহাদিগের কল্যাণ-সাধনে যত্নবান হইত না। অপর নূতন২ অধিকারের ধন পাইয়া প্রধানেরা ক্রমশঃ বিলাসশালী হইয়া উঠিল, নিকৃষ্টেরাও সামান্য-সৈন্য পর্য্যন্ত-তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে লাগিল; ইহাতে ক্রমে ক্রমে শৈথিল্যের প্রাদুর্ভাব জন্মিল। অপর সৈন্যেরা বিলাসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রথমতঃ যুদ্ধ না করিয়া কিসে লুঠ করিবেক ইহাই তাহাদিগের সম্যক্ চেষ্টা হইল। এইরূপ নানাবিধ কারণে তুর্করাজ্যের হ্রাসতা জন্মে। সলিমানের পুত্র দ্বিতীয় সেলিম ১৫৫৩ হইতে ১৫৭৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। তাঁহার অধিকার-কালে আরব্যের অন্তঃপাতি ইমন-প্রদেশ, ও বিনিমোর অধিকার সাইপ্রস্‌দ্বীপ এবং স্পেনের অধিকার টিউনিসদেশ তুর্ক-দিগের অধীন হয়। সেলিম, প্রকাণ্ড খাল খনন-দ্বারা বলগা ও ডন নদী মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সুলতান দ্বিতীয় সলীমের পুত্র, তৃতীয় মুরাদ। ইহাঁর সময়ে (ইং ১৫৭৪ অব্দহইতে ১৫৯৫ অবধি) পারশ্যাধিপের সহিত তুর্কদিগের যুদ্ধ ঘটনা হয়। তাহাতে তাহারা জর্জিয়া, দীগস্থান ও এরিবাণ অধিকৃত করে। মুরাদ মহিলাগণের ও তোষামোদকারী কর্ম্মচারিগণের নিতান্ত বশবর্ত্তী থাকিতেন তত্রাপি তাহার সময়ে রাজ্যের সমুন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার এক শত দুই পুত্র ছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে ইউরোপে তুর্ক, গ্রীস ও হঙ্গেরীর অধিকাংশ, এবং আশিআ-খণ্ডে আর্ম্মিনিয়া, জর্জিয়া, দাগীস্তান, খুর্দ্দিস্তান, মিসোপটেমিয়া, বুগদাদ্, সুরিয়া, সাইপ্রস্ এবং আরব্যের অধিকাংশ, অপর আফরিকা খণ্ডে, মিসর, অলজিয়র্স এবং টিউনিস্ এই সমস্ত প্রদেশ বিশাল তুর্ক সাম্রাজ্যের সন্নিষ্ট ছিল। ফলতঃ তুর্কদিগের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব জন্মিয়াছিল। যে তাহাদিগের নামে রাজমুকুট ধারিরাও কম্পিত কলেবর হইতেন।

তৃতীয় মুরাদের পুত্র তৃতীয় মুহম্মদ। তিনি ইংরাজী ১৫৯৫ অব্দে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার সমস্ত কাল অষ্ট্রিয়াদেশীয়দের সহিত বিবাদে অতি বাহিত হয়; কিন্তু কোন পক্ষই বিজিত হয় নাই। অষ্ট্রিয়াদেশীয়েরা তুর্কদিগকে হঙ্গেরীহইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। পক্ষান্তরে তুর্কেরাও তাহাদিগকে তথা হইতে বহির্গত করিতে পারগ হয় নাই। ইউরোপের অন্যান্য রাজপুরুষের সহিত মুরাদের সদ্ভাব ছিল, ইং ১৫৫৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুরাদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অহম্মদ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর ছিল। পারশ্যের বাদশাহ শাহ অব্বাসের সহিত বিবাদ করিয়া পরাভূত হইলে ইহাকে জর্জিয়া, ডিগীস্তান ও ঈরাণ পরিত্যাগ করিতে হইল। তৎপরে হঙ্গেরিয়াতে তুর্ক-সৈন্যদিগের দুরবস্থা ঘটনা হয়। তথাকার রাজা রুডলফ কতিপয় রাজগণের সহায়তায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তুর্কদিগকে এক তুমুল সংগ্রামে বিজিত করেন। তদ্দৃষ্টে স্বীকার

করিতে হইবেক যে সে সময়ে তুর্কদিগের প্রবল পরাক্রমের হ্রাসতা জন্মিয়াছিল ফলতঃ সুলতান অহম্মদের পর পঞ্চপুরুষ পর্য্যন্ত তুর্ক-সাম্রাজ্যের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। ঐ সকল রাজারা প্রায়ই অক্ষম ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের আনুপূর্ব্বিক উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। ১৬৫৬ অব্দে সুলতান-মুহম্মদের সময় মুহম্মদ কুপ্রিলী নামক কোন ব্যক্তি উজীরপদে নিয়োজিত হন। তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। রাজা আপনি অশক্ত হইলেও মন্ত্রিদ্বারা রাজ্যরক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রী অযোগ্য ও অসৎ হইলে রাজার মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। মুহম্মদ কুপ্রিলী কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তাঁহাদ্বারা তুর্ক সাম্রাজ্যের সঙ্ঘটিত দুরবস্থার অনেকাংশে প্রতিবিধান হইবার লক্ষণ হইয়াছিল। তুর্কেরা প্রথমতঃ অষ্ট্রিয়ার বাদশাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার কতিপয় স্থান অধিকৃত করেন, কিন্তু তৎসমুদায় পরে রক্ষা-করণে তাদৃশ সামর্থ্য না থাকা প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে কোন কোন স্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহারা পোলণ্ডের রাজার সহিত বিবাদ করিয়া বর্কজিন্ নামে তাঁহার সুদৃঢ় দুর্গ অধিকৃত করে। পরন্তু এই সকল শুভানুষ্ঠানের পর উজিরের কার্য্যে অশুভ ঘটনা হইতে লাগিল। তুর্কেরা অষ্ট্রিয়ার বাদশাহের নিকট বিজিত হইল। বিনিস-দেশবাসিরা সাধ্যমত চেষ্টা করাতে গ্রীকরাজ্যে তুর্কদিগের অধিকার ভ্রষ্ট হইয়া গেল। এই সকল অমাঙ্গলিক ঘটনায় তুর্ক দিগের সাহস ভগ্ন হইয়া যায়। অপর জানিজারীরা বিদ্রোহাচরণ করিলে চতুর্থ মুহম্মদ সুলতান খুশরো রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে থাকিয়া কারাবাসীর মত কালযাপন করিতে লাগিলেন। সুলতান মুহম্মদের পর অন্যান্য অধিকারীদিগের সময়েও তুর্ক-সাম্রাজ্যের হ্রাস ব্যতিরেকে সমৃদ্ধি সম্পাদিত হয় নাই। অষ্ট্রিয়া, পোলণ্ড, রূশিয়া, পারশ্য প্রভৃতি স্থানের অধিপতিদিগের সহিত ভূয়োভূয় বিবাদ হওয়াতে, তুর্কদিগের কোন প্রকার বিশিষ্ট লভ্য হয় নাই; বরং গ্রীস ও অন্যান্য রাজ্য তাঁহাদিগের অধিকারবর্হির্গত হইয়া যায়। পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অধুনা তুর্কীয় সাম্রাজ্যের অত্যন্ত হ্রাসতা হইয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

পৃথ্বীরাজের বৃত্তান্ত।



গত-কার্ত্তিক-মাসিক বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে মারবাড দেশের প্রসঙ্গে পৃথ্বীরাজের উল্লেখ করা হইয়াছে, পরন্তু তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত উল্লিখিত হয় নাই। এই নিমিত্ত এপর্য্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশিত আছে, তাহা সঙ্কলিত হইতেছে। পৃথ্বীরাজ চাহুমান নামে অতি প্রসিদ্ধ ও মহান্ রাজপুত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ বংশের আদিম বৃত্তান্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। কথিত আছে যে বসুধা নিঃক্ষত্রিয় হইলে পর বিশ্বামিত্র ঋষির উদ্যোগে আবু পর্ব্বতোপরিস্থ দেবতারা ক্ষত্রোৎপাদন যজ্ঞ করত চাহুমান শোলাঙ্কী, প্রমার এবং পুরিহার * এই চারি বীরপুরুষ উৎপন্ন করেন। অগ্নি হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল কুলাচার্য্যেরা এরূপ বলিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা অগ্নিকুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। সে যাহা হউক তাহাদিগের সমুন্নত বাসস্থান যে আবু পর্ব্বত তাহা অনা-

* হরবংশের বিবরণ-প্রসঙ্গে বিবিধার্থের তৃতীয় খণ্ডে এই আখ্যানের আদ্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

য়াসেই নির্দ্দেশিত করা যাইতে পারে। ঐ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মক্ষেত্রে আদিনাথ, আদীশ্বর, ঋষভদেব এবং নন্দেশ্বর এই দেবচতুষ্টয়ের আদিম মন্দির আছে। ভারতবর্ষে ঐ সকল মন্দিরাপেক্ষা বিপুলার্থব্যয়-নির্ম্মিত ও অনুপমশোভাবিশিষ্ট দেবালয় আর নাই। অতিপূর্ব্বকালহইতে তথায় চাহুমানদিগের অধিকার ছিল। তাহাদিগের মধ্যে দেওড়ানামে এক জাতির অধীনে ঐ প্রদেশ প্রায়ঃ পাঁচশত বৎসর থাকে।

এই প্রসিদ্ধ তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট রাজপুত্রদিগের আদিপুরুষ অগ্নিপাল। অগ্নিকর্ত্তৃক পালিত বলিয়া তাঁহার নাম অগ্নিপাল ছিল। তাঁহাহইতে মাণিক্যরায় পর্য্যন্ত অনেক পুরুষের নামাবলী প্রসিদ্ধ আছে। মাণিক্যরায় শামরাও অজমীরের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার অধিকার সময় সংবৎ ৭৪০ নিরূপিত হইয়াছে। কথিত আছে, তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে যবনদিগের প্রথমতঃ অভ্যুদয় হয়; কিন্তু তদ্ঘটনার ইতিবৃত্ত বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত নাই। কবিদিগের সাহায্যে এই মাত্র নিরূপিত হইতে পারে যে মুসলমানদিগের প্রাথমিক আক্রমণে চাহুমানদিগের অজমীরাধিকারভ্রষ্ট হয়। একদা ঐ মাণিক্যরায়ের অপৌগণ্ড পুত্র লোট উপদুর্গোপরি ক্রীড়া করিতেছিল, এমত সময়ে শরাঘাতে তাঁহার বিনাশ হইল। তদবধি লোট চাহুমানদিগের পূজ্য হইয়াছে। অপর লোটের পদে ঐ সময়ে রৌপ্য মল ছিল, এই নিমিত্ত চাহুমান বালকদিগের রজতমল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই রাজপুত্রদিগের বিষয় উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলে হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইতে থাকে। কি সৌর্য্য? কি বীর্য্য? কি দাম্ভিকতা? কি মহানুভাবকতা? যে কোন গুণের প্রসঙ্গ করা যায় তাহাতেই তাহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়।

পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর হইল আলাউদ্দীন দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি তদধীনস্থ মুহম্মদ মামা কোন ভদ্রের আচরণে বিরক্ত হইলে, তিনি পলাইয়া রণস্তম্ভ মারবাড়াধিপতি হমীর চাহুমানের শরণাপন্ন হন। আলাউদ্দীন তাহাকে বিশিষ্টরূপে শাস্তিদিবার নিমিত্ত স্বয়ং আশ্রয়দাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহাতে হমীর আলাউদ্দীনের সমক্ষে মুহম্মদকে উপস্থিত করিয়া এই বলিলেন, "দেখ, যদি পশ্চিমে সূর্য্যের উদয় হয়, যদি চন্দনবৃক্ষ কণ্টকী লতা হয়, যদি সুমেরু সমভূমি হয়, রণস্তম্ভ মারবাড়ের প্রাচীর পড়িয়া যায়, আর তাহাতে আমারি মস্তক চূর্ণ হয়, তথাপি তোমার কোন বিঘ্ন হইবার ভয় নাই।"

হমীর যে কেবল মৌখিক এরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন, আর কার্য্যতঃ করেন নাই এমত নহে। আলাউদ্দীন সংবৎ ১২২৩ হইতে ১২৪৪ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রবলপ্রতাপ প্রকাশিত করেন। তিনি প্রায়ঃ সকল জাতিরই সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহাকর্ত্তৃক চাহুমানদিগের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা উৎপাদিত হয়। হমীরের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে গিয়া সর্ব্বস্বনষ্ট হয়। তাঁহার অন্তঃপুরিকাগণ যবনহস্তে পতিত হইবার ভয়ে চিতানলে প্রাণ সমর্পিত করেন। পুরুষেরা তাহা দেখিতে না পারিয়া তাহাদিগের অনুগমন করেন। পরিশেষে হমির শত্রুকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হতজীবিত হন। সুতরাং মুহম্মদকেও আলাউদ্দীনের নিকট নত হইতে হইল। তাঁহার শরীর আহত হইয়াছিল। আলাউদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, যদি তোমার ক্ষতশরীর সুস্থ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তুমি কিরূপ কার্য্যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবে?" মুহম্মদ বলিলেন "আপনার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া আপনার পরিবর্ত্তে হমীরের পুত্রকে

রাজা করিতে পারিলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে।”

এই ভুবন-বিখ্যাত হমীরের-তুল্য অপর অনেক বীরশ্রেষ্ঠ এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালনে কোন-মতে ত্রুটি করেন নাই, প্রত্যেকেই বীরপ্রধান বলিয়া গণ্য হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে পৃথ্বী-রাজ হস্তিনাপুরের শেষহিন্দু রাজা বলিয়া বি-খ্যাত হন। তিনি আজমীরাধিপতি বিশলদেবের প্রপৌত্র ছিলেন। তাঁহার সময়ে গজনী হইতে মুহম্মদ শাহ আসিয়া ভারতবর্ষ অধিকৃত করণে প্রবৃত্ত হন। চাহুমান ইতিবৃত্তান্তানুসারে বিশল দেব যবন শত্রুদিগকে কএক যুদ্ধে বিজিত করিয়া ছিলেন। পরে এক যুদ্ধে আপনিও বিনষ্ট হন। বি শলদেবের উত্তরাধিকারী শারঙ্গদেব। তিনি আ-জমীরভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সোমেশ্বর। সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজ পৃথ্বীরাজের পূর্ব্ব পুরু-ষেরা যদিচ পরাক্রান্ত ছিলেন বটে; কিন্তু পাণ্ডু বংশোদ্ভব তুয়ার-বংশের করপ্রদ ছিলেন, এরূপ নির্দ্দেশ আছে। সোমেশ্বর ও কনৌজের রাজা বিজয়পাল উভয়ে তুয়ারের রাজা অনঙ্গপালের দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনঙ্গ-পালের পুত্র ছিল না। তাঁহার জামাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিজয়পাল রাজ্যে বিদ্রোহ সঙ্ঘটন করিয়া-ছিলেন, আর সোমেশ্বর তদনুরূপ ব্যবহার করেন নাই, বরং তিনি শ্বশুরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এই সকল কারণবশতঃ অনঙ্গপাল জীবদ্দশাতে সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজকে রাজ্যাধিকারী করিয়া যান। রাজপুত্রদিগের রীত্যনুসারে তিনি কাহাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন নাই। পৃথ্বী-রাজ উত্তরকালে মাতামহের রাজ্যের সহিত পিতার রাজ্য একত্রিত করিয়াছিলেন। তিনি যে প্রবল প্রতাপান্বিত ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ষষ্টি বৎ-সরাধিক হইল, সর উইলিয়ম্ জোন্স দিল্লীতে বিখ্যাত ফিরোজ লাট স্তম্ভে এক খোদিত অনুশাসন পত্র পাইয়াছিলেন। ঐ লিপির সময় সংবৎ ১২৩০। তৎকালে মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের কিরণের ন্যায় পৃথ্বীরায়ের প্রতাপ বিকীর্ণ হইয়াছিল।

পৃথ্বীরাজের চরিত্র বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবেক, যে তিনি যে-মন কুশলপ্রিয় তেমনি রণদক্ষ ছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দুদিগের স্বয়ংবরার-প্রথা প্রচলিত ছিল। রা-জকুমারীরা মনোমত পাত্রে বরমাল্য-প্রদান-পূর্ব্বক আপন২ মনোমত পতি গ্রহণ করিতে পারিতেন। রাজারা কন্যার পরিণয়-সম্পাদনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া দেশদেশান্তর হইতে রাজা-দিগকে আনাইয়া সভা করিতেন। সভাস্থ রাজগণ পাত্রীর বিশেষ প্রীতির নিমিত্ত সমূহ ঔৎসক্য প্রদর্শন করিতেন।

এক বিষয়ে অনেকের লক্ষ্য হইলে বিবাদ ঘটনার সম্ভব। এই নিমিত্তই স্বয়ংবরার প্রথানি-বন্ধন পূর্ব্বকালে অনেক কলহ উপস্থিত হইত; সুতরাং নানা অনর্থ ঘটিত। পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। পৃথ্বীরাজের রূপলাবণ্যের ও তাঁহার কৃতিকুশলতার বিষয় ভারতবর্ষের সকল রাজগণের বিদিত হইয়াছিল। রাজবালারাও তাঁহার প্রতি বিশিষ্ট রূপে অনু-রাগিণী ছিলেন।

কনৌজের অধিপতি রাজা জয়চন্দ্র কন্যার বিবাহোপলক্ষ্যে রাজসূয় যজ্ঞ ও মহতী সভা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসের বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে মারবাড়-দেশের বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে ঐ রাজসূয় যজ্ঞের উল্লেখ হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুন-রুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল। সে ঐ যজ্ঞ

নিবন্ধন সমস্ত রাজপুত্র বংশেরা সভাস্থ হইয়াছিল; এমতসময়ে পৃথ্বীরাজ সভায় আসিয়া রাজ কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। তাহাতে জয়চন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাদ ঘটনা হয়। বিবাদে বলহানি প্রসিদ্ধই আছে, এবং পৃথ্বীরাজের পক্ষে তাহার অন্যথা হয় নাই; যেহেতু জয়চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করাতে তাঁহার অনেক সেনা ও সামন্ত বিনষ্ট হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই বিবাদে তিনি ও রাজা জয়চন্দ্র উভয়েই উৎসন্ন দশায় আনীত হন। অপর পৃথ্বীরাজ যুদ্ধলব্ধা কান্যকুব্জ-কুমারীকে রাজ্যে আনয়নপূর্ব্বক তাহার প্রেমে এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়া রহিলেন, যে তাঁহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কারিণী শক্তির ক্রমে অসদ্ভাব ঘটনা হইল। এই সময়ে সহাবুদ্দীন ঘোরী গজনীহইতে ভারতবর্ষ আক্রমণে উদ্যত হইয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। প্রথমে পৃথ্বীরাজ তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। কেবল তাঁহার শ্যালক চিতোরের সমর সিংহ সচকিত হইয়া তাঁহার আসন্ন বিপদুদ্ধার করিতে আগ্রহী হন। ইহাতে তিনি ও তাঁহার ত্রয়োদশ সহস্র অনুচরের প্রাণ বিনষ্ট হয়। পরে সহাবুদ্দীনের সহিত পৃথ্বীরাজের যে কতিপয় যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার পাঁচ ছয় যুদ্ধে তিনি শত্রুকে বিজিত করেন। সহাবুদ্দীন দুইবার বন্দী হইয়াছিলেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া অসামান্য মহানুভাবকতার পরিচয় প্রদান করেন। কাগ্গার-নদীতীরে উভয়ের শেষ যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন দিবস অনবরত যুদ্ধের পর পৃথ্বীরাজ অবসন্ন হইয়া পড়েন; তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য সকল বিনষ্ট হয়; এবং দৌর্ভাগ্য বশতঃ তিনি স্বয়ং শত্রুকর্তৃক বন্দী হইয়া গজনীতে নীত হন। এই সময়ে চাঁদ ভট্ট প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় তাঁহার সহচর হইয়াছিলেন। কথিত আছে ইহাঁরা উভয়ে সুযোগ ক্রমে সহাবুদ্দীনের নাশ সিদ্ধ করিয়া আপনারা আত্মঘাতী হন। পৃথ্বীরাজের সহিত দিল্লীতে হিন্দুদিগের স্বাধীনতা নিঃশেষিত হইয়া যায়। তদবধি আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমানদিগের অধিকার আরম্ভ হয়; এবং হতভাগ্য হিন্দুরা বলবীর্য্য নাশিনী পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন।

ইং ১৮১৫ অব্দে কর্ণেল টডসাহেব দিল্লীর ৩৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমাংশে আশী * নামক স্থানে পৃথ্বীরাজের এক খোদিত অনুশাসন পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে পৃথ্বীরাজের অপূর্ব্ব প্রাসাদ ছিল। অনুশাসন পত্র সেই প্রাসাদে সংশ্লিষ্ট ছিল। টড সাহেব ঐ খোদিত লিপির প্রসঙ্গতঃ পৃথ্বীরাজের যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা হইতে এই বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল।

কইপস্ জন্তু।

পণ্ডিতগণ জন্তুসকলের কায়িক সৌষ্টব ভেদে তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভাজিত করিয়া থাকেন। ঐ শ্রেণী সকলের মধ্যে একের নাম দ্বিদন্তী; যেহেতু তাহাতে যে সকল জীব নির্ণীত হয় তাহাদের প্রত্যেক মাড়ির পুরোভাগে দুই দন্ত মাত্র আছে। তাহাদিগের মধ্যে বিবর, রিক্কাজো, এই এই ও ইন্দুরের বৃত্তান্ত বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে লিখিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত কইপস পশুও ঐ শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়। অপর বিবর জন্তুর সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বাহ্যলক্ষণে ও কায়িক

---

* ইহার অপভ্রংশে ইদানী হাঁসী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।



কইপস্ জীব।

গঠনে তাহার সহিত অনেকাংশে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবেক।

কইপস্ জন্তু দক্ষিণামরিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় ইহারা নদীর কূলে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। ইহাদিগের স্ত্রীরা ঐ সকল গর্ত্তে প্রসবিতা হয়। তাহাদিগের গর্ভে এককালে পাঁচ সাতটী সন্তান জন্মে। সন্তানদিগের প্রতি তাহাদের সমধিকস্নেহ আছে। তাহারা বড় হইলে তাহাদিগকে সঙ্গে২ লইয়া বেড়ায়। প্রস্তাবিত জন্তু জলেও বাস করিতে সমর্থ, ও তদর্থে তাহাদের শারীরিক উপযোগিতা আছে। ইহাদের শরীর দুই প্রকার পদার্থদ্বারা আচ্ছাদিত। প্রথমতঃ সূক্ষ্ম ঘন লোম। ঐ লোম এতাদৃশ ঘন যে তাহাতে জল প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, তদুপরি ভাগে উজ্জ্বল, দীর্ঘ ও সোজা কেশ আছে; ঐ কেশের বর্ণ কটা। ঐ বর্ণ প্রস্তাবিত জন্তুর সাধারণ বর্ণ; কেবল ইহার প্রোথ অর্থাৎ থুঁতি অপরিষ্কারশ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। ইহার মস্তক বৃহৎ ও পুরু, কিন্তু উপরি ভাগ নিম্ন। ইহার চক্ষু ক্ষুদ্র এবং তাহার মস্তকের এরূপ উচ্চভাগে স্থিত আছে যে যখন কইপস্ সন্তরণ করে তখন তাহাতে জলস্পর্শ হয় না। কর্ণ গোলাকার ও ক্ষুদ্র। গোঁফ দীর্ঘ ও কর্কশ। পুরোদন্ত বৃহৎ শক্ত ও সুন্দর পীতবর্ণ বিশিষ্ট। উপর মাড়ির পুরোভাগে রোমজ তালু দৃষ্ট হয়, ও তদ্দ্বারা জ্ঞান হয় দন্ত গুলি যেন তালুভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে। পরমেশ্বর কোন প্রাণীকে অপ্রয়োজনীয় কোন পদার্থ প্রদান করেন নাই। উল্লিখিত রোমজতালু থাকাতে এই জন্তুর অপর্য্যাপ্ত উপকার সিদ্ধ হইয়াছে; যেহেতু নিম্নের ও উপরের পুরোদন্তসকলদ্বারা কোন কঠিন কাষ্ঠ বা কণ্টকাবৃত বস্তু ব্যবহৃত করিলে তালুর হানি হয় না।

কইপস ঐ তালু ও নীচের দন্তের মধ্যে রাখিয়া কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য অক্লেশে গর্ত্তে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়।

কইপসের পশ্চাৎ পদ খর্ব্ব, কিন্তু কঠিন, সম্মুখের পদ বড় এবং বিস্তৃত। ঐ প্রত্যেক পদে দীর্ঘনখবিশিষ্ট পঞ্চ অঙ্গুলি আছে। কেবল সম্মুখ পদদ্বয়ের সম্মুখের অঙ্গুলি ব্যতিরেকে আর সকল অঙ্গুলি মাংসদ্বারা সমাবৃত হইয়াছে। লাঙ্গুল দীর্ঘ গোল, ও শল্ক এবং বিরল কেশে আবৃত। কইপস্ জন্তু বিবর অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে; লেজ সমেত সচরাচর দুই হস্তের অধিক দীর্ঘ হয় না। এই জাতির শ্বাস ক্রিয়া নানা-রন্ধ্রদ্বারা সম্পাদিত হয়।

ইহাদের বিষয় যে পর্য্যন্ত অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাদিগকে শান্তস্বভাবান্বিত বলিতে হইবেক। ইহারা অনায়াসে পোষ মানে। কিন্তু বন্যাবস্থাতে কিরূপ আচরণ করে তাহা এপর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। ইহাদিগের লোম অত্যন্ত ব্যবহার্য্য। তদ্দ্বারা উত্তম২ টুপি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ও তদর্থে ইহাদিগের চর্ম্ম আমেরিকাহইতে ইউরোপে সমধিক পরিমাণে বৎসর২ আনীত হয়।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক।

এই প্রকারে রাজা অগ্নিমিত্র এবং তাঁহার প্রিয় পার্শ্বচর গৌতম উভয়ে মালবিকা বিষয়িণী নানা-প্রকার জনান্তিকতা ও চিন্তা করিতেছেন; মালবিকা অধোবদনে অগ্নিমিত্র ধ্যানে নিরতা রহিয়াছে, এবং প্রিয়সহচরী বকুলাবলিকা মালবিকার চরণে অলক্ত সংস্কার করিয়া দিতেছে, এই সময়ে বকুলা-বলিকা মালবিকাকে কহিল, "সখি! বল দেখি, তোমার চরণে অলক্তরেখার অতি চমৎকার শোভা হইতেছে কি না?" মালবিকা উত্তর করিল, "প্রিয় সখি! আপনার পায়ের প্রশংসা আপনি করিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। যাহা হউক, তুমি কাহার নিকটে এমন সুন্দর শিল্পকর্ম্ম শিখি-য়াছিলে?" বকুলাবলিকা কহিল, "আমাকে অন্য কে শিক্ষা দিবে? আমি মহারাজেরই শিষ্য।" এই সময়ে গৌতম জনান্তিকে কহিয়া উঠিলেন, "হাঁ, কিন্তু এক্ষণে গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত ত্বরা কর।" মালবিকা বকুলাবলিকাকে কহিল, "তা বলিয়া তুমি গর্ব্বিতা হইও না।" বকুলাবলিকা কহিল, "সখি! আমি গর্ব্ব করিব না, যথার্থ বটে; কিন্তু এ সময়ে আমার গর্ব্ব যেন স্বয়ংই উপস্থিত হইতেছে, যেহেতু আমার মনস্কামনা সিদ্ধপ্রায় দেখিতেছি।" এই প্রকার বিবিধ কথোপকথনের পর, সে পুনর্ব্বার মালবিকাকে কহিল, "প্রিয় সখি! সে যাহা হউক, এক্ষণে তোমার চরণ যুগল রক্তপদ্মের দ্যুতি ধারণ করিয়াছে, অত-এব আমার অভিলাষ, তুমি অতি শীঘ্রই মহা-রাজের অঙ্গলক্ষ্মী হও।" মালবিকা উত্তর করিল, "সখি! যা নয়, তুমি কেন আমাকে তাই কহিতে লাগিলে।" বকুলাবলিকা প্রত্যুত্তর দিল, "যা নয় কি? আমি যথার্থ কথাই কহিতেছি।"

মালবিকা কহিল, "সখি! তুমি আমাকে অতি-শয় ভাল বাস, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে অধিক কহিতে পারিতেছি না।" বকুলাবলিকা কহিল, "কেবল আমিই যে তোমাকে ভাল বাসি, এমন নহে।" তখন মালবিকা জিজ্ঞাসিল, "আর কে আমাকে ভাল বাসে?" বকুলাবলিকা উত্তর করিল, "মহারাজ।"

অশোক পাদপমূলে এই সকল কথোপকথন ও মিলন-পূর্ব্বরঙ্গ চলিতেছে, এই সময়ে হঠাৎ দেবী ইরাবতী. নিপুণিকা নাম্নী সখী সমভি-

ব্যাহারে প্রমদবনে ইহার অনতিদূরে আসিয়া পৌঁহুছিলেন। অশোকতরুতলবাসী প্রণয়াভিলাষীরা প্রণয় সিন্ধুপানের পূর্ব্বক্ষণেই বিচেতনপ্রায় হইয়া পাত্রান্বেষণ করিতেছেন, সুতরাং কেহই তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। ইরাবতী ক্রীড়ারসপরতন্ত্র হইয়া প্রমদবনমধ্যবর্ত্তী দোলা গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন এমন সময়ে পথি মধ্যে স্বামী ও সহচরী সঙ্ঘটিত এই অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অভূতপূর্ব্ব, বিসদৃশ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া এক কালে ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার প্রিয় সহচরী অতিনিপুণা নিপুণিকার সঙ্গে তৎকালসুলভ বিবিধ কথোপকথন ও পরামর্শ নির্দ্ধারণ করিয়া উভয়ে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতে ও স্বকর্ণে শুনিতে লাগিলেন। বকুলাবলিকার ঐ প্রকার উত্তর শুনিয়া নিপুণিকা ইরাবতীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "দেবি! হতাশা বকুলাবলিকার উত্তর শুনিলে?" ইরাবতী নীরব হইয়া প্রজ্বলিত তৃণস্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। মধ্যে ২ নিপুণিকার সঙ্গে জনান্তিকতাও করিতে লাগিলেন।

বকুলাবলিকা মালবিকাকে পুনর্ব্বার কহিল, "প্রিয়সখি, অনুরাগদ্বারাই অনুরাগের পরীক্ষা করিতে হয়, এই মহাজন বাক্যকে এক্ষণে প্রমাণিত কর।" তখন মালবিকা জিজ্ঞাসিল "সখি, তুমি একথা কি আপনার মনতোলা করিয়া কহিলে?" বকুলাবলিকা অতি ত্রস্তা হইয়া উত্তর করিল, "না, না, না সখি আমি মনতোলা কহি নাই, প্রণয় প্রয়াসী মহারাজের অনুকথন করিতেছি।" তখন মালবিকা কহিল, "ভাই, বলিলে বটে, কিন্তু মহারাণীর ত্রাসে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে ভরসা জন্মে না।" অনন্তর বকুলাবলিকা নানাপ্রকার প্ররোচনী বচনপরম্পরাতে মালবিকাকে সমুৎসাহিনী করিলে পর, সঙ্গতিক্রমে সগৌতম রাজার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল; এবং অশোকমূলে রাজা, গৌতম, মালবিকা এবং বকুলাবলিকা চারি জনে একত্রিত হইয়া সাভিলাষমনে অশোক দোহদ-পূরণচ্ছলে নানাপ্রকার রসিকতা করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার রসিকতা চলিতেছে, এমন সময়ে ইরাবতী সহসা রাজার সম্মুখে উপনীতা হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! বেশ অশোক দোহদ সম্পাদন হইতেছে, ক্ষান্ত হইবেন না, এখনও পুষ্পোদ্ভেদ হয় নাই, এই পূর্ব্ব লক্ষণ মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে।" তখন রাজা অগ্নিমিত্র হঠাৎ দেবী ইরাবতীকে দেখিয়া চিত্রগত পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দহীন ও ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিলেন; অনন্তর কোন রূপে অতি সঙ্গোপনে গৌতমকে কহিলেন, "বয়স্য, কি উপায়? গৌতম উত্তর করিলেন, "জঙ্ঘাবল।"

অনন্তর ইরাবতী কোপনিঃসারিত বচনে কহিতে লাগিলেন, "সাধু বকুলাবলিকে! সাধু! তুমি শুভারম্ভ করিয়াছ, এক্ষণে ত্বরায় মহারাজকে সফলপ্রার্থন কর।" তখন মালবিকা এবং বকুলাবলিকা উভয়ে ভয় এবং লজ্জা এই উভয় রস মিশ্রিত এক অনির্ব্বচনীয় অতি ভীষণ রসে অভিভূত হইয়া এই মাত্র কহিয়াই তথা হইতে পলায়ন করিল, "হে দেবি! ক্ষমা করুন, আমরা মহারাজের প্রণয়পাত্র নহি।"

ইরাবতী কহিতে লাগিলেন, "হা ধিক্! পুরুষ জাতি কি বিশ্বাসঘাতী! মহারাজ ঘৃণিতহৃদয়া দাসীদের কুহকে পতিত হইয়া অনায়াসেই প্রিয় গৃহিণীদের হৃদয় শল্য করিতেছেন।" এই সময়ে গৌতম রাজাকে জনান্তিকে কহিতে লাগিলেন, "বয়স্য! এক্ষণে কি উত্তর করিবে চিন্তা কর।" কথা

কহিতেছ না কেন?” ইরাবতী পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, “হা ধিক্ ধিক্! ওহে গৌতম! জানিয়াছি, তুমিও বড় অবিশ্বাস পাত্র। আর, এক্ষণে ইহাও আমার মনস্তাপ জন্মিতেছে, যে, আমি যদি পূর্ব্বে তোমাদের এই রহস্যবিনোদবৃত্তান্ত ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমাদের এ বিভ্রাট ঘটাইতাম না।” গৌতম অতি নম্র হইয়া কহিতে লাগিলেন, “দেবি! বিচার করুণ; মহারাজের অন্য কোন অপরাধ হয় নাই, কেবল নির্জ্জনে স্ত্রীজন লইয়া আলাপ করাতেই ইনি এক্ষণে অপরাধী হইলেন, যথার্থ বটে। কিন্তু তাহা অতি যৎসামান্য অপরাধ, অতএব ক্ষমা করুন।” গৌতমের এই প্রত্যক্ষ বঞ্চনে অতীব বিরক্তা হইয়া নিপুনিকা ইরাবতীকে কহিল, “দেবি! দেখিতেছেন? ইনিও হতাশা বকুলাবলিকার সহকারী।” ইরাবতী সখিকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, “সখি, যাহা চলিতেছিল, চলুক্ আমি আর ইহাদের প্রতিবন্ধকতা করিব না।” এই বলিয়া ক্রোধভরে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা নিরুপায় হইয়া ইরাবতীর অনুসরণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, “হে দেবি; ক্ষমা কর, প্রসন্না হও! হে সুন্দরি! নিতান্ত প্রণয়িজনে এত নিরপেক্ষতা তোমার উপযুক্ত নহে।” রাজার এই বিনয়বাক্য শুনিয়া ইরাবতী আরও কোপবতী হইয়া উঠিলেন, “হাঁ। তবে এ হতভাগিনীও তোমার অনুসরণ করুক্?” এই মাত্র বলিয়া রসনা উত্তোলন করিয়া রাজাকে প্রহার করিতে উদ্যতা হইলেন। রাজা তৎকালে ভয়ে আন্তরে পলায়ন করিবেন বটে কিন্তু রাণীও তাঁহার অনুসরণ আরম্ভ করিলেন। কতকদূর আসিয়া অবশেষে রাজা ইরাবতীর চরণতলে আত্মদেহ পাতিত করিয়া নানাপ্রকার বিনতি কথা কহিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি ইরাবতী ক্ষান্ত হইলেন না। তখন গৌতম রাজাকে সবিস্তর প্রবোধিয়া অগত্যা উভয়ে যথাস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজা অগ্নিমিত্র একাকী অন্তঃপুরে ইরাবতীর প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনরায় সুস্তবাতিসারিণী সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু তিনি তথাপি রাজার প্রতি প্রসন্না হইলেন না। তখন রাজা আপনাকে ইরাবতীপ্রসাদ লাভে নিতান্ত নিরাশ জানিয়া অগত্যা বহিঃপ্রকোষ্ঠে প্রত্যাগমন করেন; এবং বিশ্রামগৃহে অধোমুখে উপবিষ্ট ও কি কর্ত্তব্য তাহাতে বিমূঢ় হইয়া কিয়ৎকাল নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা ও উপায়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতিক্ষীণ-বাষ্প-গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, “সখে! গৌতম?” প্রতিহারী জয়সেনা নিবেদন করিল, “মহারাজ! গৌতম নিকটে নাই।”

“গৌতম নিকটে নাই” এই শব্দ শুনিবামাত্র রাজা অগ্নিমিত্র যেন শুপ্তোত্থিতের ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ সচেতন হইলেন; এবং দুঃখাতিশয়ে আরও প্রপীড়িত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “আঃ! আমিই যে তাঁহাকে প্রিয়তমা মালবিকার সংবাদ জানিয়া আসিতে অন্তঃপুরোদ্দেশে প্রেরিত করিয়াছি।” অনন্তর, প্রকাশস্বরে কহিলেন, “জয়সেনে! তুমিও গিয়া সংবাদ জানিয়া আসিতে পার; রাণী এক্ষণে কি করিতেছেন?” প্রতিহারী “যে অজ্ঞা মহারাজ!” বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থিত হইল। জয়সেনা প্রস্থান করিয়াছে এমন সময়ে গৌতম আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজা অতি ব্যগ্রচিত্ত হইয়া গৌতমকে জিজ্ঞাসিলেন, “সখে! বল২ প্রিয়তমার মঙ্গল ত?”

রহস্যবাদিত্ব রাজসহচরদের অভ্যাসসিদ্ধ ধর্ম্ম, সুতরাং তাহারা সময়নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদাই রহস্যকথা কহিয়া থাকে। অতএব, গৌতম

প্রথমতঃ উত্তর করিলেন, "হাঁ মহারাজ! সকলই মঙ্গল, এইমাত্র আমি সচক্ষে দেখিয়া আসিতেছি তোমার প্রিয়তমা এক্ষণে কপোতিনীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দেবী-ইরাবতী-রূপিণী বিড়ালিকার বদন-সিংহাসনে বসিয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছেন।" অনন্তর রাজার সাতিশয় কাকূতি মিনতির বশম্বদ হইয়া যথোচিত আড়ম্বরপূর্ব্বক কহিলেন, "বয়স্য! সে দুঃখের কথা কি কহিব? আর কি শুনিবে! সেই তপস্বিনীরা এক্ষণে নাগ কন্যার ন্যায় পাতালে বাস করিতেছে। দেবী ইরাবতী মালবিকা এবং বকুলাবলিকা উভয়কেই অন্তঃপুরের অতি গুহ্যস্থিত সারভাণ্ড নামক অন্ধকূপ কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন।" প্রিয় পার্শ্বচর গৌতমের মুখে এই হৃদয়ভেদী নিদারুণ সংবাদ শ্রবণগোচর হইবামাত্র রাজা "হা! কি পরিতাপ! বিকশিত-চূতাঙ্কুর-বিরাজিনী অতি-মধুরস্বরা কোকিলযুবতী এবং ভ্রমর-যুবতী ইহারা উভয়েই এক্ষণে প্রবল বাত্যা সহিত অকালবাদলে উৎসন্নবেশা জীবিতাবশেষ হইয়া কোটরপ্রবিষ্টা হইয়াছে!" এই বলিয়াই যথেষ্ট আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আক্ষেপের পর অগত্যা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অবশেষে কহিলেন, "সখে! এক্ষণে এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য হয় কর।" গৌতম কহিলেন, "মহারাজ! ভয় নাই, উপায় আছে। কিন্তু পাছে কেউ শুনিতে পায়, এই নিমিত্ত আমি তাহা কর্ণে২ কহিব," এই বলিয়া রাজার কর্ণে সবিশেষ কহিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা যথোচিত উৎসাহিত হইয়া উত্তর করিলেন, "সখে! অবিলম্বে ইহারই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য; উত্তম পরামর্শ করিয়াছ, অতএব ত্বরায় তাহাই কর।"

রাজা এবং গৌতম উভয়ে ঐ প্রকার পরামর্শ হইতেছে এমন সময়ে প্রতিহারী জয়সেনা আসিয়া পৌঁহুছিল, এবং করপুটে নিবেদন করিল "মহারাজ! রাজ্ঞীর যৎকিঞ্চিৎ অসুখ বোধ হইয়াছে; ভগবতী কৌশিকী তাঁহার শিয়রে বসিয়া মস্তকে মন্ত্রজপ করিতেছেন। সখীরা চারিদিগে বসিয়া নানাপ্রকার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। তিনি প্রবাত শয়ন নামা গৃহে পলঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন।" রাজা অগ্নিমিত্র জলদের-অভিলাষেই জল-প্রাপ্তির ন্যায় ঐ সংবাদ জয়সেনার মুখে শ্রবণ করিয়া আগ্রহান্বিত হইলেন; এবং গৌতমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বয়স্য আমার সাক্ষাৎ করিবার এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত।" গৌতম কহিলেন, "হাঁ, আপনি গমন করুণ; কৃতানুষ্ঠান হইয়া আমিও পশ্চাৎ যাইতেছি।" রাজা কহিলেন, "ভাল, কিন্তু জয়সেনাকে সবিশেষ বৃতান্ত কহিয়া যাও।" গৌতম প্রতিহারীকে সবিশেষ কহিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজাও অয়স্কান্তকর্তৃক আকৃষ্ট লৌহের ন্যায় ধাবমান হইয়া জয়সেনার সঙ্গে২ অন্তঃপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজা অগ্নিমিত্র অন্তঃপুরে উপনীত হইয়া দেখেন রাজ্ঞী যথাবৎ শয়ানা রহিয়াছেন, পরিব্রাজিকা তাঁহার শিরোদেশে বসিয়া প্রস্তাব পরিশুদ্ধ কোন উপন্যাস কহিতেছেন. সখীরা চারিদিকে-ব্যগ্রভাবে শুশ্রূষা করিতেছে। তখন, রাজ্ঞী উপন্যাস শুনিতে শুনিতে পরিব্রাজিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবতি! অতি রমণীয় কথা।" পরিব্রাজিকা উৎসাহিত হইয়া প্রস্তাবিত উপন্যাসের শেষভাগ কহিবেন এই সময়ে হঠাৎ রাজার পদশব্দ তাঁহার কর্ণবর্ত্তী হইল। তখন তিনি ঐ শব্দ লক্ষে কর্ণপাত করিয়া রাজ্ঞীকে কহিলেন, "হাঁ, অতঃপর বৃতান্ত কহিব, এক্ষণে মহারাজ বিদিশীশ্বর আসিয়াছেন, ইহাঁর বিধিবৎ অভ্যর্থনা করা উচিত।" (তা, চূড়ামণি)



ওয়ালাকিয়ার ডাক-গাড়ি।

ওয়ালাকিয়া ও মোল্‌ডেবিয়া দেশের বিবরণ।



র্ক জাতির বৃত্তান্তের মধ্যে ওয়ালাকিয়া ও মোলডেবিয়া প্রভৃতি কতিপয় স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সকল দেশের মনুষ্যের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া উচিত; বস্তুতঃ তদ্দ্বারা উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে। এই ধ্রুব জ্ঞান প্রযুক্ত ওয়ালাকিয়া দেশীয়দের বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

ওয়ালাকিয়া দেশের উত্তর সীমা মোলডেবিয়া, এবং পশ্চিমসীমা সর্বিয়া। ইহার দক্ষিণ ও পূর্ব্বে ডানিউব নদী প্রবাহিতা আছে। এই স্থান এক দিকে কৃষ্ণসাগরের ও অন্যদিকে কার্পেথিয় পর্ব্বত শ্রেণীর নিকট হওয়াতে ইহার প্রাকৃতিক সৌষ্টব সর্ব্বত্র তুল্য নহে। এখানে শীত ঋতু অতি প্রবল, ও বহুদিনস্থায়ী, সুতরাং গ্রীষ্ম ঋতু অল্পদিবস থাকে, ও শীতঋতু সদৃশ তাহার গুরুতর ক্রম নাই। শীতকালে ডানিউব নদী প্রায়ঃ দেড়মাস তুষারে ঘন হইয়া থাকে, তখন তদুপরি কামানের বৃহৎ বৃহৎ শকটসকলও নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করিতে পারে। সাধারণতঃ ওয়ালাকিয়া দেশে শীতের প্রাধান্য ও ইতস্তত কচ্ছ ভূমি থাকাতে তথাকার উদ্ভিজ্জ্য ও মনুষ্য প্রভৃতি সকল প্রকার জন্তু তাদৃশ সৌষ্টব সম্পন্ন হয় না। উদ্ভিজ্জ্যের বিস্বাদ ও পুষ্পের ঘ্রাণ লাঘবতা জন্মে। পশু সকল নিস্তেজ; ও শৃগাল ভল্লুক ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি শাপদ জন্তুরা জড়তাবস্থাতে অবস্থিত থাকে। মনুষ্যদের মানসিক স্ফূর্ত্তি অথবা কায়িক স্বচ্ছন্দতা নাই। তাহারা সর্ব্বদাই আলস্য পরবশ

ও শ্রমবিমুখ দৃষ্ট হয়। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা-ভেদে দেশীয়দের এরূপ অবস্থার ভেদ সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে।

প্রস্তাবিত দেশীয়দের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যেরূপ উল্লিখিত হইল, তাহাতে তাহাদিগদ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবেক ইহা সম্ভাব্য নহে। তথাকার নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের অবস্থা যে অত্যন্ত জঘন্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা প্রধান ব্যক্তি বলিয়া মান্য তাহাদি-গেরও অবস্থানুসারে উন্নতি নাই। বিদ্যাশিক্ষা ব্যতিরেকে উন্নতি জন্মে না। প্রস্তাবিত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনের সুপদ্ধতি নাই। তাহারা যথাকথঞ্চিত শিক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে মনে করে। এই ভ্রমনিবন্ধন সমূহ অনিষ্ট উৎপাদিত হয়। তদ্দ্বারা ব্যক্তিদিগের যথাযোগ্য বিষয়বুদ্ধি জন্মিতে পারে না; তদ্ধেতুক তাহারা অর্থাগমের সুন্দর পথ আবিষ্কৃত করণে সমর্থ নহে, অথচ ব্যয়ের বাহুল্য আছে, সুতরাং তাহারা ত্বরায় শ্রীভ্রষ্ট হয়।

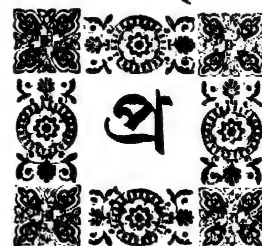
এই নিমিত্ত তাহাদিগের প্রধান রাজকর্ম্মচারিরা অন্যায়পূর্ব্বক অর্থসঙ্গ্রহ করিয়া আপন২ সুখা-ভিলাষ সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। পক্ষান্তরে অনুচরেরা ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় ও অপরিমিত ব্যয়শালী প্রভুদিগকে প্রতারিত করিয়া আপনারা বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চিত করে। এই রূপে ওয়ালাকি-য়ার অনেক ধনির বংশ নির্দ্ধন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশেও এই পদ্ধতির প্রচার থাকা প্রযুক্ত অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে।

অপর প্রধান লোকদিগের কুরীতি ও অম-নোযোগ ব্যতিরেকে ওয়ালাকিয়া দেশের উন্ন-তি ঘটিবার আরো অনেক ব্যাঘাত আছে। ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মনিবন্ধন কার্য্যানুষ্ঠানে বৎসরের প্রায় অষ্ট মাস ব্যাপৃত থাকিতে হয়; ঐ সময়ে কেহই বিষয় কর্ম্ম করিতে পারে না। শ্রমোপ-জীবিরাপর্য্যন্ত কার্য্যে বিরত থাকে; সুতরাং দুর-বস্থা ঘটিবেক ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

যে দেশের ব্যক্তিরা ঈদৃশ দুরবস্থান্বিত, তাহারা অন্যান্য দেশীয়দের সহিত আলাপনার্থ দূর-দেশে গমনাগমন করিবেক ইহা সম্ভাবিত নহে। ভিন্নদেশাদিতে গতিবিধি না থাকিলে গমন সৌকার্য্যার্থ পথ ও যান নির্ম্মাণ করা লোকের আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত যে দেশে বাণিজ্যের অধিকতর চালনা আছে, তথায় উত্তমোত্তম পথ ও যান প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার বিরহে যানাদির অপকৃষ্টতা উপ-লক্ষিত হয়।

প্রস্তাবের শিরোভাগে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, তাহা ওয়ালাকিয়া ও মোল্‌ডেবিয়ার নিকটবর্ত্তি প্রদেশসকলে ব্যবহার্য্য শকটের প্রতিরূপ। ইহার গঠন অতি সামান্য; সকলই কাষ্ঠময়, কোন অংশ লৌহদ্বারা বদ্ধ নহে। এইরূপ শকটে চারিটা ঘোটক যোজিত হয়। সারথি অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় থাকিয়া রথ চালনা করে। শকটে একজন আরোহীর অধিক এককালে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।



কৃতির নিয়মানুসারে মেঘাগমে সুবৃষ্টি হইলে প্রাণিবর্গের জী-বনাবলম্বন ধান্যাদি যে প্রকার প্রচুর রূপে সংবর্দ্ধিত হয়, কণ্টকি তৃণও সেই প্রকারে উত্তেজিত হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ নিয়ম যে কেবল প্রকৃতি-প্রতি-মায় ব্যক্ত হয় এমত নহে; মনুষ্যের মানসক্ষে-

ত্রেও তাহার সম্যক্ আধিপত্য প্রতীয়মান হইতেছে। ইহার প্রমাণার্থে আমরা কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানের নাটক-রচনা-বিষয়ক অনুরাগের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারি। এক্ষণে তিন চারি বৎসরাবধি ঐ অনুরাগরূপ বর্ষার প্রভাবে অনেক মানসক্ষেত্র ফলবিশিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের ফল সর্ব্বত্র তুল্য হয় নাই; বীজভেদে সুপথ্য ধান্য ও কুপথ্য কণ্টক উভয়ই উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে আমরা সময়ে ২ সুপথ্য ধান্য স্বরূপ কএক খানি উৎকৃষ্ট নাটকের অনুকীর্ত্তন করিয়া সহৃদয় পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছি। সম্প্রতি এক খানি নূতন নাটক পাইয়া তাহাকে নাটক-কণ্টক বলিতে বাধ্য হইলাম।

ঐ গ্রন্থ যাঁহাকর্তৃক রচিত হইয়াছে তিনি গ্রন্থ-রচনায় নূতন ব্রতী নহেন; গ্রন্থ-রচনা-বিষয়ে তাঁহার আস্ফালনও সামান্য নহে। তিনি লেখনী ধারণ করিবা মাত্রই ইংরাজি অদ্বিতীয় কবি সেক্স্পিয়রের অনুপম মাধুর্য্য-লহরী বঙ্গভাষার শব্দতটিনীতে নিক্ষিপ্ত করিতে প্রয়াস পান। তাহাতে তাঁহার যে কি পর্য্যন্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; তাঁহার ইংরাজি ভূমিকার আভাসে বোধ হয় তদ্বিষয়ে তিনি স্বয়ং সন্দেহাপন্ন আছেন। তিনি লেখেন (আমার প্রথম রচনার) "কএক খানি "পুস্তক রাজধানীস্থ ইংরাজ ও বাঙ্গালি বিজ্ঞ "সম্পাদক তথা হিন্দুমান্য ব্যক্তিদিগকে উপ- "ঢৌকন দেওয়া হইয়াছিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা "শ্রেষ্ঠসভ্যতার লক্ষণস্বরূপ সাধুতানুসারে ঐ দান "অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্তেরা দান "গ্রহণ করিয়াও তাহার প্রাপ্তি অঙ্গীকার করেন "নাই; এবং আমি বলিতে পারি না তাঁহারা "ঐ পুস্তক এক বারও খুলিয়াছেন কি না।" আক্ষেপের বিষয় এই যে আমরা তাঁহার ঐ সন্দেহের ভঞ্জন করিতে পারিলাম না। পরন্তু কেহ কোন কর্ম্মে নূতনব্রতী হইয়া যে প্রকার সিদ্ধসঙ্কল্প হয়, দ্বিতীয় বার চেষ্টাকরিলে তাহা-হইতে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, এই ঐতিহ্য বাদে যদ্যপি কোন সত্যতা থাকে তাহা হইলে গ্রন্থকারের দ্বিতীয় গ্রন্থদৃষ্টে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ সহৃদয় ব্যক্তিদিগ-দ্বারা বিবৃত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না।

বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার লেখেন যে "অধুনা জ্ঞানার্জ্জন-বিষয়ে যে প্রকার তৃষ্ণা "হইয়াছে; এবং সাধারণের তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত "যে সুগম করা হইয়াছে; তাহাতে এতদ্দেশীয় "সাহিত্য বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন "হইয়াছে এই অবকাশে আমার পরিশ্রমের "ফল নাটকস্বরূপে পরিণত করত বিহিত সাব- "ধানে তাহা দেশস্থ সকল শ্রেণীর মনুষ্যদিগের "আস্বাদনোপযোগ্য করিয়া সাধারণ-সমীপে সম- "র্পিত করিতেছি।" এই উৎসাহবাক্যে আমাদিগকে "কৌরব বিয়োগ নাটক" * প্রয়াস পাইয়া পাঠ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে আমাদিগের শ্রম সাকল্যে ব্যর্থ হইয়াছে; বোধ হয় তৎসদৃশ নিষ্ফল নিরর্থক অসংলগ্ন ১৭৩ পৃষ্ঠাপরীক্ষিত বাঙ্গালি রচনা কেহ এক কালে পাঠ করেন নাই। নাট্যকারের শব্দজ্ঞান যথেষ্ট আছে; বোধ হয় তিনি সমস্ত অভিধান কণ্ঠস্থ করিয়া থাকিবেন; পদ্যরচনায়ও তাঁহার ক্ষমতার

* "কৌরব বিয়োগ নাটক। এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গাবধি অন্ধরাজের যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত মহাভারতীয় অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বহুলাংশ গদ্যে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্যচ্ছন্দে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষকর্তৃক বিরচিত।" যদ্যপি কেহ গ্রন্থকারের ব্যবসায় জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি এই নামের "এতাবতা" শব্দদ্বারা সে অভীষ্ট অনায়াসে সিদ্ধ করিতে পারেন। আমরা কেবল ডিক্রি নবীস্দিগের মুখে ঐ শব্দ শুনিয়াছি। পরন্তু এতাবৎ শব্দের তৃতীয়ার এক বচনের সহিত গ্রন্থের নামের সম্বন্ধ কি তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে অসমর্থ হইলাম।

অভাব নাই। আক্ষেপের বিষয় এই যে বিবেচনার অভাব, ব্যাকরণের অবহেলা, ও নাটক-রচনার নিয়ম না জানা প্রযুক্ত তাঁহার সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়াছে। এই অপ্রীতিকর বাক্য বিন্যস্ত করিতে আমাদিগের কোনমতে ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সমালোচকের ধর্ম্মরক্ষা এবং বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্যের সম্মান রক্ষাকরণার্থে তথা বিদ্যানুরাগিদিগের বৃথাব্যয় নিবারণার্থে * এই অপ্রীতিকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

গ্রন্থকারের সহিত আমাদিগের আলাপ বা সাক্ষাৎকার নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদিগের দ্বেষ হইবার সম্ভাবনা হওয়াই অসম্ভব; তত্রাপি তাঁহার পুস্তক খানি বিবৃত করণাবধি কোন গ্রন্থ-বৈগুণ্যে তাহার প্রতিপঙক্তিতে বিরক্ত হইতে হইয়াছে। এক ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠায় আমারা দ্বাবিংশতি পঙক্তির দ্বাদশ স্থলে কোন না কোন দোষের চিহ্ন দিয়াছি; যদিচ তৎসমুদায়ই অত্যন্ত নিন্দনীয় নহে; তথাপি এক পৃষ্ঠায় তাদৃশ সঙখ্যক স্থানে দোষ বোধ হইলে গ্রন্থের প্রতি অনুরাগের হানি হয়। উক্ত সমুদায় দোষের উল্লেখে বিবিধার্থের স্থান পূর্ণ করা বিধেয় নহে, পরন্তু আমাদিগের উক্তির পোষণার্থে তাহার দুই একটার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে; ভরসা করি সকরুণ পাঠক মহাশয়েরা আমাদিগের তজ্জনিত অপরাধের ক্ষমা করিবেন।

ভূমিকারম্ভে লিখিত হইয়াছে . "এতদ্দেশীয় "আপামর সাধারণ লোকেরই অবগতি আছে "যে প্রচররূপে প্রচলিত মহাভারত ভার- "তবর্ষের প্রাচীন ও সমীচীন গ্রন্থ।" তদ্বিষয়ে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে লোক শব্দের উত্তর অবধারণার্থক ইকার যোগ করিবার অভিপ্রায় কি? তাহাতে কি এই বোধ হইবে যে আপামর সাধারণ লোকেরই প্রস্তাবিত জ্ঞান আছে, পণ্ডিত জ্ঞানি প্রভৃতির তাহা নাই? কিম্বা সাধারণ-শব্দে লোকমাত্র অর্থ করিয়া এই জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য যে মনুষ্যমাত্রেরই উক্ত জ্ঞান আছে, অন্যের অর্থাৎ পশ্বাদির নাই? ফলতঃ এই ইকার টি ভ্রমজনক হইয়াছে, এবং যদিচ তাহা গুরু অপরাধ নহে, তত্রাপি গ্রন্থের প্রথম পঙক্তিতে তাহার বর্ত্তমানে গ্রন্থকারের তাচ্ছীল্য বা অসাবধানতার বোধক হয়।

গ্রন্থকার ভূমিকায় অষ্টম পঙক্তিতে লেখেন "এবঞ্চ নব রচিত পদ্য গ্রন্থেও বিদ্যালয়ের বিরতি "দেখা যায়। যেহেতুক তাহার অধিকাংশই প্রায় "সুশ্রাব্য কাব্যরস ঘটিত; এই হেতু ইত্যগ্রে "কিয়দংশ পদ্যে বিরচিত ভানুমতী চিত্ত-বিলাস "ইত্যভি-ধেয় নাটক প্রস্তুত" করিয়াছিলেন। এতৎ বাক্যের ইত্যগ্র শব্দ বৈয়াকরণদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা এই মাত্র চিন্তাকরিতেছি যে সুশ্রাব্য কাব্য রসের প্রতি বিদ্যালয়সকলের বিরতি জন্মিবার কারণ কি; এবং সুশ্রাব্য কাব্য যদ্যপি বিরতিজনক হয়, তবে গ্রন্থকার কি অভিপ্রায়ে আপন পুস্তকের কিয়দংশ বিরতিজনক "সুশ্রাব্য পদ্যে" পূর্ণ করিলেন? ফলতঃ সুশ্রাব্যতা যে রচনার একটা দোষমধ্যে গণ্য হয় এবং তন্নিবন্ধন গ্রন্থসকল অনাদৃত হয়, ইহা মাদৃশ স্বল্পমতিরা জ্ঞাত ছিল না।

গ্রন্থকার ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত, এবং কবিশ্রেষ্ঠ সেক্‌সপিয়রের কাব্যরসে অভিষিক্ত; তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন ভ্রম হইবে এমত বোধ হয় না। পরন্তু সেক্‌সপিয়র-নামক কাব্য তিনি কোথায় পাইলেন তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই।

* একথা বলাতে কেহ ২ মনে করিতে পারেন যে আমাদিগের বৃথাব্যয় হওয়াতে বিরক্ত হইয়া এই অপ্রিয় সমালোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাঁহাদের জ্ঞাপনার্থে বক্তব্য যে কোন সহৃদয় বন্ধু আমাদিগের পাঠার্থে এক খানি কৌরব বিয়োগ নাটক পাঠাইয়াছেন। আমাদিগকে তাহা ক্রয় করিতে হয় নাই।

ভূমিকার সপ্ত দশ অবধি কএক পঙ্‌ক্তিতে তিনি লিখিয়াছেন, "এতদ্দেশস্থ যে সমস্ত মহা-"শয়েরা সেক্‌সপিয়র সাহেবকৃত স্বনাম প্রসিদ্ধ "মহানাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই "বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে ঐ প্রতিষ্ঠিত কাব্য "নানা রসঘটিত, ও স্থানে২ এতদ্রূপ সরস আ-"দিরস রচিত যে নীতি জ্ঞানান্বেষী ছাত্রগণের "তাহা পাঠের যোগ্য বোধ করিলে "ভারতচন্দ্রে" "স্থান নির্যাপন করা নৈষ্ঠুর্য্য বোধ হয়।" তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে "সেক্‌সপিয়র-কৃত-স্বনাম প্রসিদ্ধ" এক খানি মহানাটক আছে, এবং তাহা একটি প্রতিষ্ঠিত কাব্য; অথচ আমরা তাহা কোন পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হইতেছি না। সেক্‌সপিয়র সাহেবকৃত অনেক নাটক অনেকে দেখিয়াছেন, কিন্তু সেকস্‌পিয়র নামক নাটকের অনুসন্ধান জিজ্ঞাসিলে সকলেই স্তব্ধ হইয়া থাকেন। আমাদিগের সুবিজ্ঞ পাঠক কেহ ইহার অনুসন্ধান করিলে আমরা চরিতার্থ হইব। আমাদিগের বোধ হয়, কালিদাস নাটকের তত্ত্ব করিলে যে রূপ ফলপ্রাপ্তি হয়, সেক্‌সপিয়ার নাটকের অনুসন্ধানে ততোধিক ফলের সম্ভাবনা নাই। উদ্ধৃত বাক্যে প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানা-রসঘটিত, ও "স্থানে২ সরস আদিরস রচিত" এই কথা সংলগ্ন নির্ণীত করিতে আমরা অশক্ত হইয়াছি। কোন দ্রব্যের কোন২ স্থান কোন বিশেষ পদার্থদ্বারা রচিত হইতে পারে, কিন্তু কাব্য স্থানে২ রচিত হয় এবং অবশিষ্ট ভাগ অরচিত থাকে, তথা কাব্য বা কি প্রকারে "রসে রচিত" হয়, এবং "ভারত চন্দ্রে স্থান নির্যাপন করা নৈষ্ঠুর্য্য বোধ হয়" বাক্যেরই বা অর্থ কি ইহা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে। বোধ হয় মুগ্ধবোধের প্রতি গ্রন্থকারের "নৈষ্ঠুর্য্যের" লাঘব হইলে আমাদিগকে সে কাঠিন্যে পতিত হইতে হইত না।

শ্রীযুক্ত গ্রন্থকার মহাশয় মহাভারতের সহিত ভারতচন্দ্রের তুলনা করিয়া লেখেন "পদ্যরচিত "গ্রন্থে সংপ্রতি বিদ্যালয় সমূহের অনুরাগ মাত্র "নাই, একারণ দুর্ভাগ্য বশাৎ "মহাভারত" ও "ভারতচন্দ্রের ভাগ্য ভোগ করিয়া উজ্জ্বল বিদ্যার্থি "সমাজে দিবাপ্রদীপের ন্যায় অপ্রজ্বল হইয়াছেন।" কিন্তু মহাভারতের সহিত ভারতচন্দ্রের কি সৌসাদৃশ্য আছে, এবং মহাভারতই বা কেন "বিদ্যার্থিদিগের নিকট ভারত চন্দ্রের ভাগ্য ভোগ" করিবে তাহার কিছুই নির্দ্দিষ্ট হয় না। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মহাভারত ধর্ম্মপ্রদ বলিয়া পুজ্য আছে; তাহার পাঠ হিন্দুমাত্রেই অত্যন্ত সংযত হইয়া শ্রবণ করেন; বিদ্যার্থিরা তাহার অভ্যাসে চতুষ্পাটীতে জীবনের অধিকাংশ ক্ষয় করেন; বিলাতে পণ্ডিতেরা তাহার যথেষ্ট সমাদর করিতেছেন; অদ্বিতীয় পণ্ডিত হোম্বোলড্‌ট্‌ সাহেব তাঁহার কিয়দংশ জর্ম্মনভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন; এবং ডেসলংসাম্প সাহেব ফরাসিস্‌ ভাষায় তাহার সমুদায়ের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; অতএব তাহার সমাদর নাই বলিবার অভিপ্রায় কি? বঙ্গদেশীয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা পাঠশালায় তাহার পাঠ হয় না বটে; কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থের পাঠ তথায় হইবার সম্ভাবনাও নাই; অতএব তাহার উল্লেখ করায় অদূরদর্শিতামাত্র প্রকাশ পায়। যে দিবস মহাভারত হিন্দুদিগের নিকট "দিবা প্রদীপের ন্যায় অপ্রজ্বল" হইবেক, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে দুর্দ্দিন মানিতে হইবে। পরন্তু আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষা বর্ত্তমানা থাকিবেক সে পর্য্যন্ত মহাভারতের সমাদর কদাপি খর্ব্ব হইবেক না; আর তাহা হইলেও তাহার সহিত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কি বিদ্যাসুন্দর কি মানসিংহ কাব্যের কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য লক্ষ্য হয় না। বিদ্যার্থিরা বি-

দ্যাসুন্দর পাঠ করেন না, কারণ তাহাতে ভীমসিংহ-দুহিতাভিন্ন অন্য বিদ্যার উল্লেখ নাই; এবং সেই কাব্য তাঁহাদিগের নিমিত্তেও রচিত হয় নাই। কাব্যপ্রিয়দিগের বিনোদনার্থেই ভারতচন্দ্র কাব্য রচনা করেন; এবং সে অভিপ্রায় তাঁহার সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষু শত বর্ষাবধি লক্ষ২ ব্যক্তি তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন, এবং অদ্যাপি সেই কাব্যের সহস্র২ পুস্তক প্রতি বৎসর বিক্রীত হইয়া মুদ্রাকরদিগের সম্পত্তি সংবর্দ্ধিত করিতেছে।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উত্তম নাটকের পাঠে সহৃদয়বর্গ পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; পরন্তু পাঠকদিগের আনন্দ বৃদ্ধি করা নাটককারদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। নাটকের প্রধান অভিপ্রেত এই যে তাহাদ্বারা অভিনয়ে দর্শকদিগের মনোরঞ্জন হয়। এই নিমিত্তই ইহাকে "দৃশ্যকাব্য" শব্দে সাহিত্য কারেরা বর্ণিত করেন। অন্য গ্রন্থের ন্যায় ইহার পাঠে পাটকদিগের সন্তোষ জন্মিবে এমত কোন অভিপ্রায় নাই। নাটকের অভিনয়ে যেপর্য্যন্ত চিত্ত আকর্ষিত হয়, পাঠে তাদৃশ কদাপি সম্ভবে না। ফলতঃ নটদিগের কণ্ঠ করিবার সুগমের নিমিত্তই নাটক লিখিত ও মুদ্রিত হয়; নটেরা এক বার উপদেশ পাইয়া আপন২ বক্তব্য কহিতে পারিলে তাহার মুদ্রাকরণে প্রায়ঃ প্রয়োজনই থাকিত না। এই নিমিত্ত নাটক পুস্তকে বক্তৃদিগের নাম স্বতন্ত্র লিখিয়া তাঁহাদের উক্তি গুলি অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। নাটকে গ্রন্থকারের বক্তব্য কথা কিছুমাত্র থাকে না, (নটদিগের আগমন প্রস্থানাদির নির্দ্দেশ যৎ কিঞ্চিৎ যাহা থাকে, তাহা ক্ষুদ্রাক্ষরে ক্রোড়-চিহ্নের অভ্যন্তরে বেষ্টিত থাকে;) সকল মুখ্য কথাই নটদিগের মুখহইতে নির্গত হয়; এবং ঐ সকল বাক্য এপ্রকারে বিন্যস্ত হয় যে দুই তিন ব্যক্তি স্বভাবতঃ যে প্রকারে এক কালে অল্প কথায় কথোপকথন করেণ রচনায় তাহার অন্যথা হয় না। এই নিয়ম গুলি সাধারণ নিয়ম; নাটককারমাত্রেই ইহা জ্ঞাত আছেন; কেবল দৈববশতঃ কৌরব বিয়োগে শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয় তাহার অনুধাবনে বিরত হইয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের কোন্ অংশ নটের উক্তি এবং কোন্ বাক্যই বা গ্রন্থকারের উক্তি তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। এক স্থানে (১৩৫ পৃ) ব্যাসদেবের নামের পার্শ্বে লিখিত আছে।—

"তথাস্তু বলিয়া আশ্বাসিল সবে ব্যাস।
অদ্য নিশি সকলের পূর্ণ হবে আশ।"

এই পদ্যে কোন্ বাক্য ব্যাসের উক্তি ও কোন বাক্যই বা গ্রন্থকারের তাহার কিছুমাত্র নির্দ্দেশ নাই। তাহার পর যে পদ্য এক কালে সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব বধূগণের মুখে দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ হয়। অধিকন্তু শত শত স্ত্রী এক কালে কি প্রকারে ১০।১২ টি পয়ার গোল না করিয়া উচ্চারণ করিলেক তাহারও আপত্তি আমাদিগের মনে উদিত হইতেছে। এতাদৃশ দোষ গ্রন্থের অন্যত্র প্রচুর রূপে ব্যাপ্ত আছে; ফলতঃ পত্রপার্শ্বস্থ কএক টা নাম পরিত্যাগ করিলে সামান্য কাব্যের সহিত প্রস্তাবিত নাটকের কোন বিভিন্নতা থাকে না। গ্রন্থকার এক২ ব্যক্তির মুখে তিন চারি বা ততোধিক পৃষ্ঠা দীর্ঘ ছড়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াও নাট্যরসের ব্যাঘাত করিয়াছেন; ফলতঃ তাহাতে বোধ হয় তিনি কদাপি রঙ্গভূমি দর্শন করেন নাই। রচনা-চাতুর্য্য বিষয়ে ও তাঁহার ক্ষমতা যৎসামান্য; পরন্তু তাহার প্রমাণার্থে স্থানাভাব প্রযুক্ত আমাদিগকে অদ্য নিরস্ত হইতে হইল।



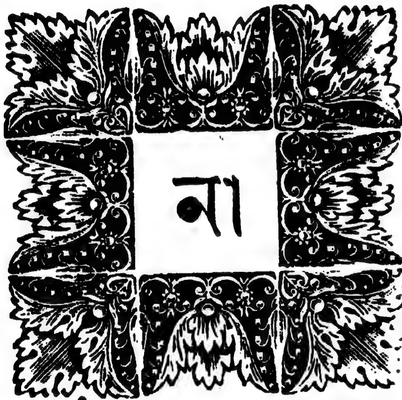
বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৮১, জ্যৈষ্ঠ। [৬২ খণ্ড

নাদির শাহের জীবন-বৃত্তান্ত।



দির শাহ ইং ১৬৮৮ অব্দের ১১ ই নবেম্বর খোরাসান-দেশে জন্ম-পরিগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন, কোন সামান্য ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; তিনি পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে সমর্থ ছিলেন না। বোধ হয়, সেই নিমিত্তই নাদির বাল্যকালাবধি নানা অসৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন; এবং কর্ম্মানুষ্ঠান-ভেদে বিশেষ২ ফল ভোগ করিয়াছিলেন। পরন্তু সাহস, পরাক্রম ও বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে তাঁহার কোন অপ্রতুল ছিল না। সপ্তদশ-বৎসর-বয়ঃক্রমে তিনি অসবেগ তাতার জাতীয়দের সহিত বিবাদ করেন। তাহাতে তাহাদিগকর্তৃক পরাভূত হইয়া কারাবদ্ধ হন; পরন্তু সাহস ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে চারিবৎসরের পর কারাগার হইতে পলাইয়া আইসেন।

নাদিরের আচরণ ধর্ম্মমার্গ-বহির্গত ছিল, কোন নৃশংস কার্য্য তাঁহার অন্যায় বলিয়া বোধ হইত না। প্রভুহত্যারূপ উৎকট অধর্ম্মের আচরণেও তিনি কদাপি সঙ্কুচিত ছিলেন না, ফলতঃ ঈদৃশ কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল। তিনি খোরাসানের কোন প্রধান ব্যক্তির কর্ম্মচারি হইয়াছিলেন; অবকাশমতে সেই প্রভুকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার কন্যাকে লইয়া বিবাহ করেন।

ইহার পর নাদির এক দস্যুদলে মিলিত হন, এবং কিছুকাল তাহার প্রধান থাকিয়া প্রবৃত্ত্যনুসারে অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রতিহত সাহস ও প্রবল পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া খোরাসানের শাসনকর্ত্তা ইং ১৭১৪ অব্দে তাঁহাকে সেনাধ্যক্ষ-পদে নিয়োজিত করেন; কিন্তু নাদিরের ঔদ্ধত্য ও গর্ব্বান্ধতা তাঁহার অপ্রীতিকর হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করেন।

তাঁহার পিতৃব্য খিলাটে পারস্য-বাদশাহকর্ত্তৃক নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নাদির তাঁহার নিকট গমন করেন; কিন্তু তিনিও নাদিরের অসঙ্গত ব্যবহার-দর্শনে উত্ত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেন।



নাদির শাহ।

নাদির অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পুনর্ব্বার দস্যুব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। অভ্যাস-বশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অত্যাচারের অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছিল। দুষ্টস্বভাব ব্যক্তিরা তাঁহার পরাক্রম দৃষ্টে আনুগত্য করিতে লাগিল। তাহাতে তিন সহস্র ব্যক্তি তাঁহার অনুচর নিযুক্ত হয়। তাহারা খোরাসানের প্রজাদিগের নিকট অর্থাপহরণাদি নানাপ্রকার উৎপাত করিয়া দিনযাপন করিত।

আফগানেরা পারস্যদেশের প্রধান নগর ইস্‌ফহান ও অন্যান্য কতিপয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। নাদিরের পিতৃব্য তাঁহার প্রাদুর্ভাব ও দলপুষ্টি জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন, "পারস্যাধিপ তামাস্প বাদশাহের সৈন্যে কর্ম্ম গ্রহণ কর, ও আফগানদিগকে পারস্যহইতে তাড়াইয়া দাও।" পিতৃব্যের এই আদেশানুসারে তিনি খিলাটে উপস্থিত হইয়া বাদশাহের সৈন্যে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং যিনি তাঁহার ভাবি সৌভাগ্যের মূলস্বরূপ হইয়া ঐ পদপ্রদান করান, নাদির স্বীয় চিরসঞ্চিত কুপ্রবৃত্তির অনুসারে সেই পিতৃব্যকে স্বকীয় সকল সৌভাগ্যের বিষমতর

কণ্টক স্থির নিশ্চয় করিয়া অনতিবিলম্বে বিনষ্ট করিলেন। যাহা হউক তাঁহার আচরণ যত দূর পর্য্যন্ত অসম্মমার্গানুসারী ছিল পারস্যদেশের ব্যক্তিরা তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া তিনি যে পরাক্রম-সহকারে আফগানদিগহইতে তাঁহাদিগকে মুক্তকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতেই সন্তুষ্ট ছিল। এই নিমিত্ত বাদশাহ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; ও তাঁহার কৃত বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপে তাঁহাকে খোরাসান, চীস্তান, কিরমান্ ও মাজেন্দরাণ এই প্রদেশ চতুষ্টয় প্রদান করেন; অপর তাঁহাকে সুলতান উপাধি প্রদান করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু নাদিরের বুদ্ধিমত্তার অভাব ছিল না। তিনি বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ পদগ্রহণে আগ্রহী হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে একবারে তাদৃশ উচ্চপদস্থ হইলে তত্রত্য ব্যক্তিরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইবে, ও তন্নিবন্ধন তাহারা তাঁহার অনিষ্ট করিতে সযত্ন থাকিবে। এই নিমিত্ত তিনি অপেক্ষাকৃত ন্যূন সরদার-পদ গ্রহণ করেন, অথচ চতুরতাপূর্ব্বক বাদশাহের নিকট পদাতিরিক্ত বিশেষ ক্ষমতা লইয়াছিলেন। সেই ক্ষমতাদ্বারা এই নির্দ্দিষ্ট হয় যে তাঁহার সৈন্যব্যয় খোরাসানের অর্থহইতে নির্ব্বাহিত হইবে, ও সেই মুদ্রাতে তাঁহার নাম মুদ্রিত থাকিবে।

তুর্কজাতি পারস্যদিগের শত্রু ছিল। তাহারা সময়ে২ পারস্যাধিকার আক্রমণ করিত। তাহারা ঈরাক প্রদেশের উৎকৃষ্ট ভাগ ও সমস্ত অব্দর-বৈজান-প্রদেশ আক্রমণ করিলে নাদির যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হমদানের যুদ্ধক্ষেত্রে বিজিত করেন, এবং ঐ স্থান ও তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানসকল অধিকৃত করিয়া লন।

অফগনেরা খোরাসানের বিদ্রোহী হইলে নাদির হীরাট ও করা এই দুই স্থানের দুর্গ অধিকৃত করিয়া তাহাদিগের দমন করেন। যখন তিনি হিরাটাধিকার-করণে ব্যাপৃত ছিলেন, ইসফহানের ভদ্র ব্যক্তিরা, ও যে সকল তুর্কেরা পারস্যদেশের সম্মুখে পুনরায় আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ বাদশাহ রাজপাটহইতে যাত্রা করেন।

ইতঃপূর্ব্বে পারস্যদেশে তুর্কদিগের যে দুরবস্থা হয়, তাহাতেই তাহাদিগের যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। জানিসারি-নামক সৈন্যেরা তুর্কীয় সুলতানের প্রধান মন্ত্রীকে বিনষ্ট করে, ও সুলতানকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহমূদকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নাদির নূতন সুলতানকে আদেশ পাঠাইলেন যে তুর্কেরা অবিলম্বে অব্দরবেজান-প্রদেশ পরিত্যাগ করুক। ইহার উত্তর আসিবার পূর্ব্বে তামাস্প বাদশাহ অর্মিনিয়ার প্রধান নগর এরিবান আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার যুদ্ধের উপযুক্ত সামর্থ্য ছিল না; সুতরাং তিনি তুর্কদিগকর্তৃক পরাভূত হইলেন। তদ্ঘটনায় তাঁহার পরাক্রান্ত সেনাপতি তৎপূর্ব্বে যে সকল স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন এক মাসের মধ্যেই তাহা পরহস্তগত করিলেন। অপর, তুর্কদিগের সহিত সন্ধি অবধারিত করিয়া নিজ অক্ষমতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেন। সন্ধিপত্র-নিবন্ধন তাঁহাকে আরাক্সেস্ নদীর সমস্ত অপর পার্শ্বস্থ দেশ তুর্কদিগের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু বুগদাদের তৎকালীন পাশা অহম্মদ ঐ সন্ধি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে পঞ্চপ্রদেশ দান করিতে-হইয়াছিল; তত্রাপি এরূপ কোন কথার স্থিরতা করিয়া লন নাই যে তুর্কেরা পারস্যদেশের যাহাদিগকে বন্দী করিয়াছিল তাহারা মুক্ত হইবেক।

পারস্যাধিপের এতাদৃশ হীনতা ও বুদ্ধিমত্তার অভাব দৃষ্টে নাদির শাহ দারুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন; এবং চিরাভিলষিত পারস্য-সিংহাসন

গ্রহণ করিবার বিলক্ষণ সুযোগ দেখিলেন; কিন্তু তিনি এরূপ অদূরদর্শী ছিলেন না যে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাহাতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমতঃ তিনি বাদশাহের অন্যায্যাচরণ ও অক্ষমতা প্রজাদিগের হৃদয়ে ব্যক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। বাদশাহদ্বারা তাহাদিগের যে অকল্যাণ ঘটনা হইয়াছে তাহাই তিনি ভূয়োভূয়ো দর্শাইতে লাগিলেন, ও প্রজাদিগের নিকট আপনার প্রতিপত্তি জন্মে, এই নিমিত্ত সময়ে২ স্বকীয় বীরত্বের উল্লেখ করিতে লাগিলেন। পারস্যদেশে ইষ্টসাধন করাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, এই নিমিত্ত তিনি বাদশাহকৃত সন্ধির অন্যথা করিবার নিমিত্ত প্রধান২ অমাত্যদিগকে এই জ্ঞাত করিলেন যে সন্ধির অনুসারে কোন ক্রমে কার্য্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। বস্তুতঃ তুর্কদিগের সহিত বিবাদানল পুনরুদ্দীপ্ত করাই উচিত। তুর্ক সুলতান্ মহমূদের নিকট নাদির দূত প্রেরণ পূর্ব্বক এই বলিয়া পাঠান যে তিনি পারস্যদেশের যত দেশ অধিকৃত করিয়া লইয়াছেন তৎসমুদয় অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন নতুবা নিশ্চয় যুদ্ধঘটনা হইবে। বুগ্দাদের পাশা অহম্মদকেও ঐ রূপ সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল।

ইহার কিঞ্চিৎ পরে নাদির ইস্ফহানে আসিয়া তামাস্প বাদশাহের অন্যায্যাচরণের নিমিত্ত তাঁহাকে সাতিশয় ভর্ৎসনা করিলেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত মনোরথ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন নাই। পরে এক সময়ে সৈন্যদিগের উৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি বাদশাহকে আপন শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া-আনয়ন করেন; এবং ঐ সুযোগে বাদশাহকে ধৃত করিয়া খোরাসানে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তখনও আপনি রাজসিংহাসন গ্রহণ করিলেন না। হতভাগ্য বাদশাহের অষ্টমাসের এক পুত্র ছিল তাহাকে বাদশাহীপদে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং রাজ্য করিতে লাগিলেন।

নূতন বাদশাহের রাজ-টীকা-কার্য্য সমাপ্ত হইলেই, নাদির বহুসঙ্খ্যক সৈন্য লইয়া বুগ্দাদ আক্রমণ করিতে গমন করেন। তত্রত্য পাশা তাঁহার প্রকৃত প্রতিযোগী ছিলেন না। তুর্কীয়-সেনাপতি টোপাল ওসমান্ খাঁ বহুসঙ্খ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্য করিতে আইসেন। কিন্তু নাদিরের সাহস এরূপ ছিল না যে সহসা প্রতিহত হয়। তিনি বুগ্দাদে অল্পসঙ্খ্যক সৈন্য রাখিয়া ওসমানকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। ওসমান্ টাইগ্রিস্ নদীর কূলে অপেক্ষা করিয়াছিলেন; শত্রু আসিবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঐ বার তুর্কদিগের সহিত পারস্যদিগের যেরূপ তুমুল সঙ্গ্রাম হইয়াছিল পূর্ব্বে সেরূপ কখন হয় নাই। প্রায়ঃ তিন প্রহরকাল যুদ্ধ করিয়া নাদিরের সৈন্যেরা বিজিত হয়, তিনি আপনিও বিলক্ষণরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন; অতএব যুদ্ধক্ষেত্রহইতে পঞ্চবিংশ যোযন অন্তরে হাম্দান-নগরে আসিয়া আপন রণভঙ্গ সৈন্যদিগকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টায় তাহাদিগকে বিশিষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ উৎসাহে পারস্যদেশের নানাস্থানহইতে প্রজারা আসিয়া তাঁহার সৈন্য-কর্ম্ম গ্রহণ করিল। তাহাতে নাদির তিন মাসের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ বুগ্দাদে গমন করিতে সমর্থ হইলেন।

ওসমানের অসামান্য প্রাদুর্ভাব জন্মিয়াছিল, তাহাতে কনষ্টাণ্টিনোপলের সুলতানের প্রধান২ কর্ম্মকারকেরা এরূপ বিদ্বিষ্ট হইয়াছিল যে তাহারা ওসমানের সৈন্যাগমন ও অর্থপ্রাপ্তির বিড়ম্বনা করিতে লাগিল। ওসমান্ যথা উপস্থিত সৈন্য লইয়া নাদিরের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু পারস্য-সেনারা মহা-সাহসে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে বিজিত করিলেক।

এই বার যুদ্ধে ওসমান্ পারস্য সৈন্যকর্তৃক

বিনষ্ট হন। ইহার পরেও তুর্কেরা পারস্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই প্রযুক্ত তাহারা অবশেষে এরিসন প্রভৃতি অনেক স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পারস্যদিগের সহিত সন্ধি করে।

রুশীয়দিগের সহিত পারস্য-দেশীয়দের বিবাদ ছিল, পরন্তু নাদিরশাহের সহিত তাহাদিগের সন্ধি করিবার আবশ্যকতা জন্মিল। ঐ সন্ধি-নিবন্ধন পারস্যদিগের কাস্পীয়-হ্রদ-নিকট-বর্ত্তি যত স্থান রুশীয়েরা অধিকৃত করিয়াছিল তত্তাবৎ পরিত্যাগ করে।

এই রূপে নাদির পারস্য রাজ্যের উন্নতি সিদ্ধ করিয়া ও প্রজাদিগকে আয়ত্ত করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ-করণে উন্মুখ হইলেন। তৎসময়ে তাহার সানুকূল ঘটনাও উপস্থিত হইল। সংবাদ আসিল ইস্ফহানে অপৌগণ্ড বাদশাহের মৃত্যু হইয়াছে। পারস্য-দেশে রাজাদিগের রীত্যনুসারে বসন্তকালে এক মহোৎসব হইয়া থাকে। নাদির ঐ রূপ উৎসবোপলক্ষে যাবদীয় গণ্য রাজকর্ম্মচারী ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করেন, ও তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শাহ তামাস্প ও শাহ আব্বাস তোমাদের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের বংশাবতংসেরাই সিংহাসনের অধিকারী হইতে পারেন, অতএব হয়, তাঁহাদিগের বংশের কোন ব্যক্তিকে নতুবা অন্য এমন কোন ব্যক্তি যাহার শক্তি ও সদ্‌গুণ তোমাদিগের বিদিত আছে, তাঁহাকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিবার পরামর্শ স্থির কর। আমি ইহাতেই পরম সন্তুষ্ট আছি যে সিংহাসনের গৌরব-রক্ষা করিয়াছি, ও পারস্য-দেশ-হইতে অফগণ তুর্ক এবং রুশীয়দিগকে দূরগত করিয়াছি।" ইহাতে সকলেই বিবেচনা পূর্ব্বক এই মত করিলেন, "যিনি দেশকে শত্রুহইতে মুক্ত করিয়াছেন, ও তাহার রক্ষার্থ যিনি উপযুক্ত তিনিই রাজমুকুট গ্রহণ করুণ। নাদির অতি চতুর পুরুষ ছিলেন, তিনি ব্যক্ত করিলেন, পারস্য-রাজ্যের সিংহাসনে আরূঢ় হইবেন তিনি স্বপ্নেও ইহা মনে করেন নাই। মাসাবধি সভা হইয়াছিল। প্রতি দিনই সভাস্থ ব্যক্তিরা তাঁহাকে ঐ রূপ অনুরোধ করিত, তিনিও অনুরোধ-রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন। পরিশেষে সকলের উপর্য্যুপরি অনুরোধ বাক্য অবহেলা করিতে না পারিয়া বাদশাহি-পদ-গ্রহণে সম্মত হইলেন। অতঃপর রাজ্যাভিষিক্ত হওনকালে তিনি বলিয়াছিলেন; "অন্য কোন স্বার্থ সাধন প্রযুক্ত রাজা হইলাম না; রাজ্যবাসিদিগের শান্তি ও রক্ষাই আমার প্রধান চিন্তা। অতএব ইহা বাঞ্ছনীয় যে প্রজারা আমার এক বিশেষ যুক্তির অনুসারী হইয়া কার্য্য করে। তাহা এই, শিয়া-মত চলিত থাকাতে দেশের শান্তিভঙ্গ প্রভৃতি নানা অশুভ ঘটনা হইয়াছে; সেই নিমিত্ত উক্ত মত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শুন্নি-মতাবলম্বী হওয়া শ্রেয়স্কর।" প্রজারা তাঁহার বাক্য অযথাভূত নহে বিবেচনা করিয়া মত-পরিবর্ত্তন-বিষয়ে সম্মত হইল।

ইংরাজি ১৭৩৬ অব্দে নাদিরের রাজ-টীকা করণ সম্পন্ন হয়। তিনি পারস্যদেশের অধিরাজ হইয়া অনতিবিলম্বে ইস্ফহানে গমন করেন। কিন্তু তথায় তিনি অল্পকাল বাস করিয়াছিলেন, ঐ সময় যুদ্ধ-সজ্জা-করণেই পর্য্যবসিত হয়। অফগনদিগের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল; তাহাদিগের ক্ষমতার নিঃশেষ সাধনই তাঁহার সঙ্কল্প থাকে। তদর্থে তিনি তাহাদিগের প্রধান স্থান কন্দহার অধিকৃত করণে আগ্রহী হন। কন্দহার অতি দৃঢ়ীকৃত স্থান; তাহা গ্রহণ করা সহজ কার্য্য নহে, এই প্রযুক্ত নাদিরকে বিবিধ প্রকার আয়োজন ও উদ্যোগ করিয়া এক বৎসর তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ

করিয়া থাকিতে হয়। ক্রমে ক্রমে আক্রান্ত ব্যক্তিরা অবসন্ন হইয়া পড়িল, এবং তিনিও ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাহারা সন্ধি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র তাহাতে সম্মত হইলেন; এবং তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের বহুসঙ্খ্যক ব্যক্তিকে আপন সৈনিক কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

যে সময় নাদিরশাহ অফগনদিগের সহিত বিবাদে ব্যাসক্ত ছিলেন, সেই সময় তিনি ভারতবর্ষের অধীশ্বর মুহম্মদ শাহের নিকট দূতদ্বারা এই প্রার্থনা করেন, "যে অধিকার মত স্থানে স্থানের শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি আদেশ করা হয় যে কোন অফগন আশ্রয়ার্থী হইলে তাঁহারা তাহাকে আশ্রয় না দেন।" মুহম্মদ শাহ নাদির শাহের প্রার্থনায় ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন। অফগনেরা স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আশ্রয় লইতে লাগিল। আগন্তুক দূতেরাও পারস্যদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল না। ইহাতে নাদির শাহ সন্দিহান হইলেন; এবং ভারতবর্ষাধিপের ঈদৃশ অনুচিত-ব্যবহার-দর্শনে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অতএব তিনি পলায়নপর অফগনদিগকে কাবুল অবধি তাড়িত করিয়া কাবুল ও তন্নিকটবর্ত্তী সমুদয় দেশ অধিকার করিয়া লইলেন। ইহার পর তিনি দিল্লীর বাদশাহকে ভর্ৎসনা করিয়া পুনর্ব্বার এক পত্র লিখেন। কিন্তু তাহাতেও কোন বিশেষ ফল দর্শিল না; সুতরাং তিনি ভারতবর্ষের আক্রমণে উন্মুখ হইলেন।

ঐ সময় ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ছিল। মোগল সম্রাটের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তদধীনস্থ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিরা নিজ নিজ বিভাগে স্বাধীন হইতে যত্নবান্ ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল পরাক্রমে ক্রমে ক্রমে নানা স্থানের শাসনকর্ত্তাদিগকে কর-প্রদ করিয়াছিল। দিল্লীর বাদশাহ পর্য্যন্তও নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অর্থ প্রদান করিতেন। দিল্লীর তৎকালীন বাদশাহ মুহম্মদ শাহ রাজ্যতন্ত্র-পরাঙ্মুখ ও ব্যসন-ব্যাসক্ত ছিলেন—কর্ম্মচারিরাই রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। নাদির শাহ যখন কাবুলে আইসেন তখন পর্য্যন্ত মুহম্মদ পাদশাহের এই ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে নাদির ভারতবর্ষে আগমন করিবেন না—কাবুল-হইতেই স্বদেশে প্রত্যাগত হইবেন। পরে নাদির শাহ সিন্ধুনদ পার হইলে তাঁহার চেতনা হইল, ও তিনি ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া পাত্রমিত্র ও যথা সঙ্গৃহীত সৈন্য লইয়া কর্ণালে উপস্থিত হইলেন; ও তাহা বিবিধপ্রকারে দৃঢ়ীভূত করিলেন।

নাদির ভারতবর্ষে সত্বরেই উত্তীর্ণ হন। তাঁহাকে আগত দেখিয়া মুহম্মদ বাদশাহের নিযোজিত স্থানে স্থানের কর্ম্মচারিরা তাঁহার আনুগত্য করত ভারতবর্ষের ভাগ্যে যাহা ঘটনা হইবেক তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন।

ইং ১৭৩৯ অব্দে মোগল বাদশাহের সহিত নাদিরের যুদ্ধ-ঘটনা হয়। নাদিরশাহ যুদ্ধ-বিবরণ আপনি লিপিবদ্ধ করেন। তদ্দৃষ্টে ব্যক্ত হইতেছে দুই ঘণ্টা কাল তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, ও পারস্য-সৈন্য মহাবিক্রমে বিপক্ষদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, ও অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ-পর্য্যন্ত তাহাদিগের অনুধাবন করে। যুদ্ধে পারস্যদিগের প্রভূত অর্থ, বহু হস্তি, ও নানাবিধ দুর্মূল্য দ্রব্য লব্ধ হইয়াছিল। মোগলদিগের বিংশতি সহস্র সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিপাতিত ও তৎসঙ্খ্যক সৈন্য পারস্যদিগকর্ত্তৃক বন্দীকৃত হয়।

নাদিরশাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া মুহম্মদ শাহ জয়ী হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অগত্যা ওমরাওদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার শি-

বিরে উপস্থিত হন। নাদির তাহাকে অশেষ প্রকার অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করেন। মুহম্মদশাহ এক দিবস যাবৎ নাদিরের শিবিরে অবস্থিত হন।

অনন্তর বাদশাহ দিল্লীতে প্রত্যাগত হইলে নাদিরশাহ তাঁহার নিকট গমন করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে রাজমুকুটে ভূষিত করিয়া দেন। নাদিরশাহ এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ হস্তগত করিয়াও যে তাহার প্রকৃত অধিস্বামীর মান্য রক্ষার্থ তাহা সমর্পণ করিলেন ইহা তাঁহার শ্লাঘার বিষয় নহে; যেহেতু ভারতবর্ষে তিনি অবস্থিতি করিলে তাঁহার পারস্য রাজ্য অন্যের হস্তগত হইত। নাদির দিল্লী-রাজ্যে কোন স্বত্ব সংস্থাপন করেন নাই, কিন্তু তত্রত্য সমস্ত সম্পত্তি লইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ময়ূররূপ সিংহাসন পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন।

নাদিরশাহের দিল্লীতে আসিবার দুই দিবস পরে ধূর্ত্ত ব্যক্তিরা রব করিল যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; ইহাতে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিসকল, সুযোগ মনে করিয়া, পারস্য সৈন্যদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। নাদিরশাহ তাহাদিগের ভ্রম নিরাকরণার্থ স্বয়ং তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কোনক্রমে প্রজারা তাহাদিগের উন্মত্ততার সাম্য করিল না। ইহাতে নাদিরশাহের ক্রোধানল পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ও তিনি আপন সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন "সকলকে নিহত কর।". সৈন্যেরা প্রভুর আদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া আবাল বৃদ্ধ ও বনিতা কিছুই ভেদ না করিয়া স্বল্প কাল-মধ্যে লক্ষাধিক প্রাণী বিনষ্ট করে।

নাদিরশাহ উপরোক্ত নৃসংশ আদেশ করিয়া এক সামান্য মসজিদে অতি গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট থাকিলেন, তাহার নিকট গমন করিতে কাহারো সাহস হইল না। মুহম্মদশাহ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন "আমার অধিকৃতদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।" নাদিরশাহ মুহম্মদশাহের বাক্য প্রতিপালন করিয়া সৈন্যদিগকে ঐ নিদারুণ কর্ম্মহইতে বিরত হইতে আদেশ করেন। তাঁহার সৈন্যেরা এরূপ সুশৃঙ্খলা বদ্ধ ও নিদেশবর্ত্তী ছিল যে যে মাত্র আদেশ হইল তৎক্ষণাৎ সকলে শান্তভাব ধারণ করিল।

নাদিরশাহ দিল্লীতে দুই মাসের অনধিককাল ছিলেন। তিনি মুহম্মদশাহের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্তি প্রকাশ করিতেন, ও দিল্লীহইতে প্রত্যাগমনকালে তাঁহাকে নানাপ্রকার রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ দেন।

ভারতবর্ষহইতে অসীম অর্থ লইয়া স্বরাজ্যে গমন করত নাদিরশাহ তত্রত্য প্রজাদিগের বিবিধপ্রকারে হিতসাধন করিবেন এই বিবেচনা করিয়া তাহারা উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদিগের ঐ আশাও ব্যর্থ হয় নাই। নাদিরশাহ পারস্যদেশে প্রত্যাগত হইয়া অধিকৃতদিগের নিকট তিন বৎসরের নিমিত্ত কর-গ্রহণ রহিত করেন।

ইহার পর নাদিরশাহ হীরাট ও বোখারা ও বোখারার নিকট খারিজম্ প্রদেশের রাজগণের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার প্রবল-পরাক্রমে সকলেই তাঁহার নিকট পরাজিত হয়।

এই রূপে পঞ্চ বৎসরের মধ্যে পঞ্চ রাজাকে পরাভূত করিয়াছিলেন *। তিনি অফগানদিগের হস্তহইতে কেবল পারস্যদেশ মুক্ত করিয়া নিবৃত্ত থাকেন নাই—তাঁহাকর্ত্তৃক পারস্যদেশের সীমা উত্তরে অক্সস নদী ও পূর্ব্বে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

তুর্কদিগের প্রতি তাঁহার বিষমতর বিদ্বেষ ছিল।

---

* আফগানের দুই রাজা ওস্রাফ্ ও হোসেন, বোখারার রাজা আবল ফয়জি, খারিজমের রাজা ইলবর্জ, এবং দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ।

তাহারা টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটীস্ নদীর নিকট থাকিতে না পারে ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। তদর্থে, অন্য কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহীমকে লেশ্‌গিস তাতার জাতীয়েরা বিনষ্ট করিয়াছিল তাহার প্রতি হিংসায় প্রবৃত্ত হইলেন।

যখন তাঁহার সৈন্যেরা দাগিস্তানে আইসে তখন এক বিপদ ঘটনা হয়। তাঁহার সৈন্যেরা লেশ্‌গিস্‌দিগকে আক্রান্ত করিয়াছে, এবং তিনি তাহাদিগের সাহায্যার্থ মাজেন্দরাণের পথ দিয়া আসিতেছেন এমত সময়ে বনহইতে কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রতি গুলি লক্ষ্য করে। যাহা হউক তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

উক্ত গুলিদ্বারা তাঁহার প্রাণ নাশের চেষ্টা হওনাবধি তাঁহার মতিভ্রম জন্মিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঔদ্ধত্য ও নৃসংশ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত যে গুলিনিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার মূল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রেজাকুলি খাঁকে স্থির করিয়া তাহার দর্শনেন্দ্রিয় নষ্ট করেন।

নাদিরশাহ অধিকার-কালের শেষ পঞ্চ বৎসরে প্রজাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি নৃসংশ ও রাজধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের ধন প্রাপ্ত হইয়া প্রজাদিগকে তিন বৎসরের কর প্রদানে রাহিত্য দিয়া সাতিশয় বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থের বৃদ্ধিসহকারে তাঁহার অর্থপিপাসা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তৎপ্রযুক্ত তিনবৎসর গত হইলে তিনি বলপূর্ব্বক সমুদয় বাকী কর আদায় করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মবিষয়ক প্রচলিত মত পরিবর্ত্তন করাতে তাঁহাকে পুরোহিতদিগের প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। ঐ অন্যায়াচরণে তাহারা বিপক্ষ হইয়া উঠে, ও তাঁহাকে সমস্ত দেশের ঘৃণাস্পদ করিবার পন্থা করে। এই প্রযুক্ত নাদিরশাহ পারস্যদেশের সবল প্রাদুর্ভূত ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদিগকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হন। তদ্ধেতু সকলেই তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া মুক্তি পাইবার উপায় করিতে লাগিল। নাদিরশাহ সকলে বিপক্ষ হইয়াছে জানিতে পারিয়া অভেদে সকলকেই হত্যা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। প্রজারা কৃতান্তসম দুর্দ্দান্ত রাজার হস্তহইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত অরণ্যানী নিভৃত স্থান বা গীরিকন্দর যথায় তথায় লুক্কায়িত হইতে লাগিল। ক্রমে সকল ওমরাও এক পরামর্শী হইয়া তাঁহাকে হত জীবিত করিবার স্থিরতা করেন। ইং ১৭৪৭ অব্দে তাঁহাদিগের ঐ অভীষ্টসিদ্ধ হয়।

জীব-সঙ্ঘের স্বর্গাদি ভেদ নিরূপণ।



শ্বরানুরক্ত ব্যক্তিরা সৃষ্ট পদার্থের আলোচনাদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ সৃষ্টপদার্থের মধ্যে জীবই সর্ব্বপ্রধান। জীবের উৎপাদনে পরমেশ্বরের অপ্রমেয় জ্ঞান ও অনুকম্পা যে প্রকার পরিব্যক্ত হয়, এমত অন্য কোন পদার্থে দৃষ্ট হয় না। জীবের দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থে জগৎপিতা কি অনুপম কৌশল উদ্ভাবিত করিয়াছেন? তাহার এক২ ইন্দ্রিয়ের নিমিত্ত কিপর্য্যন্ত পদার্থবিদ্যার অনুসন্ধান না হইয়াছে? আলোকের নিমিত্ত চক্ষু, শব্দের নিমিত্ত কর্ণ, গন্ধের নিমিত্ত নাসিকা, গতির নিমিত্ত পদ, স্পর্শের নিমিত্ত ত্বগ; ইত্যাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের আলোচনায় বোধ হয় কোন অদ্বিতীয় সুপণ্ডিত ঐ এক২ ইন্দ্রিয়ের রচনাকার্য্যে সমস্ত পদার্থবিদ্যার আলোচনা

করিয়া পরস্পরের ঐক্য করিয়াছেন। ভোজন-ক্রিয়া অনায়াসে নিষ্পন্ন করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ভোজ্য বস্তুকে চূর্ণ করা আবশ্যক; তন্নিমিত্ত পরমপিতা দন্তের সৃষ্টি করিয়াছেন। অপর ঐ চূর্ণিত পদার্থ শুষ্ক থাকিলে নিগীলনের সদুপায় হইত না; অতএব মুখমধ্যে রসের প্রয়োজন, যাহার সহিত চূর্ণিত পদার্থ মিশ্রিত হইয়া অনায়াসে তরলাবস্থায় গলাধঃকৃত হইতে পারে। ঐ রসের নিমিত্ত লালার সৃষ্টি হইয়াছে। পরে ঐ পদার্থ গলাধঃকৃত হইলে তাহার পাকের নিমিত্ত উদর-মধ্যে যে সকল উপায় আছে তাহার অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বনিয়ন্তার অশেষ করুণা অবলোকন করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইতে হয়। অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দর্শনে যে প্রকার করুণার চিহ্ন লক্ষিত হয়, জীবের সঙ্খ্যা ও জীবভেদে তাহাদের অবয়বভেদ দেখিলে সেই রূপ করুণার পরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ হয়। এই কৌতূহলজনক-বিষয়ের আন্দোলনে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়; সর্ব্ব-নিয়ন্তায় ভক্তির আধিক্য হয়; জীবের প্রতি দয়ার বাহুল্য হয়; এবং পরমার্থ-প্রাপ্তির সদুপায় হয়; অতএব এবিষয়ের আলোচনা কদাপি অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে না।

ঐহিক-লাভের নিমিত্তও জীবদেহের আলোচনা অকিঞ্চিৎকর নহে, যেহেতু জীবদেহহইতে আমরা অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মনুষ্যের উদ্ভিদ্ খাদ্যের সহিত মাংসের তুলনা করিলে মাংসকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ মানিতে হইবে। মনুষ্য যে পরিমাণে উদ্ভিজ্জ খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করে তাহাহইতে অনেক অধিক পরিমাণে মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। মৎস্যের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে প্রতিবৎসর অনেক কোটি টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। তৈমি-জীবের তৈল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত দশ সহস্র মনুষ্য দিবারাত্রি সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষায় চিক্কণ বস্ত্র যৎসামান্য-পতঙ্গের কৃত সূত্রে প্রস্তুত হয়। ছাগ মেষ উষ্ট্র অশ্ব আল্‌পাকা প্রভৃতি পশুর লোমেই মনুষ্য শীত-নিবারণের উপায় প্রাপ্ত হয়। চর্ম্মভিন্ন উত্তম পাদুকা কদাপি নির্ম্মিত হইতে পারে না। লাক্ষানামক কীটের সাহায্যে এক ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর অনেক লক্ষ টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। পক্ষির মাংস, পক্ষির অণ্ড, পক্ষির পালখ, পক্ষির স্বর, এই সকলদ্বারাই মনুষ্যের সুখ সম্বর্দ্ধিত হইবার উপায় আছে। সমুদ্র-শম্বূক-বিশেষ (কড়ি) এতদ্দেশে অর্থের প্রতিনিধি। শুক্তিকা মুক্তার আকর। হরিণ-বিশেষ কস্তূরীর জন্মস্থান। উপাদেয় দুগ্ধ জীবহইতেই নিঃসৃত হয়। জীবদেহহইতে নানাবিধ মহৌষধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক-প্রকার পক্ষির লালা এমত উপাদেয় খাদ্য যে চীন-জাতীয়েরা তাহাকে সুবর্ণহইতেও বহুমূল্য জ্ঞান করে। হস্তিদন্ত, চামর, অম্বর-নামক গন্ধ দ্রব্য, মোম, মধু, শৃঙ্গ, মেদ, সকলই জীব-দেহজাত। শকুনী গিধিনী প্রভৃতি কুৎসিত পক্ষিরা পূত মাংস ভক্ষণ করিয়া নগর-পরিষ্কারক-রূপে মনুষ্যের স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি করে। ফরাসিস্ গোয়ানা-প্রদেশে সর্পের বাহুল্য ছিল, তৎপ্রযুক্ত সে স্থানে মনুষ্য তিষ্ঠিতে পারিত না। এক জন ফরাসিস্ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ সেই দেশে এক জাতীয় বাজপক্ষী প্রেরণ করত সর্পের বিনাশ করিয়া তাহা মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করেন। গো মনুষ্যের যে পর্য্যন্ত উপকার করে তাহার বর্ণন করাই বাহুল্য। অশ্বের ন্যায় প্রয়োজনীয় ভৃত্য পশুমধ্যে আর নাই। কুক্কুরের কৃতজ্ঞতা ও প্রভুভক্তি অদ্যাপি মনুষ্যেও সর্ব্বত্র অনুকরণ করিতে পারে নাই। এই প্রকারে যে কোন জীবের আলোচনা করা যায় তাহাতেই কোন না কোন লাভের উপায় দৃষ্ট হয়।

অপর বিস্মিত হইবার এবং আনন্দলাভ-করণের নিমিত্তও জীবদেহের আলোচনা ব্যর্থ নহে। অনেক

কীট আছে যাহার সহস্রটি একত্র করিলে এক সর্ষপ পরিমাণ হয় কি না সন্দেহ; অথচ সেই অণু-প্রমাণ দেহে তাহারা ভোজন, শয়ন, পুত্রোৎপাদনাদি কায়িক কর্ম্মসকল স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ করে। অপর এক কীট আছে, যাহাদের এক একটির দেহ ক্ষুদ্র-সর্ষপেরও তুল্য হইবেক না, অথচ তাহারা অনেকে একত্র মিলিত হইয়া এতাদৃশ প্রকাণ্ড আবাস নির্ম্মাণ করে যে তাহাতে সমুদ্র-মধ্যে অতি বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেক দ্বীপ প্রধানতঃ সমুদ্র-শম্বুকে সম্ভূত। বল্মীক ও পিপীলিকাদিগের রাজ্যপ্রণালীর সুশৃঙ্খলা দেখিলে অনেক মনুষ্যের রাজ্যপ্রণালীর প্রতি অভক্তি জন্মে। মধুমক্ষিকা ও বিবর-পশুর বাসসুশৃঙ্খলার বিবরণ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। মৎস্যের অপত্যোৎপাদিক শক্তি অতীব অদ্ভুত; কথিত আছে কোন কোন মৎস্য এক কালে দশলক্ষ অপত্যের অণ্ড প্রসবিত করে। পরন্তু এ বিষয়ের বাহুল্য বর্ণন করায় কোন মতে প্রয়োজন নাই; বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে জীবসকলের আলোচনায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলের প্রাপ্তি হইতে পারে; অতএব ইহাতে মনুষ্যমাত্রের আস্থা করা কর্ত্তব্য।

যে শাস্ত্রে জীবদেহের ও জীবভেদের আলোচনা থাকে, তাহার নাম "প্রাণি-তত্ত্ব।" ঐ শাস্ত্রের সৌলভ্যার্থে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা জীব-সকলকে লক্ষণভেদে নানা অংশে বিভক্ত করিয়াছেন।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হয় যে জীবমাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে, তদ্দৃষ্টে তাহাদিগকে জীবশব্দের বাচ্য বলিয়া নির্ণীত করা যায়। ঐ লক্ষণসকলের মধ্যে প্রধান কি তাহা এক সূত্রে নিরূপিত করা দুষ্কর; পরন্তু জন্ম, জীবন, মৃত্যু, চেতন, বর্দ্ধন, জ্ঞান প্রভৃতি কতক গুলি ক্রিয়া জীবমাত্রের প্রধান লক্ষণ ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। ঐ সকল ক্রিয়া জীবদেহস্থ কোন২ বিশেষ যন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হয়; সুতরাং আশু নিরূপিত হইতে পারে যে প্রস্তাবিত ক্রিয়াসমূহ সকল জীবেই তুল্য হওয়াতে যে সকল যন্ত্রদ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাও সামান্যাকার হইবে; পরন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রয়োজনানুসারে জগদীশ্বরেচ্ছায় জীবভেদে এক২ ইন্দ্রিয়ের আকারগত অনেক ভেদ হইয়া থাকে। ঐ আকার-ভেদে জীবের জাতিভেদ নিরূপিত হয়। যদ্যপি তাহা না হইত তাহা হইলে সকল জীবই একাবয়ব হইত—হস্তী ও মশকে কোন মাত্র ভেদ থাকিত না। এই সকল ভেদের নিরূপণ করাই প্রাণিতত্ত্বজ্ঞের কার্য্য। তাঁহারা তদ্দ্বারাই জীবের জাতি-বর্গাদি-ভেদ নিরূপিত করিতে সক্ষম হয়েন; এবং অনায়াসে ঐশ্বরিক কৌশলের আলোচনাদ্বারা জীবনযাত্রা সার্থক করেন।

জীবমাত্রেরই দেহ আছে, অতএব তাহারা সকলেই দেহী; কিন্তু সকলের দেহ তুল্য হয় না; কাহার দেহ অস্থি-মাংসে নির্ম্মিত, কাহার দেহ কেবল মাংসে, কাহার ত্বচে, কাহার বা শ্লেষ্মায় গঠিত হয়। দেহের এই প্রধান-ভেদ-নিরূপণার্থে অংশশব্দ ব্যবহৃত হয়; এবং প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা সমস্ত জীবকে পঞ্চ অংশে বিভাজিত করেন। পরে ঐ অংশসকলের এক অংশস্থ জীবসকলের আকারগত অনেক ভেদ দৃষ্ট হয়। যে সকল জীবদিগের দেহে অস্থি আছে তাহাদের মধ্যে কেহ পশু কেহ পক্ষী কেহ মৎস্য কেহ সর্প নানা প্রকার অবয়ব ভেদ আছে। ঐ সকল ভেদ-জ্ঞাপনার্থে বর্গ শব্দের ব্যবহার প্রসিদ্ধ। অপর বর্গের মধ্যেও অনেক অবান্তর ভেদ দৃষ্ট হয়; সেই ভেদ-বিশেষে এক এক বর্গস্থ জীবগণকে বিবিধ গণমধ্যে নির্ণীত করা যায়। গণের অন্তর্গত বিভেদের নাম শ্রেণী; শ্রেণীর অন্তর্গত জীবসকলের বিভেদক জাতি; এবং ঐ জাতির অন্তর্গত বিভে-

দক বর্গ। এই কএকটি বিভেদ-বাচক শব্দ এবং তাহাদের লক্ষণ স্মরণ রাখিলে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা অনায়াসে জীবসকলের অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হয়েন। এই উপায়ের সাহায্যে তাঁহারা অন্ততঃ পঞ্চাশৎ সহস্র ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের বিবরণ অনায়াসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে ভূমণ্ডলে বিংশতি সহস্র জাতীয় অস্থিবিশিষ্ট জীব আছে; তন্মধ্যে স্তন্যপায়ি জীবের সঙ্খ্যা ২০০০ সহস্রের কম হইবেক না। তাঁহারা জ্ঞাত হইয়াছেন যে পৃথিবীতে ৬০০০ জাতীয় পক্ষী আছে, তাহার মধ্যে চতুঃসহস্র তাঁহাদের পরিচিত হইয়াছে। সর্পীদিগের ১৫০০ জাতির বর্ণনা প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ-শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়; বোধ হয় তাহাদের সমস্তের সঙ্খ্যা দুই সহস্র হইবেক। মৎস্যের জাতির সঙ্খ্যা পশুপক্ষি-হইতে অধিক বোধ হয়, সাকল্যে দশ সহস্র জাতীয় মৎস্য ভূমণ্ডলে আছে; তন্মধ্যে গ্রন্থকারেরা ৬০০০ জাতির সঙ্গ্রহ করিয়াছেন। ত্বগাধারদেহ জীবসকলের মধ্যে শম্বূক শুক্তিকাদি জীব নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহাদের জাতির সঙ্খ্যা অল্পতঃ পঞ্চদশ সহস্র হইবেক। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাদের অধিকাংশের অনুসন্ধান করিয়াছেন। কীট পতঙ্গদিগের সঙ্খ্যা দুই লক্ষের কম নহে। তাহাদের অশীতি সহস্র জাতির বিবরণ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। জাতি, শ্রেণী, গণ, প্রভৃতির লক্ষণ নিরূপিত না থাকিলে এই কার্য্য কদাপি সিদ্ধ হইত না। ঐ উপায়ে অংশুশিরালদেহ জীবের জাতির সঙ্খ্যা দশ সহস্র নিরূপিত হইয়াছে। এই সকলের সমষ্টি করিলে বোধ হয় ভূমণ্ডলে আড়াই লক্ষ জাতীয় জীব আছে। * তদ্ভিন্ন পুরাকালিক অনেক জীবের দেহাবশেষ অধুনা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত হওয়াযায়। তাহাদের জাতির সঙ্খ্যা কি তাহা নির্দ্দিষ্ট করা দুষ্কর; পরন্তু তাহাদের প্রাচুর্য্য দৃষ্টে বোধ হয় তাহাদের সঙ্খ্যা আড়াই লক্ষের কম হইবেক না। এই উভয়ে পঞ্চ লক্ষ জাতি অতি অল্প সঙ্খ্যক শ্রেণী বর্গাদিতে সমাবেশিত হয়। অতএব তাহার সঙ্ক্ষেপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সকলের পক্ষেই সুলভ বোধ হইবেক। জীবদিগের অংশ বর্গ ও গণের নির্দ্দেশ নিম্নে বিন্যস্ত হইল।

* এতদ্ভিন্ন অনেক জলজকীট আছে তাহাদের দেহ এত সূক্ষ্ম যে তাহারা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং তাহাদের জাতিভেদের উপায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।"

জীব-সঙ্ঘের বর্গাদিভেদ-বিবরণ।

ANIMAL KINGDOM

সমস্ত জীবসঙ্ঘ পঞ্চ অংশে বিভক্ত হয়; তদ্যথা

১ ম অংশ—অস্থ্যাধারদেহ, (Vertibrata) অর্থাৎ যাহাদের দেহের আধার অস্থি; যথা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৎস্য, কুম্ভীরাদি।

২ য় অংশ—গ্রন্থ্যাধারদেহ, (Articulata) অর্থাৎ যাহাদের দেহ বিবিধ গ্রন্থিকে আশ্রয় করিয়া নির্ম্মিত হয়; যথা পতঙ্গ-কীটাদি।

৩ য অংশ— ত্বগাধারদেহ, (Mollusca) অর্থাৎ যাহাদের দেহের আধার তাহাদের দেহাবরণ; যথা শম্বূকাদি।

৪ র্থ অংশ—অংশুশিরালদেহ, (Radiata) অর্থাৎ যাহাদের দেহস্থ শিরাসকল এক মূলহইতে অংশুর ন্যায় সর্ব্বদিগে সমরূপে বিস্তীর্ণ হয়; যথা পুরুভুজাদি।

৫ ম অংশ— অপরিব্যক্তদেহ, (Protozoa) অর্থাৎ যাহাদের দেহ অতি ক্ষুদ্র, এবং তৎপ্রযুক্ত সুপরিব্যক্ত নহে; যথা, স্পঞ্জকীট, প্রবাল।

1. Vertibrata.

অস্থ্যাধারদেহ জীবসকল পঞ্চ বর্গে বিভক্ত হয়; তদ্যথা

১ ম বর্গ— স্তন্যজীবী, (Mammalia) অর্থাৎ যাহারা স্তনপান করিয়া বর্দ্ধিত হয়; যথা মনুষ্য, গো, মহিষাদি। ইহারা জরায়ুজ।

২ য় বর্গ— বিহঙ্গ (Aves)। ইহারা অণ্ডজ।

৩ য় বর্গ— সর্পী, (Reptilia) অর্থাৎ যাহারা উরোদেশ ভূমির নিকট রাখিয়া বা তদ্দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া ভ্রমণ করে; যথা, কুম্ভীর-গোধা-সর্প-কূর্ম্ম প্রভৃতি। ইহারা প্রায়ঃঅণ্ডজ।

৪ র্থ বর্গ—মাণ্ডূকেয় (Bratachia) অর্থাৎ মণ্ডূকাদি জীব।

৫ ম বর্গ— মৎস্য (Pisces)। ইহারা অণ্ডজ।

1. Mammalia.

স্তন্যজীবিবর্গের জীবসকল দুই ভাগে বিভক্ত।

তন্মধ্যে প্রথম ভাগের জীবসকল জরায়ুমধ্যে গর্ব্ভপরিস্রবে * আবৃত থাকে না, এবং দ্বিতীয় ভাগের জীবসকল গর্ব্ভপরিস্রবে আবৃত থাকে; ইহার মধ্যে

নিগর্ভপরিস্রুবী (Aplacentaria) বর্গাংশের দুই গণ; তদ্যথা

১ ম গণ— সহবিণ্মূত্রোৎসর্গী (Monotremata) যে স্তন্যজীবী পশু মলমূত্রাদি এক দ্বার দিয়া পরিত্যাগ করে; যথা প্লাটিপস্ ও একিনিডী পশু।

২ য় গণ— দ্বিগর্ভ (Marsupialia) অর্থাৎ যে সকল জীবের দেহে অপত্য-জননার্থে দুই আধার থাকে; যথা কঙ্গারু, ওম্বেট প্রভৃতি।

সগর্ভপরিস্রুবী (Placentaria) দ্বাদশ গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ— তৈম, (Cetacea) অর্থাৎ তিমি-সদৃশ জীব। যথা তিমি, শুশুক, ডুগঙ্গ।

২ য় গণ— স্থূলচর্ম্মী, (Pachydermata) অর্থাৎ যে সকল জীবের দেহ স্থূল চর্ম্মে আবৃত থাকে; যথা হস্তী, টেপর, খড়্গী, শূকর, হিপপটেমস্ প্রভৃতি।

৩ য় গণ—অখণ্ডশফ, (Solidungula) অর্থাৎ যে সকল পশুর খুর খণ্ডীভূত নহে; যথা অশ্ব, গর্দ্দভাদি।

৪ র্থ গণ—রোমন্থিক,(Ruminantia) অর্থাৎ যে সকল পশু ভুক্তবস্তু উদ্গীরিত করিয়া তাহার পুনশ্চর্ব্বণ করে; যথা উষ্ট্র, লামা, জিরাফা, হরিণ, মেষ, ছাগ, গো, মহিষাদি।

৫ ম গণ—অপুরোদন্তী (Edentata) অর্থাৎ যে সকল পশুর মুখপুরোভাগে দন্ত থাকে না; যথা পিপীলিকাভুক্, বজ্রকীট প্রভৃতি।

৬ ষ্ঠ গণ—দ্বিপুরোদন্তী, (Rodentia) অর্থাৎ যে সকল পশুর মুখপুরোভাগে প্রত্যেক মাড়িতে দুইটি করিয়া দন্ত থাকে; যথা কাঠবিড়ালী, শশক, শল্লকী, মূষিক প্রভৃতি।

৭ ম গণ—জালপাদ, (Pinnepedia) অর্থাৎ যে সকল পশুর পদ ত্বকে আবৃত হইয়া মৎস্যের ডানার কার্য্য নিষ্পন্ন করে; যথা সিন্ধুঘোটক, সীল, প্রভৃতি।

৮ ম গণ—শ্বাপদ; (Carnivora) অর্থাৎ যে সকল পশু মাংস ভক্ষণ করিয়া দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করে; যথা বিড়াল, কুক্কুর, শৃগাল, ব্যাঘ্র, ভল্লূক, নেউল, গন্ধগকুল প্রভৃতি।

৯ ম গণ —কীটাদ (Insectivora) অর্থাৎ যাহারা কীট ভক্ষণ করিয়া দেহ রক্ষা করে; যথা ছুছুন্দরী প্রভৃতি।

১০ ম গণ— হস্তপক্ষ (Chiroptera) অর্থাৎ যাহাদের হস্ত বা পুরঃপদ পক্ষরূপে পরিণত; যথা বাদুড়াদি।

১১ শ গণ— চতুষ্করী (Quadrumana) অর্থাৎ যে সকল পশুর পদচতুষ্টয়ের অগ্রভাগ কররূপে পরিণত; যথা বানরাদি।

১২ শ গণ—দ্বিকরী (Bimana) অর্থাৎ যাহার দেহে দুইমাত্র কর আছে; যথা মনুষ্য।

2. Birds—Aves.

বিহঙ্গ-বর্গ অষ্ট গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ— শাখাচারী, (Passeres) অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বদা বৃক্ষশাখায় বিচরণ করে; যথা, চটক, কাক, নীলকণ্ঠ, টুণ্টুনী, শামা, মাচরাজা প্রভৃতি।

* অপত্য প্রসূত হইলে তাহার সহিত যে চর্ম্মপোটলিকা নির্গত হয়, তাহার নাম গর্ব্ভ-পরিস্রুব। সামান্য কথায় তাহাকে "ফুল" শব্দে কহে।

২ য় গণ— কাণ্ডচারী, (Scansores) অর্থাৎ যাহারা বৃক্ষকাণ্ডে বিচরণ করে; যথা, দার্বাঘাট (কাটঠোকরা) চৌকান, কাকাতুয়া, নূরী, টিয়া প্রভৃতি।

৩ য় গণ— দ্রুতচারী, (Cursores) অর্থাৎ যাহারা ভূমিতে দ্রুতবেগে পাদবিক্ষেপদ্বারা বিচরণ করে; যথা শাহমুরগ, কাশোয়ারি।

৪ র্থ গণ— জলচারী, (Grallatores) অর্থাৎ যাহারা জলে বিচরণ করে; যথা বক-সারসাদি।

৫ ম গণ— তরপদী, (Nattatores) অর্থাৎ যাহারা পাদদ্বারা সন্তরণ করে; যথা হংসাদি।

৬ ষ্ঠ গণ— ঘর্ষকপদী, (Rasores) অর্থাৎ যে পক্ষিরা নখদ্বারা ভূমি বিদারণ করে; যথা কুক্কুট, ময়ূর, মোনাল, তিত্তির, পেরু প্রভৃতি।

৭ ম গণ — কাপোতক (Columbæ) অর্থাৎ পারাবত ও তৎ সদৃশ পক্ষী; যথা পায়রা ঘুঘু ইত্যাদি।

৮ ম গণ — আখেটক (Raptores) অর্থাৎ যে সকল পক্ষী আখেটন অর্থাৎ শিকার করিয়া অথবা মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে; যথা পেচক, বাজ, চিল্ল, গৃধ্র ইত্যাদি।

3. Batrachia.

মাণ্ডূকেয় বর্গ পাঁচ গণে বিভক্ত; যথা

১ ম গণ — শল্কদেহী (Lepidota); এই গণস্থ জীবেরা দেখিতে বাইন মৎস্যের ন্যায়, কিন্তু ডানাহীন। ইহাদের কর্ণের পশ্চাতে এবং দেহের অধোভাগে পাদচতুষ্টয়ের আদর্শস্বরূপ চারিটী শলাকা থাকে। ইহাদিগের কর্ণকূপ যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে; যথা লেপিডোসাইরেন জীব।

২ য় গণ—অপদী (Apoda) এই গণস্থ জীবদিগের পদ হয় না। দেহের কোন কোন স্থানে শল্ক থাকে, অপর সর্ব্বত্র আঠাযুক্ত ত্বচে আবৃত। তাহাদের পুচ্ছ ও চক্ষু নাই এবং দেহ মহীলতার সদৃশ, কিন্তু মহীলতার অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং অস্থিবিশিষ্ট। যথা সিসীলিয়া জীব।

৩ য় গণ— দ্বিশ্বাসী (Amphineustra) অর্থাৎ যে সকল জীব আজন্ম কর্ণকূপ ও ফুস্ফুস এই দুই প্রকার যন্ত্রেই শ্বাসকর্ম্ম নিষ্পন্ন করে; কর্ণকূপ কদাপি চ্যুত হয় না, ইহাদিগের দেহ মৎস্যসদৃশ, চক্ষু অনাবৃত এবং উজ্জ্বল, পদচতুষ্টয় সন্তরণের নিমিত্ত সুযোগ্য; যথা আক্সোলোটল জীব।

৪ র্থ গণ—পুচ্ছাঙ্কুর, (Urodela) অর্থাৎ ঈষৎপুচ্ছ বিশিষ্ট টিকটীকির সদৃশ জীব। তাহাদের কর্ণকূপ যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে। যথা ট্রাইটন্ জীব।

৫ ম গণ—অপুচ্ছাঙ্কুর, (Anura) ইহাদের মস্তক প্রশস্ত মুখব্যাদান বৃহৎ, পুচ্ছ নাই। পশ্চাৎ পদের অপেক্ষা পুরঃপদ অতি খর্ব্ব এবং উল্লম্ফকরণের বিশেষ যোগ্য। দেহ অনাবৃত, কর্কশ, স্ফীতহওনশীল এবং একপ্রকার ক্ষুদ্র কূপ বিশিষ্ট, যাহার মধ্যে মনুষ্যের অনিষ্ট-কর রস থাকে; যথা মণ্ডুক।

4. Reptilia

সর্পি-বর্গের জীবসকল চারি গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—কৌম্ভীর (Loricata) অর্থাৎ কুম্ভীল ও তৎসদৃশ জীব।

২ য় গণ—সারট, (Sauria) অর্থাৎ টিক্‌টিকী ও তৎ সদৃশ জীব; যথা গোধা, পল্লী, বহুরূপা, প্রভৃতি।

৩ য় গণ—সার্প, (Ophidia) অর্থাৎ সর্পাদি।

৪ র্থ গণ—কৌর্ম্ম, (Chelonia) অর্থাৎ কূর্ম্মাদি।

5. Pices.

মৎস্যবর্গ দশ গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—নির্হৃদয়ক (Leptocardia) অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় নাই। তাহাদের শোণিত শিরাসকলের সঙ্কোচনে পরিচালিত হয়। এই গণে এক মাত্র জাতি আছে; তাহার নাম আম্ফিয়ক্সস্ লান্সিওলেটস্।

২ য় গণ—চক্রতুণ্ডী, (Cyclostomata) অর্থাৎ যাহাদের মুখ চক্রের ন্যায় মণ্ডলাকার; যথা লাম্প্রি মৎস্য।

৩ য় গণ—ক্লোমতুণ্ডী (Physostomata) অর্থাৎ যাহাদের দেহস্থ বায়ুক্লোমমুখের সহিত সংলগ্ন থাকে। এই গণস্থ মৎস্যদিগের ডানায় অস্থি শলাকা থাকে না, অথবা পৃষ্ঠের ডানায় পুরোভাগে একটি মাত্র অস্থিশলাকা থাকে; অপর সকল শলাকা উপাস্থিনির্ম্মিত। যথা বাইন মৎস্য।

৪ র্থ গণ—নিঃশলাক (Anacanthena) অর্থাৎ যাহাদের ডানায় অস্থিশলাকামাত্র থাকে না, এবং বায়ু-ক্লোম ও মুখের সহিত সংলগ্ন থাকে না। অপর কণ্ঠস্থ অস্থি পৃথক্ থাকে। যথা পায়রাচাঁদা মৎস্য।

৫ ম গণ—সংক্লৃপ্ত কণ্ঠাস্থিক (Pharyngognathia) অর্থাৎ যাহাদের কণ্ঠের অস্থিসকল একত্রে সংলগ্ন হইয়া

এক খণ্ড হয়। এই লক্ষণ তাহাদের প্রধান এবং সর্ব্বত্র তুল্য; যথা কাদাখোঁচা মৎস্য।

৬ ম গণ—কণ্টকপক্ষক, (Acanthoptera) অর্থাৎ যাহাদের পৃষ্ঠডানার পুরোভাগে এক বা ততোধিক অস্থি-শলাকা থাকে। ইহাদের কণ্ঠস্থ অস্থিসকল পৃর্থক্ থাকে, সংক্লপ্ত হয় না; ও উপরের মাড়ি সঞ্চালিত হইতে পারে। বায়ুক্লোম এই গণের কোন কোন মৎস্যে দৃষ্ট হয়; সকলের নাই। যথা কৈ-মৎস্য খরসলা মৎস্য ইত্যাদি।

৭ ম গণ—গুচ্ছিত কর্ণকূপক (Lophobranchiata) অর্থাৎ যাহাদের কর্ণকূপের শলাকাসকল গুচ্ছে গুচ্ছে বিসৃত হয়। ইহাদের কর্ণকূপাবরণ বৃহৎ কিন্তু এ প্রকারে চর্ম্মে আবৃত থাকে যে তন্মধ্য দিয়া জল নির্গমনের নিমিত্ত একটি মাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র অবশিষ্ট থাকে; যথা হিপো কাম্পস্ মৎস্য।

৮ ম গণ—অচলোর্দ্ধমাড়িক,(Plectognatha) অর্থাৎ যাহাদের উপরের মাড়ি মস্তকের সহিত এ প্রকার দৃঢ়-রূপে সংলগ্ন যে তাহা কোন মতে নড়ে না। এই গণস্থ মৎস্যের মস্তক অস্থি-নির্ম্মিত কিন্তু দেহের অধিকাংশে উপাস্থি আছে; যথা বালিষ্টিস্ মৎস্য।

৯ ম গণ—উপাস্থিবহল (Selachia) অর্থাৎ যাহা-দের দেহের অধিকাংশ উপাস্থি ময়; দেহ অতি সূক্ষ্ম শল্কে বা কেবল চর্ম্মে আবৃত থাকে। যথা হাঙ্গর ও তৎসদৃশ মৎস্য।

১০ ম গণ—চিক্কণশল্কী, (Ganoidea) অর্থাৎ যাহাদের শল্ক চিক্কণ ও অস্থিময়; যথা ষ্টর্জিয়ন মৎস্য।

II. Articulata.

২। গ্রন্থ্যাধারদেহ জীবসকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম বর্গ—কার্কট (Crustacea) অর্থাৎ কর্কটী বর্গ।

২ য় বর্গ—লৌতেয় (Arachnida) অর্থাৎ লূতা বর্গ।

৩ য় বর্গ—শতপাদিক (Myriapoda) অর্থাৎ বৃশ্চিক বর্গ।

৪ র্থ বর্গ—পাতঙ্গ (Insecta) অর্থাৎ পতঙ্গ বর্গ।

৫ ম বর্গ—কৈট (Vermes) অর্থাৎ কীট বর্গ।

1. Crustacea.

কার্কট বর্গ পাঁচ গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—শুণ্ডপাদ (Cirrhopoda) অর্থাৎ যে সকল জীবের দেহ বহুখণ্ড চূর্ণময় আবরণে আচ্ছাদিত, এবং তদূর্দ্ধভাগহইতে এক শুণ্ড নির্গত হয়। ঐ শুণ্ডদ্বারা প্রস্তাবিত জীবসকল সমুদ্রে প্রস্তরাদিতে সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতে থাকে। যথা বার্ণাকল্ (Barnacles)।

২ য় গণ—পতঙ্গকবচ, (Entromostraca) অর্থাৎ যে সকল কীটের দেহ পতঙ্গের কবচের ন্যায় দৃঢ় কবচে আবৃত থাকে; যথা কালিগস (Calegus), তৃদলক (trilobites,) নামক জলজ কীট প্রভৃতি।

৩ য় গণ—খড়্গপুচ্ছী (Zyphosura) অর্থাৎ যাহা-দের ঢালের ন্যায় দেহাবরণের নিম্নভাগে দীর্ঘ খড়্গা-কার শলাকা থাকে; যথা সমুদ্রকর্কটী।

৪ র্থ গণ—অচলচক্ষু, (Edriopthalmata,) অর্থাৎ যাহাদের চক্ষুগোলকের গতি নাই। ইহাদের অবয়ব অনেকাংশে চিঙ্গড়ীর সদৃশ। যথা কাপ্রেলা ফাস্মা। (Caprella phasma.)

৫ ম গণ—সপদচক্ষু (Podopthalmata) অর্থাৎ যা-হাদের চক্ষু দীর্ঘ মূলোপরি স্থাপিত; যথা চিঙ্গড়ী ও কাঁকড়া।

2. Arachnida.

লৌতেয় বর্গ দুইগণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—ছিদ্রশ্বাসী (Tracheoria) অর্থাৎ যাহারা কএকটি দেহপার্শ্বস্থ ছিদ্রদ্বারা শ্বাসকর্ম্ম নিষ্পন্ন করে; ইহাদিগের চক্ষুঃ সঙ্খ্যা ৪। যথা মাঠ-মাকড়।

২ য় গণ—ক্লোমশ্বাসী (Pulmonaria) অর্থাৎ যাহারা ত্বক্‌কোষদ্বারা শ্বাসকর্ম্ম নিষ্পন্ন করে। ইহাদের চক্ষুর সঙ্খ্যা ৬ বা ৮। যথা সামান্য মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা প্রভৃতি।

3. Myriapoda.

শতপাদিক বর্গ দুইগণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—সপ্তগ্রন্থিশুণ্ড, (Chilopoda,) অর্থাৎ যা-হাদের মুখপুরোভাগের শুণ্ডদ্বয়ের প্রত্যেকে ৭ গ্রন্থি আছে; যথা সামান্য বৃশ্চিক।

২ য় গণ—চতুর্দ্দশগ্রন্থিশুণ্ড (Chilognatha) অর্থাৎ যাহাদের শুণ্ডে চতুর্দ্দশ গ্রন্থি আছে; যথা কেন্নো।

4. Insecta.

পাতঙ্গ বর্গ তিন গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—পূর্ণপরিবর্ত্তক (Metabola) অর্থাৎ যা-হারা জন্মাবধি বারংবার সম্যগরূপে দেহ পরিবর্ত্তন করে, যথা ডাঁস দংস মসক মক্ষীকা মালপোকা; প্রজাপতি।

২ য় গণ—ঈষৎপরিবর্ত্তক (Hemimetabola) অর্থাৎ যাহারা জন্মাবধি দেহের ঈষৎ পরিবর্ত্তন করে; যথা ফড়িং, গঙ্গাফড়িং, পঙ্গপাল, বল্মীক, আর সোলা প্রভৃতি।

৩ য় গণ—অপরিবর্ত্তক, (Ametabola) অর্থাৎ যাহারা অণ্ডহইতে নির্গত হইবার পরে আর দেহাবয়বের পরিবর্ত্তন করে না; যথা পিপীলিকাদি।

5. Vermes.

কৈট বর্গ তিন গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—পরান্তঃপুষ্ট, (Parasita) অর্থাৎ যাহারা অন্যের দেহমধ্যে আপন জীবন যাত্রা নির্বাহ করে; যথা কৃমি।

২ য় গণ—অঙ্গুরীয়দেহ, (Annelida) অর্থাৎ যাহাদের দেহের আকার কোমলাস্থির অঙ্গুরীয়কদ্বারা নির্ম্মিত; যথা জলৌকা, মহীলতা প্রভৃতি।

৩ য় গণ—কৌণ্ডলিক, (Rotifera) অর্থাৎ যে সকল জলজ কীটের শরীর ইচ্ছানুসারে কুণ্ডলাকারে কুঞ্চিৎ হইতে পারে; যথা, হাইডাটিনা সেণ্টা (Hydatina senta.)

III Mollusca.

৩। ত্বগাধারদেহ জীবসকল তিন বর্গে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম বর্গ—শিরঃপদী, (Cephalopoda) অর্থাৎ যাহাদের পদ মস্তকের নিকট সংলগ্ন; যথা, কটল্‌ফিস্ নামক সমুদ্রজ জীব।

২ য় বর্গ—উদরপদী (Gasteropoda) অর্থাৎ যাহাদের পদ উদরের নিকট সংলগ্ন; যথা স্থলজশম্বূক, গেঁড়ী।

৩ য় বর্গ—অব্যক্তশিরস্ক, (Acephala) অর্থাৎ যাহাঁদের মস্তক স্পষ্ট ব্যক্ত নহে; যথা ঝিনুক।

I. Cephalopoda.

শিরঃপদী বর্গ তিন গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—এককোষ্ঠী, (Teuthideæ) অর্থাৎ যে সকল শিরঃপদী জীবের দেহ এক-কোষ্ঠবিশিষ্ট চূর্ণময় আধারে থাকে; যথা কটলফিস্, অর্গোনট্, বেলেম্‌নাইট্, অক্টোপস্ প্রভৃতি।

২ য় গণ—বহুকোষ্ঠী, (Ammonitedæ) অর্থাৎ যাহাদের দেহের মধ্যে অনেক কোষ্ঠ বা গৃহ আছে; যথা, শালগ্রামশিলা প্রভৃতি।

৩ য় গণ—বিভক্তকোষ্ঠী, (Nautilidæ) অর্থাৎ যাহাদের দেহের মধ্যভাগে ব্যবধান আছে; যথা, নটিলস্‌জীব।

2. Gasteropoda.

উদরপদি বর্গ তিন গণে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম গণ—পুস্ফুসশ্বাসক, (Pulmonata) অর্থাৎ যাহা বায়ুতে পুস্ফুসদ্বারা শ্বাস লয়; যথা স্থলজ শম্বূক।

২ য় গণ—কর্ণকূপশ্বাসক, (Branchifera) অর্থাৎ যাহারা জলে কাণকুয়াদ্বারা শ্বাস লয়; যথা জলজ শম্বূক।

৩ য গণ—পক্ষপদী, (Pteropoda) অর্থাৎ যাহাদের পদে পক্ষের ন্যায় গঠন আছে যদ্দ্বারা তাঁহারা সন্তরণ করিতে পারে; যথা, ক্লাইও, হায়লিয়া প্রভৃতি সমুদ্রজ জীব।

3. Acephela.

অব্যক্তশিরস্ক বর্গ তিন গণে বিভক্ত; যথা

১ ম গণ—সমদলক, (Lamellibranchiata) অর্থাৎ যে সকল ঝিনুকের দুই দল তুল্য; যথা সামান্য ঝিনুক।

২ য গণ—বিষমদলক, (Brachiopoda) অর্থাৎ যে সকল ঝিনুকের দুই দল তুল্য নহে, যথা অইষ্টর ঝিনুক।

৩ য গণ—সাঙ্ঘাতিক, (Bryozoa) অর্থাৎ যে সকল ক্ষুদ্র ঝিনুক একত্রে সম্মিষ্ট হইয়া পিণ্ডাকারে থাকে; যথা সাঙ্ঘা নামক ঝিনুক।

IV. Radiata.

৪। অংশুশিরালদেহ জীব-সকল পঞ্চ বর্গে বিভক্ত; যথা

১ ম বর্গ—কণ্টকদেহী, (Echinodermata) অর্থাৎ যাহাদের দেহোপরি কণ্টক থাকে; যথা ষ্টারফিশ্ (star fish)। ইহারা ৪ গণে বিভক্ত।

২ বর্গ—শুণ্ডালদেহী (Polypi.) অর্থাৎ যাহাদের দেহে অতি সূক্ষ্ম২ শুণ্ডা আছে। ইহারা দুই গণে বিভক্ত। এই গণের প্রধান জীব প্রবাল কীট।

৩ য বর্গ—ছত্রকদেহী; (Discophora) অর্থাৎ যাহাদের দেহ ছত্রকের (বেঙ্গের ছাতার) সদৃশ। যথা মেডুসী নামক সমুদ্রজ জীব। ইহারা দুইগণে বিভক্ত।

৪ র্থ বর্গ—কঙ্কতদেহী (Ctenophora) অর্থাৎ যাহাদের দেহ মেষ্যপিণ্ডাকার এবং চিরুনির ন্যায় দন্তে আবৃত। যথা সিডিপ (cydippe) নামক জীব। ইহারা দুইগণে বিভক্ত।

৫ ম বর্গ—নলিকাদেহী ;(Siphonophora) অর্থাৎ যাহাদের শ্লেষ্মপিণ্ডাকার দেহোপরি কএকটি নলিকা থাকে। ইহারাও দুইগণে বিভক্ত।

V. Protozoa.

৫। অপরিব্যক্তদেহ জীবসকল তিন বর্গে বিভক্ত; তদ্যথা

১ ম বর্গ---বুধ্নপাদ, (Rhizopoda) অর্থাৎ যাহাদের দেহ কিঞ্চিৎ বৃক্ষমূলবৎপদার্থে নিষ্পন্ন। তভাগাদির তলে শ্লেষ্মাবৎ সূত্ররূপী যে অতি ক্ষুদ্র জীব দৃষ্ট হয় তাহাই এই বর্গের প্রধান জীব।

২ য বর্গ—ছিদ্রালদেহী ; (Porifera) এই বর্গের প্রত্যেক জীব অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহারা যে আবাস নির্ম্মাণ করে, তাহা বহুছিদ্রপূর্ণ, এই প্রযুক্ত ইহাদিগকে ছিদ্রালদেহী কহা যায়। উক্ত আবাসের সামান্য নাম স্পঞ্জ।

৩ য বর্গ—সূক্ষ্মদেহী (Infusoria) ; এই সকল জীব সামান্য নয়নে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন ডোবার জলের কীট এই বর্গে লক্ষিত হয়।



ট্রাম পথ।

লৌহ পথ।



অসভ্য জাতিদিগের রাজ বর্ত্মে প্রয়োজন নাই। যাহারা ধনুর্বাণ লইয়া কেবল জীবহিংসায় দিনপাত করে তাহারা যে কোন প্রকারে বনে ভ্রমণ করিতে পারিলেই হইল; তাহাদের বর্ত্ম নির্ম্মাণের অবকাশও নাই, এবং বর্ত্ম থাকিলেও কোন লভ্য বোধ হয় না; প্রত্যুত এক স্থান দিয়া মনুষ্যের সর্ব্বদা সমাগম হইলে তথাহইতে পশু-পক্ষী পলায়ন করিয়া ব্যাধদিগের লভ্যের হানি করে। ব্যাধাবস্থাহইতে রাখালের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে

পথের কিঞ্চিৎ প্রয়োজন বোধ হয়; যেহেতু তদভাবে গো ও মেষপাল লইয়া বাথানে যাইবার ব্যাঘাত জন্মে। পরে মনুষ্য যত সভ্য হইতে থাকে এবং যান-বাহনের ব্যবহারের বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই উত্তম পথের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠে। পথ না থাকিলে কদাপি রথের ব্যবহার হইতে পারে না, এবং ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে যে দেশে পথ নাই তথায় বাণিজ্যেরও সদুপায় নাই। ফলতঃ পথ সভ্যতার এক প্রধান লক্ষণ; এবং পথের অবস্থাদৃষ্টে দেশের সভ্যতা সৌভাগ্য ও সম্পত্তির অবস্থা নিরূপিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন হিন্দুরা এই সৌভাগ্য-জ্ঞাপক ও সম্পত্তিপ্রদাতা বর্ত্মের নির্ম্মাণে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন তাহার প্রমাণার্থে আমাদিগকে বিশেষ প্রযত্ন পাইতে হইবেক না; অভিধানে পথের পর্য্যায় দেখিলেই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ উপলব্ধ হইতে পারে। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমে পথের পর্য্যায়ে ২৫ টি শব্দ * দৃষ্ট হয়; পথের প্রতি হিন্দুদিগের আস্থা না থাকিলে এক পথের নিমিত্তে সংস্কৃত ভাষায় এত সঙ্খ্যক শব্দ কদাপি থাকিত না। অত্যন্ত প্রাচীন বেদে পথের অনেক উল্লেখ আছে; অপর তৎকালে রথের ব্যবহার প্রসিদ্ধ ছিল, সুতরাং পথের অবস্থা উত্তম ছিল সন্দেহ নাই। উভয়পার্শ্বে বৃক্ষরাজীদ্বারা সুশোভিত প্রশস্ত রাজপথের রামায়ণে ভূরি ভূরি বর্ণনা আছে; পুরজনবাসিরা ঐ পথে পরিভ্রমণ ও পথপ্রান্তহইতে নগরের শোভা ও রাজাদিগের বিজয়যাত্রা সন্দর্শন করিত। মহাভারত ও পুরাণাদিহইতে পথের উপলক্ষে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। দেবীপুরাণে পথের প্রশস্ততানুসারে নামভেদ দৃষ্ট হইতেছে। তাহাতে লিখিত আছে যে দেশমার্গ ৪০ ধনুঃপরিমিত, এবং গ্রামমার্গ ২০ ধনুঃ পরিমিত হইবেক। উক্ত গ্রন্থে সীমা-মার্গের এবং রাজমার্গের পরিমাণ ১০ ধনুঃ নিরূপিত হইয়াছে, এবং কথিত হইয়াছে যে মনুষ্য অশ্ব রথ এবং হস্তির স্বচ্ছন্দে বিরল হইয়া গমনাগমনের নিমিত্ত উক্ত পরিমাণ প্রয়োজনীয়। * গলীর পরিমাণ ৪ ধনু। তদনন্তর ৩ হস্ত ২ হস্ত ৪ পদ ৩ পদ ২পদ প্রভৃতি অন্যান্য পথের বিবরণ উক্ত গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে। অপর ঐ সকল পথে কি প্রকারে গমনাগমন করিবেক তথা কে কাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবেক তাহারও অনেক নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে †। বৈদ্যকগ্রন্থে পথভ্রমণের ফলও বর্ণিত আছে দেখা যায় ‡; অতএব হিন্দুরা যে পূর্ব্বকালে সম্পূর্ণরূপে পথের গুণজ্ঞ ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।

প্রাচীন গ্রীস ও রোম রাজ্যেও পথের যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাহাদিগকর্তৃক নির্ম্মিত পথের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিবেচনা করিলে বোধ হয় প্রাচীনদিগের মধ্যে রোমকেরাই পথ-নির্ম্মাণে সুপারগ ছিলেন। দুই সহস্র বৎসর ব্যবহারের পর অদ্যাপি তাঁহাদিগকৃত পথসকল অতি আশ্চর্য্য দৃঢ় ও সমপৃষ্ঠ আছে।

---

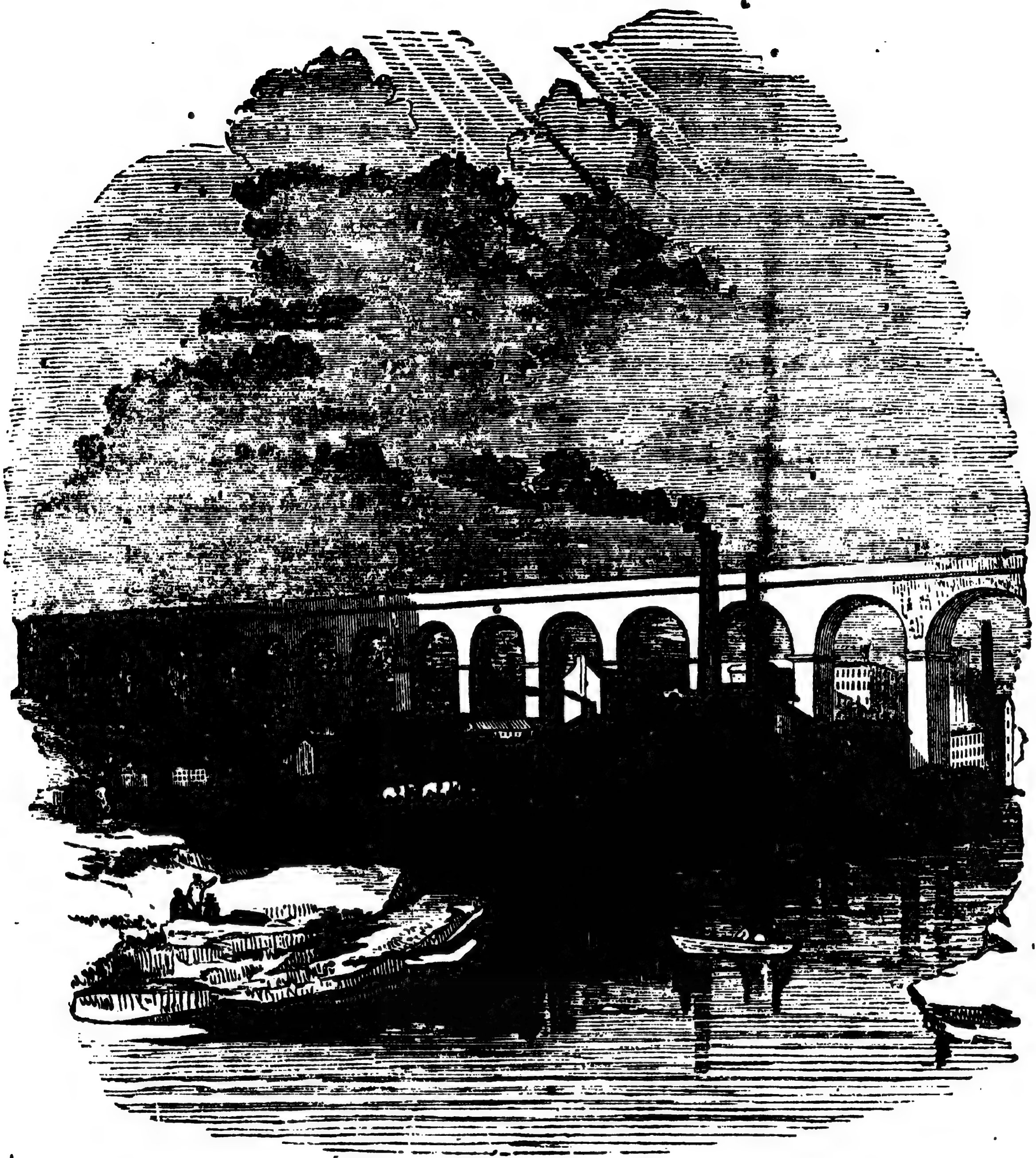
* ১ পন্থা, ২ অযন, ৩ বর্ত্ম, ৪ মার্গ, ৫ অধ্বা, ৬ পদবী, ৭ সৃতি, ৮ সরণি, ৯ পদ্ধতি, ১০ পদ্যা, ১১ বর্ত্তনী, ১২ একপদী, ১৩ পথ, ১৪ পদবি, ১৫ পদবী, ১৬ সরণী, ১৭ শরণি, ১৮ শরণী, ১৯ পদ্ধতী, ২০ বর্ত্তনি, ২১ বাট, ২২ ধর্ম্মবর্ত্তন, ২৩ মাথ, ২৪ বিবধ, ২৫ বীবধ।

* ত্রিংশদ্ধনূংষি বিস্তীর্ণো দেশমার্গস্তু তৈঃ কৃতঃ।
বিংশদ্ধনুর্গ্রামমার্গঃ সীমামার্গো দশৈবতু ।।
ধনূংষি দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথঃ কৃতঃ।
নৃবাজিরথনাগানামসম্বাধঃ সুসঞ্চরঃ ॥

† পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণায় স্ত্রিয়ৈ রাজ্ঞে হ্যচক্ষুষে।
বৃদ্ধায় ভারযুক্তায় রোগিণে দুর্ব্বলায় চ ॥

‡ অধ্বা মেদকফস্থৌল্যসৌকুমার্য্যবিনাশনঃ।
যত্তুচঙ্ক্রমণং নাতি দেহপীড়াকরং ভবেৎ ।।
তদায়ুর্বল মেধাগ্নি-প্রদমিন্দ্রিয়শোধনং।

রাজবল্লভ ॥



ইষ্টক শেতু পথ।

ইউরোপ-খণ্ডে সম্প্রতি পথ-নির্ম্মাণ-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ হওয়াতে তদ্বিষয়ক অনেক গুলি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। তৎ সমুদায়েই ইহা স্বীকার করিয়া থাকে যে পথমাত্রই যত সরল ও সমপৃষ্ঠ হইবেক ততই পথগমনাগমনের সুগম হইবেক। ঐ গুণ রক্ষার নিমিত্ত যে ভূমির উপর পথ হইবেক তাহা দৃঢ় ও কঠিন ও স্থিতিস্থাপক-গুণ-রহিত হওয়া আবশ্যক। নরম ভূমির উপর পথ হইলে গুরু-ভার-বিশিষ্ট শকট তদুপরি গমনমাত্রে পথের সমতা নষ্ট হয়; যেহেতুক শকটচক্রদ্বারা পথে সীতা পড়িয়া যায়, সুতরাং তদুপরি অন্য শকটের

গমনে ব্যাঘাত জন্মে। এই নিমিত্ত পথ করিবার সময়ে আদৌ ভুমিকে যন্ত্রদ্বারা বিশিষ্ট দাবন করত পরে তদুপরি প্রস্তরখণ্ড বা ইষ্টক দিয়া ঐ স্থান দৃঢ় করিতে হয়; এবং তৎপরে ইষ্টক-চূর্ণ বা প্রস্তরচূর্ণ দিয়া পথ সরল করিলে পথ উত্তম হইতে পারে। পরন্তু সরল-করণ-সময়ে স্মর্ত্তব্য যে একান্ত সমপৃষ্ঠ পথে বর্ষার জল বসিতে পারে; তাহা হইলেই ভূমি আর্দ্র হইয়া পথের হানি হইবে; অতএব পথপৃষ্ঠ কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের ন্যায় কিঞ্চিৎ ন্যুব্জ হওয়া বিধেয়; তাহা হইলে বৃষ্টির জল পড়িবা মাত্র উভয় পার্শ্ব দিয়া নিঃসৃত হইতে পারে। অপর ঐ নিঃসৃত জল পথপার্শ্বে সঞ্চিত থাকিলে ক্রমশঃ মৃত্তিকা ভেদ করত পথের তল আর্দ্র ও নরম করিয়া পথের হানি করিতে পারে; অতএব যাহাতে ঐ জল ত্বরায় দূরে নীত হয় এমত করা কর্ত্তব্য।

এই প্রকারে নির্ম্মিত পথ অতি উত্তম হই-লেও নিতান্ত সরল ও বহুকাল স্থায়ী হয় না; তদ্ধেতু বিলাতে কাষ্ঠের ও প্রস্তর-ফলকের তথা আস্ফাল্ট নামক ধূনার পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু তৎ সমুদায়েও কোন না কোন দোষ বা আপত্তি আছে। কাষ্ঠের পথে গুরুভার-বিশিষ্ট শকট সঞ্চালিত হইলে অত্যন্ত কর্কশ শব্দ হয়। প্রস্তর-ফলকের পথে অশ্বের পদ অনায়াসে তিষ্ঠে না, এবং সর্ব্বদা আহত হইলে ত্বরায় রুগ্ন হয়। আস্ফাল্টের পথ অতি সুগম হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা বহুব্যয়-সাধ্য; বিশেষতঃ অতি দীর্ঘ পথ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রযোজনানুরূপ পরি-মাণে আস্ফাল্ট প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। অপর গমনাগমনদ্বারা এই সকল পথে সর্ব্বদা ত্বরায় কিঞ্চিৎ অসমতা জন্মে, সুতরাং শকটের বেগের হানি হয়। এই আপদ নিবারণ করণার্থে উট্-রাম্ নামা এক ব্যক্তি ইংলণ্ডের উত্তর ভাগে কয়লার খনি মধ্যে এক ঋজু ও সরল পথের উপর শকট চক্রের পরস্পর পার্থক্যানুরূপ দুই খানি কাষ্ঠদণ্ড এই রূপে সংস্থাপিত করেন যে তাহার উপর দিয়া কয়লার শকট অনায়াসে অগ্রসর হইতে পারে, অথচ কোন পার্শ্বে যাইতে পারে না। ঐ শকটে অশ্বয়োজনা করিয়া কয়লা সঞ্চালনদ্বারা দৃষ্ট হইল যে শকট পার্শ্বে না নড়িলে ও যে কাষ্ঠ ফলকের উপর চলিবেক তাহা সর্ব্বত্র সরল হইলে চারি অশ্বের বহনীয় ভার অনায়াসে এক অশ্বে আকর্ষণ করিতে পারে। এই কথা রাষ্ট্র হইলে বিলাতীয় কয়লার খনিমাত্রে কাষ্ঠদণ্ডের পথ প্রস্তুত হইল, এবং তাহা উট্রাম্ সাহেবের নামের অপভ্রংশে ট্রাম পথ নামে প্রসিদ্ধ হয়। ক্রমশঃ ঐ পথস্থ শকটে অশ্ব বা গোর যোজনা না করিয়া একাগ্রে শকট রাখিয়া অপরাগ্রে বা পথমধ্যে একটা চক্র যন্ত্র সংস্থাপিত করত শকটে সংলগ্ন রজ্জু বা শৃঙ্খল ঐ চক্রযন্ত্রে জড়াইলেই অনায়াসে শকট আকর্ষিত হইত। এই ট্রামপথের প্রতিরূপ ৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে; তদ্দৃষ্টে পাঠকবৃন্দ ইহার অবয়ব উত্তমরূপে জ্ঞাত হইবেন। ঐ পথে দ্রব্য চালনা করিলে বলের এবং সুতরাং ব্যয়ের অনেক হ্রাশ্য হয়; পরন্তু কাল-ক্রমে পথের কাষ্ঠদণ্ড গলিত হইয়া ব্যয়াধিক্য হইতে লাগিল, অতএব কর্ম্মকুশল ব্যক্তিরা তাহার সদুপায়ে নিযুক্ত হইলেন। এমন সময়ে, ই° ১৭৩৭ অব্দে, লৌহের মূল্য অত্যন্ত শস্তা হয়, এবং কোল-ব্রুকডেল্ নামক লৌহের কার্য্যালয়ে কর্ম্মের শৈ-থিল্য হওয়াতে তথাকার কর্ম্মাধ্যক্ষেরা কতক লৌহ দণ্ড বানাইয়া কাষ্ঠ দণ্ডের পরিবর্ত্তে তা-হাই একটা ট্রামপথে সংস্থাপিত করেন। তখন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে সম্প্রতি ট্রাম-পথ-নির্ম্মাণের ব্যয়ের লাঘব হইবে; পরে লৌহের মূল্য অধিক হইলে তাঁহারা তাহা পথহইতে তুলিয়া



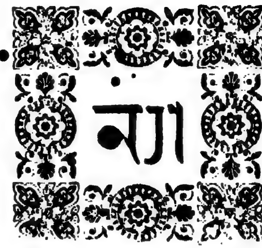
লৌহ পথের লৌহ সেতু।

বিক্রয় করিবেন; কিন্তু কিয়ৎকাল ব্যবহারের পর দেখিলেন যে কাষ্ঠাপেক্ষা ঐ লৌহদণ্ডে শকট অপেক্ষাকৃত অনেক অল্পায়াসে সঞ্চালিত হয়, এবং তাহাতে যে লাভ হয়, তাহা লৌহের মূল্যাপেক্ষা অনেক অধিক; অতএব তাঁহারা পথহইতে ঐ লৌহদণ্ড তুলিলেন না; বরং অন্যে. তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ট্রামপথে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে লৌহের দণ্ড ব্যবহৃত করিতে লাগিল। তাহাতেই সর্ব্বত্র লৌহ পথের প্রসিদ্ধি হয়। প্রস্তাবিত লৌহ-দণ্ডের ইংরাজি নাম "রেল;" পথ বাচক ইংরাজি শব্দ "রোড" তাহার সহিত সংযোগে সংপ্রতি "রেলরোড" শব্দ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ শব্দের সহিত বাষ্প-শকটের কোন সংশ্রব নাই। পথ দিয়া অশ্ব গো হস্তী গর্দ্দভ মনুষ্য বা অন্য যে কোন উপায়ে শকট সঞ্চালিত হয় তাহাতে কোন আপত্তি হইবেক না; তাহাতে রেল নামক লৌহ-দণ্ড যথানিয়মে সংস্থাপিত থাকিলেই তাহার নাম "রেলরোড" বা "রেলপথ" বা "লৌহপথ" হইবেক। এই রেল বসাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ পথ যথা বিহিত সরল করিয়া তদুপরি

ব্যত্যস্তভাবে কাষ্ঠদণ্ড সংস্থাপিত করিতে হয়। ঐ দণ্ডের নাম "স্লিপর।" তদুপরি এক২ খণ্ড খুদ্রু লৌহাসন সংস্থাপিত করিতে হয়। ঐ আসনের নাম "চেয়র।" তাহার উপর রেল সংস্থাপিত করিয়া এক একটা কাষ্ঠ-কীলকদ্বারা তাহা সংবদ্ধ করিলেই রেলরোড প্রস্তুত হয়। রেলরোডের প্রধান লক্ষণ সরলতা। তাহার নিমিত্তে উচ্চ স্থান কাটিয়া ও নিম্ন স্থান মৃত্তিকাদিদ্বারা পূর্ণ করিয়া সর্ব্বত্র সমান উচ্চ করিতে হয়। শত হস্ত দীর্ঘে ১ হস্তের অধিক ঢাল করিতে নিষেধ আছে, সুতরাং কোন পথের মধ্যে নিম্ন ক্ষেত্র বা উচ্চ পর্ব্বত পড়িলে লৌহপথ বাঁনাইবার অনেক ব্যয়াধিক্য হয়; কারণ ঐ ক্ষেত্র পূরণ করিতে বা পর্ব্বতমধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ কাটিতে অনেক শ্রমের প্রয়োজন। অপর ঐ নিম্নক্ষেত্র দিয়া যদ্যপি বর্ষার জল নির্গত হয় তাহা হইলে তাহা পূর্ণ করায় নিকটস্থ গ্রাম বা নগরের জল রুদ্ধ হইয়া বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে; এবং জলবেগে পথের ভগ্ন হইবার ও সম্ভাবনা। এমত স্থলে নিম্ন ভূমি পূর্ণ না করিয়া তদুপরি অনেক খিলানের পাকা পুল প্রস্তুত করাই বিধেয়। এই প্রকার প্রায়ঃ অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত দীর্ঘ এক সুচারু সেতু বর্দ্ধমানের নিকট আছে; বাষ্প শকট-যাত্রিরা তাহার প্রশংসা সর্ব্বদা করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা এই রূপ সেতুকে "বায়াডক্ট;" শব্দে কহেন তাহার এক সুচারু প্রতিরূপ ৪২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। কোন অগভীরা নদী পার হইবার নিমিত্ত এই রূপ সেতু প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরন্তু নদী অতি গভীরা হইলে সুতরাং শিল্পিরা জলমধ্যে লৌহ বা ইষ্টকের স্তম্ভ সংস্থাপিত করিয়া ইষ্টকের খিলানের পরিবর্ত্তে লৌহ বা কাষ্ঠের চাতাল নির্ম্মিত করিয়া থাকেন। ঐ রূপ সেতু দেখিতে অতীব রম্য; যদিচ চিত্রে সেই রম্যতার অনুভব উত্তম রূপে হইতে পারে না; তথাপি পূর্ব্ব পৃষ্ঠাস্থ ছবি দৃষ্টে পাঠকবৃন্দ অবশ্যই সন্তৃপ্ত হইবেন।

দৃষ্টান্ত সমুচ্চয়।

(ন্যায়)।



ন্যায় শব্দের অর্থ সাদৃশ্য। যখন যে কোন ব্যাপার নির্ব্বাহ হয়, তাহার কোন উপমা প্রদর্শন করিলে, ঐ ব্যাপার তাহার ন্যায় বলাগিয়া থাকে। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় যত ন্যায় শব্দ প্রয়োগ করা যায় তৎসমুদায়ই উপমাবোধক রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উপমারূপ অর্থ প্রতিপাদন হেতু মীমাংসা ও আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা উপমা বাচক "ন্যায়" নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতাদি ভাষার মধ্যে কাকতালীয় প্রভৃতি যে সকল ন্যায়ের উল্লেখ দেখা যায়, উপমারূপ অর্থ লইয়া তাহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বচন-রচনা বা বাক্য-বিন্যাসকালে আবশ্যক মত কোন কোন ন্যায় প্রয়োগ করিলে ঐ রচনার গাম্ভীর্য্যাদি গুণ প্রকাশ হইতে পারে; অতএব অমাদিগের ঐ সকল ন্যায়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া আবশ্যক। এই আবশ্যকতা সম্পূর্ণ করণাভিপ্রায়ে নিম্নে কতিপয় ন্যায়ের উল্লেখ করা গেল।

(কাকতালীয়)।

এক পর্য্যটক ব্যক্তি দেশ-পর্য্যটনে নির্গত হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিলেন। অনন্তর এক দেশে উপস্থিত হইয়া একটা বৃক্ষমূলের এক দেশে উপবেশন করিলেন। তাঁহার সম্মুখভাগে এক-

টী তালবৃক্ষ ছিল, তাহার তাল তৎকালে পরিণতিভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাল পরিপক্ব হইলে স্বভাবতই অধঃপতিত হইয়া থাকে। পর্য্যটক ব্যক্তি অনবরত ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়াছিলেন, এক দৃষ্টে ঐ পরিপক্ব পতনোন্মুখ তালফল-স্তবকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যদি একটী ফল পতিত হয় তাহা হইলে আমার বিলক্ষণ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে"। ইতিপূর্ব্বে ঐ বৃক্ষে একটী কাক বসিয়াছিল, কোন কারণে সে তথাহইতে উড়িয়াগেল, কাক যেমন উড়িয়া গেল, অমনি একটী সুপক্ব তাল পতিত হইয়া পর্য্যটকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিল। তিনি এই 'কাক ও তালের' ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইলেন। মনে করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য। বোধ হয় কাক উড়িয়া গেল বলিয়াই তাল পতিত হইল"। কিন্তু বাস্তবিক কাক কোন হেতুবশতঃ উড়িয়াগেল, এবং তৎকালেই তালের পতনকাল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও পড়িল। লোকে ইহাকে কাকতালীয় ন্যায় বলিয়া থাকে। ইহাতে তাল পতনের প্রতি কাকের বাস্তবিক কারণতা না থাকিলেও আপাততঃ কাককেই কারণ বোধ হইতেছে। যে সকল স্থলে এই রূপ ঘটনা হয়, অর্থাৎ কারণ ভিন্ন অন্যকে কোন কার্য্যের কারণ বলিয়া ভ্রম হয়, সেই সকল স্থলে "কাকতালীয় ন্যায়" ঘটিয়া থাকে।

সূচী কটাহ।

একদা এক ব্যক্তি এক জন কর্ম্মকারের বিপণীতে উপস্থিত হইয়া কহিল, "ওহে কর্ম্মকার, তুমি অন্যান্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ত্বরায় আমাকে এক খানি কটাহ নির্ম্মাণ করিয়া দাও, কটাহ না পাইলে আমার বিস্তর ক্ষতি হইবে।" এই কথা বলিতেছে এমন সময়ে আর এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া একটী সূচী নির্ম্মাণার্থে কর্ম্মকারকে অনুরোধ করিল। কর্ম্মকার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পূর্ব্বোক্ত কটাহ-ক্রেতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহাশয়, আপনি ক্ষণেককাল বিশ্রাম করুণ, ইহাকে একটী সূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়া পরে আপনকার কটাহ নির্ম্মাণ করিতেছি।" এই কথায় কটাহক্রেতা কিয়ৎকাল বসিয়া বিশ্রাম করিল। কর্ম্মকার সূচিটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাঁহাকে কটাহ প্রস্তুত করিয়া দিল। এই প্রকারে কোন বহুকালসাধ্য বা কষ্টসাধ্য কর্ম্ম স্থগিত রাখিয়া অল্পকালসাধ্য বা অল্পশ্রমসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করাকে লোকে "সূচী-কটাহ ন্যায়" কহিয়া থাকে।

অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়।

এক ব্যক্তি কোন কারণে অন্ধ হইয়াছিল। সে এক দিন যষ্টি হস্তে করিয়া পূর্ব্বানুভূত পথানুসারে বন্ধু ভবনে যাইতেছিল। দৈবাৎ পথভ্রান্তি হওয়াতে এক মহারণ্যমধ্যে পতিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল; "আমি এখন সুহৃদ্ভবনে কি প্রকারে যাইব।" এমত সময়ে এক ধূর্ত্ত তাহাকে সেই গহনে একাকী দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, "মহাশয়! আপনাকে এত ভাবিত দেখিতেছি কেন?" অন্ধ তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে ভদ্র লোক বিবেচনা করিয়া বলিল; "বৎস, আমি অন্ধ। বন্ধুভবনে যাইতে২ এই মহারণ্যে পড়িয়াছি। এক্ষণে কি প্রকারে সেখানে পোঁছিব তাহার উপায় না পাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। তুমি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার হাত ধরিয়া সেই খানে লইয়া যাও তবে আমার অত্যন্ত উপকার হয়।" ঐ প্রতারক তাহা শুনিয়া এক গোযুবা আনয়ন পূর্ব্বক অন্ধহস্তে তাহার লাঙ্গুল সমর্পণ করিয়া বলিল "এই গোপুচ্ছ উত্তম রূপে ধারণ কর, কখন পরিত্যাগ করিও না, ইহাতেই

তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক।” অন্ধ তাহার ধূর্ত্ততা বুঝিতে না পারিয়া প্রাণপণে গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া রহিল। তাহাতে উপকার দূরে থাকুক নানা অপকারই ঘটিতে লাগিল।

কোন ব্যক্তি খলের পরামর্শ গ্রহণ করিলে তাহার প্রতি এই গল্পের প্রয়োগ করণের সৌলভ্যার্থে অন্ধগোলাঙ্গূল ন্যায় শব্দের প্রয়োগ হয়।

(অন্ধ হস্তির ন্যায়)।

কতগুলি জন্মান্ধের নিকটে এক হস্তী আনীত হইলে তাহারা আনন্দচিত্তে নিষাদী সঙ্গে হস্তী সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইয়া হস্তীর আকৃতি কীদৃশ তাহার যথাসাধ্য জ্ঞান লাভ করিল। হস্তী চলিয়া গেলে অন্ধেরা বসিয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। “ভাই হে কে কেমন হস্তী দেখিলে বল? যে শুঁড়ে হাত দিয়া দেখিয়াছিল, সে বলিল “হস্তী সর্পাকার।” তাহা শুনিয়া পদস্পার্শী ব্যক্তি বলিল না, “হস্তী স্তম্ভাকার।” যে লাঙ্গূলে হস্ত দিয়াছিল সে বলিল “না, ভাই-করি রজ্জুর ন্যায় “তচ্ছ্রবণে কর্ণস্পার্শী ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল “তোমরা কি সকলেই সমান নির্ব্বোধ; কেহই কি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখ নাই? হস্তী ঠিক কুলার ন্যায়।” এই প্রকার অসম্পূর্ণ দর্শিদিগের বিবেচনাকে অন্ধহস্তী ন্যায় শব্দে বলা যায়।

(নরাঙ্কিত)।

কোন নগরে এক ধনবান ব্যক্তি শক্তিমন্ত্রে উপাসক ছিলেন। গঙ্গাধর নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। ঐ শাক্তব্যক্তি পুরোহিতকে ডাকিয়া কহিলেন “মহাশয়, আপনি এই টাকাটীর ভাল সন্দেশ লইয়া কালী মায়ের পূজা দিয়া আসুন।” গঙ্গাধর সন্তুষ্টচিত্তে টাকাটী লইয়া কালীর মন্দির প্রতি কিয়দ্দূর গমনানন্তর পথের ধারে এক দোকানে সন্দেশ কিনিয়া ভাবিলেন “যদি এই সন্দেশ লইয়া মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করি তাহা হইলে দেবলেরা সমুদায় সন্দেশই লইবেক, কেবল প্রসাদ স্বরূপ একটী মাত্র আমাকে দিবেক। অতএব তাহা না করিয়া এই দোকানে বসিয়াই মাকে নিবেদন করিয়া দি, এবং সমুদায় প্রসাদই জলযোগ করি।” গঙ্গাধর সন্দেশের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সেইরূপ করিতেই উদ্যত হইলেন, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ না করিলে পাছে মায়ের কোপ জন্মে, মনে মনে এই রূপ বড়ই শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। এমত সময়ে পথিমধ্যে এক ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল “ওরে গঙ্গাধর কাকে দিলিরে।” পুরোহিত গঙ্গাধর সন্দেশ নিবেদনের জন্যে জল গণ্ডুষ গ্রহণ করিয়াছিলেন ঐ শব্দ কর্ণগোচর হইবামাত্র আর নিবেদন করিতে পারিলেন না, ভয়ে হাত খানি থর থর কাঁপিতে লাগিল, গণ্ডুষ জল গলিত হইয়া পড়িয়াগেল। সমস্ত সন্দেশ আত্মসাৎ করিতে পারিলেন না, মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেই হইল। এস্থলে নরাঙ্কিত ন্যায় ঘটিয়াছে। নর শব্দে মনুষ্য অঙ্কিত শব্দে সঙ্কেত। কোন মনুষ্য দেনা পাওনা সম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে ঐ কথা বলিয়াছিল, কিন্তু পুরোহিত হঠাৎ মনে করিলেন বুঝি কালী নরদ্বারা সঙ্কেত করিয়া আমাকে শাসন করিলেন।

(কদম্বগোলক ন্যায়)।

প্রস্ফুটিত কদম্ব পুষ্প গোলাকার হইয়া থাকে; তাহার গাত্রের সর্ব্বদিকে যে সমস্ত কেশর উৎপন্ন হয় তৎসমুদায়ই এককালে সমভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সুতরাং কি অল্প বয়স্ক কি অধিক বয়স্ক কি ছোট কি বড় সকল কদম্ব পুষ্পই ক্ষুদ্রাবস্থা অবধি বৃহদবস্থা পর্য্যন্ত গোলাকার হই-

য়াই উৎপন্ন হয়। যখন কোন এক বস্তু বা বিষয়ের সর্ব্বদা এক ভাব থাকে কালে অবয়ব পরিবর্ত্তিত হয় না তখন তাহাকে কদম্ব গোলক ন্যায় শব্দ প্রযুক্ত হয়।

(বীচি তরঙ্গ ন্যায়)।

জলাশয়ে জল কোন আঘাতদ্বারা প্রথমতঃ একটা বীচি উৎপন্ন হয়, পরে চারিদিকেই সেই বীচিহইতে গোলাকারে তরঙ্গ বিস্তৃত হইতে থাকে। এক বস্তু বা শব্দহইতে চতুর্দ্দিকে নানা ঘটনার বিস্তৃতি হইলে বীচি তরঙ্গ ন্যায়ের প্রয়োগ হয়।

(অন্ধপঙ্গু ন্যায়)।

এক খঞ্জ আপনার কোন অভীষ্ট দেশে গমন করিতে অভিলাষী হইল। কিন্তু বিকল-চরণ-প্রযুক্ত ভ্রমণ সামর্থ্য না থাকাতে রাজ-পথের প্রান্তে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিল, "যদি কোন ব্যক্তি আমাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আমি সেই স্থানে যাইতে পারি, নতুবা আমার যাওয়া কোন মতেই হইতে পারে না।" এই রূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময়ে এক অন্ধ এক যষ্টি হস্তে করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। খঞ্জ অন্ধকে দেখিবামাত্র তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভাই অন্ধ! আমি এক খঞ্জ ব্যক্তি, তুমিও জন্মান্ধ, আমার চলৎশক্তি নাই তুমিও দর্শন শক্তিবিহীন। অতএব যদি তুমি আমাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিই। এরূপ করিলে তোমার ও আমার উভয়েরই অভীষ্ট দেশে অনায়াসে গমন করা হয়।" এই কথায় অন্ধ সম্মত হইল। খঞ্জ অন্ধের স্কন্ধে উঠিয়া অভীষ্ট দেশে চলিয়া গেল। এই রূপ এক এক অংশে পরস্পারের সাহায্য করা অন্ধপঙ্গুন্যায়ের বিষয়।

(দণ্ডাপূপ-ন্যায়)।

কোন গৃহস্থ একটী দণ্ডে এক অপূপ অর্থাৎ এক খানি পিষ্টক বিদ্ধ করিয়া গৃহের এক কোণে স্থাপনপূর্ব্বক কার্য্যোপলক্ষে বাটীহইতে বহির্গত হইয়া ছিলেন। সেই কোণে এক মূষিকের বিবর ছিল, তথায় এক মূষিক থাকিত। মূষিক গর্ত্ত-হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল, যে, তথায় এক পিষ্টক রহিয়াছে। পিষ্টক দেখিবামাত্র মূষিক নিজ নৈসর্গিক লোলুপতা-বশতঃ পিষ্টকটী ভক্ষণ করিল, এবং দণ্ডের যে অংশে পিষ্টক সংলগ্ন ছিল, পিষ্টক সঙ্গে সেইদণ্ডেরও কিয়দংশ ভক্ষণ করিল। অনন্তর গৃহস্থ আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পিষ্টক খান তথায় নাই, এবং দণ্ডের কিয়দংশ ইন্দুর দন্তক্ষত হইয়া পতিত রহিয়াছে। দেখিয়া মনে২ কহিতে লাগিলেন, যখন মূষিক দণ্ডের একাংশ ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন অবশ্যই পিষ্টকটী সমুদায়ই খাইয়া থাকিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই; কারণ, দণ্ড পিষ্টক অপেক্ষা অনেক কঠিন, যখন তাহাই খাইতে মূষিকের ক্ষমতা হইল, তখন সুকোমল অপূপ অগ্রে না খাইয়া যে ইহা খাইবে এমত সম্ভব হয় না। এই প্রকারে কোন দুষ্কর কার্য্যের সিদ্ধি দেখিয়া কোন সুসাধ্য কার্য্যের সিদ্ধি অনুভূত করাকেই লোকে "দণ্ডাপূপ-ন্যায়" কহিয়া থাকে।

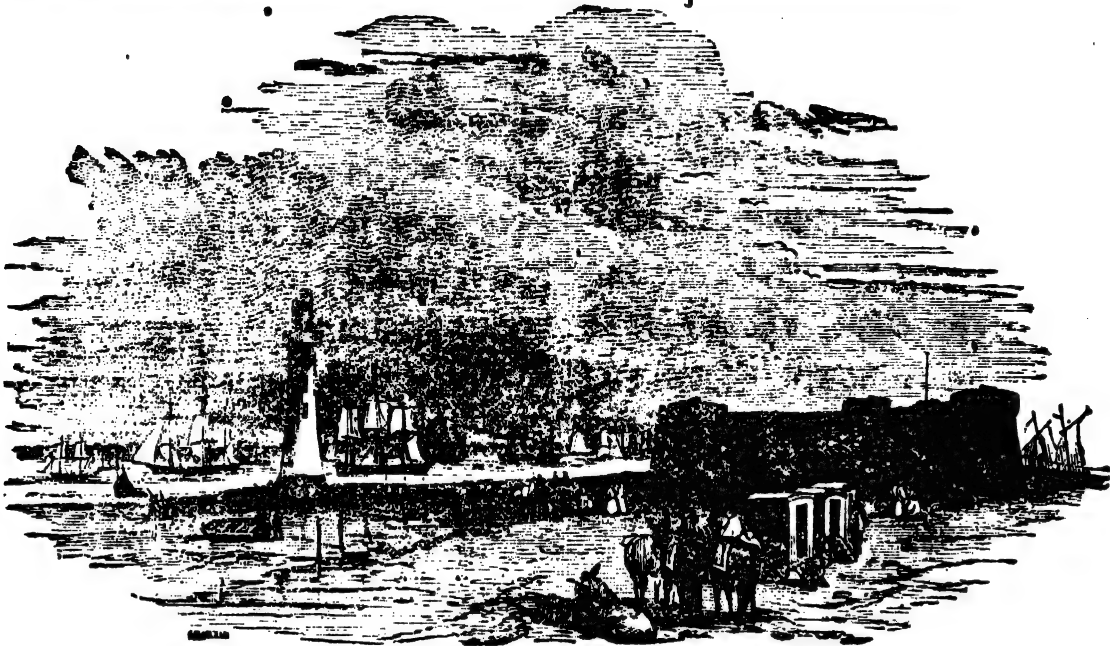
বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,



অর্থাৎ

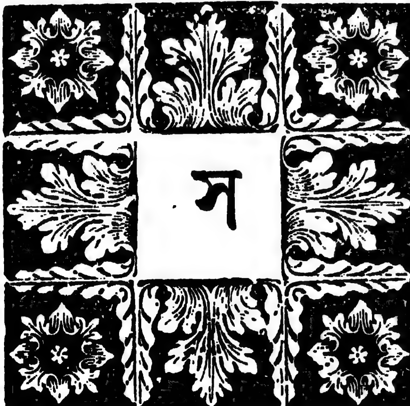
পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] শকাব্দা ১,৭৮১, আষাঢ়। [৬ষ্ঠ খণ্ড।



এডিষ্টোণ-আলোকস্তম্ভ।

লাইট্‌হৌস্‌ বা আলোকস্তম্ভ।



সভ্যতার বৃদ্ধিতে মনুষ্যের যে প্রকার মঙ্গলের বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার বর্ণনা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। পরন্তু তাহাতে যে আমাদিগের অনিষ্টের উপায় বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহা অল্পলোকে অনুভূত করেন। ফলতঃ আমাদিগের প্রতি জগৎপাতা ঐ অনিষ্টের নিবারণ করিবার ক্ষমতা না দিলে বোধ হয় সভ্যতার মঙ্গলাপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইত। সভ্যতার প্রভাবে আমরা বাষ্প-তরি চালনে সক্ষম হইয়াছি, কিন্তু ঐ বাষ্প প্রস্তুত করিবার পাত্র দৈব বিস্ফুটিত হইলে সহস্র সহস্র মনুষ্যের সহিত বৃহৎ বৃহৎ তরি সমুদ্রগর্ভে এককালে নিহিত হয়। বারুদ অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ; তাহার সাহায্যে আমরা খনীহইতে স্বর্ণ উদ্ধৃত করি, পর্ব্বত ভঙ্গ করিয়া প্রস্তর প্রাপ্ত

হই, ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি জীবকে বিনষ্ট করিয়া নিরাপদ হই, এবং খাদ্য প্রভৃতির উপার্জ্জন করিয়া উদর-পূর্ত্তি করি; অথচ তাহাতেই যুদ্ধে যে প্রকার মনুষ্যের বিনাশ হয় বারুদ ব্যবহারের পূর্ব্বে সে প্রকার কদাপি হয় নাই। লৌহদ্বারা আমাদের অনেক উপকার দর্শিয়া থাকে। ঐ ধাতু সভ্যতার নিদানভূত কারণ; তাহার অভাবে আমরা কোন কর্ম্ম উত্তমরূপে সিদ্ধ করিতে পারিতাম না। বোধ হয় লৌহবিহীন-দেশে সভ্যতা হওয়াই অসম্ভব; ছুরিকা ভিন্ন আমরা কলম কাটিয়া এই প্রস্তাব লিখিতেও অক্ষম হইতাম। বিনা লৌহে মুদ্রা যন্ত্র হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অস্ত্রভিন্ন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা সুসাধ্য নহে। খাদ্যের আয়োজনেও অনেক বিষয়ে লৌহের প্রয়োজন হয়; পরন্তু সেই লৌহের অস্ত্রই যত সুচারু প্রস্তুত হইতেছে ততই আমাদিগকে অকালমৃত্যু সম্ভোগ করিতে হয়। যে স্থানে লৌহ প্রস্তুত হয় তথাকার বায়ু অনিষ্ট কর; যাহারা লৌহ প্রস্তুত করে তাহারা অল্পায়ু, এবং লৌহাস্ত্রে মনুষ্যের যত ব্যক্তি হত হয়, লৌহ না থাকিলে কদাপি তাদৃশ হইত না। পূর্ব্বে ক্ষুদ্র তরিতে অতি অল্প ব্যক্তি আরোহণ করিত; তাহা মগ্ন হইলে এককালে অতি অল্প ব্যক্তি জলমগ্ন হইত। এই ক্ষণে সভ্যতার প্রয়োজনে যে সকল পোত প্রস্তুত হয় তাহার এক এক খানায় সহস্র২ ব্যক্তি আরোহণ করিতে পারে, সুতরাং তাহা মগ্ন হইলে এককালে তৎ সকলেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতাদৃশ অন্যান্য আপদ্ অনেক আছে, যাহা আমরা কেবল সভ্যতার অনুরোধেই সহ্য করিয়া থাকি; পরন্তু সভ্যতার প্রভাবে ঐ সকল আপদের শান্তি করিবারও অনেক উপায় হইতেছে, সময়ে সময়ে ঐ সকল উপায়ের আলোচনা করায় অবশ্য আমরা অনেকের উপকার সিদ্ধ করিতে পারি।

পোত-সঞ্চালনে যে সকল আপদ্ আছে তন্মধ্যে মগ্নগিরি বা চরের উপর উৎক্ষিপ্ত হওয়া বিশেষ ভয়ানক। বিদ্যার প্রভাবে আমরা ঝড়কেও আমাদের সাহায্যে নিয়োগ করিতে পারি; কিন্তু বিশেষ বেগে মগ্নগিরির উপর পোত পড়িলে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই; তৎক্ষণাৎ তাহা বানিচালি হইয়া বিনষ্ট হয়। এই নিমিত্ত পোত-সঞ্চালন-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা অনেক আয়াসে সমুদ্র-পথে মগ্নগিরির স্থান নির্ণীত ও তাহার মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ মানচিত্রের সাহায্যে অনায়াসে সমুদ্রে ভ্রমণ করা যায়। কিন্তু সমুদ্রে স্থান নির্ণয় করা কেবল চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রাদিদ্বারা সিদ্ধ হয়; ঝড় বৃষ্টি কোয়াসা ও মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে তাহারা অদৃশ্য; সুতরাং তৎসময়ে অন্য কোন উপায় না থাকিলে মগ্নগিরি বা চরের নিকটস্থ স্থানে নির্ব্বিঘ্নে পোত-সঞ্চালন করা অত্যন্ত ভয়াবহ; যেহেতু অনেক পোত তৎকালে ঐ চর বা মগ্নগিরিতে আহত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। যে স্থানদিয়া কোন খাড়ী বা নদীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় তথায় ঐ প্রকার চর কি মগ্নগিরি থাকিলে এই আপদের অনেক বৃদ্ধি হয়; এবং তাহাতে বাণিজ্য ও প্রাণির অত্যন্ত হানি হইয়া থাকে। এই আপদ্ নিবারণের নিমিত্ত ইউরোপীয়েরা ঐ মগ্নগিরি বা চর বা ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অতি উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত করিয়া তদুপরি দিবারাত্র অতি উজ্জ্বল আলোক রাখিয়া থাকেন। ঐ আলোক দৃষ্টে নাবিকেরা অনায়াসে ভয়ানক আপদহইতে উদ্ধৃত হয়। অতএব তাহা মনুষ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মানিতে হইবে। তদভাবে পোতসঞ্চালনের অনেক ব্যাঘাত হইত, সন্দেহ নাই।

এই আলোকস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য। যে স্থানে ইহাকে সংস্থাপন করিতে হয় তাহা অভেদ্য প্রস্তর বা অস্থায়ী বালুকা; এবং তাহার চতুর্দ্দিগে সমুদ্র হিল্লোল সর্ব্বদা আন্দোলিত আছে; ঝটিকার সময় তাহা শত শত হস্ত উচ্চ হইয়া ভয়াবহ বেগে তদুপরি আহত হয়; অতএব যে কোন স্তম্ভ নির্ম্মিত করা হয় তাহা সুদৃঢ় না হইলে সমস্তই জলে সমুৎপাটিত হয়; স্তম্ভ অত্যন্ত দৃঢ় করিলেও সম্যক ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা আছে। এডিষ্টোণ নামক স্থানে দুইবার অতি প্রযত্নে সাধ্যমত দৃঢ় স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু অতি অল্পকাল বিলম্বে তাহা মহা ঝড়ে সমুৎপাটিত হইয়া স্তম্ভস্থ আলোকদাতা মনুষ্য ও তৎসহচরদিগের সহিত সমুদ্রসাৎ হইয়া যায়। এই ব্যাঘাত নিবারণের নিমিত্ত ইউরোপস্থ সমস্ত স্থপতিরা মহা প্রযত্নে সুদৃঢ় স্তম্ভ নির্ম্মাণে নিযুক্ত হন' এবং অবশেষে তাঁহাদের শ্রম সফল হইয়াছে। ইদানীন্তন যে কএকটি আলোকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার উপরদিয়া অনেক ভয়াবহ ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এই সুদৃঢ় স্তম্ভের নিমিত্ত ভূমিমধ্যে অতি গভীর গর্ত্ত খনন করত প্রস্তরের বনিয়াদ করিতে হয়, এবং ঐ বনিয়াদ গৃন্থনের সময় কেবল চূর্ণ শুরকি বালুকাদিদ্বারা পরস্পরকে সংলগ্ন না করিয়া লৌহ বন্ধনীদ্বারা সকল প্রস্তর আবদ্ধ করা হয়। ইহাতে মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত সমস্ত স্তম্ভ এক খণ্ড হইয়া অখণ্ড প্রস্তরহইতেও বিপর্য্যয় দৃঢ় হয়। যে স্থলে গর্ত্ত খনন করিয়া বনিয়াদ করিবার সদুপায় না থাকে, অথবা বালুকার বাহুল্য প্রযুক্ত প্রস্তরের বনিয়াদ করা দুষ্কর হয়, তথায় বোমা কলের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড সকল তির্য্যগভাবে আরোপিত হয়; এবং তদুপরি লৌহ ও কাষ্ঠের আলোক গৃহ নির্ম্মিত করা যায়। এই লৌহ দণ্ডের নাম "স্ক্রু পাইল;" তাহার মূলে এক একটা দৃঢ় স্ক্রু থাকা প্রযুক্ত তাহা ভূমধ্যে রোপিত করিতে ক্লেশ হয় না। ইংলণ্ডের লাঙ্কাষ্টর প্রদেশের নিকটস্থ ফ্লিট্‌উড্‌ নামক স্থানে এই প্রকার এক ষষ্টি পাদপরিমিত আশ্চর্য্য স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়; তাহা কএক বৎসরাবধি নির্ব্বিঘ্নে বর্ত্তমান আছে; অত্যন্ত বেগবান ঝড়ে ও তুফানের প্রবল সমুদ্রতরঙ্গে তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

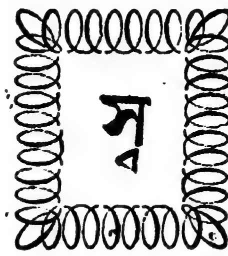
এই সকল স্তম্ভে পূর্ব্বকালে তৈল দীপ বা মোমের বর্ত্তিকা ব্যবহৃত হইত; কিন্তু ঐ দীপের আলোক অত্যন্ত প্রজ্বল করিলেও অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইত না। এই প্রযুক্ত সিল্পিরা প্রথমতঃ আলোকের পশ্চাতে উজ্বল ধাতুনির্ম্মিত আদর্শ দিয়া দীপের সকল আলোক একত্রে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করিবার প্রয়াস পান। তাহাতে তাঁহাদের অভীষ্ট কিয়দংশে সিদ্ধ হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ হয় না। অতএব তৎপরে আদর্শপ্রক্ষিপ্ত আলোক দিপ্তোপলের মধ্যদিয়া নিক্ষিপ্ত করিতে আরম্ভ করেন; ও ক্রমশঃ তদ্রূপ দশ বার টি দীপ একত্র করিয়া কোন কোনটির সম্মুখে রঞ্জিত দিপ্তোপল দিয়া ঐ সকল দীপ ঘটিকা যন্ত্রদ্বারা সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান রাখাতে তাহা বহু দূর অবধি লক্ষ্য হয়। অধিকন্তু অধুনা ড্রমণ্ড লাইট এবং বূড লাইট নামক দীপ বিশেষের সৃষ্টি হওয়াতে এ বিষয়ের অনেক সৌকার্য্য হইয়াছে। ঐ সকল দীপ বিংশতি ক্রোশ অন্তর হইতে দৃষ্ট হইতে পারে; সুতরাং যে স্থানে মগ্নগিরি কি চরে আহত হইয়া পোত নষ্ট হইতে পারে তাহার বহুদূরহইতে পোত সঞ্চালক আলোকদৃষ্টে আপদের সংবাদ প্রাপ্ত হয়। এই আলোক এতাদৃশ বলবৎ যে কুজ্ঝটিকা হইলেও তাহা বহুদূর হইতে দৃশ্যমান থাকে এবং ঘূর্ণ্যমান

ও রঞ্জিত হওয়াতে ঐ আলোকের সহিত অন্য কোন আলোকের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষবাসিরা সমুদ্রযানে যাতায়াত করেন না, অতএব তাঁহাদের পক্ষে আলোকস্তম্ভ আশু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে না; পরন্তু যাঁহারা একবার মনে অনুধাবন্ন করিবেন যে আমাদিগের সৌভাগ্যের আদি কারণ বাণিজ্য, এবং তাহা জলপথেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে—যখন তাঁহারা মনে করিবেন যে এক এক জাহাজে শতাধিক মনুষ্য এবং কোন কোন পোতে সহস্র সহস্র মনুষ্য নিবসতি করে, এবং তাহাতে অনেক লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি থাকে, জাহাজের নাশে তৎসমুদায়ই এককালে নষ্ট হইয়া যায়—যখন তাঁহারা মনে করেন যে মহাসমুদ্রে অলপ্ত বিংশতি সহস্র পোত দিবারাত্র ভ্রমণ করিতেছে, এবং তাহাতে বোধ হয় পঞ্চবিংশ লক্ষ মনুষ্যের আবাস আছে, পোতসঞ্চালন কার্য্যের সদুপায় হইলে ঐ সকল ব্যক্তির মঙ্গলোন্নতি হয়—যখন তাঁহারা মনে অনুধ্যান করিতে পারেন যে ঝড়ের সময়ে তাঁহারা জাহাজে থাকিলে তাঁহাদের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইত এবং তখন পোত রক্ষার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সদুপায় আছে বোধ হইলে তাঁহাদের মনে কি পরম সন্তোষের কারণ হইত—তখন অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে আলোকস্তম্ভ সভ্য মনুষ্যের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ, এবং যাঁহারা ঐ স্তম্ভ নির্ম্মাণের সদুপায় করিয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির পরম বন্ধু।

প্রস্তাবিত স্তম্ভ ও আলোকের সূক্ষ্ম বিবরণ অতি দুর্জ্ঞেয় হইবে বলিয়া আমরা এ প্রস্তাব সঙ্ক্ষেপেই উপসংহৃত করিলাম। যাঁহারা ইহার বিশেষ বিবরণ পাঠে আগ্রহ তাঁহারা টমলিন্সন্ সাহেবের শিল্পাভিধানে আপন অভীষ্ট চরিতার্থ করিতে পারিবেন। আলোকস্তম্ভের আকৃতি জ্ঞাপনার্থে এডিষ্টোণ নামক স্থানের আলোকস্তম্ভের আদর্শ ৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

জাপান ও জাপানীয়দিগের বৃত্তান্ত।



স্বজাতির প্রতি প্রীতি প্রকাশ করাই মনুষ্যের ধর্ম্ম, ও স্বজাতির প্রীতি-লাভই তাহার পরম সুখ। দেশহিতৈষীরা তাহাতে যেমন পুলকিত হন, বোধ হয়, তেমন আর কিছুতেই হন না। একথার যাথার্থ্য বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্যের যে প্রকারে হউক কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইলেই ভিন্নদেশস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ ও তাহাদিগের হিত সিদ্ধির নিমিত্ত ঔৎসুক্য হয়; এবং তিনি সিদ্ধকাম হইবার নিমিত্ত কি অবধি ক্লেশস্বীকার না করেন? এক্ষণে বাণিজ্যের যে পর্য্যন্ত শ্রী সাধন ও লোকের সুখস্বচ্ছন্দতার যেরূপ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, মনুষ্যের স্বজাতির প্রতি প্রীতি ও স্বজাতির হিত চেষ্টা তাহার প্রধান কারণ বলিয়া নিসংশয় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নতুবা আমরিকাখণ্ডের আবিষ্ক্রিয়াও হইত না, আফ্রিকার সবিশেষ আবিষ্ক্রিয়া কার্য্যের চেষ্টা চলিত না, ও সুমেরু মণ্ডলদিয়া ভারতবর্ষে আসিবার সুলভ পথানুসন্ধানও হইত না।

কিন্তু এই বিশাল জগতে এরূপ অনেক মনুষ্য আছে যাহারা ভিন্নদেশস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ থাকিতে নিতান্ত বিমুখ। প্রণয় করিতে হইলে পরস্পরের মন এক ভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক। মনের একতা দূরে থাকুক, উল্লিখিত কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা প্রণয়বর্দ্ধন মূলক সহবাস করিতেও পরাঙ্মুখ হয়।

অন্যস্থানের লোকদিগকে তাহারা আপনাদিগের অধিকার-মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। কেবল তাহাদিগের আগমন নিবারণ করা অসাধ্য হইলে অগত্যা সম্মতি প্রদান করে। স্বার্থপরতা ও স্বাধীনতা-লোপের আশঙ্কা ঈদৃশ-বৈমুখ্য-প্রদর্শনের কারণ। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিদেশীয়দের প্রতি লোকের ঈদৃশ ব্যবহার ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে; পরন্তু অনেক স্থলে বিদেশীয়দের গর্হিত স্বার্থপরতা দেশীয়দের উল্লিখিতরূপ বৈমুখ্য-প্রদর্শনের পোষকতা করিয়াছে। আমরিকাখণ্ডের আদিমবাসীদিগের দুরবস্থা তাহার যাথার্থ্য-বিষয়ে বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এবং প্রস্তাবিত দেশের বিষয়েও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

যাহাহউক উক্ত দেশের বিশেষ বিবরণ আমরা জ্ঞাত নহি, যেহেতু জাপানদ্বীপে বিদেশীয়দিগকে প্রবেশ করিবার নিষেধ আছে। ইউরোপীয় কএক জাতি এবং আমরিকদিগের জাপানদ্বীপে প্রবেশ করিবার অধিকার আছে বটে; কিন্তু তাহারা কেবল কএক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে পায়, তাহাদ্বারা জাপানদ্বীপবাসীদিগের সহিত বিশেষ আলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ জাপানদ্বীপবাসীদিগের বিদেশীয়দের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধা নাই; বস্তুতঃ তাহারা সর্ব্বদাই অনিষ্ট-ঘটনার আশঙ্কা করিয়া থাকে, সুতরাং বিহিত সতর্কতা প্রকাশ করে। গত ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত জাপানবাসীদিগের-মিত্রতা নিবন্ধন সন্ধি ঘটনা হইয়াছে, অতএব সম্ভাবনা হইতেছে, এক্ষণাবধি উভয়জাতির বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইবে, ও জাপানের বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রচার পাইবে।

পুরাকালীন প্রসিদ্ধ ভ্রমণকর্ত্তা মার্কো পোলো জাপানদ্বীপের বিষয় ইউরোপীয়দিগকে বিদিত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ডে জাপানদ্বীপের প্রচার হয় নাই। মার্কো পোলো বিখ্যাত চীন বিজয়ী কবলাই খাঁর সভায় অনেক বৎসর ছিলেন। কবলাই খাঁ তাঁহার প্রতি যথোচিত প্রীতি প্রকাশ করিতেন। মার্কো পোলো স্বয়ং জাপানদ্বীপ সন্দর্শন করেন নাই, লোকের প্রমুখাৎ ইহার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন।

আসিয়া-খণ্ডের পূর্ব্বাঞ্চলে জাপানদ্বীপের অবস্থিতি। তথায় অনেক প্রকার রত্নের আকর আছে; ও অত্যুত্তম মুক্তা যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্রত্য রাজার ঐশ্বর্য্যের কথা শুবণা করিলে রামায়ণে উল্লিখিত দশাননের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা অতিবাদ বলিয়া জ্ঞান হয় না। জাপানীয়দিগের ধনসম্পত্তি নির্লোভী ব্যক্তির মনেও প্রলোভ জন্মাইতে পারে। কবলাই খাঁর মন জাপানের ধনের সংবাদে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল, যে তিনি উহা আপন অধিকারাধীন করণে একান্ত ব্যাগ্র হন, ও অচিরাৎ অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্‌যোগ করেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিশেষ ফলোপধায়িকা হয় নাই। জাপানের নিকট আসিয়া দৈব বিঘ্ন ঘটনা হওয়াতে ও অন্যান্য কারণ বশতঃ তাঁহার বিস্তর লোক ও পোত নষ্ট হয়। যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল তাহাদিগকে জাপানদ্বীপবাসিদিগের শরণ লইতে হইয়াছিল।

কএক শত বৎসর হইল পর্ত্তুগিসেরা নাবিকতায় সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল। বাণিজ্য কর্ম্মে তাহাদিগের যাদৃশ অনুরাগ ও প্রাদুর্ভাব ছিল, তৎকালে অন্য কোন জাতির তাদৃশ ছিল না। আমরিকাখণ্ডের আবিষ্ক্রিয়া হওনের মূলই পর্ত্তুগিস, তাহারাই ইউরোপীয়দিগকে ভাতরবর্ষের পথ প্রদর্শন করায়। দেশাবিষ্ক্রিয়া-কার্য্য তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৫৪২ অব্দে ঝড়ে পর্ত্তুগিসদিগের কোন কার্য্যদক্ষ

ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নাবিককে জাপানদ্বীপের প্রধান বন্দরে লইয়া আইসে। জাপানের ব্যক্তিরা ভদ্র ও আতিথ্য-সম্পাদনে তৎপর; তাহারা ঐ দুরবস্থ পর্ত্তুগিস্ নাবিককে লইয়া যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন পর্য্যন্ত জাপানে ভিন্ন-দেশীয়দের প্রবেশ নিষেধের আবশ্যকতা হয় নাই; সুতরাং পর্ত্তুগিস্দিগের চিরাভিলিপ্সিত বাণিজ্যের উন্নতি সম্পাদনে শৈথিল্য ছিল না। তাহারা জাপানে প্রতিপত্তি লাভ ও বাণিজ্যের পন্থা বিস্তার করণে বিশিষ্টরূপে অনুরাগী হইল। পর্ত্তুগিস-দিগের ধর্ম্মবিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তাহারা জাপানে তাহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম-প্রচরত্নপ-করণে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের এরূপ কার্য্যের গতিকে এই উপলব্ধি হয় যে তাহারা স্থির জানিয়াছিল, অন্যধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আত্ম-ধর্ম্মাবলম্বী করিতে পারিলে স্বার্থ-সাধনে প্রায়ঃ ব্যাঘাত-ঘটনা হয় না। তাহারা ১৫৪৯ অব্দে জাপানদেশের এক ব্যক্তিকে গোয়াদ্বীপে লইয়া আইসে, ও তথায় তাহাকে খ্রীষ্টীয়মন্ত্রে দীক্ষিত করে। এই কৃতার্থতা-লাভে পর্ত্তুগিস্দিগের সাহসের বৃদ্ধি হইল। ক্রমে জাপানে পর্ত্তুগিস্ মিশনরিরা আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়েরও চেষ্টা হইতে লাগিল। মিশনরিরা কৌশল এবং যুক্তিদ্বারা তত্রত্য অনেক ব্যক্তিকে তাহাদিগের মতস্থ করিল। কিন্তু যখন তাহাদিগের প্রাদুর্ভাব ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন ভিন্ন মতস্থ ব্যক্তিরা তাহাদিগকে এককালে উৎসন্ন দশায় আনয়ন করিতে চেষ্টা করিল। এস্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য বটে যে দিনেমারেরা ও ইংরাজেরা জাপানে বাণিজ্যার্থ লোলুপ হইয়া পর্ত্তুগিসদিগের প্রতিপত্তি-বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ইহাদিগের সে চেষ্টা তৎকালে বিজ্ঞতার কার্য্য হয় নাই। ইহারা জাপানের ভাষায় শিক্ষিত ছিল না, জাপানজাতীয়-দিগের নিকটে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইলে পর্ত্তুগিস দ্বিভাষীর মধ্যবর্ত্তিতা আবশ্যক হইত। পর্ত্তুগিসেরা ইহাদিগের প্রতিদ্বন্দিত্ব ও সমকক্ষতার আশঙ্কা করিয়া জাপানদিগকে এই নিশ্চয় কহিয়া দিয়াছিল যে তাহারা বোম্বেটে বিশ্বাসেরপাত্র নহে। পর্ত্তুগিস্দিগের কথায় জাপানদিগের প্রত্যয় জন্মিল। তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ সকলকে দেশহইতে বহিষ্কৃত করিলেক। ঐ দণ্ডহইতে আদাম্স্ নামা এক ব্যক্তি ইঙ্গরাজ রক্ষা পান। তাঁহাকে তৎকালীন বাদশাহ সভাসদ করিয়া রাখেন; সুতরাং বাদশাহের নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল; তিনি পর্ত্তুগিসদিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। আদামসের লিপির অনুসারে বোধ হয় দিনেমারেরা জাপানে নিষ্কর ব্যবসায় করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিল।

পর্ত্তুগিসদিগের ধর্ম্ম-প্রচারোন্মত্ততা ও তাহাদিগের অন্যবিধ অন্যায্যাচরণে ক্রমশঃ জাপানের অধিকাংশ লোক তাহাদিগের উপর বিরক্ত হইল। অপর পর্ত্তুগিসদিগের দৌর্ভাগ্য-বশতঃ তৎকালীন সম্রাটের অধিপতিত্ব ভ্রষ্ট হয়। নব অধিরাজ স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন এই নিমিত্তে দেশের প্রধান পক্ষদিগের অবলম্বন করিলেন। ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে তখন পর্য্যন্ত পর্ত্তুগিসদিগের দল এত পুষ্ট হয় নাই, যে রাজ্যের প্রাচীন বিজ্ঞ এবং অন্যবিধ ব্যক্তিদিগের একতা ও তন্নিবন্ধন প্রাদুর্ভাব এবং দলপুষ্টি নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং পর্ত্তুগিসদিগের জাপানে সমৃদ্ধির শেষদশা উপস্থিত হইল। জাপানের যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিল, দেশীয় স্বধর্ম্মীরা তাহাদিগের দুর্দ্দশার আর শেষ রাখিল না। সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট করিতে লাগিল, ও পর্ত্তুগিসেরা সবংশে জাপানহইতে দুরী-

কৃত হইল। এই অবধি (১৬৩৭) অব্দে জাপানীয়দিগকে দেশের বাহিরে যাইতে নিষেধ হয়, এবং বিদেশীয়দিগের প্রতি জাপানে প্রবেশ করিবার যে অনুমতি ছিল, তাহাও রহিত হইয়া গেল। দুই শত বৎসরাবধি এরূপ রাহিত্য থাকে। অনন্তর আমেরিকাখণ্ডের বাণিজ্যের সন্ধি হয়; তথা ১৮৫৮ অব্দের আগষ্ট মাসে ইংরাজদিগের সহিত ঐ বিষয়ে সন্ধি হইয়াছে। জাপানীয় খ্রীষ্টিয়ানদের মতে দার্ঢ্য ছিল, তাহারা সম্রাটের আদেশ সহজে পালন না করিবার নিমিত্তে স্বার্থরক্ষার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া নিকটবর্ত্তী সাওএন্বরা নামে এক দুর্গ আশ্রয় লইল। সম্রাট্ ইহাতে দিনেমারদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। দিনেমারেরা খ্রীষ্টিয়ান হইয়াও পাছে সম্রাটের প্রার্থনা উপেক্ষা করিলে সমূহ অনিষ্ট ঘটনা হয় এই বিবেচনা করিয়া সম্রাটের সহায়তা করিল। সেই সাহায্যে সম্রাট্ সাএমবরা দুর্গ হস্তগত করিলেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, চল্লিশ সহস্র জাপানীয় খ্রীষ্টিয়ান এই রাজদ্রোহিতাতে বিনষ্ট হয়। ১৬৩৮ অব্দে নাগাসাকী নামে এক ক্ষুদ্র দ্বীপে দিনেমারদিগের বাস স্থাপিত হয়। সমস্ত জাপানের মধ্যে ঐ স্থান ভিন্নদেশীয়দের নিমিত্ত সময়ে সময়ে খোলা হইয়াছে।

দিনেমারেরা জাপানের ইতিবৃত্ত সঙ্গ্রহ করণে যথেষ্ট পারগতা দর্শাইয়াছে। তাহাদিগের সহিত তিন জন ডাক্তর ছিলেন; তাহারাই দেশের ইতিহাস সঙ্গ্রহ করেন। তাহাদিগের নাম কেমকার, থনবর্গ ও সিবোল্ড্। অপর অনেক ব্যক্তিও জাপানের বিষয়ে লিখিয়াছেন। ঐ বিবরণ সমূহ পাঠ করিলে ব্যক্ত হয়-জাপান-রাজ্য বহুদ্বীপের সমষ্টী। তাহার সমুদায়ে প্রায়ঃ ত্রিশ লক্ষ লোক বাস করে।

জাপানীয়েরা আদিম কোন্ জাতিহইতে উৎপন্ন তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন বিবরণ নিরূপিত নাই। তাহাদিগের অবয়ব দৃষ্টে তাহাদিগকে মোঙ্গলজাতীয় বলিয়া বোধ হয়, পরন্তু সাধারণ-লক্ষণে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। অনেকে চীনদিগের সহিত তাহাদিগকে এক জাতি বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে কালসহকারে এবং দেশভেদহেতু জাপানদিগের প্রাকৃতিক ও ব্যবহারানুগত বৈলক্ষণ্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। চীনদিগের সহিত জাপানদিগের ভাষা, উচ্চারণ, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম এবং অবয়ব বিষয়ে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া অনেক পণ্ডিত জাপানদিগকে এক বিশেষ আদিম জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জাপানীয়েরা বলিয়া থাকে দেবতাহইতে তাহাদিগের উৎপত্তি। কিন্তু সে কথার অধুনা মীমাংসা করণে আমাদিগের স্পৃহা নাই।

জাপানদিগের ইতিহাসে চীনদিগের অধিকতর উল্লেখ আছে। তাহাতে এই নিশ্চয় হইতে পারে যে বহুকালহইতে চীনদিগের সহিত জাপানদিগের আলাপ ছিল। প্রায়ঃ ত্রয়োদশ শতবৎসর হইল জাপানের তৎকালীন সম্রাট্ চীনহইতে অনেক পণ্ডিত পুরোহিত এবং উপাসনার নিমিত্ত দেবমূর্ত্তি আনীত করেন। ঐ সময় জাপানে প্রচলিতমত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; এবং বৌদ্ধমত প্রচরিত হয়। বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে বুদ্ধঅবতারের প্রসঙ্গে বৌদ্ধমতের বিষয় লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই; পরন্তু জাপানদিগের প্রাচীনমতের কথঞ্চিৎ বর্ণন এস্থলে অসঙ্গত বোধ হইবে না।

কোন্ প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন, জাপানে দ্বাদশ ধর্ম্মমত আছে, তন্মধ্যে এগারমতে মাংসাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ। জাপানে ত্রিশ অথবা ততোধিক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। এপর্য্যন্ত এই স্থির হইয়াছে, জাপানদিগের আদিম জাতীয় ধর্ম্ম "সিন

সীন” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সীন শব্দে দেবতা আর সীন শব্দে মত এই দুই অর্থ বুঝায়। এতন্মতাবলম্বীদিগকে সীনট্ বলা যায়। সিন-সীন-মতে সূর্য্য উপাস্য। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন মত মিশ্রিত হইয়া এই প্রাচীন ধর্ম্মের অধিক পরিবর্ত্তন ঘটনা হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে দেবমূর্ত্তির পূজা হইত না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচলন অবধি মূর্ত্তির পূজার আরম্ভ হয়। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে সিনসীন নামে কোন স্বতন্ত্র মত নাই, তাহা এক্ষণে উক্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়াছে। জাপানে বিখ্যাত চীনীয় পণ্ডিত কংফুসের এবং ব্রাহ্মণদিগের অর্থাৎ পৌরাণিক মতের অপভ্রংশ গৃহীত হইয়াছে।

জাপান-দেশে পারত্রিক ও বৈষয়িক দুই সম্রাট আছেন। পারত্রিক সম্রাটের কর্ত্তব্যকর্ম্ম রাজ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করেন, ও অধিকৃত বর্গের সুনীতি সম্পাদনোপযোগী পন্থা করিয়া দেন। বৈষয়িক সম্রাটের কর্ম্ম রাজ্য-রক্ষা ও রাজ্য-সম্বন্ধে অন্যান্য সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করা। ঐ দুই সম্রাটের মধ্যে পারত্রিক সম্রাটের পদের অপেক্ষাকৃত অধিক মান্যতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিও আপন পবিত্রতা রক্ষার্থ যে কোন প্রকার পদার্থ হউক না কেন একবার স্পর্শ বা ব্যবহার করিলে তাহা পুনর্গ্রহণ করেন না। তাঁহার শুচিতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে রূপ চেষ্টা ও উদ্যোগ আছে, মনের মালিন্য ও পাপক্ষালনের নিমিত্ত সেই রূপ চেষ্টা থাকিলে, তাঁহাকে নিঃসন্দেহ সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মানিতে হইত।

প্রস্তাবিত জাতীয়দের ভাষার সহিত পৃথিবীর প্রায়ঃ কোন ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। পরন্তু চীনভাষার অনেক কথা ঐ ভাষাতে মিশ্রিত আছে। অপর তাতার ভাষার সহিত জাপান ভাষার অধিকাংশে মিলন আছে। জাপানদিগের লিখন ও কথনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষার ব্যবহার আছে।

জাপানদিগের বিদ্যানুশীলনে যথেষ্ট অনুরাগ আছে। ভদ্রদিগের পক্ষে তাহা গৌরবের, কারণ নহে, পরন্তু সামান্য কৃষিকে পর্য্যন্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত অনেক বিদ্যালয়ও আছে, এবং তথায় ব্যবহার্য্য অনেক পুস্তক প্রস্তুত ও মুদ্রিত হইয়া থাকে। যখন ইউরোপখণ্ডে ছাপার উদ্ভাবন ও প্রচার হয় নাই তখন জাপানে মুদ্রাকার্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল। ঐ মুদ্রা কাষ্ঠ খোদিতকরণপূর্ব্বক চিত্র প্রস্তুত করিয়া নিষ্পন্ন হইত। জাপানে বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বহুল প্রচার আছে। তন্নিবন্ধন স্ত্রীদিগের চরিত্র প্রায়ই সাধু হইয়া থাকে। সাধ্বী স্ত্রীর সংখ্যাই অধিক জাপানদিগের শিল্পকর্ম্মে বিলক্ষণ পটুতা আছে। তাহারা অতীব সুন্দর তলবার প্রস্তুত করে, তাহা কেবল দামাস্কসের তলবার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় না। চিত্রকর্ম্ম, ভাস্কর কার্য্য, বস্ত্র প্রস্তুত করণ, এই সকল বিষয়েই তাহাদের বিলক্ষণ যোগ্যতা আছে। শিল্প-নৈপুণ্যে চীনদিগের যে দর্প ছিল জাপানেরা অনেকাংশে তাহার চূর্ণ করিয়াছে। জাপানেরা লৌহবর্ম্ম ঘটিকাযন্ত্র, দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ প্রভৃতি অনেক প্রকার কল নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করে। তৎসমুদায় দৃষ্টে জাপানদিগকে সভ্যজাতি বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহারা কখন শ্রমবিমুখ নহে। সৌভাগ্যবশতঃ যেমন রত্নগর্ভা ভূমিতে ইহাদিগের বাস আছে তেমন রত্ন-ভোগ-করণে ইহারা সমর্থ। পরন্তু ইহারা মণিমুক্তা স্বর্ণালঙ্কার ভূষণে অনুরক্ত নহে। সদ্গুণস্বরূপ অলঙ্কারের ব্যবহারেই ইহারা বিশিষ্টরূপে অনুরাগী। কৃষিকার্য্য সম্পাদন ইহাদিগের শ্লাঘার বিষয়। জাপানে কর্ষণোপযোগী তিলার্দ্ধ ভূমি পতিত থাকে না। যে কোন

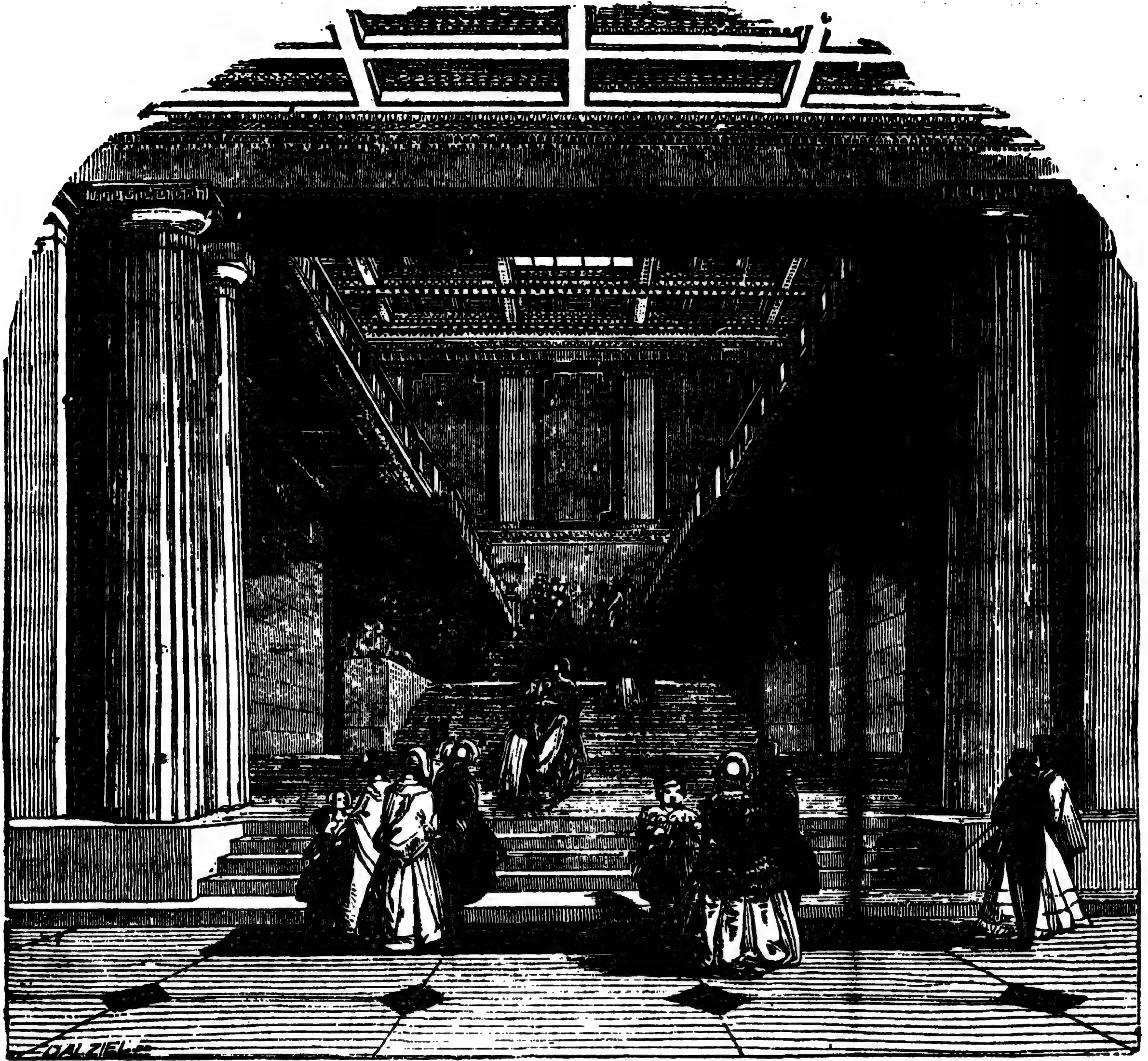
মহোদয় জাপানের বিষয় লিখিয়াছেন, তিনিই তত্রত্য ব্যক্তিদিগের ভূয়সী প্রসংশা করিয়াছেন। কতকগুলি ইতিবেত্তা এরূপ লিখিয়াছেন, ইউরোপখণ্ডে "যে কোন জাতি যেরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন হউন না কেন জাপানীয়েরা কোন অংশে তাহাদিগের নিকট নিকৃষ্ট নহে।" জাপানীয়েরা ভদ্র, ও আতিথেয়-সাধনে তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি আছে। চৌর্য্য ও ভিক্ষা কর্ম্মে তাহারা একান্ত পরাঙ্মুখ; পরন্তু ইহাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে তাহারা মরণশীল মানবের প্রকৃতিগত অনেক দোষেরও অধিকারী।

জাপানীয়েরা সভ্য হইয়াও অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত আছে। তাহাদিগের এই এক চমৎকার সংস্কার আছে যে মৃত ব্যক্তির দেহের উপর বিড়াল লাফাইয়া গেলে সে ব্যক্তি পুর্ণজীবিত হয়; ও তৎকালে সম্মার্জনীদ্বারা বিড়ালকে প্রহার করিলে পুর্ণজীবিত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

আশ্চর্য্য-পদার্থালয় ও পশুপালিকা।



নস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে মস্তিষ্কে কতিপয় উচ্চ পিণ্ড আছে, তাহাই মনোবৃত্তির আশ্রয়; এবং সেই সকল পিণ্ডের আয়তন পরিমাণ-ভেদে বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির বলবত্তা বা দৌর্ব্বল্য ঘটিয়া থাকে। এই অনুভব সত্য হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মনুষ্য-মস্তকে পিপৃচ্ছিষা বৃত্রির পিণ্ড অতি বৃহদাকার হয়। পশুদিগেরও ঐ পিণ্ড আছে; কিন্তু তাহা বৃহৎ নহে। তাহাদের ভয় বা কায়িক প্রয়োজনের সাধন হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তাহারা কোন বস্তুর তথ্য অনুসন্ধান করে না। কেবল বানরেরাই এ বিষয়ে স্বতন্ত্র; তাহারা যাহা কিছু দেখে তাহারই পরীক্ষা করিতে উদ্যত হয়। পরন্তু মনুষ্যের পিপৃচ্ছিষা-বৃত্তির সহিত তাহাদের জিজ্ঞাসুতার কদাপি তুলনা হইতে পারে না। বিনা প্রয়োজনে জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি মনুষ্যের যাদৃশ এমত অন্য কোন জীবের নাই। ঐ প্রবৃত্তির সাধনে তাহারা জীবনের অনেক অংশ নিয়োগ করিয়া থাকে। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর কর ও জিহ্বা এই দুই ইন্দ্রিয় সচেতন থাকে, সুতরাং সে তাহাদ্বারাই সকল বস্তুর জ্ঞান পায়; সম্মুখে যে কোন পদার্থ আনয়ন করা যায় তাহাই সে তৎক্ষণাৎ স্পর্শ করিতে উদ্যত হয়। তদনন্তর বাক্স্ফূর্ত্তি হইলে সে আপন মাতাপিতার সন্নিধানে অনবরত "এ কি, এ কি" এই জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষান্ত হয় না। বাল্যাবস্থা শিক্ষার সময়; এবং জিজ্ঞাসাই সেই শিক্ষার মূল। তদনন্তর যত আয়ুর্বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই মনুষ্যের পিপৃচ্ছিষাবৃত্তির বৃদ্ধি হয়; অন্য প্রবৃত্তির ন্যায় বয়োবৃদ্ধিতে তাহার শান্তি হয় না। অশীতিপর বৃদ্ধও নূতন পদার্থ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার পরিজ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছা করে, এবং যাবৎ সিদ্ধকাম না হয় তাবৎ ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহা আমাদিগের সকল সৌভাগ্যের আদি কারণ। ইহাদ্বারাই আমরা আহার প্রাপ্ত হই; কার্য্য-কুশলতা লাভ করি; সৌভাগ্যসম্পন্ন হই, এবং পারত্রিক মঙ্গলের কারণ অনুসন্ধান করি। ফল পুষ্প ও লতার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা বিবিধ খাদ্য উপার্জ্জিত করিয়াছি, বেশভূষা উপলব্ধ হইয়াছি, এবং রোগোপশমনের উপায় জানিয়াছি। যদ্যপি আমাদিগের পিপৃচ্ছিষা বৃত্তি না থাকিত তাহা হইলে কেহই খনিহইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করত তাহাহইতে স্বর্ণ



ব্রিটিশ মিউসিউম্ নামক আশ্চর্য্যপদার্থালয়ের প্রবেশদ্বার।

রৌপ্য তাম্রাদি প্রস্তুত করিত না; বাষ্পের ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া বাষ্প-তরি ও বাষ্প-শকট প্রস্তুত করিত না; আকাশের বিদ্যুৎ দেখিয়া তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রে দেশ ব্যাপিত না। মনুষ্যের দেহ ভিন্ন আর কিছু আছে কি না, এবং মনুষ্যের মৃত্যু হইলে দেহ ও দেহীর কি হয়, এই জিজ্ঞাসা হইতেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং মনুষ্য পারত্রিক মঙ্গলের উপায় প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ দৃষ্ট পদার্থ কি, এবং তাহাতে কি হইতে পারে, এই জিজ্ঞাসাই সকল সৌভাগ্যের আদি কারণ; তাহা না থাকিলে মনুষ্য কদাপি পশুহইতে শ্রেষ্ঠ হইত না। অপর এই প্রবৃত্তি যে কেবল মঙ্গল-প্রদ এমত নহে; ইহাতে আনন্দেরও সম্যক্ অনুভব হইয়া থাকে। ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে যে পদার্থে আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োজন নাই; যাহার দর্শনে কোন তৃপ্তির অনুভব হয় না, তাহাকেও দেখিবামাত্র আমরা তাহার সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করি; এবং ঐ ইচ্ছা ফলবতী হইলে আনন্দিত হই। এই বিষয়ের বিবেচনা করিলে বোধ হয়

জগৎকর্ত্তা মনুষ্যমনে পিপৃক্ষিষা-বৃত্তি সমারোপিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে তৎসাহায্যে মানববর্গ উত্তরোত্তর উন্নতি ও সুসভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারে। মনুষ্যও ইহার সম্যক্ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইউরোপ-খণ্ডের সভ্য-জাতীয়েরা অক্লেশে এই প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার মানসে স্ব স্ব দেশে প্রকাণ্ড২ গৃহ নির্ম্মিত করত তন্মধ্যে নানাবিধ আশ্চর্য্য ও বিদেশীয় পদার্থসকল সঙ্গ্রহ করিয়া রাখেন। তদ্দেশীয়েরা তথায় বিনা ব্যয়ে বা অল্প ব্যয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকল পদার্থের সন্দর্শনদ্বারা মনের তৃপ্তি-সাধন করেন, ও বিদেশীয় নানা বিষয়ের পরিজ্ঞান প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে বৃহদ্বৃহৎ পশুপালিকাও সংস্থাপিত হইয়া থাকে। তাহাতে প্রাপ্য সকল পশুপক্ষী একত্র রাখা হয়, এবং তাহাদের দর্শনে অনেকে জগৎপাতার করুণা অনুভব করিতে সক্ষম হন। ফ্রান্সদেশের বৃক্ষবাটিকা (জার্দেঁ দি প্লাণ্ট) নামক পশুপালিকা এ বিষয়ে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা। তাহাতে যত প্রকার আশ্চর্য্য পশু পক্ষী বৃক্ষ ও অদ্ভুত পদার্থ সঙ্গৃহীত আছে এমত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইংলণ্ডদেশের পশূদ্যান (জূঅলজিকেল্ গার্ডন্) নামক পশুপালিকাও সামান্য নহে। তাহাতে অনেক প্রকার পক্ষী বহুল পশু এবং বিবিধ প্রকার সর্প কীট পতঙ্গাদি একত্রিত আছে; তদ্দৃষ্টে যে সাধারণ জনগণের মনে জগৎস্রষ্টার কার্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-রসের সঞ্চার হয় ইহার সন্দেহ নাই। প্রস্তাবিত স্থানের পারিপাট্য দৃষ্টে বিস্মিত হইতে হয়। তাহার কোন স্থানে রম্য উদানের মধ্যে নানাবিধ বানর কেলি করিতেছে; কোথায় বৃহৎ কুণ্ডে সিন্ধুহস্তী আপন দেহ স্নিগ্ধ করিতেছে; কোথাও সিংহ ও ব্যাঘ্র সন্নিকটে অবস্থিতি করিয়া আপন পুর্ব্ব স্বাধীনতার অনুধ্যান করিতেছে; কোথাও বৃহৎ২ কাচ পাত্রে মৎস্যসকল আপন২ অপত্য প্রতিপালন করিতেছে; কোথাও শীল জন্তু রক্ষকের আজ্ঞানুসারে আপন জলশয্যাহইতে উত্থিত হইয়া দর্শকদিগের তৃপ্তি সাধন করিতেছে; কোথাও অজগর সর্পসকল সঙ্কীর্ণ পিঞ্জরে দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; বিহঙ্গমেরা চতুর্দ্দিগের উদ্যানের সৌন্দর্য্যে আপন পরাধীনতাবস্থা বিস্মৃত হইয়া আনন্দে গান করিতেছে। ফলতঃ সে স্থানমধ্যে প্রবেশ করিলে হঠাৎ এতাদৃশ আশ্চর্য্য অনুভূত হয় যে তৎকালে সমস্ত সংসার বিস্মৃত হইতে হয়। কথিত আছে, এই সুখানুভবের নিমিত্ত প্রতিবৎসর প্রস্তাবিত উদ্যানে দ্বাদশ লক্ষ মনুষ্য যাতায়াত করিয়া থাকে।

ইংলণ্ডদেশে এই পশুপালিকার সদৃশ এক আশ্চর্য্য পদার্থালয় আছে, তাহার নাম "ব্রিটিশ্ মিউসিউম।" তাহাতে প্রাচীন মুদ্রা, পূর্ব্বকালিক বিখ্যাত ভাস্কর-কার্য্যাদর্শ, বিদেশীয় আশ্চর্য্য ও সাংসারিক পদার্থ, প্রাচীন বেশভূষা অস্ত্র তৈজসাদি, অসঙ্খ্য পুস্তক, সকল প্রকার প্রস্তর, এবং অগণ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ শম্বুকাদি একত্র সঙ্গৃহীত আছে। ইহার মধ্যে বহুদিবস ভ্রমণ করিলেও নয়নানন্দের শেষ হয় না; যে কোন পদার্থের উপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তাহাতেই কোন না কোন নূতন উপদেশের উপলব্ধি হয়। এই আশ্চর্য্য পদার্থালয়ের নির্ব্বাহার্থে দেশের অধিপতি প্রতিবৎসর অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে যে প্রজাবর্গের বিপুল লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

পাঠকবর্গ অবশ্যই অনুভূত করিবেন যে যে আলয়ে প্রাগুক্ত বিবিধ পদার্থ আছে তাহা অবশ্য অতিবিস্তৃত হইবেক; ফলতঃ তাহাই বটে; এবং তাহার নির্ম্মাণের শোভাও অত্যাশ্চর্য্য-

জনিকা। ইহার প্রবেশদ্বারে যে স্থানে গ্রীসদেশীয় প্রাচীন ভাস্কররাচার্য্যের আদর্শ সঙ্গৃহীত আছে তাহার প্রতিরূপ ৫৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল; তদ্দর্শনে সুধীবর পাঠকগণ উক্ত স্থানের সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন। পূর্ব্বকালে এবম্প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থালয় ভারতবর্ষে ছিল না। এতদ্দেশে ইংরাজদিগের আধিপত্য বর্দ্ধিত হইলে প্রথমতঃ কলিকাতায় এক গৃহ সংস্থাপিত হয়; তদনন্তর মান্দ্রাজ বোম্বাই এবং আগ্রা নগরেও তদ্রূপ গৃহ সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল গৃহমধ্যে কলিকাতার "এশিআটিক সোসাইটী" নাম্নী সভার সঙ্গ্রহালয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে; যেহেতু ঐ সভার প্রয়াসে অনেক আশ্চর্য্য পদার্থ একত্রিত হইয়াছে, এবং তাহার দর্শনে অনেকে পরমোপকৃত হইয়া থাকেন। প্রস্তাবিত সভার সঙ্গ্রহালয় কলিকাতার পার্কষ্ট্রীট নামক বর্ত্মে সংস্থাপিত। তথায় ভারতবর্ষের যে সকল পক্ষী মনুষ্যদ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই দৃষ্ট হইতে পারে; ভারতবর্ষীয় পশুর প্রায়ঃ সকলই তথায় আছে; তত্রত্য মৎস্য সর্প মণ্ডূক কীট পতঙ্গ শম্বূকাদিও অনেক সঙ্গ্রহ হইয়াছে। তাহাদের দর্শনে অনেক বিষয়ের পরিজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর তথায় সংস্কৃত পুস্তক যত একত্রিত হইয়াছে, বোধ হয়, ভারতবর্ষের কুত্রাপি তত একত্রিত নাই। আরবী পারসী উর্দূ ও তিব্বতদেশীয় পুস্তকের সঙ্গ্রহও সামান্য নহে। কেবল হিন্দী ও জৈন পুস্তক, বোধ হয়, তথায় তাদৃশ অধিক নাই; পরন্তু ভারতবর্ষীয় হিন্দী পুস্তকের সঙখ্যাও অধিক হইবেক না। উক্ত সভায় প্রস্তরের সঙ্গ্রহ প্রচুর আছে; তন্মধ্যে অনেক গুলি অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মানিতে হইবে। তন্মধ্যে এক খানি প্রস্তর এমত কোমল যে তাহা অনায়াসে নম্র করা যাইতে পারে। অপর কএক খানি প্রস্তর এতাদৃশ কোমল ও সূক্ষ্ম যে তাহার দর্শনে বোধ হয় তাহা কার্পাশ, প্রস্তর নহে। এক খানি প্রস্তর আছে তাহা অবিকল চর্ম্মের সদৃশ, কেবল চর্ম্ম অগ্নিস্পর্শে দগ্ধ হয়, তাহা দগ্ধ হয় না। অপর কতক গুলি প্রস্তর আছে যাহা পৃথ্বীজাত পদার্থ নহে। তাহা আকাশহইতে নিপতিত হইয়াছিল। এবংবিধ-বিস্ময়-জনক পদার্থ অপর অনেক আছে, কিন্তু তাহার বিস্তার বিবরণ এস্থলে বর্ণনীয় নহে। যাঁহারা এবিষয়ের অনুরাগী তাঁহারা প্রাগুক্ত স্থানে গমন করিলে পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই। এই সঙ্গ্রহালয় রাজকীয় নহে; কএক জন ভদ্র ইংরাজ ও বাঙ্গালী মহোদয়গণ একত্রিত হইয়া এক সভা সংস্থাপিত করত তাহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ঐ সভায় ভদ্র লোক মাত্রেই অল্পব্যয়ে সভ্য হইতে পারেন; অতএব ভরসা করি স্বদেশীয় মহদ্ব্যক্তিরা এই শুভকর কার্য্যে সাহায্য করিতে বিরত হইবেন না।

অস্থ্যাধারদেহ জীবদিগের বিবরণ।

পূর্ব্বখণ্ডে জীবসঙ্ঘের বর্গাদি-ভেদ-প্রসঙ্গে অস্থ্যাধারদেহ জীবদিগের প্রধান লক্ষণ উক্ত হইয়াছে; তাহাতেই পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন যে অস্থিবিশিষ্ট জীব জ্ঞাপনার্থেই এই শব্দের উল্লেখ হয়। ঐ অস্থিসকল প্রস্তাবিত জীবদিগের দেহের আধার; তদুপরি নির্ভর করিয়া শরীরের মাংসাদি সমস্তপদার্থ স্ব স্ব স্থানে সংলগ্ন থাকে; ইন্দ্রিয়সকল নির্ব্বিঘ্নে আবাস প্রাপ্ত হয়; প্রধান২ অঙ্গসকল হঠাৎ নষ্ট হইবার আপদহইতে অনেকাংশে রক্ষা পায়; শরীর সুচারু গতিবিশিষ্ট হয়; এবং সর্ব্বাঙ্গের গঠন সুদৃঢ় হয়। অস্থি না থাকিলে এই সকল কোন মঙ্গল নিষ্পন্ন

হইত, না শরীর কুদৃশ্য মাংসপিণ্ডবৎ হইয়া থাকিত, গঠনের কিঞ্চিৎ মাত্র সৌন্দর্য্য থাকিত না, এবং শারীরিক সৌন্দর্য্যের আর আধার দৃষ্ট হইত না। শম্বূকাদি অধম জীবে অস্থির পরিবর্ত্তে খোল আছে; তাহাতেই তাহাদিগের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; পরন্তু সাস্থিক জীবের সহিত তাহাদের দেহ-সৌষ্ঠবের কদাপি তুলনা হইতে পারে না। অপর শুক্তিকাদি আবরণ দেহের বহির্ভাগে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং তাহা ত্বচের বিনিময় বলিয়া গণ্য হয়; তাহাদের সহিত মাংসাবৃত অস্থির তুলনা করাই অসম্ভব।

প্রস্তাবিত অস্থিসকলের মধ্যে পৃষ্ঠদেশে যে স্তম্ভবৎ অস্থি থাকে তাহাই সর্ব্বাগ্র-গণ্য; তদুপরি নির্ভর করিয়া অপর সকল অস্থি স্বস্বস্থানে সংলগ্ন আছে। ঐ অস্থিস্তম্ভের নাম মেরুদণ্ড, এবং তাহা হইতে অনেকে অস্থ্যাধারদেহ জীবদিগকে মেরুদণ্ডিশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

মেরুদণ্ড বহুখণ্ড ক্ষুদ্রাস্থিদ্বারা নির্ম্মিত। পরন্তু ঐ খণ্ডসকল এতাদৃশরূপে সংলগ্ন যে তাহাতে ঐ দণ্ড অনায়াসে বক্র হইতে পারে, অথচ ঐ ক্রিয়াদ্বারা তৎক্রোড়স্থ কোন দেহাবয়বের হানি হয় না। প্রস্তাবিত দণ্ডের মধ্যে ও ঈষৎপৃষ্ঠে এক বৃহৎ ছিদ্র আছে, তাহাতে মজ্জাবিশেষ অবস্থিত থাকে, এবং তাহাহইতে আমরা চেতনশক্তি প্রাপ্ত হই। দণ্ডের একাগ্রে করোটী সংস্থাপিত থাকে; তাহাই জ্ঞানেন্দ্রিয় মস্তিষ্কের আধার। ঐ মস্তিষ্ক মনুষ্যদেহে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়, এবং মৎস্য সর্পাদি অধম জীবে স্বল্প। এই পরিমাণের ভেদে জীবদিগের জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে।

মেরুদণ্ডের অপরাগ্র ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া লাঙ্গুলরূপে পরিণত হয়। মনুষ্যদেহে সেই সূক্ষ্মাগ্র আছে, কিন্তু তাহা দেহমধ্যেই আবৃত থাকে বহির্গত হয় না। কোন২ জলজ জীবে এই লাঙ্গুল বা পুচ্ছই গতির একমাত্র উপায়; তদ্বিরহে তাহারা দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে পারিত না। তিমিনামক জলজ জীব ইহার দৃষ্টান্ত; তাহার দেহের গতির নিমিত্তে পুচ্ছভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

জীবের জাতিভেদে মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্রাস্থিসকলের সঙ্খ্যাভেদ হয়, কিন্তু প্রত্যেক জাতির ঐ ক্ষুদ্রাস্থির সঙ্খ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, কদাপি তাহার অন্যথা হয় না। অস্থিবিশিষ্ট জীবমাত্রেই তাহা বর্ত্তমান থাকে, এবং তাহাতেই অপর সকল অস্থি নির্ভর করে।

প্রস্তাবিত জীবদিগের দেহের মধ্যভাগে অস্থি, তদুপরি মাংস, তদুপরি ত্বচ, এবং তদুপরি কেশ লোম শল্ক বা পক্ষ ইহার প্রায়ঃ কোন না কোন প্রকার আবরণ হইয়া থাকে; কেবল কএক প্রকার মৎস্যে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই এবং মনুষ্য দেহে তাহার বিরলপ্রচার। ইহাদিগের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রায়ঃ অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। পক্ষী কূর্ম্ম এবং অপর কএক জীব ভিন্ন ইহাদের সকলেরই দন্ত আছে। পক্ষীর মাড়ি শৃঙ্গবৎ পদার্থে আবৃত, এবং তাহাদ্বারাই খাদ্য বস্তু ছিন্ন হইয়া থাকে। ঐ আবরণের নাম চঞ্চু। কএকটা অত্যন্ত অধম মৎস্যে মাড়িপর্য্যন্ত নাই, কিন্তু অপর সকল মৎস্যের দন্ত আছে। দন্তদ্বারা খাদ্য বস্তুকে নিগীলনের আয়ত্ত করিয়া কণ্ঠনলীদ্বারা উদরে প্রেরিত করা হয়। তথায় পাককার্য্য উক্ত জীবদিগের সকলেরই তুল্য রূপে নিষ্পন্ন হয়; অতএব তাহার বাহুল্য বর্ণন করা বিফল। ইহাদিগের হৃদয় মাংস-নির্ম্মিত, এবং তাহাদ্বারা শোণিত সঞ্চালিত হয়; পরন্তু ঐ হৃদয়ের আকৃতি সকল সাস্থিক জীবে তুল্য হয় না। পশুপক্ষ্যাদি জীবদিগের দেহ সর্ব্বদা উষ্ণ বোধ হয়, তাহাদিগের হৃদয়ে চারিটি কুহর

থাকে। কিন্তু মৎস্যের দেহ সর্ব্বদা শীতল থাকা প্রযুক্ত হৃদয়ে দুইটি কুহর হইলেই তাহাদের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। যাহারা মৎস্য হইতে শ্রেষ্ঠ অথচ স্তন্যজীবি পশুহইতে অধম তাহাদের হৃদয়ে তিনটি কুহর হইয়া থাকে। এই কুহরের সঙ্খ্যাভেদে জীবদিগের শ্বাসকার্য্যের লক্ষণ অনুভূত হইতে পারে। উষ্ণ শোণিত-বিশিষ্ট স্তন্যজীবী ও পক্ষিদিগের হৃদয়ে চারিটি কুহর থাকে, এবং তাহার অনুরূপ শ্বাসকার্য্য বক্ষোভ্যন্তরস্থ কুস্‌ফুস্‌দ্বার নিষ্পন্ন হয়। সর্প-কুম্ভীর মণ্ডুকাদি জীবদিগেরও ফুস্‌ফুস্‌ আছে, কিন্তু তাহাদিগের শোণিত উষ্ণ নহে। মৎস্যেরা জলচর. তাহারা অনায়াসে ফুস্‌ফুস্‌দ্বারা শ্বাসকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারে না; সুতরাং জগৎকর্ত্তা তাহাদিগকে ফুস্‌ফুসের পরিবর্ত্তে অপর এক যন্ত্র দিয়াছেন, তাহার নাম কর্ণকূপী। ঐ যন্ত্রদ্বারা. তাহারা অনায়াসে সমুদ্র গর্ভেও আপনাদিগের শ্বাসকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারে। তদর্থে তাহারা বায়ুপূর্ণ জল মুখদ্বারা গ্রহণ করত তাহা কর্ণকূপীমধ্যে সঞ্চালিত করে; এবং সেই প্রক্রিয়াদ্বারাই তাহাদিগের শ্বাসগ্রহণের কার্য্য সুসিদ্ধ হয়।

জীবদিগের অনেকেই অণ্ড প্রসব করত আপনাদিগের বংশ রক্ষা করে; কেবল স্তন্যজীবী পশু এবং কএক সর্প শাবক প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় অপর সকল জীবহইতে বলবত্তর, পরন্তু তাহা সকল সাত্বিক জীবে তুল্য বোধ হয় না; এবং অনেক অধম পশুতে এক২ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চিহ্নমাত্রও প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, পরন্তু সে বিষয়ের বিবরণ এ স্থানাপেক্ষা বিশেষ বিশেষ জীবের বিবরণের সহিত প্রকটিত করা শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে।

রসায়ন-বিদ্যাসার।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ কোন বিদ্যানুরাগী মহাশয়ের অনুরোধে নিম্নস্থ প্রস্তাব আমরা পত্রস্থ করিলাম। তিনি ডাক্তর বালাণ্টাইন্ সাহেবের বিজ্ঞান বিদ্যাসার নামক গ্রন্থ হইতে ইহা অনুবাদিত করিয়াছেন।

দুই বা ততোঽধিক পৃথক্২ বস্তুর-সংযোগে অপর একটি অভিনব বস্তুর উৎপত্তি, অথবা বস্তুর ভিন্ন-ধর্ম্মবিশিষ্ট দুই কিম্বা অধিক বস্তুতে কোন বিয়োগ হওনরূপ স্থায়ী বিকারের কার্য্য-কারণ-জ্ঞানের নাম রসায়ন-বিদ্যা। ঐ প্রকার বিকার রসায়নিক বিকার নামে উক্ত হয়।

বিকারের নিমিত্তকারণের নাশ হইলেও যদ্যপি বিকারদ্বারা প্রাপ্ত বস্তুর ধর্ম্মের নিবৃত্তি না হয়, তবে সেই বিকারকে স্থায়ী বলা যায়। অগ্নির সংযোগে কাষ্ঠ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ভস্মরূপে পরিণত হয়। কাষ্ঠের এই বিকার স্থায়ী, কেননা বিকারের কারণ অগ্নি নির্ব্বাণ হইলেও বিকারদ্বারা প্রাপ্ত পদার্থ ভস্মের ধর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না। যে কার্য্যদ্বারা কাষ্ঠ এই রূপে পরিণত হয় তাহা রসায়ন-বিজ্ঞান-শাস্ত্র-বিষয়ক।

অগ্নির উপরে জলভাণ্ড রাখিলে জল উষ্ণ হইয়া বাষ্পরূপে বিকৃত হয়; কিন্তু বিকারের কারণ অগ্নি নির্ব্বাণ হইলেই ঐ ভাবের নিবৃত্তি হয়। অতএব জলের উক্ত কার্য্য রসায়ন-বিষয়ক নহে। তাহা গতিস্থিতি-বিচার-বিষয়ক। অতএব বাহ্য বস্তুর উক্তপ্রকার কার্য্য যাহা নিমিত্ত কারণের নাশ হইলেও নিবৃত্ত হয় না তাহার জ্ঞানের নাম রসায়ন-শাস্ত্র।

তুতিয়া জলমধ্যে রাখিয়া প্রস্তরখণ্ডদ্বারা

বিলোড়ন করিলে তাহা দ্রব হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়; আর সেই নিমিত্ত-কারণ প্রস্তরখণ্ডদ্বারা বিলোড়নের নিবৃত্তি হইলেও তাহা সেই ভাবেই থাকে, তথাপি এই কার্য্য রসায়নবিষয়ক নহে। কেননা ঐ অবস্থায় তুতিয়ার বর্ণ ও স্বাদাদির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না; কেবল তুতিয়ার অণুসকল জলাণুসমূহের সহ মিশ্রিত হওয়াতে অসংলগ্ন হইয়া পড়ে, তজ্জন্য তাহার দ্রবভাব হয়।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক পাইয়া রক্ত মাংস ও অস্থিরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়; অতএব এই কার্য্যকে কি রসায়ন-বিষয়ক বলা যাইতে পারে? পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে রাসায়নিক-বিকার-মধ্যে গতিস্থিতি-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় কার্য্যসকলও কখন২ দেখাযায় বলিয়া উহাকে কেবল উক্ত-শাস্ত্র বিষয়ক বলা যাইতে পারে না; সেইরূপ শারীর-বিধান-বিষয়ক কার্য্যে রসায়নিক ব্যপারও মধ্যে২ দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তন্নিমিত্ত শারীরবিধান-বিষয়ক কার্য্যকে রসায়ন-বিষয়ক বলিতে পারা যায় না। ফলতঃ শেষোক্ত সকল কার্য্য শারীরবিধান-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয়।

সকল দ্রব্য দুই প্রকার। মিশ্র ও অমিশ্র। মিশ্র দ্রব্য যথা, পারা ও গন্ধকের সংযোগে সম্ভূত হিঙ্গুল।

যে দ্রব্যমধ্যে অদ্যাবধি অন্য দ্রব্য মিশ্রিত পাওয়া যায় নাই তাহা অমিশ্র বলিয়া খ্যাত, যথা গন্ধক।

মিশ্র দ্রব্য সঙ্খ্যাতীত। ঐ দ্রব্যসকল অমিশ্র দ্রব্যের সংযোগে উৎপন্ন হয়।

অমিশ্র দ্রব্য ষষ্ট্যধিক। অমিশ্র দ্রব্য দুই প্রকার। ধাতুরূপ ও অধাতুরূপ।

ধাতুরূপ দ্রব্য যথা; স্বর্ণ, রজত, লৌহ, পারদ ইত্যাদি।

অধাতুরূপ দ্রব্য যথা গন্ধক কয়লা ইত্যাদি।

অধাতুরূপ অমিশ্র দ্রব্য দ্বিবিধ। বায়ুরূপ ও অবায়ুরূপ।

সাধারণ সঙ্কোচতা ও সাধারণ উষ্ণতা দ্বারা অসীম-দেশ-ব্যাপন-শক্তিমদ্দ্রব্য-বিশেষের নাম বায়ু। উষ্ণ জলের বাষ্প অসীম দেশ ব্যাপন শক্তি ধারণ করে বটে, কিন্তু তাহাতে ও বায়ুতে এই প্রভেদ আছে যে উষ্ণতার হ্রাস হইয়া সাধারণ উষ্ণতাবস্থা হইলে তাহার সেই ব্যাপন-শক্তি আর থাকে না।

বায়ু দ্বিবিধ, মিশ্র ও অমিশ্র। সাধারণ বায়ু মিশ্র বায়ু বলিয়া গণ্য।

অমিশ্র বায়ু চতুর্ব্বিধ। প্রাণপ্রদ Oxygen, জীবান্তক Nitrogen, জলকর Hydrogen, এবং হরিৎ Chlorine.

প্রথম বায়ুবিশেষের নাম প্রাণপ্রদ হইবার কারণ এই যে তদ্বিহীনে জীবন রক্ষা পায় না। তাহার কিছুমাত্র স্বাদ ও গন্ধ নাই। এই বায়ু-বিশেষে পূর্ণ কাঁচপাত্র ও সাধারণ-বায়ুপূর্ণ কাঁচপাত্রের বর্ণের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। তাহাতে ও সাধারণ বায়ুতে কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে প্রাণপ্রদ বায়ুতে দাহ্য দ্রব্য অতি শীঘ্র ও উজ্জ্বলরূপে জ্বলিত হয়।

অগ্নি প্রায় নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, কেবল এক দুই স্ফুলিঙ্গ অবশিষ্ট আছে এমত দগ্ধাবশিষ্ট কাষ্ঠ প্রাণপ্রদ বায়ুর মধ্যে ধরিলে তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

এই বায়ুবিশেষের মধ্যে লৌহও শুষ্ক তৃণবৎ জ্বলিয়া থাকে।

অস্থিহইতে সম্ভূত প্রকাশদ (Phosphorus) নামক বস্তুবিশেষ প্রাণপ্রদ বায়ুর মধ্যে সূর্য্য প্রভার ন্যায়

প্রদীপ্ত হইয়া জ্বলিয়া থাকে; কিন্তু সাধারণ বায়ুতে তাহার আভা সে রূপ উজ্জ্বল হয় না।

উক্ত হইয়াছে যে প্রাণপ্রদ-বায়ু-বিহীনে জীবন-রক্ষা হয় না। তবে যে সাধারণ বায়ুতে জীবন রক্ষা পায়, তাহার কারণ এই যে সাধারণ বায়ুতে প্রাণপ্রদ বায়ুবিশেষ পরিমাণে আছে। কিন্তু সাধারণ বায়ুতে প্রাণপ্রদ বায়ু থাকিলেও কাষ্ঠের উপর এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি পড়িবামাত্রই যে প্রজ্জ্বলিত না হয় ও লৌহ অগ্নিসংযোগে উষ্ণ হইয়া রক্তবর্ণ হইলেও যে জ্বলিয়া উঠে না তাহার কারণ প্রাণপ্রদবায়ুর সহিত জীবাত্তক বায়ু মিশ্রিত আছে। এই জীবাত্তক বায়ু-দ্বারা প্রাণপ্রদ বায়ুর জ্বলনশক্তির হ্রাস হয়।

দ্বিতীয়; জীবাত্তকবায়ু। এই বায়ুরও কিছুমাত্র আস্বাদ ও গন্ধ নাই। প্রাণপ্রদবায়ু যেমন কাঁচ-পাত্রে রাখিলে তাহার কোন বর্ণ উপলব্ধ হয় না, ইহারও সেইরূপ। প্রাণপ্রদে ও জীবাত্তকে কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে প্রাণ-প্রদের সহকারে দাহ্য বস্তু অতি উজ্জ্বলভাবে জ্বলে; জীবাত্তক মধ্যে প্রজ্জ্বলিত বস্তু নিক্ষেপ করিবামাত্রই নির্ব্বাণ হয়। অতএব সাধারণ বায়ু যদ্যপি কেবল জীবাত্তক-বায়ুবিশেষ-বিশিষ্ট হইত তবে কোন বস্তুই দগ্ধ হইত না; আর যদ্যপি কেবল প্রাণপ্রদ-বিশিষ্ট হইত তবে প্রতি স্ফুলিঙ্গে যাবতীয় বস্তুর ভস্ম হওনের আশঙ্কা হইত। কিন্তু সাধারণ বায়ু উক্ত বায়ুদ্বয়ে নির্ণীত পরিমাণে প্রস্তুত হওয়াতে প্রাগুক্ত দুই দোষেরই শান্তি হইয়া পরমেশ্বরের অসাধারণ শক্তি ও জ্ঞান ও কৌশল ও জীবগণপ্রতি দয়া প্রকাশ পাইতেছে।

সাধারণ বায়ুতে জীবাত্তকের চারি অংশ ও প্রাণপ্রদের এক অংশ আছে। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একটি জলপূর্ণ পাত্রে একটি প্রজ্জ্বলিত দীপ এ রূপে রাখিতে হইবে যাহাতে তাহা জলের উপরে ভাসিতে পারে। পরে একটা দেয়ালগীরের ফানস লইয়া ঐ দীপকে আবরণ করিয়া একরূপে রাখা কর্ত্তব্য যাহাতে ফানসের অন্তর্ভাগ জলের মধ্যে থাকে। এই রূপ করিলে জ্বলনোপকারী প্রাণপ্রদবায়ু ঐ দীপশিখায় শীঘ্র বিকৃত হইলে দীপ অল্পক্ষণ-মধ্যেই নির্ব্বাণ হইবেক, ও জল ঐ ফানসের মধ্যে উঠিবেক। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবেক যে পূর্ব্ব স্থিত বায়ুর কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য জল আসিয়া বায়ুর স্থান ব্যাপন্ন করিয়াছে।

তৃতীয় বায়ুবিশেষের নাম জলকর। তাহাও গন্ধ; আস্বাদ ও বর্ণ হীন। প্রাণপ্রদের সহিত ইহার সংযোগে জল সম্ভূত হয়, এনিমিত্ত ইহাকে জলকর বলা যায়।

দাহন-বিষয়ে জলকরের গুণ প্রাণপ্রদের বিপরীত। প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা জলকরের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিলে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু জলকর স্বয়ং প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

সকল জ্ঞাত পদার্থের মধ্যে জলকর বায়ু লঘুতম। ব্যোমযান অর্থাৎ বেলুন-যন্ত্র ইহাতে পূর্ণিত হইলে পক্ষিরা যত ঊর্দ্ধে যাইতে না পারে ততোধিক ঊর্দ্ধে উঠে; আর বেলন বৃহৎ হইলে কতক গুলিন ব্যক্তির সহিত এক খানি রথকেও তাদৃশ ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ বায়ু-বিশেষের নাম হরিৎ। তাহার ও অন্যান্য অমিশ্র বায়ুর পরস্পর অনেক প্রকার প্রভেদ আছে। ইহার বর্ণ পীতাক্ত হরিৎ। ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অতিশয় কটু ও অসুখকর। কতিপয় দ্রব্য এই বায়ু-বিশেষের সংযোগমাত্রেই স্বয়ং জ্বলিয়া উঠে যথা সরু তাম্রপত্র, প্রকাশদ, উষ্ণ পারা ইত্যাদি।

এই বায়ুবিশেষ সকল প্রাণী ও উদ্ভিজ্জের

বর্ণ নষ্ট করে; এই প্রযুক্ত বস্ত্রাদি বস্তুসকল শুক্ল-করণার্থে ইহা অতিশয় উপযোগী। চিকিৎসালয় ও কারাগারাদির পক্ষেও এই বায়ুবিশেষ বিশেষ উপকারী; কেননা তথায় রোগদ্বারা ও অন্যান্য কারণ জন্য সম্ভূত দুর্গন্ধাদি ইহাদ্বারা নষ্ট হয়।

মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটকের উপাখ্যান।

(৬১ খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠাহইতে ক্রমাগত।)



গৌতম এই পর্য্যন্ত কহিলেই রাজ্ঞী ধারিণী অতি ত্রস্তভাবে কহিয়া উঠিলেন! "হা ধিক; তবে ত আমিই ব্রহ্মহত্যার নিমিত্ত হইয়াছি।" অনন্তর গৌতম কহিতে লাগিলেন, "সেখানে অশোক বৃক্ষের তলে উপনীত হইয়া এক থোপা ফুল লইবার আশয়ে দক্ষিণ হস্ত যেমন বাড়াইয়াছি, জানি না, কোটরে এক কালসর্প ছিল, সে অমনি আমাকে দংশন করিয়াছে। এই দেখুন্ রক্তমুখ দুইটী দাড় স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে; জ্বালাতে আমি অস্থির হইয়াছি।"

কৌশিকী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, যথার্থই সর্প-দংশন অনুভব হইল। তখন তিনি কহিলেন, "হাঁ, যথার্থ বটে, এক্ষণেই বিষ বৈদ্যের প্রয়োজন।" রাজা কহিলেন, "জয়সেনে! তুমি অতিশীঘ্র গিয়া ধ্রুবসিদ্ধিকে ডাকিয়া আন।" জয়সেনা, "যে আজ্ঞা মাহারাজ," বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। জয়সেনা বৈদ্য ডাকিতে গেল দেখিয়া গৌতম আরও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারজ! মলেম, এ, সাপ নয়, বুঝি, আমাকে কালে দংশন করিয়াছে।" রাজা আশ্বাস করিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, এত কাতর হইও না, সর্প সকলকেই দংশন করে, করিলেই কিছু সকলকারই প্রাণত্যাগ হয় না।" গৌতম রোদন করিতে করিতে কহিলেন! "আর মহারাজ ভয় নাই কি? এই যে দেখিতে দেখিতেই আমার সর্ব্বাঙ্গ নিশাড় হইয়া গেল।" স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই অতিদয়াবতী এবং অতিকোমলপ্রকৃতি, রাজ্ঞী ধারিণী এই ব্যাপার দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ভীতা ও ত্রস্তা হইলেন।

রাজ্ঞী ধারিণী সাতিশয় ভীতা ও এস্তা হইয়াছেন দেখিয়া গৌতম আরও কাপট্য করিতে লাগিলেন; অর্দ্ধ মুকুলিত রক্তনেত্রে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অতি কাকুস্বরে কহিতে লাগিলেন! "মহারাজ বাল্যকালে তোমায় আমায় প্রণয়-সঞ্চার হইয়াছে, সেই অবধি আমি তোমার প্রিয়-বয়স্য-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে আমার তো এই শেষ দশা উপস্থিত। অতএব এখন, আমার আর কোন প্রার্থনা নাই, কেবল এই মাত্র ভিক্ষা, অতঃপর 'পুত্র নাই, বলিয়া আমার জননী যেন কষ্ট না পান, এই করিবেন।" রাজা শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, "ভয় নাই, ধ্রুবসিদ্ধি আসিবামাত্র তুমি নির্ব্বিষ হইবে।"

এই প্রকার বঞ্চন ব্যবসায় চলিতেছে এমত সময়ে জয়সেনা আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ! মহারাজের আজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া ধ্রুবসিদ্ধি কহিলেন, রোগীকে এখানে আনিতে হইবেক।" রাজা তথাস্তু বলিয়া অনুমতি করিলেন, "তবে, বর্ষধরকে বল, ইহাঁকে সেখানে লইয়া যায়।" বিদায়কালে গৌতম রাণীকে জিজ্ঞাসিলেন, "মা! আমি কি রক্ষা পাইব?" রাজ্ঞী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তুমি দীর্ঘায়ু হও।"

গৌতমকে ধ্রুবসিদ্ধির সমীপে প্রেরিত করিয়া রাজা রাজ্ঞীর সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, "রাণি! বেচারা অতিশয় ভয় পাইয়াছে, আমি জানি, ও

স্বভাবতই অতি ভীরু।" রাজা এই প্রকার বঞ্চন করিতেছেন এমন সময়ে জয়সেনা পুনরায় আসিয়া নিবেদন করিল "মহারাজ। ধ্রুবসিদ্ধি নিবেদন করিলেন, "উদককুম্ভ-বিধানদ্বারা সর্প মুদ্রাঙ্ক করিতে হইবেক, অতএব তদুপযুক্ত একটা অঙ্গুরীয়ক চাহি।" এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র অতি আগ্রহান্বিতা হইয়া রাজ্ঞী কহিলেন, "এই লও, আমার হস্তে অঙ্গুরীয়ক আছে. কার্য্য-শেষে তখন আমি পুনরায় পরিধান করিব।" এই বলিয়া জয়সেনার হস্তে অঙ্গুরীয়ক সমর্পণ করিলেন।

অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্তিমাত্রই গৌতম কৃত্রিম বিষবেগ সংবরণ করিলেন। জয়সেনা আসিয়া রাজা এবং রাজ্ঞীকে গৌতমের ঐ নির্ব্বিষতার সংবাদ জানাইল। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা অগ্নিমিত্র কৃত্রিম এবং রাজ্ঞীধারিণী অকৃত্রিম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ধ্রুবসিদ্ধি যথেষ্ট পারিতোষিক লাভ করিল।

পূর্ব্বে আভাষিত হইয়াছে, রাজ্ঞী ধারিণীই রাজা অগ্নিমিত্রের পট্টমহিষী। রাণী ইরাবতী গিয়া প্রমদ বন সংক্রান্ত মালবিকা-বিষয়িণী রাজার ব্যাসক্তি জানাইলে তিনি অতীব ক্রোধিনী হইয়া তাহাকে অনুমতি করেন, মালবিকা এবং বকুলাবলিকা উভয়কেই সারভাণ্ড কারাগৃহে অবরুদ্ধ কর। তদনুসারে তাঁহারা অবরুদ্ধ হইলে, মাধবিকা নাম্নী রাজ্ঞীর আর এক দাসী তাঁহাদের রক্ষিত্রী নিযুক্তা হয়। ঐ রক্ষিণীর প্রতি রাণীর আদেশ থাকে, তাঁহার অঙ্গুরীয়-নিদর্শন ব্যতিরেকে উহাদের মুক্তি দিবে না। এই নিমিত্তই গৌতম, রাজা এবং জয়সেনার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই কৃত্রিম বিষবেগ-প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজ্ঞীর অঙ্গুরীয় হস্তগত করিলেন।

পরে গৌতম অঙ্গুরীয় হস্তগত করিয়া মালবিকা এবং বকুলাবলিকার মুক্তি-সম্পাদন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রমদবনমধ্যবর্ত্তী সমুদ্রগৃহ নামক আলয়ে রাখিয়া মালবিকাকে রাজসাৎ করেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ইরাবতী পুনরায় রাজ্ঞীধারিণীকে ক্রোধিনী করিবার নিমিত্তে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধারিণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন; তিনি স্থির জানিতেন স্বামীর প্রণয়প্রতিকূলাচারিণী হইলে নিজে, অপ্রিয়া হইবেন; এই নিমিত্ত অতঃপর স্বতঃ প্রবৃত্তা হইয়া অন্য কোন ব্যাজ অবলম্বন-পূর্ব্বক রাজার সহিত মালবিকার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলেন।

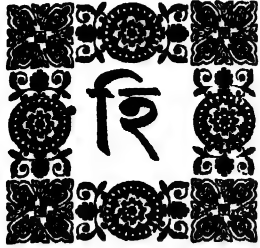
বিবাহ-ব্যাপারের সমুদায় উদ্যোগ হইয়াছে, এমত সময়ে ব্যক্ত হইল, মালবিকা কুমার মাধবসেনের কনিষ্ঠা ভগিনী, এবং কৌশিকী ঐ মাধবসেনের মন্ত্রী সুমতির সহোদরা।

মাধবসেন রাজা বৈদর্ভের পিতৃব্য-পুত্র-দায়াদ। দায়-সংক্রান্ত ব্যাপারে দুরাত্মা বৈদর্ভ-কর্ত্তৃক অপমানিত ও দূরীকৃত হইয়া বিবিধ কষ্টভোগের পর পরিশেষে রাজা অগ্নিমিত্রের শরণাগত হন। অগ্নিমিত্র সামাত্য এবং সপরিবার মাধবসেনকে পিতৃব্য পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্বালয়ে রক্ষা করেন। অনন্তর অতি আনন্দ ও যথাবিধান সহকারে মালবিকা রাজা অগ্নিমিত্রের এক প্রণয়িণী হইলেন।

এই পরিণয় ব্যাপারের অনতিপূর্ব্বে বীরসেনকর্ত্তৃক দুরাত্মা বৈদর্ভ বশীভূত হইয়াছে, সুতরাং মাধব সেন অর্দ্ধরাজ্যের অধীশ্বর হন এবং বীরসেনও সমুচিত পারিতোষিক লাভ করেন। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে এই বিষয় সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। আমরা তাহা সংক্ষেপেই নিঃশেষিত করিলাম। কালিদাস কিপ্রকার কৌশলে মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের রচনা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে ঐ নাটকের কোন কোন স্থান যথাবৎ বিবৃত করা গিয়াছে।

রাজপুত্র-ইতিহাস।

(পঞ্চম পত্রহইতে ক্রমাগত।)



হিন্দু-শ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের সপ্তদশ পুত্র ছিল; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অমরসিংহ সংবৎ ১৬৫৩ অব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি অষ্টম বর্ষ-বয়ঃক্রমাবধি আপন পিতার সহিত নানা স্থান ভ্রমণ ও নানা অবস্থার সম্ভোগ করিয়াছিলেন; পিতার স্বদেশানুরাগ তাঁহার মনে জাজ্বল্যমান রহিয়াছিল; পর্ব্বত-ভ্রমণের ক্লেশ ও পলায়ন করিয়া জীবন-নির্ব্বাহের যাতনা তাঁহার অবিদিত ছিল না; এবং প্রতাপের যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার সমরাভ্যাসে পারদর্শিতার ও অভাব হয় নাই। অপর তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির সময় তিনি পূর্ণ প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া অপত্যে পরিবৃত হইয়াছিলেন; অধিকন্তু প্রতাপের সহিত পুনঃ পুনঃ বিবাদে তাদৃশ লাভ না হওয়া প্রযুক্ত অক্বর পাদশাহ তাঁহার শেষদশায় অষ্টবৎসরযাবৎ মিবাররাজ্যের পরাজয়ার্থে কোন বিশেষ উদ্যম করেন নাই। এই সকল সদুপায়ে অমরসিংহ ক্রমশঃ আপন অধিকারের দার্ঢ্য-বর্দ্ধনার্থে সম্যক্ প্রয়াস পান; ও আপন কৌশলে তথা সদ্বিবেচক অমাত্যবর্গের পরামর্শে রাজ্যবর্দ্ধনার্থ অভিপ্রায়ে অনেকাংশে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। যে প্রদেশ তাঁহার অধীনে ছিল, তাহা উপস্থিত দলপতিদিগকে বিবেচনা-পূর্ব্বক বন্টন করিয়া ঐ দলপতিরা কে কি প্রকার পদস্থ ও কে কি প্রকার রাজকার্য্য করিবেন তাহার নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন। অপব্যয় নিবারণের নিমিত্ত অনেক আজ্ঞা প্রচারিত করেন; এবং কে কি প্রকার বেশ ভূষা করিবেক, কাহার কীদৃশ উষ্ণীশ হইবেক ইহারও নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

এই সকল উপায়ে রাজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল, এবং তাহাতে ক্রমশঃ তৎপ্রতি শত্রুদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। অক্বরের পুত্র জহাঁগীর আপন রাজ্যের চতুর্থ বৎসরে হিন্দুদিগের শেষ গর্বস্থল মিবার অধিকৃত করিতে সৈন্য-সজ্জার অনুমতি দিলেন। মিবারদেশে ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধিতে সুখের লালসাও বর্দ্ধিত হইয়াছিল; তথাপি সমরসজ্জার সংবাদে সকলেই পুর্ণোদ্যম হইলেন; কেবল রাজমন্ত্রী মহাতেজা চণ্ডাবৎ অমর সিংহের মনে কিঞ্চিৎ নিরুদ্যমতা আছে বোধ করিলেন। এই হেতু তিনি প্রাতে রাজসভায় সকল প্রধান দলপতিরা একত্র হইলে হঠাৎ রাজাসনের কোণ চাপিবার একটা পুত্তলিকাদ্বারা সম্মুখস্থ বহুমূল্য দর্পণে আঘাৎ করত সুখের প্রতি তিরস্কার জানাইয়া হস্তাকর্ষণ-পূর্ব্বক রাজাকে সিংহাসনহইতে বহিষ্কৃত করিলেন; এবং উচ্চৈঃস্বরে দলপতিদিগকে কহিলেন; "চলুন, অশ্বারোহণ করত প্রতাপের পুত্রকে অবমান হইতে রক্ষা করুন।" এই বাক্যে সকলেই গাত্রোত্থান করিলেক; এবং অমরসিংহ ক্রোধাশ্রুপূর্ণনয়নে অশ্বারোহণ করিলেন। রাজমন্ত্রির বোধ হইল যে রাজসহচর অনেকেই তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি দেশহিতৈষীর পরম পবিত্র ধর্ম্মে তৎকালে অভিষিক্ত ছিলেন, সামান্য কথায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। রাজা অবমানিত হইয়াছেন এই ভ্রমে প্রথমে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ক্রমে নগর-সন্নিকটস্থ জগন্নাথ-মন্দিরের নিকটে আসিয়া সুস্থ হইলেন। তখন নয়নে ক্রোধাশ্রু শুষ্ক হইল; এবং তিনি প্রধান দলপতিদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক প্রথমেই সৎসম্ভাষণা না করা প্রযুক্ত ত্রুটি স্বীকার করিলেন, এবং রাজমন্ত্রীর নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক কহিলেন, "চলুন, আর আপনাদের বিগত সম্রাটের নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে হইবেক না।"

এই প্রকারে সকলেই মহাভাবে পরিপুর্ণ হইয়া দেবেরনামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থান এক পার্ব্বত্যপথের সম্মুখ, এবং সর্ব্বতোভাবে অত্যন্ত দুর্গম। তথায় যবন সৈন্য আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছিল। পরস্পরের সাক্ষাতে তৎক্ষণাৎ সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। উভয় পক্ষ হইতে অস্ত্রবর্ষণে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; সকলেই শৌর্য্যতা-প্রদর্শনে একাগ্রচিত্ত; সর্ব্বত্র বীর্য্যের ভীষণ হুঙ্কারে কম্পায়মান; শত্রুনাশনে সকলে কৃতসঙ্কল্প; আপনার প্রতি কেহই নেত্রপাত করিতেছে না; সহস্র সহস্র বীরশ্রেষ্ঠ অকাতরে প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন; সর্ব্বাগ্রে রাণার খুল্যতাত কহলো যবনশোণিতে বসুন্ধরাকে প্লাবিত করিতেছেন; এমত সময়ে যবনেরা মিবারাস্ত্র সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া পলায়নপরায়ণ হইল, এবং রাজপুত্র জয়পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান হইল।

এই সংগ্রামের পরে কিয়দ্দিনের নিমিত্ত উভয় দলে যুদ্ধ নিবৃত্তি হয়; কিন্তু তাহাতে কাহার পক্ষে কোন বিশেষ উপকার দর্শে নাই। বসন্তের সমাগমে উভয়েই যুযুৎসু হইয়া সংবৎ ১৬৬৬ অব্দের ৬ ফাল্গুণ দিবসে রণপুর নামক পবিত্র পার্ব্বত্য পথে পরস্পর সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাতে আবদুল্লা-নামক যবন-সেনাপতির প্রায়ঃ সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হইয়াছিল, কিন্তু ঐ ধ্বংস সামান্য-সাধনে হয় নাই; তাহার সাধনে মিবারের অনেকগুলি বীরশ্রেষ্ঠকে আপন২ শোণিতদ্বারা বীরভোগ্যা বসুন্ধরাকে সিক্তা করিতে হইয়াছিল। যদিচ ঐ মহাত্মাদিগের সকলের নাম এ স্থলে উল্লিখিত করা হইতে পারে না, তথাপি কএক জন দলপতির নামা-

নুকীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। তাঁহারা স্বাধীনতার সংরক্ষক পূজ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য; অতএব দেশহিতৈষীমাত্রে তাঁহাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় মনে করিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের বংশ এবং গোষ্ঠীও সামান্য নহে, সূর্য্য-বংশের সিসুদিয়া-গোষ্ঠীর ছুদো সজাবৎ, নারায়ণ দাস, সূর্য্যমল্ল এবং অয়সকর্ণ এই অদ্বিতীয় বীর চতুষ্টয় তন্মধ্যে গণ্য ছিলেন। অপর সুক্তাবৎদিগের দলপতি পুরণমল্ল, হরিদাস রাহঠৌর, ভূপৎ, কহীর দাস কচ্‌বহ, শোকেদাস চৌহান, মকুন্দ দাস রাহঠৌর প্রভৃতি প্রধানেরাও তন্মধ্যে নির্ণীত ছিলেন।

এই জয় প্রাপ্তিতে মিবারের রাজলক্ষ্মী পুনরুদ্দীপ্তা হইলেন; কিন্তু সে জ্যোতিঃ মৃত্যুকালের নিরোগিতার ন্যায় অতি অল্পকাল-স্থায়ি হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে প্রবল চির-শত্রু যবনেরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আটবৎসরযাবৎ সমরায়োজন করিতে লাগিল; এবং পাছে তাহাতে দৈব কোন কারণে জয়ের ব্যাঘাত হয় এই অভিপ্রায়ে গৃহ-বিচ্ছেদরূপ প্রবল অস্ত্রেরও সাহায্য করিলেক। কিন্তু ধন্য রাজপুত্র মহিমা যে শেষোক্ত উপায়ে তাহার হানি করিতে পারে নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রতাপের রাজ্যকালে সুগ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অক্‌বর পাদশাহের শরণাগত হইয়াছিল। জহাঁগীর তাহাকে রাজ-করবাল-প্রদান-পূর্ব্বক এক দল সৈন্যের সাহায্যে চিতোরে প্রেরণ করেন। তৎকালে চিতোর নগরীমিবারাধিপতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিল, সুতরাং জনশূন্যা ও শ্রীহীনা হইয়া বৈধব্যদশায় আপন পূর্ব্বসৌভাগ্যের অনুধ্যান করিতেছিল। সুগ্র আসিয়া সপ্তবর্ষযাবৎ তথায় আপন পরিজন ও সহচর যবন-সেনাকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রাজমর্য্যাদায় উপসেবিত ছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন মতে মন প্রীত হয় নাই। তিনি যে স্থানে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন তথাই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মহতী কীর্ত্তির স্মারক-চিহ্ন সকল তাঁহাকে তিরস্কৃত করিত। তৎকালে চিতোরের সর্ব্বত্রই যবন-বিনাশ-জ্ঞাপক জয়স্তম্ভ দেদীপ্যমান ছিল। নগর-মধ্যে সেই যবন-সৈন্য দেখিয়া তাহারা অধোবদনে প্রতাপের নিমিত্ত অশ্রুক্ষেপ করিত; তাহাতে সুগ্রের মনে বিধর্ম্মিদিগের আরাধনা যে কি পর্য্যন্ত যাতনা-কর হইল তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর। কথিত আছে যে অবশেষে নগরাধিষ্ঠাতা ভৈরবদেব স্বয়ং তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক সুগ্র আর চিতোরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না; রাজপুত্র মাহাত্ম্যের পরবশ হইয়া অমর সিংহকে চিতোর সমর্পিত করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন; এবং তথায় জহাঁগীর-কর্ত্তৃক বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অপবাদিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রাজসম্মুখে স্ববক্ষস্থানে অস্ত্রাঘাতপূর্ব্বক দেহ-যাত্রা সংবৃত্ত করিলেন। এ প্রকার বীর্য্য সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্রদিগেরই সম্ভবে, এবং তদর্থেই তাঁহারা হিন্দুশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

চিতোরের সহিত অমর সিংহ ৮০ টি দুর্গও প্রধান নগর হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ওন্তালা নামক দুর্গ জয়-করণে তাঁহাকে বিশেষ আয়াস পাইতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাহাতে শুক্ত ও চণ্ডের বংশধরদিগের মধ্যে যে বিষম বিবাদ হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত রহস্য-জনক। উক্ত দুই ব্যক্তিই রাজবংশ জাত। শুক্ত উদয় সিংহের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি পঞ্চম-বর্ষ-বয়ঃক্রমাবধি আপন অকুতোভয় স্বভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। কথিত আছে, তৎকালে কোন অস্ত্র সম্মার্জ্জক এক খানি প্রসাণিত অসির ধার পরীক্ষা করণার্থে সম্মুখে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম কার্পাশ আনিয়াছিল; তদ্দৃষ্টে ঐ বালক পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তাত, অস্ত্রে অস্থি-মাংস কাটা আবশ্যক কি কার্পাশ কাটা কর্ত্তব্য?" এবং অবিলম্বে ঐ অসি লইয়া আপন হস্তে আঘাত করিলেন। আহত স্থানহইতে প্রচুর শোণিত বিনির্গত হইল; কিন্তু বালকের বদনে তাহাতে কোন বেদনার চিহ্ন ব্যক্ত হইল না। পিতা ঐ সাহসচিহ্নকে আপনার ভীরুতার তিরস্কার মনে করিয়া অথবা দৈবজ্ঞেরা শুক্তের কোষ্ঠী গণনানন্তর তিনি মিবারের শত্রু হইবেন বলিয়াছিল, তন্নিমিত্তই হউক তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাদিলেন। পরিচারকেরা ঐ ভয়ঙ্কর আজ্ঞাপালনার্থে শুক্তকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছিল এমত সময়ে সালুম্বরার অধিপতি চণ্ডাবৎ-প্রধান তাহার বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া ভৃত্যদিগকে নিবারণ করত রাণার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে "আমার অপত্য নাই; অনুমতি হইলে আমি শুক্তকে পোষ্যপুত্র করিয়া রাখিতে মানস করি।" রাণা ঐ প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, এবং তাহাতেই শুক্তের প্রাণ রক্ষা হইল। কালক্রমে চণ্ডাবৎ প্রধানের অপত্য জন্মিলে তিনি পোষ্য কি নিজ পুত্র কাহাকে আপন সম্পত্তি প্রদান করিবেন মনে এই অনুধাবন করিতেছেন, এমত সময়ে প্রতাপ সিংহ ভ্রাতাকে রাজসভায় আসিতে আদেশ করেন। শুক্ত ভ্রাতৃসহ কিয়ৎকাল পরম প্রীতির সহিত বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু দৈবাৎ এক দিবস মৃগয়ার সময় পরস্পর অনৈক্য হয়। উভয়েই অশ্বারূঢ় ছিলেন, এমত সময়ে শেল যুদ্ধে কে শ্রেষ্ঠ এই নিদ্ধারণার্থে প্রতাপ শুক্তকে আহ্বান করিলেন। শুক্ত যুদ্ধবিষয়ে কদাপি প্রতীপ নহেন; প্রস্তাব শ্রবণমাত্র "তথাস্তু" বলিয়া অগ্রজকে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। প্রতাপ কহিলেন, "তুমিই আরম্ভ কর।" এই প্রকার তর্কের পর উভয়েই এককালে পরস্পরকে

আঘাত করিতে ধাবমান হইলেন, এমত সময়ে বংশ-পুরোহিত ভ্রাতৃবিরোধে রাজবংশের ধ্বংস করা অকর্ত্তব্য বিধায়ে মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়কে নিবারণ করিলেন; কিন্তু যুদ্ধোন্মুখ রাজপুত্রকে যুদ্ধহইতে নিবারণ করা গঙ্গার গতিরোধ করা অপেক্ষা দুষ্কর। রোষপরবশ হইয়া বীরপুরুষেরা তাঁহার নিষেধে মনোযোগ না করাতে তিনি স্বয়ং বক্ষঃস্থলে কটরাঘাত করত উভয়ের সম্মুখে নিপাত, হইলেন। এই ব্যাপারে পুরোহিতের শোণিত দর্শনে উভয়েকেই ভীত হইয়া নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের ক্রোধের শান্তি হইল না। প্রতাপ শুক্তকে পুরোহিত বধের কারণ জ্ঞান করিয়া দেশ বহিষ্কৃত করিলেন; এবং পরে প্রভুভক্ত পুরোহিতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপণ করত যে স্থানে ঐ অদ্বিতীয় ভক্তের কাল হইয়াছিল, তথায় এক স্মারক স্তম্ভ স্থাপিত করেন। শুক্ত পৈতৃক রাজ্য ত্যাগ করিয়া অকবর পাদশাহের শরণাপন্ন হন। তদবধি অনেক দিবস উভয় ভ্রাতার শাক্ষাত হয় নাই; অবশেষে প্রতাপ যে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রহইতে পলায়ন করেন তৎসময়ে শুক্ত তাঁহার প্রানরক্ষার্থে নিকট আসিয়াছিলেন। শুক্তের বংশধরেরা শুক্তাবৎ নামে প্রসিদ্ধ। তাহাদের সহিত চণ্ডাবৎদিগের * সর্ব্বদা বিরোধ ছিল। ঐ উভয় বংশই প্রভুভক্তিতে অগ্রগণ্য—উভয়ের প্রত্যেকেরই এই অভিমান ছিল যে তিনি শত্রুকে আক্রমনসময়ে রাজসৈন্যের অগ্রসর হইয়া অধ্যক্ষতা † করিবেন। কিন্তু উভয়ই এক কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন না। অপর উভয় দলই বলবান; অমরসিংহ ইহাদের কাহার অগমতা করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া ওন্তালার যুদ্ধসময়ে এই বিবাদাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে অনুমতি করিলেন যে যে দলপতি প্রথম ওন্তালার দুর্গে প্রবিষ্ট হইবেন তিনিই প্রার্থিত সম্মানের চিহ্ন প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত দুর্গ অত্যন্ত দুর্গম, বিশেষতঃ বহু সঙ্খ্যক মোগল সৈন্য সেই স্থান আক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু শৌর্য্যসম্মানের বৃদ্ধি হইবে এআশা সত্ত্বে রাজপুত্রেরা কখন কোন কাঠিন্যকেই কাঠিন্য বোধ করেন না। উভয় দলে আজ্ঞা পাইবামাত্র যুদ্ধযাত্রায় প্রস্থান করিল। উভয়ে এক পথে না আসাতে শুক্তাবতেরা প্রথমতঃ দুর্গের দ্বারে উপনীত হয়। কিন্তু মোগলেরা অসাবধান ছিল না; তাহারা শত্রুসংদর্শনমাত্র দুর্গের বপ্রহইতে অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। এমত সময়ে চণ্ডাবতেরা দুর্গের অপর পার্শ্বের বপ্রসম্মুখে উপনীত হইল। তাহারা সমভিব্যাহারে সোপান আনিয়াছিল; তাহার সাহায্যে চণ্ডাবৎ প্রধান একবারে বপ্রোপরি আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। আরোহণ করিবামাত্র তিনি মোগলদিগের গুলিদ্বারা আহত হইয়া বপ্র হইতে নিপতিত হইলেন। শুক্তাবৎ প্রধান দ্বারের সম্মুখে ছিলেন; ঐ দ্বারহইতে অতি দীর্ঘ দীর্ঘ লৌহ শলাকা নির্গত ছিল। শুক্তাবতের হস্তী সেই শলাকায় দেহ আঘাৎ করিয়া তাহা ভগ্ন করিতে উদ্যত হইল না। তিনি ভাবিলেন যে বিলম্ব হইলে চণ্ডাবতেরা অগ্রেই হিরোল প্রাপ্ত হইবে; অতএব হস্তীহইতে অবরোহণ করত লৌহ শলাকার উপর আপন শরীর রাখিয়া হস্তিপালকে আজ্ঞা করিলেন "আমার উপর হস্তীচালনা কর।" উন্মত্ত হস্তী তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর দেহাঘাত করাতে তিনি চূর্ণ হইয়াগেলেন, এবং সেই আয়াসে দ্বার ভগ্ন হইয়াগেল; কিন্তু ঐ সময়ে এদিগে চণ্ডাবৎ প্রধানের নিপাত দেখিয়া ভেন্দাঠাকুর নামা এক জন অকুতোভয় যোদ্ধা প্রভুর দেহ পৃষ্ঠে বন্ধন করত বপ্রোপরি আরোহণ করিয়া ঐ দেহ দুর্গ মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল চণ্ডাবৎদিগের হিরোল প্রাপ্ত হইয়াছে। মোগলেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু কোন মতে চণ্ডাবৎদিগকে নিরস্ত করিতে পারিল না, সুতরাং দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেক। এই ঘটনায় শুক্তাবৎ আপন প্রাণ সমর্পিত করিয়াও গোষ্ঠীর নিমিত্ত হিরোল লাভ করিতে অক্ষম হইলেন। সে যাহা হউক এই আখ্যান পাঠে স্পষ্ট ব্যক্ত হইবে প্রভুভক্তি ও শৌর্য্য গুণ ভারতবর্ষে রাজপুত্রদিগের নিমিত্ত হইয়াছিল; এবং যে পর্য্যন্ত স্বদেশানুরাগ ও মহত্ত্বের প্রশংসা এতদ্দেশে জাগরুক থাকিবেক সেপর্য্যন্ত তাহার শিরোভাগ রাজপুত্রদিগকেই নিবেদিত হইবেক।

* সিংহের পুত্র চণ্ডের উল্লেখ পূর্ব্বে হইয়াছে তাঁহার বংশধরেরা চণ্ডাবৎ নামে বিখ্যাত।

† এই অধ্যক্ষতার নাম হিরোল।

সর্প গরল।

মনুষ্য-দেহে যে প্রকারে শোণিত হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়—যথা তাহা চক্ষুতে আসিয়া অশ্রু, কর্ণে কর্ণমলা, মুখে লালা, এবং নাসিকায় শ্লেষ্মা প্রস্তুত হয়—সেই রূপে সর্পের শোণিত তাহার বিষদন্ত নামক দীর্ঘ দন্তের নিম্নস্থ এক গ্রন্থিতে আইলে গরল রূপে পরিণত হয়। ঐ গরল নির্ম্মল ও স্বাদুবিহীন, এবং দেখিতে তরল নির্ম্মল গঁদের জলের সদৃশ। তাহার স্পর্শে পুষ্পাদির নীলবর্ণ রক্তাক্ত হয়, অত-

এব তাহাতে ঈষৎ অম্লত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিয়ৎকাল বায়ুতে থাকিলে এই অম্লত্বের আধিক্য হয়; এবং ডাক্তর কাণ্টর সাহেব কহেন যে তৎকালে তাহার আর গরলত্ব থাকে না। কিন্তু বিখ্যাত গরলবিৎ ক্রিষ্টিসন্ সাহেব লেখেন যে তিনি কিঞ্চিৎ গোক্ষুর সর্পের গরল পাইয়াছিলেন, তাহা পঞ্চদশ বৎসর এক শিশির মধ্যে রাখা হইয়াছিল। ঐ কালে তাহার সমস্ত রস শুষ্ক হইয়া তাহা গঁদের টিকলির সদৃশ হইয়াছিল, অথচ তাহা একটা হৃষ্টপুষ্ট শশকের শোণিতে স্পর্শ করাইবাতে তাহা দ্বারা ঐ জীব ২৭ মিনিটের মধ্যে হতজীবিত হয়।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে সর্প গরল যাহার কণামাত্র শোণিতে পৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, তাহার ভক্ষণে কোন বিশেষ হানি হইবে না। কিন্তু প্রকৃত তাহাই বটে। মাঞ্জিলী নামা এক ব্যক্তি ইটালীদেশীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক চারিটি বাইপর্ নামক সর্পের গরল তাঁহার এক জন শিষ্যকে খাওয়াইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। ঐ রূপে তিনি ছয়টা বাইপর্ সর্পের বিষ একটা কোকিলকে, দশটা ঐ সর্পের বিষ একটা কপোতকে, এবং পোনেরটা ঐ সর্পের বিষ একটা দাঁড় কাককে দিয়াছিলেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ বিহ্বলতা মাত্র জন্মিয়াছিল; কাহার অন্যকোন আপদ ঘটে নাই। এতদ্দেশীয় পাগলা-গারদের চিকিৎসক ডাক্তর কাণ্টর সাহেব গোক্ষুর সর্পের বিষ মুখে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে আস্বাদন করিয়াছিলেন। এই প্রমাণদ্বারা ইহা স্থির হইতেছে যে সর্পাহত স্থান তৎক্ষণাৎ চোষণ করিয়া নির্ব্বিষ করিলে চোষণকর্ত্তার কোন হানি হইবেক না, অথচ আহত ব্যক্তির প্রাণদানের উপায় হইবে।

প্রবাদ আছে যে বিশ্বনিয়ন্তা সর্পাদিগের শত্রুদমনার্থে তাহাদিগের দেহে বিষসঞ্চারের উপায় করিয়াছেন; কিন্তু বিষাক্ত সর্পের সংখ্যাহইতে নির্ব্বিষ সর্পের সংখ্যা বাহুল্য দেখিয়া কাণ্টর সাহেব বোধ করেন যে খাদ্য জীব বিনাশের নিমিত্তই সর্পেরা বিষ প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং খাদ্যের সহিত ঐ বিষ ভক্ষণ করিয়া তাহারা আহারান্তে কীয়ৎকাল জড় ও বিহ্বল হইয়া থাকে। সে যাহা হউক ইহা নিশ্চয় হইয়াছে সর্পের দংশনমাত্রেই বিষ নিঃসৃত হয় না, তদর্থে তাহাদিগকে মস্তকের বিশেষ ভঙ্গি করিতে হয়; সেই ভঙ্গিদ্বারা দন্তের নিকটস্থ বিশেষ কোষহইতে বিষ নিসৃত হইয়া দন্তের মধ্যস্থ এক বিশেষ ছিদ্রদ্বারা নির্গত হয়।

সর্প-গরল দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আদৌ হৃৎপদ্মের ক্রিয়া স্থগিত করে, এবং তাহাতেই মৃত্যু উপস্থিত হয়।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।



সম্প্রতি নিম্নলিখিত কএক খানা নূতন গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। "রুশিয়াধিপতি পিটরের জীবন বৃত্তান্ত; চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলের শিক্ষক শ্রীবিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত"। কএক বৎসর হইল বিবিধার্থে পিটরের চরিত্র কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছিল। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তদ্বিষয়ে এক খানি গ্রন্থ অনুবাদিত করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কি না আমরা শ্রুত হই নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থ সরল ভাষায় সুচারু রূপে রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার আপন ভূমিকায়

লিখিয়াছেন, "যদ্যপি আমি এই পুস্তক প্রকাশ জন্য সর্ব্ব সাধারণের প্রশংসার পাত্র হই তাহা হইলে গর্ব্ব করিতে পারিব যে আমাদ্বারা আমাদিগের ভাষা লিখিত গ্রন্থের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি হইল। যদি আমার এমন ভাগ্য না হয় তাহা হইলে অবশ্যই কোন মহাত্মা লেখনী ধারণ করিয়া আমার ভ্রম সংশোধন করিবেন। তাহা হইলেও আমি গর্ব্ব করিতে পারিব, কারণ ঐ মহাত্মার নিদ্রাগত মনোবৃত্তি আমাদ্বারাই জাগরিত হইবে।"

২। "চারু পাঠ। তৃতীয় ভাগ। শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত"। বঙ্গভাষায় গদ্য লেখকদিগের মধ্যে দত্তজ অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহার সে পদের কোন হানি হইবেক না। আক্ষেপের বিষয় এই যে তিনি বহুকাল পীড়িত থাকা প্রযুক্ত ইদানীন্তন নূতন-গ্রন্থরূপ আভরণে বঙ্গভাষাকে সুভূষিতা করিতে অশক্ত হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রচলিত হয় এই যে আশা করিয়াছেন তাহা অচিরে পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।

৩। "তত্ত্বাবলী। ১ ভাগ। শ্রীমথুরা নাথ বর্ম্ম প্রণীত। শ্রীআর এম বসু এবং কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত"। এই গ্রন্থে রামধনু, স্থিতিস্থাপকতা, পৃথিবী, চন্দ্র, উত্তাপ, জল, রক্তসঞ্চালন, নিশ্বাস ক্রিয়া, জন্তু, বায়ু, মনুষ্যের কঙ্কাল, এবং গ্যাস, এই দ্বাদশ বিষয়ের স্থূল বিবরণ আছে। যদিচ এই পুস্তক তাদৃশ উৎকৃষ্ট হয় নাই; তত্রাপি "এক রাজার সো দো দুই রাণী" বিধায়ক অলীক গল্পের পরিবর্ত্তে ইহা অবশ্য সমাদরণীয়।

৪। "কৃষি দর্পণ। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রথম ভাগ"। এই পুস্তক দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি; যে হেতু ইহার উদ্দেশ্য বস্তুর আলোচনায় এতদ্দেশের যে রূপ সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এমন আর কোন প্রকারে হইবেক না। ভারতবর্ষে স্বর্ণ রৌপ্যাদি বহুমূল্য ধাতুর কোন উত্তম আকর নাই; কয়লা ও লোহের যে খনি আছে তাহা-হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ হইতেছে না। এতদ্দেশে এমত পশু নাই যাহার লোম মেদ বা মাংসে বহুল অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারে। ইহার ক্ষেত্রই ইহার সকল সৌভাগ্যের আকর। বহুকাল হইতে সেই ক্ষেত্রের প্রসাদে ভারতবর্ষ ভুবনবিখ্যাত আছে, পরন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এতদ্দেশের ভদ্রসন্তানেরা এ পর্য্যন্ত ঐ লক্ষ্মীর অবহেলা করিয়া আসিতেছেন; কোন্ উপায়ে তাহার উন্নতি হইবেক তাহার কোন পর্য্যালোচন করেন না। অবোধ ও দীন কৃষকেরা তাহাদের সাধ্যানুসারে যাহা কিছু নিষ্পন্ন করিতে পারে তাহাই করিতেছে, উন্নতির কোন চেষ্টা হইতেছে না। কৃষিবিষয়ক পুস্তকদ্বারা সর্ব্বসাধারণের ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোনিবেশ হইলে অতুল মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে।

৫। "রামোপাখ্যান। তুলসীদাসকৃত হিন্দী রামায়ণগ্রন্থহইতে সারসঙ্কলিত। শ্রীউমাচরণ দে-কর্তৃক বঙ্গভাষায় লিখিত। প্রথম খণ্ড"। ভাগবত-শ্রেষ্ঠ তুলসীদাস স্বরস্বতীর বরপুত্রবিশেষ। তাঁহার সুললিত রামায়ণ আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত হিন্দুরা অদ্বিতীয় বলিয়া সর্ব্বদা শ্রবণ ও পঠন করেন। তাহাতে বীর ও করুণা রস এপ্রকার কমনীয়রূপে বর্ণিত আছে যে ভারতবর্ষীয় ভাষাগ্রন্থে তাহার দ্বিতীয় প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর; বাঙ্গালী গদ্যে তাহার অনুবাদ নির্ব্বাণাগ্নিতে হবন করণের সদৃশ। আমরা ভরসা করি দে বাবু তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ডে আর প্রয়াস পাইবেন না।

৬। "বাল্মীকীয় রামায়ণ। আদিকাণ্ড। ১ সঙ্খ্যা

শ্রীযদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত অনুবাদ সম্বলিত।” রামরসামৃত হিন্দুদিগের পক্ষে অত্যন্ত সুখকর; এতদ্দেশীয় কবিরা সকলেই তাহার আস্বাদনে সাধ্যানুসারে যত্নশীল হইয়াছেন। বাল্মীকী সেই মধুতেই উন্মত্ত হইয়া ভারতবর্ষের প্রথম কবি বলিয়া বিখ্যাত হন। ব্যাসদেব অধ্যাত্ম-রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের অনেক স্থানে তাহার অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন। তদনন্তর কালিদাস রামচরিত্রদ্বারা মহানাটক ও রঘুবংশকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যশ্রেষ্ঠ মধ্যে নির্ণীত করিয়াছেন। তৎপরে ভবভতি উত্তররামচরিত্রে ভর্ত্তৃহরি ভাট্টি কাব্যে ও অপরাপর অনেকে রামানুকীর্ত্তনদ্বারা স্বস্ব কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইদানীন্তন সেই সকল কবিতামৃত দেশভাষায় প্রচলিত হইয়াছে; তাহা ভারতবর্ষে ও তন্নিটস্থ দ্বীপব্যূহে সাধারণ জনগণের প্রধান মনঃপ্রমোদক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশে কাশীদাসকৃত রামায়ণ অতীব বিখ্যাত তাহার সত্ত্বে লোকে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের গদ্য অনুবাদ পাঠ করিবে এমত বোধ হয় না। পরন্তু ব্যক্তি বিশেষে ইহা ফলদায়ক হইতে পারে, যেহেতুক অনুবাদ সংস্কৃতানুষাই বটে।

৭। “মেঘদূত। সংস্কৃতহইতে পদ্যে অনুবাদিত”। আপন প্রশংস্য নম্রতাও শালীনতার অনুরোধে অনুবাদক এই পুস্তকে আপন নাম প্রকটিত করেন নাই, এই প্রযুক্ত আমরা তাঁহাকে বিশিষ্ট জ্ঞাত থাকিয়াও পাঠকদিগের নিকট তাঁহার পরিচয় দিতে পারিলাম না। পরন্তু তাঁহার সত্রপতার কোন বিশেষ কারণ নাই। যদিচ কালীদাসের অদ্বিতীয় কাব্যরস বঙ্গভাষায় রক্ষা করা প্রাগল্ভ্যের কর্ম্ম বটে; তথাপি তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে যে রূপ সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বন্ধুরা অবশ্য ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারেন। ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে বঙ্গভাষায় কালীদাসের কাব্যের যে সকল অনুবাদ প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রস্তাবিত মেঘদূত কোনমতে কনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবেক না। আমরা ভরসা করি আমাদিগের প্রিয় গ্রন্থকার তাঁহার শৈশবোৎপন্ন কবিত্বের দূতস্বরূপ মেঘদূতের সাকল্যে এতদ্দেশীয় যুবকগণের নিকৃষ্টামোদ পরিহরণপূর্ব্বক বীণাপাণীর অনুধ্যানে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিবেন। বেণিসংহার-নাটককার ভট্টনারায়ণহইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা নানাবিধগুণে অন্বিত হইয়া বঙ্গদেশের গর্ব্বাস্পদ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; সেই বিশাল বংশের মান রক্ষা করা বিশিষ্ট-প্রয়াস-সাধ্য, পরন্তু তাহা মনে রাখিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে স্বাভাবিক গুণের কৌশলে তাঁহাকে হতাশ হইতে হইবেক না।



বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৮১, শ্রাবণ। [৩৪ খণ্ড।

ভারতবর্ষে মোগল রাজ্যের অত্যয়।



যবনদিগের এতদ্দেশে প্রাদুর্ভাবের বিবরণ অতীব আশ্চর্য্যবোধক; পরন্তু তাহাদের তিরোভাব তদপেক্ষায় বিস্ময়জনক। যে ব্যক্তি অক্বর পাদশাহের বীর্য্য বল ও বৈভব স্মরণ করিবে—জঁহাগীর শাহের সৈন্যসঙ্খ্যা যাহার মনোমধ্যে অনুভূত হইবে,—যে ব্যক্তি আওরঙ্গজেব পাদশাহের আধিপত্য ও নিষ্কণ্টক রাজ্যের অবস্থা অনুধ্যান্ করিবেক,—তাহাকে অবশ্যই ব্যাকুল হইতে হইবে যে তাদৃশ সম্রাটদিগের রাজ্য কি প্রকারে হীনবল বিদেশীয়দিগকর্তৃক বিনষ্ট হইতে পারে? ফলতঃ দিল্ল্যধিপতিদিগের বিশাল ও ঋদ্ধিমৎ রাজ্য সামান্য সাবধানতার ও সততার সহিত শাসিত হইলে ও বিদেশীয়কর্তৃক কদাপি ধ্বস্ত হইবার নহে; কিন্তু অওরঙ্গজেব পাদশাহের উত্তরাধিকারিদিগের সুখানুরাগ ও আলস্য ও গৃহবিচ্ছেদ রূপ বিষম রোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহার অনিবার্য্য বিক্রমেই ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় রাজ্য যৎসামান্য গ্রামের ন্যায় ধ্বস্ত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে আমরা ঐ ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত করিব।

অওরঙ্গজেব আপন শেষাবস্থায় পিতার শাসনপ্রণালীর অনুগমনপূর্ব্বক আপন তিন পুত্র মুহম্মদ মোজ্জম্, আজিম্ শাহ, এবং কামবক্সকে রাজধানীহইতে অতি দূরে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সন্তানের প্রতি এরূপ অবিশ্বাস কদাপি মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না; পুত্রেরা অবশ্যই পিতার সম্পত্ত্যপহরণে অনুরক্ত থাকে। আওরঙ্গজেবের পক্ষে তাহার অন্যথা হইয়াছিল; কারণ পুত্রদ্বারা অনিষ্ট ঘটিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়; সুতরাং তাঁহার পুত্রদিগকে আপন২ ভ্রাতৃবিপক্ষে বিজিগীষা ব্যক্ত করিতে হইয়াছিল। আজম্ শাহ অপরাপেক্ষা রাজধানীর নিকট ছিলেন। পিতার মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণমাত্র তিনি রাজশিবিরে আগমনপূর্ব্বক পিতৃরাজ্যে আপনাকে বরণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতারা এবিষয়ে সুষুপ্ত ছিল না। মুহম্মদ মোজ্জম্, যিনি শাহ আলম নামে কাবুলের আধিপত্য করিতেছিলেন, তিনি আপন পুত্র, মোবেজ্জউদ্দীন ও আজীম উশ্শান্‌কে আগরানগরী হস্তগত করিতে আদেশ করিলেন, ও স্বয়ং যথাসাধ্য সৈন্যসঙ্গ্রহ করত কনিষ্ঠের দমনার্থে অগ্রসর হইলেন তাঁহার পুত্রেরা মুলতান্ ও বঙ্গদেশের রাজপ্রতিনিধি-পদে নিযুক্ত ছিল; পিত্রাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সত্বরে আগরায় প্রবেশ-করণপূর্ব্বক তাহার সমস্ত



নাদির শাহ।

সম্পত্তি হস্তগত করিলেক। শাহ আলম ভারতবর্ষে আসিয়া ভ্রাতার সহিত যুদ্ধাপেক্ষা সন্ধি করা শ্রেয় বোধে এই প্রস্তাব করিলেন যে সমস্ত রাজ্য উভয়ে বণ্টন করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু আজিম শাহ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া সমরক্ষেত্রে দুইপুত্রসহ জ্যেষ্ঠের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন। অতঃপর শাহ আলম আপন তৃতীয় ভ্রাতা কামবক্সকে বিজয়পুর ও গোলকণ্ডার রাজ্য দিয়া সন্ধি করিতে মানস করিলেন; কিন্তু সে ব্যক্তি মধ্যমের বিনাশেও ভীত না হইয়া যুযুৎসু হইল, এবং অল্প কালেই সহযোগি প্রধান ব্যক্তিদিগদ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া হতাশের উত্তেজনায় সমরে প্রাণ সমর্পণ করিল।

শাহ আলম এই প্রকারে নিষ্কণ্টক হইয়া রাজ্যভোগের মানস করিতেছেন, এমত সময়ে শিখেরা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মোগল জাতি দৃষ্টিমাত্র ধ্বংস করিতে লাগিল। তিনি তৎপর হইলে এই শত্রুদিগকে অনায়াসেই নিহত করিতে পারিতেন; কিন্তু সুখের লালসায় বিষয়কর্ম্মে

মনোযোগ করিতে পারেন নাই, সুতরাং রাজ্য বিশৃঙ্খলাবস্থায় রাখিয়া নিহত হন। তিনি দাতা সুশিক্ষিত দয়ালু এবং ভদ্রস্বভাব ছিলেন; কেবল আলস্যপ্রযুক্ত তাঁহার রাজ্যের অনিষ্ট ঘটিয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার চারি পুত্র পরস্পর রাজ্যার্থে বিবাদ করিয়া পূর্ব্ববিশৃঙ্খলতার পরিবর্দ্ধন করে। প্রথম আজীম উশ্‌শান্ রাজদণ্ড ধারণ করেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী জুল্‌ফিকার খাঁর সহিত বিবাদ করাতে তাঁহাকর্তৃক ত্বরায় নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতা মোবেজউদ্দীন্ জঁহাদার-শাহ-নামে পিতার আসনে উপবেশিত হন; কিন্তু কোন মতে ঐ ভ্রাতা ঐ উচ্চাসনের যোগ্য ছিলেন না। এক জন সামান্য বেশ্যা তাঁহার প্রধান মন্ত্রিণী ছিল; তাহার পরামর্শে তিনি জুল্‌ফিকার খাঁর উপদেশ ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র বারবিলাসিনীদিগের সহিত সহবাস করিতেন; তৎকালে রাজাকে তাহাদিগের সহিত রাজপথে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে সর্ব্বদা দেখা যাইত। এতদবস্থায় আজিম উশ্‌শানের পুত্র, ফিরোখ্‌শের পিতা যাহাতে অশক্ত হইয়াছিলেন তাহার নিষ্পাদনে অগ্রসর হইলেন। তদর্থে জুল্‌ফিকার খাঁর সত্ত্বে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় জঁহাদর শিবিরহইতে পলায়ন করিয়া সকল শ্রম পণ্ড করিলেন, ও কএক মাস রাজ্য করত ভ্রাতুষ্পুত্রকর্তৃক মন্ত্রীর সহিত শমনসদনে প্রেরিত হইলেন।

ইংরাজী ১৭১৩ অব্দে ফিরোখশের রাজ্য প্রাপ্ত হন। তদর্থে তিনি আবদুল্লা ও হসন্ খাঁ নামা দুই জন সৈয়দের সাহায্য পাইয়া ছিলেন। রাজ্য প্রাপ্তির পর তাহারাই তাঁহার সর্ব্বাধ্যক্ষ হইল। তিনি তাহাদিগের হস্তে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় সঞ্চালিত হইতেন। এই অবস্থা তাঁহার পক্ষে ত্বরায় অসহ্য হইল, এবং তাহাহইতে নির্ম্মুক্ত হইবার চেষ্টায় তিনি হসনকর্তৃক কারাগ্রস্ত হইয়া তথায় অবঘাতমৃত্যুদ্বারা দেহযাত্রা-সম্বরণ করেন। তাঁহার পর রফেউদ্দর্জাৎ পাঁচ মাস ও তাঁহার ভ্রাতা রফেউদ্দৌলা তিন মাস কাল নামমাত্র ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য করিয়াছিল। ফলতঃ প্রদেশাধিপতি রাজপ্রতিনিধিরা সকলে স্বস্ব প্রধান হইয়া আপন ২ ইচ্ছা ও অক্ষমতা মতে সর্ব্বত্রই রাজ্যের বলহানি করিতেছিল। রাজপাটে রাজপরিবার ও সভাসদেরা কাম ও লোভ ও হিংসা ও পরস্পর নৃশিংসতায় কালযাপন করিতে লাগিল। সমস্ত রাজ্য একত্রে শাসন করিবার ক্ষমতা কাহারই নাই, অথচ অপোগণ্ড বালকপর্য্যন্ত সকলেই ভারতবর্ষের রাজদণ্ড-ধারণের লালসায় হিতাহিতে এককালে অন্ধ; কেহ পিতাকে কারাগারে বদ্ধ করিতেছে, কেহ ভ্রাতাকে বিষ প্রয়োগ করিতেছে, কেহ অকাতরে ছাগমুণ্ডের ন্যায় রাজামাত্যদের মুণ্ডচ্ছেদ করিতেছে, কেহ দেশে সতীত্বের সম্ভাবনা দূরীকরণ করিতেছে। এমত সময়ে শাহ আলমের প্রপৌত্র রোষণ অখ্‌তর মুহম্মদ শাহ নামে রাজসিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি গোপনে হসনকে বধ করাইয়া বিদ্রোহি অমাত্যদিগকে শান্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিজ্ঞাবিহীন দুর্ব্বল ও সুখানুরক্ত হওয়া প্রযুক্ত তাঁহাকর্তৃক বিশৃঙ্খল রাজ্য সুশৃঙ্খল হইবার উপায় ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার দুইজন বুদ্ধিমান্ ও প্রধান অমাত্য সাদত্ খাঁ ও নিজামউল্‌মুল্ক, যাঁহারা অযোধ্যা ও হৈদরাবাদের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে অভিষিক্ত ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার নিরুদ্যমতা ও তোষামোদের আনরক্ত্য দৃষ্টে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্ব

প্রদেশে প্রস্থান করে; তথায় তাঁহাদের একজনার বংশ অদ্যাপি রাজসিংহাসনে আরূঢ় আছেন; অথচ তাঁহার অধিপতি মুহম্মদ শাহের বংশ আলস্য ও চাটুবাদিদিগের বিড়ম্বনায় স্বর্বস্বান্ত হইয়া শেষদশায় কারাগার ভোগ করিতেছে।

মুহম্মদ শাহের প্রথম শত্রু মহারাষ্ট্র জাতি। শিবজীর সময় অবধি উক্ত জাতীয়েরা যবনদিগকে অধিকৃত করিতে সম্যক্ প্রয়াস পাইতেছিল, এবং মোগলরাজদিগের দৌর্ব্বল্য ও আলস্য ও গৃহবিচ্ছেদ সেই প্রয়াসের বিশেষ সহায়তা করে। মুহম্মদের সময়ে তাহারা পুনঃ২ দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল; তাহাতে প্রজারা নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলে মুহম্মদ রাজস্বের চতুর্থাংশ (চৌথ) দিতে স্বীকৃত হওত মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাহার সৎকার সাধন করেন। কিন্তু ব্যাধি অপেক্ষা ঐ ঔষধ অধিক অনিষ্টকর হইয়াছিল; কারণ যে রাজার এরূপ উপায়ের অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় হয় তাঁহার আর স্বাধীনতা ও লক্ষ্মীশ্রী কদাপি থাকিতে পারে না। বল না থাকিলেও পূর্ব্ববলের গৌরবে অনেক কাল লোকের ও রাজাদিগের সম্ভ্রম থাকিতে পারে; কিন্তু চৌথ স্বীকার পাওয়াতে মুহম্মদের সে সম্ভ্রম এককালে বিলুপ্ত হইল; সুতরাং তিনি নিতান্ত অপদস্থ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার অপর এক শত্রু আসিয়া উপস্থিত হয়; তাহার ভীষণ বাহুহইতে রক্ষা পাইবার তাঁহার কোন উপায় উপস্থিত ছিল না। ঐ শত্রুর নাম নাদির শাহ। তিনি মোগল জাতীয় ছিলেন। তাঁহার বহুকাল পূর্ব্বে তজ্জাতীয় তৈমুর শাহ* এতদ্দেশীয় ভূপালদিগের আলস্য ও পরস্পর বিবাদ দৃষ্টে তাহাদের ধনাপহরণ-লালসায় ভারতবর্ষে আগমন করিয়া তথায় মোগল রাজ্যের সুত্রপাত করেন। তদনন্তর তদ্বংশজাত বাবর অবধি অনেকে ভূমণ্ডলের অগ্রগণ্য রাজার মধ্যে গণ্য হইয়া দোর্দণ্ডপ্রতাপের সহিত তথায় রাজ্য ভোগ করেন। এই ক্ষণে মোগলজাতীয় নাদির শাহ দিল্লাধিপতিদিগের দুরবস্থা দৃষ্টে তাহাদের চির-সঞ্চিত অর্থাপহরণের মানসে এতদ্দেশে আসিয়া ইংরাজ-রাজ্যের প্রারম্ভ সংস্থাপন করিলেন।

প্রস্তাবিত নাদির শাহ অতি হীনবংশজাত। তাঁহার পিতা খোরাসান্ প্রদেশের এক জন মেষ পালক ছিলেন, তাহার নাম ইমাম কুলী। নাদিরের জন্মতিথি নিশ্চিত জানা হয় নাই; পরন্তু অনুভূত হইয়াছে যে ইংরাজী ১৬৪৪ অব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার নাম নাদির কুলী রাখা হয়। প্রথমতঃ তাঁহাকে মেষ চর্ম্মের টুপী বানাইয়া দিন পাত করিতে হইত। পিতার মৃত্যু হইলে তিনি পৈতৃক স্বত্ব বিক্রয় করত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া তদ্দারা এক জন তস্কর নিযুক্তকরণপূর্ব্বক উভয়ে চৌর্য্য-ব্যবসায়ে দিন পাত করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎকাল এই ব্যবসায়ে তাঁহার বলবীর্য্য ও অসমসাহসিকতার সৌরভ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। এমত সময়ে এক জন অফগণ রাজা পারস্য-দেশের সম্রাট্ তামাস্পকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেশবহিষ্কৃত করিয়াদেয়। সোফীমতাবলম্বী ঐ সম্রাট চ্যুতসম্পত্তি হইয়া তাতার-রাজ্যে সহায় সঙ্গ্রহ করিতেছিলেন। তৎকালে ও তদবস্থায় তাঁহার পক্ষে তস্কর ও লুণ্ঠনপ্রিয় দুষ্টেরাই বিশেষ সমাদরণীয় ছিল। নাদিরের সুখ্যাতি শ্রবণ মাত্র তিনি তাহাকে আপন দলভুক্ত করিলেন। নাদির ঐ দলে কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া অদ্বিতীয় বীর্য্যের মাহাত্ম্যে ত্বরায় আপন অধীনে বহু

* এই রাজার বিবরণ বিবিধার্থের চতুর্থ পর্ব্বের ২৫ পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে।

সঙ্খ্যক সৈন্য একত্র করিল। তাহারা পুনঃ২ অফগন্ পাদশাহকে বিরক্ত করিয়া অবশেষে এক দিবস যুদ্ধে হত করিল। ঐ অবকাশে নাদির তামাস্পের চক্ষুরুৎপাটন-করণ-পূর্ব্বক ইংরাজি ১৭৩৩ অব্দে স্বয়ং পারস্যদেশের অধিপতি হয়েন। তদনন্তর অফগনেরা বৈরনির্যাতনে তৎপর হইয়াছিল, কিন্তু কোন বিশেষ ফল লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। নাদিরও তাহাদের প্রতি প্রথমতঃ তাদৃশ বীর্য্য প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু পরে তাহাদের উৎপাত অসহ্য হইলে তিনি আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। তখন সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে অফগনস্তান রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকল উৎসন্ন করিতে লাগিলেন, ও পূর্ব্বদিগ্‌হইতে অফগনদিগকে বিরক্ত করিবার মানসে দিল্ল্যধিপতি মুহম্মদ শাহকে তৎকর্ম্মে অনুরোধ-করণার্থে দূত প্রেরণ করেণ। ঐ দূত উপযুক্ত-জন-সমারোহ-সমভিব্যহারে জলালাবাদ-নগরে পৌঁছিবামাত্র তত্রত্য লোকেরা সকলকে বধ করে। নাদির এই বিষয়ের বিহিত বিচার প্রার্থনা করিলে মুহম্মদ অত্যন্ত তাচ্ছীল্য প্রকাশ করেন। নাদিরের পক্ষে ঐ তাচ্ছীল্য অদম্য কোপের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি সেই কোপের পরবশ হইয়া এককালে হিন্দুস্তানে যাত্রা করেন, ও পথি মধ্যে জলালাবাদে পৌঁছিয়া তাহার সমস্ত রাজপথ প্রজাদিগের শোণিতে প্লাবিত করিলেন। মুহম্মদ এপর্য্যন্ত আলস্য ও লাম্পট্যে * নিমজ্জিত যে এতাদৃশ প্রবল শত্রুর আগমন-বার্ত্তাও বিশেষরূপে জ্ঞাত হয়েন নাই। অবশেষে দিল্লীহইতে চারিদিনের পথে নাদির উপস্থিত হইলে মুহম্মদ যথা কথঞ্চিৎ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন; কিন্তু নাদিরের দিগ্‌বিজয়ীদিগের সম্মুখে তাহারা তিষ্ঠিবার উপযুক্ত ছিল না, সুতরাং সম্মুখ যুদ্ধ আরব্ধ হইবামাত্র তাহারা সর্ব্বতোভাবে বিমর্দ্দিত হইল। তখন সন্ধি বই রাজ্য-রক্ষার অন্য উপায় নাই, সুতরাং তাহারই উদ্যোগ হইতে লাগিল। তদর্থে সদুপায়ও হইয়াছিল, যেহেতু যুদ্ধে সাদৎ খাঁ শত্রুহস্তে কারা রুদ্ধ হয়েন। তিনি নাদিরকে নানাস্তবস্তুতিদ্বারা দুই কোটি মুদ্রা দিবার আশ্বাসে তুষ্ট করিয়াছিলেন; এবং সন্ধি-সমাধার সকল কথা স্থির হইয়াছিল। এমত সময়ে এক পূর্ব্বাদৃষ্ট আপদ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে মুহম্মদের প্রধান অমাত্য খান দৌরান্ হত হইয়াছিলেন। সেই পদের প্রার্থনায় সাদৎ খাঁ ও নিজাম উলমুল্‌ক অত্যন্ত আগ্রহিতার সহিত রাজাকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সাদত্ খাঁ নিকটে না থাকাপ্রযুক্ত নিজামের চেষ্টা ফলবতী হইল, অথচ বিবেচনা করিলে সাদতেরই সে পদ প্রাপ্য ছিল। সাদৎ এই অবিচারে বিরক্ত হইয়া নাদিরকে কহিলেন যে তাঁহার পক্ষে দুই কোটি টাকা যৎসামান্য; ভারতবর্ষের কোন এক প্রদেশহইতেই তাহা দত্ত হইতে পারে। মুহম্মদশাহের নিকট ঐ অল্প টাকা লওয়া তাঁহার উপযুক্ত নহে। ফলে বল প্রকাশ করিলে তিনি তাহাহইতে অনেক অধিক অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই পরামর্শে সন্ধির বাক্য অগ্রাহ্য হয়, এবং ইংরাজি ১৭৩৯ অব্দের ৯ মার্চ্চ দিবসে দিল্লীনগর নাদিরের হস্তগত হইয়া যায়। এতদবস্থায় মুহম্মদ নাদিরের বন্দী হইলেন, এবং প্রাগুক্ত প্রধানেরা নাদিরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের মুখে নিষ্ঠীবনপূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া

* এবিষয়ের এক রহস্য-জনক গল্প আছে। কথিত আছে যে মুহম্মদ পার্শ্বে প্রমদা ও হস্তে সুরাপাত্র ভিন্ন থাকিতেন না। নাদির এই কথা শ্রবণ করিয়া মুহম্মদের এক জন প্রধান অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভাল তোমার কয় স্ত্রী?" সে প্রত্যুত্তর দেয়, "আমরা রাজভৃত্যমাত্র, আমার ৮৫০ বই স্ত্রী নাই।" নাদির কহেন "হাঁ; তবে আর দেড়শত হইলেই সহস্রাধ্যক্ষ হইতে পার।"

কহিয়াছিলেন, “রে পাপাত্মা, তোদিগের তুল্য কৃতঘ্ন দুরাচার কি আর আছে? তোরা আপন প্রভুর প্রসাদে এতাদৃশ উচ্চপদস্থ ও ধনী হইয়াও তাহার রাজ্যের ধ্বংস করিতে উদ্যত? কিন্তু ঈশ্বরের কোপের অস্ত্রস্বরূপ আমার ক্রোধাগ্নিতে তোদিগকে দগ্ধ করিব।” অতঃপর তাহাদিগকে নানা প্রকারে অবমানিত করত শিবিরহইতে বহিষ্কৃত করিয়াদেন।

দিল্লীনগর নাদিরের অধীন হইলে দুই দিবস নিরাপদে অতিবাহিত হয় এমত সময়ে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এক জন পারশ্য যোদ্ধা কোন কপোত-বিক্রেতার পেটা বলপূর্ব্বক অপহরণ করাতে সে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া কহিতে লাগিল “নাদিরশাহ সমস্ত নগর লুঠ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, এই সকলের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইল।” সেই বাক্যে বাজারের অনেকে একত্র হইয়া উক্ত যোদ্ধা ও তাহার সঙ্গিদিগকে প্রহার করিতে লাগিল; এমত সময়ে অপরে জনরব করিলেক যে নাদির শাহের মৃত্যু হইয়াছে; তাহাতে অনেকে কোলাহল করিয়া সর্ব্বত্রই পারশ্য সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিল। কথিত আছে এই প্রকারে দুই সহস্র লোক বিনষ্ট হয়। পরন্তু তাহার সংবাদ নাদির অতি বিলম্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই। রাত্রি দুই প্রহরের পর তিনি এই কথা শ্রুত হইলেন, কিন্তু তখন কিছু না করিয়া প্রভাতে নগরের প্রকাশ্য স্থানে রৌষনুদ্দৌলার মস্‌জিদের ছাতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া মহাকোপে কোলাহল দেখিতেছেন, এমত সময় এক ব্যক্তি অভিদূরহইতে তাঁহার প্রতি এক বন্দুক ছুঁড়িলেক, এবং তাহার গুলিদ্বারা তাঁহার এক জন পারিষদ নিহত হইল। এই ঘটনা শুষ্ক-তৃণস্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নাদিরের কোপকে প্রজ্বলিত করিল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন যে সকল ছাতহইতে পদাতিরা বন্দুক মারিতে থাকুক, এবং অশ্বারোহিরা রাজপথ-বিচরণ-পূর্ব্বক প্রাণিমাত্রকে নিহত করুক। আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তাঁহার সৈন্যেরা নগর আক্রান্ত করিলেক, এবং দৃষ্টিমাত্র আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে নির্দয়রূপে ধ্বংস করিতে লাগিল। নাদির ভীষণবেশে আরক্তনয়নে মস্‌জিদের ছাতহইতে অকাতরে ঐ নিষ্ঠুর ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন, তাহাতে মধ্যাহ্ন অবধি তাঁহার ক্রোধের শান্তি হয় নাই। অবশেষে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মনুষ্য হত হইলে মুহম্মদশাহ এবং নগরের প্রধান ব্যক্তি-সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে পারস্যরাজ-সম্মুখে নত-মস্তক হইয়া একস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিল, “প্রভো, নগর রক্ষা করুন।” কেবল মুহম্মদ বাক্যোচ্চারণে অশক্ত হইয়া অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে নাদিরের মনে দয়ার সঞ্চার হইল, এবং “তৈমুরের বংশের প্রার্থনা আমার নিকট ব্যর্থ হইবে না” এই কথা বলিয়া আজ্ঞা দিলেন যে সৈন্য সকল শিবিরস্থ হয়। তাহাতে ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত নগর নিরাপদ হইল; ফলতঃ নাদিরের সৈন্য এমত সুশিক্ষিত ছিল যে অত্যন্ত উৎকট আজ্ঞা পালনেও কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব করিত না।

কথিত আছে যে অতঃপর নাদিরশাহ নগরস্থ জনগণের ৭০ কোটি টাকা দণ্ড করেন, ও তাহার আদায়ের নিমিত্ত নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া সৈন্যদ্বারা প্রজাপীড়নে নিযুক্ত হন। একে অর্দ্ধদিবসের মধ্যে একলক্ষ বিংশতি সহস্র মনুষ্য হত হইয়াছে তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয় নাই. তাহার পর নগরদ্বার রুদ্ধ হওয়াতে কাহারও বহির্গমনের উপায় নাই, ইহাতে নগরমধ্যে ভয়ানক মারী ও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল। ইহার উপায়ের নিমিত্ত কেহই নাদিরের নিকট

প্রার্থনা করিতে পারে না, সুতরাং সকলেই হতাশ হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল; এমত সময়ে মীর তকি নামা এক জন নট আপন পরিহসন-চাতুর্য্যে নাদিরকে তুষ্ট করে, ও তিনি তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলে সে এই যাচ্ঞা করে যে নগরের দ্বার বিমুক্ত হয় যাহাতে দীন প্রজারা প্রাণদান প্রাপ্ত হইতে পারে। তকির প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়, এবং তাহাতেই দিল্লীর রক্ষা হইয়াছিল। এই ঘটনার পর নাদির প্রায়ঃ ৫০ দিবস দিল্লীতে বাস করিয়া অবশেষে ৩২ কোটি টাকার স্বর্ণ ও মণি মাণিক্য সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। এই প্রকারে নাদিরের আক্রমণে মোগলরাজ্য ধ্বংশ হয়, যে যৎ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল তাহা বিংশতি বৎসর পরে পানিপতের যুদ্ধে* এককালে শেষ হয়; এবং প্রায়ঃ সেই অবধি দিল্ল্যধিপতি মুহম্মদের বংশধরেরা ইংরাজদিগের প্রদত্ত বেতন ভোগ করিতেছিলেন; সম্প্রতি বিদ্রোহিতাদোষে তাহাও চ্যুত হইয়া রাঙ্গুননগরে কারাবদ্ধ রহিয়াছেন।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অন্ত্যযমকের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্ত্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।

উৎপৎস্যতেঽস্তি মমকোপি সমানধর্ম্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধির্ বিপুলা চ পৃথ্বী॥
ভবভূতিঃ

প্রথম সর্গ।

ধবল নামেতে শৃঙ্গ হিমাচল শিরে—
অভ্রভেদী, দেবাত্মা, ভীষণ মূর্ত্তিধর;
সতত ধবলাকৃতি, বিশাল, অটল,
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপোসাগরে ভীম ব্যোমকেশ,
যোগিকুলধ্যেয় যোগী! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনক কিরীট)
না পরে এ গিরি সবে করি অবহেলা,
পৃথ্বীসুখে বিমুখ পৃথিবীপতি যথা
জিতেন্দ্রিয়! সুনাদিনী বিহঙ্গিনী দল,
সুনাদক বিহঙ্গ, ভ্রমর মধুলোভা
কভু নাহি ভ্রমে তথা! মৃগেন্দ্রকেশরী,
করীশ্বর, গিরীশ্বরশরীর যাহার,
শার্দ্দূল, ভল্লূক, বনচর জীবকুল,
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর!
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কল কল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী। ঘনস্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী!
যক্ষ, রক্ষ, দানবারি, দানব, মানব;
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন!

---

* এই যুদ্ধের বিবরণ বিবিধার্থের প্রথম পর্ব্বের ১৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারিদিগে
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে যেন ভূত।
এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে,
নমিয়া, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি!
তব কৃপা—মন্দর দানব দেব বল
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে;
এ বাক্সাগর আমি করিয়া মথন,
লভি, মা, কবিতামৃত—সুধা নিরুপম!
অকিঞ্চনে কর দয়া বিশ্ববিনোদিনি!
যে শশী জ্বলে, জননি, ধূর্জ্জটি-ললাটে,
ফুলদলে শিশির-নীরের আভা তাতে!
কোথা সে ত্রিদিব? যার ভোগ লভিবারে
যুগে যুগে কঠোর তপস্যা করে নর?
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে?
সগরের বংশ হয় যে লোভেতে হত?
কোথা সে অমরা পুরী—কনকনগরী?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, স্বর্গের আলয়,
প্রভায় মলীন যার ইন্দু, প্রভাকর?
কোথায় সে রাজছত্র, কনক আসন,
যথা রবিপরিধি সুমেরু-শৃঙ্গোপরি!
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন
কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলেশ্বর!
কোথা সে উর্ব্বসী দেবী—ঋষিমনোহরা,
চিত্রলেখা—জগতজনের চিত্তলেখা?
মিশ্রকেশী—যার কেশ নিগড় হইয়া,
কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে!
কোথায় কিন্নর? কোথা বিদ্যাধরদল?
গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে?
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ
মহারথী? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ!
যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জ্জনে
দেবকলেবর কাঁপে করি থর থর;
ভূধর অধীর হয়, চমকে ভুবন
আতঙ্কে? কোথা সে ধনু, ধনুকুলরাজ?
আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা
মেঘময় গগণের শিরোপরে শোভে,
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে!
কোথায় পুষ্কর আবর্ত্তক—ঘনেশ্বর?
কোথায় মাতলি বলী? কোথা সে বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে;
জ্যোতিঃ আর সৌদামিনী হয়েছে লাঞ্ছিত!
কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত? উচ্চৈঃশ্রবা
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা অংশুগতি?
কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্তযৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন আনন্দময়ী দেবী,
আয়তলোচনা? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
কামধুক্ যথা বিধাতা, যার পূতপদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
ধোন্ সদা প্রবাহিনী কল কল কলে?
হায়রে কোথায় আজি সে দেববৈভব!
হায়রে কোথায় আজি সে দেবমহিমা!
দুর্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
ঘোরতর সমরে, অমরে করি জয়,
পুরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে দেবারি পামর।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, অতিক্রমি তীর,
গ্রাসে নগর, নগরী, প্রাচীর প্রাসাদ,
ক্ষেত্র, কুঞ্জ, কানন; ভৈরব রব করি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণকুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট;—
যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ, ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ।
সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি
প্রচণ্ড-দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে,
আকুল! যথা পাবক, বায়ু যাঁর সখা,
সর্ব্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কানন,
বিশাল রসালতরু, লতা, গুল্মচয়
ভস্মময় আশু আশুশুক্ষণির তেজে;
ঘন ঘনাকার ধূম উঠয়ে গগণে
তার মাঝে অগ্নিশিখা লক লক করে,
রক্তরসে রসিত রুদ্রাণী-রসনা,

রক্তবীজ রক্তপানে লুলিত যেমত!
গঁভীর গর্জ্জন করি, ভীম বিভাবসু
গ্রাসেন, যাহারে পান, আপনার পাশে;
মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী;
মদকল নগদল চঞ্চল হইয়া
করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
আশুগতি; পালায় শার্দুল, মৃগাদন,
বরাহ, মহিস, খড়্গী—অক্ষয়-শরীর;
ভল্লূক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক;
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারিদিগে;
মহা কোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবনতরঙ্গ যথা পবন তাড়নে!
অব্যর্থ কুলিশ ব্যর্থ দেখিয়া সমরে,
পালাইলা কুলিশী সঙ্গ্রাম পরিহরি;
পালাইলা পাশী দেখি পাশ ভয়ঙ্কর
ম্রিয়মাণ, মন্ত্র বলে মহোরগ যেন!
পালান অলকানাথ ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন; পালান পবন
পবন-বেগে শূরেন্দ্র, বায়ুকুলপতি।
দুষ্টাসুর-শরে জরজর-কলেবর,
শিখি-পৃষ্ঠে পালাইলা বর্হিণবাহন
মহারথী; পালাইলা তপন তনয়
সর্ব্ব অন্তকারী, কোপে দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড— ব্যর্থ এবে রণে।
পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি,
জয় জয় নাদে দৈত্য পূরে ত্রিভুবন।
দৈববলে বলী দুরাচার, অহঙ্কারে
প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনকনগরী,
বসিল দেব আসনে দেবারি পামর।
দিনমনি প্রণয়িনী কমলিনী ধনী,
ভেদিয়া ভ্রমর যেন বক্ষস্থল তার,
লুটিতে লাগিল মধু—অমৃত দুর্লভ।
নির্ম্মল সলিলা নগবালা শৈবলিনী,
পঙ্করাশি আসি যেন কলুষিলা তাঁরে।
বসুধার শ্যাম অঙ্গ, বরাহ দুর্জ্জয়
ভীষণ দশনে যেন লাগিল খণ্ডিতে।
হায়রে যে রতির মৃণাল ভুজ পাশ,
প্রেমের কুসুম ডোর—বাঁধিত সতত
মধুসখা সুখী, স্মর হর কোপানল
ভয়ঙ্কর, বিরহ অনল রূপ ধরি,
দহিতে লাগিল যেন সে রতির হিয়া।
সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি
লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল;
ঔর্ব্ব্য ঋষি ক্রোধানল পশি যেন জলে
জ্বালাইলা জলধি, চঞ্চলি জলচরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে বুঝিতে পারে,
কিবা নরে, কি অমরে? বোধাগম্য তুমি!
ত্যজিয়া ত্রিদিব, দেবেশ্বর পুরন্দর
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী;
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরে,
কিম্বা বিশাল রসাল তরু শাখা পাশে
বসে উড়ি; হিমাচলে আইলা বাসব।
বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে,
মহত জনের আশা মহত যে জন।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
প্রহারে চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা
হৈম, শৈল রাজসুত মৈনাক পশিলা
অতল জলধিতলে— মান বাঁচাইতে!
যথা ঘোরতর বাত্যা, করিয়া অস্থির,
গভীর পয়োধি নীর, ধরি মহাবলে
জলচর কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিকে,
ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল;
অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব সংগ্রামে
দানবারি! একাকী বসিলা মহারথী।
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ হয়ে রণে,
কমল চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচণ্ড আঘাতে খণ্ড শরীর কেশরী
শিখরি সমীপে যথা—ব্যথিত হৃদয়ে
কনক-নির্ম্মিত ধনু—রতন-মণ্ডিত,
(কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
অনাদরে অদূরে পর্ব্বতোপরি শোভে

আভায় করিয়া আলো ধবল ললাট,
শশীকলা উমাপতি ললাটে যেমতি॥
শূন্যতূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,
যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিয়াছিল ঘোর
জলনিধি; শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
দৈত্যকুল—করি-অরি-নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে!
হায়রে অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ!
হায়রে গরিমাহীন গরিমা-নিধান!
যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
ভূষেণ রজনী-সখা, স্বর্ণতারা বলী,
গ্রহরাশি—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে।
এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দ-গতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজ্য-কার্য্য অবনীমণ্ডলে।
শুখাইল নলিনের প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সমুখে; মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বর।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক হইয়া,
আইলো তরুবর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গেহে।
মৃদুহাসি শশী সহ নিশা দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী;
বন, উপবন, শৈল, সর, জলাশয়,
চন্দ্রিমার রজকান্তি সাজায় সবারে।
কুমুদিনী, বিধুপ্রণয়িনী, শোভে জলে;
স্থলে শোভে ধূতূরা ধবল বেশ ধরি—
তপস্বিনী! যার পাশে অলি মধুলোভা
কভু নাহি যায় ডরে; আইলা নিদ্রা এবে,
বিরাম-দায়িনী দেবী—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বজনী সপনদেবী সহ;
বসুমতী সতী তাঁর কমল চরণে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।
আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভৈরবী ভৈরব পাশে যথা
মন্দগতি; গেলা সতী কৌমুদীবসনা,
যথা বিরাজেন দেবরাজ শিলাতলে।
ধরি করকমলে কোমল-পদযুগ,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে; অশ্রু-বিন্দু, দেবেন্দ্র-চরণে,
শোভিল শিশির যেন শতদলদলে,
উষা যবে জাগান অরুণে, সাজাইতে
এক চক্ররথ, খুলি পদ্ম কর দিয়া
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার! আইলেন এবে
নিদ্রা দেবী সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
(সৌরভ মধু যেমতি পুষ্পদাম সহ)
মৃদু মন্দ পবন বাহনোপরি বসি,
আসি উত্তরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি;
কিন্তু কাতর দেখিয়া সহস্র লোচনে,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
সুন্দরী কিঙ্করী নারী নরেন্দ্র সমীপে,
দাঁড়ায় যেমতি—স্বর্ণপুতলির দল।
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিদ্রা পানে চাহি,
মৃদুস্বরে শ্যামাঙ্গিনী কহিতে লাগিলা;—
"হায়, সখি, বিষম বিধির একি লীলা?
দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের নাথ,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি! একি সাজে গো তাঁহারে?
হায়রে যে কল্পতরু নন্দনকাননে
মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাকর, কে ফেলে তুলে সে তরুপতি
মরুভূমে? কাহার না ফাটে বুক দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির সাগরে!"
কহিতে কহিতে দেবী শর্ব্বরী সুন্দরী
কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা!
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্নতার বীণাসম নীরব রসনা;—
অরেরে দারুণ শোক, এই তোর রীতি!
শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রা দেবী তবে
উত্তর করিলা মাতা অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
গুন গুন মধুবোলে নিকুঞ্জ পুরিলা।
"যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?

আইস এবে তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
যদি পারি, কিঞ্চিৎ কালের জন্যে হরি
এ বিষম শোকশেল, করিয়া যতন।
ডাক তুমি, স্বজনি, মলয় মারুতেরে;
বল তারে আনিতে সৌরভ শীঘ্রগতি;
কহ তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে।
আমি যাই, মুদি যদি পারি, প্রিয়সখি,
ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে।
গড়ুক স্বপন দেবী মায়ার পৌলোমী—
মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী, কবরী মন্দার সুশোভিত;
বেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ার নন্দন;
মায়ার উর্ব্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
যেন বীণাপাণি, পদ্মযোনি বিলাসিনী,
গাউক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে।
যে অবধি, নলিনের বিরহে কাতর,
নলিনের সখা আসি নাহি দেন দেখা,
কনক উদয়াচল শিখরে, তপন—
আইস, সখি বিধুমুখি, আইস তোমা দোঁহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ॥”
তবে নিশি, নিদ্রা, স্বপ্নদেবী কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ চম্পক দাম গাঁথি যেন রতি
প্রাণপতি মদনের গলে দোলাইলা!
বেড়িয়া দেবেন্দ্রে দেবীদল, স্তব্ধভাবে,
যাঁর যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোটা ছিল,
একে একে লাগাইলা; কিন্তু দৈব দোষে
সকল বিফল হল; যামিনী অমনি
চঞ্চল হয়ে জননী, মৃদু, কল স্বরে,—
একাকিনী সুনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা।
“কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি!
আমা সবা এভবমণ্ডলে কেবা জিনে?
যথা যাই তথা বিজয়িনী মোরা সবে;—
গহন বিপিনে, কিম্বা সমুদ্র মাঝারে,
বাসরে, আসরে, রাজসভা, রণভূমে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, আমরা করি জয়;
কিন্তু হেথা বৃথা আজি আমাদের বল।”

শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—শশী যেন হাসে—
কহিলা শ্যামঅঙ্গিনী রজনীর প্রতি;
“মিছে খেদ কেন সখি কর গো আপনি?
দেবেন্দ্র রমণী ধনী পুলোম দুহিতা
বিনা, অন্যকার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জ্বলন্ত শোকানল? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি আনি হেথা সে চারু হাসিনী।
পতিহীনা পারাবতী যেমতি বিলাপী,
তরুবর শৃঙ্গধর সমীপে রূপসী
কান্তচাহে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে মনে;—
ভ্রান্তি দূতী সহ সতী ভ্রমে ত্রিভুবন
শোকাতুরা! শুন ওগো রজনি স্বজনি,
যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব।”
যাও বলি আদেশ করিলা শশী প্রিয়া।
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর পথে,
নির্ম্মল তরলতর রূপের আভায়
আল করি ত্রিলোক, ত্রিলোক মনোহরা—
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে॥
গেলাচলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
দ্রুতবেগে; শর্ব্বরী নিদ্রার সহ তবে
বসিলা ধবল শৃঙ্গে; আহা, কিবা শোভা!
যুগল কমল যেন জগত মোহিতে
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর সরোবরে!
বসি ধবল শিখরে নিদ্রা, বিভাবরী,
আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা,
জলধারা বিহনে কাতরা চাতকিনী
চাহে যথা এক দৃষ্টে জলদের পানে।
আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগণ মণ্ডল
হইল উজ্জ্বল, যেন পাবকের শিখা
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির তরঙ্গ
উঠিলা অম্বর পথে; কিম্বা দিবাকর
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দিলা দরশন।
শতেক যোজন বেড়ি আলোক মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল দলে, কিম্বা নিকষে যেমন
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্রাকারে।
এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন শতী ওই?

কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি,
কেমনে মানব আমি চাব ওঁর পানে?
রবিছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে?
এ দুর্বল দাসে কর তব বলে বলী।
চরণ যুগল শোভে মেঘবর শিরে,
নীলজলে রক্তোৎপলী প্রফুল্লিত যথা,
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন।
দশচন্দ্র পড়িয়া রাজীব পদতলে,
পূজাছলে বসে তথা—সুখের সদন।
ঘনপতি-পুষ্কর উপরে বসি সতী
দেখাদিলা ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রের মনোলোভা,
আল করি ত্রিভুবন—যথা পদ্মালয়া,
আয়ত নয়না, ইন্দু বদনা,ইন্দিরা,
রমা—যাঁর বক্ষস্থলে, সৌরভ যেমতি
পুষ্পদলে—নিবাস করেন শ্রীনিবাস,—
রত্নাকর রত্নোত্তমা নিরুপমা সুতা,—
দেখা দিয়াছিলা দেবী কমলা বিমলা,
যবে সুরাসুর, দক্ষ, রক্ষ, যক্ষ মিলি,
মথিলা জলধি নিধি, বিধি বিধি দিলে।
কাঞ্চন মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী,—কামের কামিনী যে বেণী লইয়া
গড়ে নিগড় রমণ বাঁধিতে বাসবে!
অনন্ত যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
সাজায় ধরণী ধনী দেহ মধুমাসে,
উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ!
অলিপংক্তি, রতিপতি ধনুকের গুণ,
ধরি সে ধনু আকার, বসিয়াছে সুখে
কমল নয়ন যুগোপরি, মধু আশে
নীরব!—হায় রে মরি! এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি দেখি ও বদন!
পদ্মরাগ খচিত, পদ্মের পর্ণসম
পরিধান বসন, সে উপ্ত হৈম সূতে,
তাহার অঞ্চলে রত্নাবলী, অচঞ্চল
যথা ক্ষণপ্রভা, শোভে মহা প্রভাময়ী!
সে অঞ্চল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরে
শোভে যথা কামকেতু যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে!
মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা,
জগন্মোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে,
সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা জগদ্ধাত্রী যেন,
আইলা অম্বরপথে মৃদুমন্দগতি।
কিন্তু ওকি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে?
অরেরে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল পুষ্পে বাসা কিরে তোর?
সর্ব্বভুক্, সর্ব্বভুক যথা, তুই দুরাচার
তীক্ষ্ণদন্ত? কাঁদেন ত্রিদিবেশ্বরী শচী
একাকিনী শূন্যমার্গে! চল, মেঘবর!
মেঘকুল রাজা তুমি, উড় দ্রুতবেগে।
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে
ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণ লতিকা, যাহার
পরশে এ শোক-শক্তি-শেলাঘাত হতে
পরিত্রাণ পাবেন দেবেন্দ্র দেবপতি!
আইলা পৌলোমী শচী মেঘাসনে বসি,
তেজরাশি-বেষ্টিতা; নাদিল জলধর;
সে গভীর নিনাদ শুনিয়া, প্রতিধ্বনি
অমনি রমণী তাহে বিস্তার করিল
চারিদিকে; পর্ব্বত, কন্দর, কুঞ্জবন,
নিবিড় কানন,দূর নগর, নগরী,
সে স্বর তরঙ্গে রঙ্গে পুরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, বিরহ বিধুরা বালা যথা
হেরি দূরে প্রাণনাথে, ধায় ধনী রড়ে
লাজের মাথায় দিয়া ছাই-কামাতুরা।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী;
শিখী প্রকাশিল চারু চন্দ্রক কলাপ;
বলাকা, আবদ্ধ মালা, আইলা ত্বরিতে
যুড়িয়া আকাশ পথ; সুবর্ণ কন্দলী—
ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিলা;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলির ধ্বনি,
চাহেগো নিকুঞ্জ পানে, যথা বনমালী,
বসিয়া কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।
ঘনাসন ত্যজি তবে নাবিলেন শচী
ধবল শিখর পাশে; একি চমৎকার!
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনক মণ্ডিত

সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্মা স্থাপিলা সে খানে।
উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদু মন্দ গতি
ধবল মালায় সতী। আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিলা।
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন,
বিকশিয়া চারিদিকে হাসিতে লাগিল—
নীলাম্বর-তলে হাসে তারা-দল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা।
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা। মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা।
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি ধনী প্রণয়ের কুসুমের ফাঁদ
বিরলে! বিশাল তরু, বল্লরীরমণ,
মঞ্জরিত বল্লরীর বাহু পাশে বাঁধা,
দাঁড়াইলা চারিদিকে, বীর বৃন্দ যথা।
শত শত উৎস, রজস্তম্ভের আকার,
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বর্ষিয়া সোভিল অচলের বক্ষঃস্থল।
সে সকল জল-বিন্দু একত্র হইয়া,
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল-সলিল-পূর্ণ; তাহাতে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
ক্ষণকাল! কুমুদিনী, বাসরে যেমতি
যুবতী কামিনী কান্তে একান্তে পাইয়া,
সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল!
সে সরোদর্পণে তারা, তারনাথ-সহ,
শোভিল পুলকে যেন নূতন গগণে,
তরল তর! বসন্ত—মদন-সামন্ত,
ঋতুকুল-পতি, আসি অতি দ্রুতগতি,
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।
হায়রে কোথা পাব এ কুঞ্জের তুলনা?
প্রাণপতি-সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
কিছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
ফোটে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশ দুহিতা—
শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।
কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা?
প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর।
কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিক্ত হলে,
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,
পুষ্প আভরণে ভূষে আপনার বপু
হরুষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে,
কিন্তু আজি ধবলের হের বাজি খেলা।
অরেরে বিজন, বন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
হেরিএ নারীন্দু-পদ অরবিন্দ-যুগ,
আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই?
স্মরহর দিগম্বর, শর প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরি দেখিয়া,
মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে?
ফেলি দূরে হাড় মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব?
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে!
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী।
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
বেড়িল বাসব হৃৎ-সরসী পদ্মিনীরে,
স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
বেড়ে আসি দৈত্য দল। অদূরে সুন্দরী
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী
মুকুলিত-সুবর্ন-লতিকা-বিভূষিত,
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চকমকি! দেবদারু—শৈল-শৃঙ্গ যথা
উচ্চতর; রসাল—লতা-কুলের বঁধূ,
রসের সাগর তরু; মৌল—মধুক্রম;
শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর

যোগী কপর্দ্দী; বদরী—যার তলে বসি,
যশঃসুধা পানে চিরজীবী দ্বৈপায়ন,
কবিকুল গুরুঋষি, ভুবন-বিদিত,
কহেন মধুরস্বরে, মোহিয়া ভুবন,
মহাভারতের কথা! কদম্ব সুন্দর—
কামিনীর সুরভি নিশ্বাসে করি চুরি
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
কেননা মন্মথ মন মথেন যে ধনী,
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন!
অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে দেবি,
লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহার
যথা বিলাপীর আঁখি! শিমূল—বিশাল
বৃক্ষ; ইঙ্গুদী তপস্বী—তপোবন বাসী;
তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়া তলে
সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
নাচেন যুবতী সঙ্গ! শমী—বরাঙ্গণা,
বন-জ্যোৎস্না! আমলকী—বনস্থলী সখী;
গাম্ভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরী
দেবতা কুলের বৈদ্য! আর কব কত?
চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী;
ঘুনু ঘুনু ধ্বনি করি কিঙ্কিনী বাজিলা,
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভুমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে
দিয়া, স্তব্ধ ভাবে পুজে রাঙ্গা পা দুখানি।
কোকিল কোকিলা-সহ মিলি আরম্ভিলা
মদন-কীর্ত্তন-গান; চলিলা রূপসী।
যথায় অর্পণ দেবী করেন চরণ,
কোকনদ, কুমুদ ফুটিয়া শোভে তথা।
অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন;
তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি
আলিঙ্গিয়ে পরস্পরে বিস্তারে যতনে.
নবীন পল্লব ছত্র, প্রবালে খচিত,
মুকুল, কুসুম—পদ্মরাগমণি-সম—
ঝালর বেষ্টিত—মরি! কিবা শোভা তার!
সুপ্ত পীতাম্বরোপরে অনন্ত যেমতি,
অযুত ফণা ফণীন্দ্র করেন বিস্তার।
চারি দিকে ফুটে ফুল; কেতকী, কিংশুক,
স্মর প্রহরণ উভে; কেশর সুন্দর—
রতিপতি মহাদরে ধরে যারে করে,
মহীপতি ধরয়ে কনক দণ্ড যথা;
পাটলি—মদন-তূণ, পূর্ণ ফুল-শরে;
মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে,
অনিল উন্মত্ত সদা; নবীনা মালিকা—
কানন আনন্দময়ী; চারু গন্ধরাজ—
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি;
চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
কে না লোভে ত্রিভুবনে? লোহিত লোচনা
জবা—মহিষমর্দ্দিনী আদরেন যারে;
বকুল—আকুল অলি যাহার সৌরভে,
কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, সুখে মজি,
রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা;
রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
শ্বেত, সরস্বতি, যেন তব শ্বেতভুজ!
কর্ণিকা—যার পেশল উরসে, বিলাসী
শিলীমুখ, তপন তাপেতে তাপী, সুখে
লভয়ে বিরাম, যথা বিরাজয়ে রাজা
সুপট্ট-শয়নে; হায়, কর্ণিকা অভাগা!
বর বর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতী যৌবন!
কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
ধুতূরা সতী যেমতি, কিন্তু রতি-দূতী,
রতি কাম-সেবায় সতত ধনী রত!
পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডল যেমত
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে;
তিলক—ভবানী ভালে শশীকলা যথা
মনোহর! ঝুমুকা—সুচারু মূর্ত্তি যার
প্রমদা নির্ম্মিয়া স্বর্ণে পরে মহাদরে!
অন্যান্য প্রসূন যত কত কব আর?
এ সব ফুলের মাঝে দেখিলেন দেবী,
ফুটিয়াছে নারীকুল, ফুল রুচি হরি,
রূপের আভায় আল করিয়া কানন;—
পার্ব্বত দুহিতা সবে—কনক-পুতলি,
কমল বসনা, শিরে কমল কিরীট,
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী,
ইন্দিরা! কাহার করে হৈম ধূপ দান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু,

গন্ধামোদে আমোদ করিছে কুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি
ধবল, ভূধরেশ্বর; কার হাতে শোভে
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য; কেহ বা যোগায়
মন্দাকিনী-বারি মণিময় পাত্রে ভরি,
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর,
কেহ বা মন্দারদাম—তারাময় মালা—
ধরে করিয়া যতন রতন-বাসনে।
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি;
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরিষয় মধুর সুস্বর,
কোন বামা—কামের কামিনী সমা—ধরে
রবাব, সঙ্গীতরসরসিত অর্ণব;
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে;
সপ্তস্বরা, মন্দিরা, ভুবন-মনোহরা;
তম্বুরা—অম্বর পথে গরজে যেমতি
গভীর জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে।
দেখিয়া সতীরে, যত পার্ব্বতী যুবতী,
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
আন তুমি শৈল গেহে গিরীশ দুহিতা—
দশভুজা গিরিজা—সম্বৎসর-বিরহ-
নাশিনী আনন্দময়ী—গিরীশ-মহিষী,
সহ সহচরীগণ, ভাসি নেত্র নীরে,
হাসি কাঁদি গায় নাচে;—হেরিয়া শচীরে,
অচিরে পার্ব্বতী দল গীত আরম্ভিলা।
"এস হে বিধুবদনা, বাসব-বাসনা!
অমরাপুরী ঈশ্বরি, ত্রিদিবের দেবি!
স্বাগত, স্বাগত তুমি! তব দরশনে,
ধবল অচল আজি আনন্দে অচল।
শৈলকুল-শত্রু শক্র, তব প্রাণপতি;
কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ—
কেশরী কেশরী-সঙ্গে যুদ্ধ রঙ্গে রত।
এস হে লাবণ্যবতি, দুহিতা যেমতি,
আসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু তরু কোলে! যাঁহারে যতনে,
তলাসিছ, সে রতনে পাইবা এখনি।
বসি ওই সিংহাসনে তব পুরন্দর।"
মগ্ন হৈলা যত নগবালা অরবিন্দ-
ভূষণা; সম্মুখে দেবী কনক আসনে,
নন্দন কাননে যেন, দেখিলা বাসবে।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণ,
চলিলা তাঁহার পাশে কুঞ্জর-গামিনী,
পবন-বেগিনী, যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ বিধুরা, ধায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।
যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদ-শব্দ—চির পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে!
উন্মীলিলা আখণ্ডল সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সরস
উন্মীলে কমল কুল; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যাম-অঙ্গিনী আইসে মৃদুগতি,
অযুত আঁখি খুলিয়া গগণ কৌতুকে
হেরে সে শ্যাম বদন—সুখের সদন!
বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের
লইলা ত্রিদিব-দেবী নিজ বক্ষঃস্থলে
যতনে, রতনাকর নিশাকরে যথা,
যবে ফুল-কুল-সখা, সুবর্ণ প্রত্যূষ
মুক্তাময় কুণ্ডল পরায় ফুলকুলে!
কোথা সে ত্রিদিব, নাথ?—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে?
কিন্তু হেরিয়া, রমণ, ও বিধুবদন,
পাশরিলাম আমি এবে পূর্ব্ব দুঃখ যত!
কিছার সে স্বর্গ? তার সুখভোগে ছাই!
এ অধিনী সুখিনী কেবল তব পাশে!
বাঁধিলে শৈবলবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে? নিদাঘ যদ্যপি
সুখায় সে জল তবে নলিনীও মরে!
আমি হে তোমারি, দেব!"—কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নিরব হইলা দেবী, অশ্রুময় আঁখি;
চুম্বিলা সে অশ্রু আঁখি দেব পুরন্দর
সোহাগে,—চুম্বয়ে যথা মলয় অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল লোচনে!

"তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
দুরূহ কি ভাবে, ধনি, তোমার কিঙ্কর?
তুমি যথা স্বর্গ তথা!"—কহিলা বাসব
গভীর বচনে, যথা গরজে কেশরী
কৃশোদর, হেরি বীর পর্ব্বত কন্দরে
সিংহী কামিনীরে;—কহিলেন পুরন্দর—
"তুমি যথা স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি!
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে সকল সংবাদ!
কোথা জলনাথ? কোথা অলকার পতি?
কোথা হৈমবতী-সুত, তারক-সূদন,
শমন, পবন, আর যত দেব রথী?
কোথা চিত্ররথ? কহ, কেমনে জানিলা
ধবল-শিখরে আমি বসিয়াছি আসি?"
উত্তর করিলা দেবী পুলোম-দুহিতা—
মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী;—"মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজি
দেখা মোর শূন্যমার্গে স্বপ্নদেবী-সহ!
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,
ভ্রমিতে ছিলাম বিশ্ব অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিলে, নাথ, তোমার বারতা!
সমরে বিমুখ হয়ে অমরের সেনা
ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা; চল, দেবপতি,
শীঘ্রগতি চল তথা, ওহে দেবেশ্বর!"
শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি!
স্মরণ করিলা দেব আপন বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে,
গতি, ভাতি, উভয়েতে তড়িত লাঞ্ছিত!
আইল রথ তেজঃপুঞ্জ সে নিকুঞ্জ বনে!
বসিলা দেবদম্পতী পদ্মাসনোপরে,
উঠিল আকাশে গর্জ্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
নীলাম্বর আল করে, বৈনত যেমত
শশী আর অমৃত উভয়ে লয়ে সাথে;
কিম্বা যেন হৈমপোত, বিস্তার করিয়া
বাষ্পপাখা, ভাসিল সাগর নীল জলে।

ইতি শ্রী তিলোত্তমা সম্ভবে কাব্যে
ধবল-শিখরো-নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

বাসবদত্তার আখ্যান ভাগ।

বিখ্যাত কবি সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তার রচনা-চাতুর্য্য অতীব মনোহর বলিয়া বিখ্যাত আছে; তন্নিমিত্তই উক্ত গ্রন্থ সংস্কৃত গদ্য কাব্যের মধ্যে এক খানি শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গণ্য হয়। ঐ রচনা-চাতুর্য্যের প্রধান লক্ষণ কি তাহার জ্ঞাপণার্থে শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র চূড়ামণি মহাশয় নিম্নস্থ সংক্ষেপ অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন। পাঠকবর্গ তাহার পাঠে প্রস্তাবিত গ্রন্থের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহা ভবিষ্যতে অবকাশমতে প্রকটিত হইতে পারে।

বিং সং সং।



তি পূর্ব্বকালে চিন্তামণি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কন্দর্পকেতু। কন্দর্পকেতু একদা অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্কা দেশীয়া এক পরমসুন্দরী কন্যাকে স্বপ্নে দেখিলেন। ঐ সুন্দরী স্বপ্নযোগে নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে কন্দর্পকেতু পূর্ব্ববৎ বিবুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববৎ বিবেক-দশার প্রাদুর্ভাব হইল না; সুতরাং তিনি শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া উন্মত্তপ্রায় যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন যথেচ্ছাচার তাঁহাকে এমন বশবর্ত্তী করিল যে তিনি এককালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিলেন, বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক স্বপ্নদৃষ্ট যুবতীকে যেন সম্মুখে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন "প্রিয়তমে! তুমি কোথায় যাও।" এতদবস্থার কিয়ৎক্ষণ পরে যৎকিঞ্চিৎ সচেতনপ্রায় হইয়া তাদৃশ আকাশব্যবসায়হইতে নিরত হইলেন, এবং পরিজনবর্গকে সবিশেষ নিষেধিয়া গৃহদ্বারে কপাট দিয়া সেই শয্যাতে গিয়া পূর্ব্ববৎ পুনরায় শয়ন করিয়া রহিলেন। সে দিন তাঁহার স্নান-ভোজনাদি আহ্নিকাচার মাত্র হইল না। কতক্ষণে নিদ্রা হয় এবং নিদ্রা হইলে কতক্ষণে সপ্নরাজিনী সেই প্রিয়তমার পুনরায় স্বপ্ন-সমাগম

লাভ করেন এই প্রত্যাশায় নিরাহারে ও নির্ব্বিহারে ঐ অহোরাত্র অতি বাহিত করিলেন।

পরদিন কন্দর্পকেতুর প্রিয়বয়স্য মকরন্দ কোনরূপে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কন্দর্পবাণ-গ্রস্ত তাদৃশাবস্থ প্রিয়সখা কন্দর্পকেতুকে প্রবোধিতে লাগিলেন "সখে! এ কি করিতেছ! তুমি অতি ভদ্রলোক, সুজনেরা যে পথ স্পর্শও করিতে ঘৃণা করেন, তাহা অবলম্বন করা তোমার উচিত হয় না। তাহা তোমার পক্ষে অতি নিন্দনীয়। প্রিয় সখে! তোমাকে বলিবার অপেক্ষা কি, তুমি এই মহাবিরুদ্ধ সংসারযাত্রার ভাব সকলি অবগত আছ। এখানে খলস্বভাব লোকেরা সতত বিতর্কদোলা আরোহণ করিয়া দুর্ব্বিহার করে। তাহারা তোমাকে এরূপ দেখিলে নানা মন্দ কথা তুলিয়া, রাষ্ট্র করিবে, তত্ত্বের অনুসরণমাত্র করিবে না।"

মকরন্দ এই প্রকারে সবিস্তর প্রবোধিলে কন্দর্পকেতু শয্যাহইতে কথঞ্চিৎ গাত্রোত্থান করিলেন, এবং প্রিয়বয়স্য মকরন্দের সমক্ষে স্বীয়স্বপ্নবৃত্তান্ত সবিশেষ সমস্ত বর্ণন-করণপূর্ব্বক অবশেষে কহিলেন, "সখে! আমার মনোবৃত্তি দিতির ন্যায় শতমন্যু-সমাকুল হইয়াছে, অতএব এক্ষণে আর প্রবোধিবার সময় নাই। ভাইরে! বলিতে কি, সেই ত্রিভুবন-ললামভূতা প্রিয়তমাকে পুনর্ব্বার দেখিতে না পাইলে আমার জীবিত-রক্ষার দ্বিতীয় উপায় নাই। এপর্য্যন্ত তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া এই দেখ আমার অঙ্গসকল ক্রমে২ যেন পাক পাইয়া যাইতেছে; আমি যেন প্রায় সিদ্ধ হইতেছি; মর্ম্মভেদ-প্রযুক্ত আমার প্রাণ যেন আর দেহে নিমেষমাত্র থাকিতে চায় না। প্রিয় বয়স্য! তোমাকে আর অধিক কি কহিব, অধিক কি! সেই রূপ-নিধান কন্যানিধানের নিমিত্ত আমার বিবেকচ্যুতি ও স্মৃতিভ্রংস পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব এক্ষণে আমাকে যদি বাঁচাইতে, চাহ, চল, দুইজনে অতি সঙ্গোপনে সেই কন্যারত্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই।" কন্দর্পকেতু ও মকরন্দ উভয়ের পরস্পর আশৈশব সাতিশয় প্রণয় ছিল। অনন্তর উভয়ে তাদৃশ দুরভিসন্ধির পরতন্ত্র হইয়া নগরহইতে প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিন পর্য্যটনের পর উভয়ে বিন্ধ্যপর্ব্বতে গিয়া উপনীত হইলেন। উভয়েই পথশ্রান্ত ও আতপতাপে সাতিশয় ক্লান্ত ছিলেন, অতএব তথায় এক জম্বুতরুর সুশীতলচ্ছায়ায় বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। ঐ অবকাশে ভগবান্ মরীচিমালী যেন আতপতাপক্লান্ত মত্ত মহিষের লোচনসদৃশ পাটলমণ্ডল হইয়া চরমাচলের শৃঙ্গ অধিরোহণ করিলেন। প্রদোষ সমাগত ও সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়ঃ দেখিয়া মকরন্দ অরণ্যসুলভ যৎকিঞ্চিৎ ফল মূল আহরণ ও আনয়ন-পূর্ব্বক প্রিয় সখা রাজপুত্র কন্দর্পকেতুকে অগ্রভাগ আহার করাইলেন; পরে অবশিষ্টাংশ স্বয়ং অভ্যবহার করিয়া ঐ জম্বুতলে পল্লবশয্যার রচনা করিলেন। তাহাতে দুই জনেরই শয়ন হইল।

ঐ জম্বুবৃক্ষের শিখরে এক শুক ও এক সারিকা নিশাবাস করিত। তাহারা উক্ত রাত্রি কলকল-শব্দে দম্পতীবাদ করিতে লাগিল। রাজপুত্র কন্দর্পকেতুর নিদ্রা নাই, তিনি শুকসারিকার বিবাদ শ্রবণ করিয়া মকরন্দকে কহিলেন "সখে! শুন, জম্বুশিখরে শুকসারিকা পরস্পর কলহ করিতেছে।" অনন্তর উভয়ে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

সারিকা অতি কোপবতী হইয়া শুককে সম্বোধিয়া কহিতেছে "হে, কিতব! আজি তুমি বুঝি অন্য কোন সারিকার অন্বেষণে মত্ত ছিলে, নতুবা তোমার আসিতে এত রাত্রি হইল কেন?" সারিকার এই কথা শুনিয়া শুক কহিল, "ভদ্রে! তা

নহে, আমি অদ্য এক অপূর্ব্বকথা শুনিয়াছি এবং এক অপূর্ব্ববিষয় প্রত্যক্ষও করিয়াছি, তন্নিমিত্তে আমার আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে।” তখন, সারিকা অতি কুতূহলবতী হইয়া জিজ্ঞাসিল “কি অপূর্ব্ব কথা? এবং কি অপূর্ব্ব বিষয়?” অনন্তর শুক কহিতে লাগিল; কুসুমপুর “নামে এক নগর আছে। ঐ নগর অতিসমৃদ্ধ। তদীয় প্রান্তবাহিনী ভগবতী ভাগীরথী প্রচণ্ড-বেগ-ধারণ পূর্ব্বক কুসুমপুরকে ক্রমেই অতিসমৃদ্ধ করিতেছেন। ভাগীরথীর তীরে প্রাসাদগর্ভে বেতালাভিধানা ভগবতী কাত্যায়নী বিরাজ করেন। ঐ কুসুমপুরে শৃঙ্গার-শেখর-নামা এক অতি পরাক্রান্ত রাজা আছেন। তাঁহার মহিষীর নাম অনঙ্গবতী। কালক্রমে রাজ্ঞী অনঙ্গবতীর গর্ভে রাজা শৃঙ্গারশেখরের এক কন্যা জন্মিল। কন্যা ভূমিষ্ঠা হইবামাত্র তদীয় রূপে ত্রিভুবন যেন সমুজ্জ্বল হইল। রাজা ঐ কন্যার নাম বাসবদত্তা রাখিলেন। বাসবদত্তা কালসহকারে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। কিন্তু যৌবনমদগর্ব্বে পরিণয়-পরাঙ্মুখী হইয়া ছিলেন।

“একদা মুনিজন-মনোহারী বসন্তকাল উপস্থিত হইলে রাজকন্যা বাসবদত্তা দুরভিসন্ধিসেতু দুরাত্মা মকরকেতুর সমাবেশে নিতান্ত অধীরা হইয়া অগত্যা সখীজনদ্বারা পিতা রাজা শৃঙ্গারশেখরের সমক্ষে স্বীয় পরিণয়প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। শৃঙ্গারশেখর কন্যার বিবাহ বাসনা অবগত হইয়া আনন্দিত হইলেন। অবিলম্বে স্বয়ংবর-সভার অনুষ্ঠান হইল। আসমুদ্র ধরণীমণ্ডলের সমস্ত রাজা ও রাজপুত্রেরা আহূত হইয়া স্বয়ম্বর-সভায় আসিয়া অধিষ্ঠান করিলে রাজকন্যা বাসবদত্তা মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। তিনি মঞ্চোপরি আরোহণ ও একাদিক্রমে সভাস্থ সমস্ত বিবাহার্থী রাজা ও রাজপুত্রদিগকে, তন্ন তন্ন রূপে নিরীক্ষণ করিয়া মনে২ অতীব বিরক্ত হইলেন। তন্মধ্যে কেহই তাঁহার মনোনীত হইল না; সুতরাং তিনি সহসোপস্থিত স্বয়ংবর বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া কর্ণবংশ-হইতে অবরোহণ করত অন্তঃপুরে প্রবিষ্টা হইলেন।

“ঐ রজনীতে এক অতি রূপবান্ যুবা তাঁহার স্বপ্নপথবর্ত্তী হয়। রাজকন্যা বাসবদত্তা স্বপ্নযোগে ঐ যুবক-রত্নের কেবল অসামান্য রূপলাবণ্যই সন্দর্শন করেন এমত নহে; তদীয় অনন্যসাধারণ গুণগ্রাম এবং নাম এ উভয়ও তাঁহার হৃদয়গত হইল। যুবকরত্নের নাম কন্দর্পকেতু। রাজকুমারী স্বপ্নে ইহাও অবগত হইলেন কন্দর্পকেতু রাজা চিন্তামণির পুত্র। অনন্তর বাসবদত্তা, ‘অহো! প্রজাপতি ব্রহ্মার কি চমৎকার রূপ-নির্ম্মাণ-কৌশল। বোধ হয়, তিনি আপনার নৈপুণ্য-শক্তির সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে সমুৎসুক হইয়াই ত্রিজগতের সমবায়িরূপ-পরমাণু-সকল একত্র সঙ্গ্রহ করিয়া এই রূপনিধান পুরুষনিধানের সৃষ্টি করিয়াছেন। না হইলে কখন ঈদৃশ কান্তিবিশেষ জন্মিতে পারিতো না। হা! দময়ন্তী নলের নিমিত্ত বৃথা বনবাস-ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী ইন্দুমতী রাজা অজের প্রতি নিরর্থক অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্তের নিমিত্ত শকুন্তলা অকারণ দুর্ব্বাসার শাপ অনুভব করিলেন।—অহো!—মদনমঞ্জরী নরবাহনদত্তের নিমিত্ত যে কামনানিরতা হইয়াছিলেন সে তাঁহার বিড়ম্বনা ভোগমাত্র হইয়া গিয়াছে। ঊরুযুগল-বিনির্জ্জিত রম্ভারম্ভ রম্ভা নলকুবর-নিবন্ধন ব্যাসক্তিতে প্রতারিত হইয়া যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এক্ষণে তাহা স্মরণ হওয়াতে অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইতেছে। হা! কেনই বা ধর্ম্মরাজগজে স্বয়ংবর-মালতী-

মালা সমর্পণ করিতে ধূমোর্ণার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল, জানি না।' এই প্রকার অশেষবিধ চিন্তা করিতে করিতে বিরহতুষানল-মধ্যগতার ন্যায়, বাড়বাগ্নিশিখাকবলিতার ন্যায়, কালাগ্নিরুদ্রপাবকগ্রস্তার ন্যায়, পাতালগুহাপ্রবিষ্টার ন্যায়, শূন্যকরণগ্রামে হৃদয়ে লিখিতপ্রায়, উৎকীর্ণপ্রায়, প্রত্যুপ্তপ্রায়, কীলিতপ্রায়, নিগীলিতপ্রায়, বজ্রলেপঘটিতপ্রায়, অস্থিপঞ্জরপ্রবিষ্টপ্রায়, মর্ম্মান্তরস্থিতপ্রায়, মজ্জাসারশবলিতপ্রায়, প্রাণপরীতপ্রায়, অন্তরাত্মাতে অধিষ্ঠিতপ্রায়, রুধিরাশ্রুদ্রবীভূতপ্রায়, পললসংবিভক্তপ্রায়, কন্দর্পকেতুকে ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্তার ন্যায়, বধিরার ন্যায়, মূকার ন্যায়, শূন্যার ন্যায়, নিরস্তকরণগ্রামার ন্যায়, মূর্চ্ছাগৃহীতার ন্যায়, গ্রহগ্রস্তার ন্যায়, যৌবনসাগরতরঙ্গপরম্পরাপরিগতার ন্যায়, রাগরজ্জুকর্তৃক অপবারিতার ন্যায়, কন্দর্পকুসুমবাণকীলিতার ন্যায়, শৃঙ্গারভাবনাবিষঘূর্ণিতার ন্যায়, রূপপরিভাবনা শল্যখিল্লিতার ন্যায়, মলয়ানিলকর্ত্তৃক অপহৃতজীবিতার ন্যায় হইয়া কহিলেন, 'প্রিয়সখি অনঙ্গলেখে! তোমার যুগল করপদ্ম আমার হৃদয়ে অর্পণ কর, আমি হৃদয়চোরের বিরহ-সন্তাপ আর সহ্য করিতে পারি না। মুগ্ধে মদনমন্দরি! সচন্দন সলিল সেচন কর।—সরলে বসন্তসেনে! আমার আলুলায়িত কেশগুলা বন্ধন করিয়া দাও। তরলে তরঙ্গবতি; কেতকীধূলি নিক্ষেপ করিতে পার? বামে মদনমালিনি! তুই শৈবলদল বীজন করিতে পারিস্? চপলে চিত্রলেখে! আরও দেখিতেছিস্ কি চিত্রপটে চিত্রিত কর। ভামিনি বিলাসবতি! তুমি মুক্তাচূর্ণ বৃষ্টি করিয়া যত ক্ষণ প্রাণনাথের চরণ-সন্দর্শন না হয়, তত ক্ষণ আমার প্রাণরক্ষা কর। রাগিণি রাগলেখে! আমার পয়োধরভার নলিনীপত্রদ্বারা প্রচ্ছাদন কর। কান্তে কান্তিমতি!—তুমি আসিয়া আমার নেত্রের জল মুছাইয়া দাও। হে ভগবতি নিদ্রে! এ মন্দ ভাগিনীকে একবার অনুগ্রহ কর। হা! ধিক ধিক! হে বিধাতঃ! তুমি অপরাপর ইন্দ্রিয়সকল এ হতজীবনাকে বৃথা প্রদান করিয়াছ কেন? আমার সর্ব্বাঙ্গ একমাত্র লোচনময় করিলে আমি চরিতার্থ হইতাম। হে ভগবন্ কুসুমায়ুধ! তোমার নিকটে এই কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করি, তুমি প্রাণনাথের অন্বেষণে একবার আমার আনুচর্য্য স্বীকার কর; হে সুরতসমুৎকণ্ঠাদীক্ষাগুরো আর্য্য মলয়ানিল! আপনি এক্ষণে যথেচ্ছ প্রস্থান করুন; আমি আর জীবিত নাই।' এইরূপ বহুরূপ বিলাপবাণী বলিতে বলিতে মূর্চ্ছাগতা হইলেন। তাঁহার প্রিয়সখীরাও মূর্চ্ছাপন্ন হইল।

"অনন্তর পরিজনবর্গের প্রযত্নে রাজকন্যার মূর্চ্ছা অপনীত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অষ্টমী দশার অবসাদ হইল না। মূর্চ্ছা-ভঙ্গের পর তিনি কখন অতিশীতল-কর্পূরজল-নদীতীরে, কখন অতিসুশীতল-চন্দনজল-নদীতে কখন, অরবিন্দসরোবরের তটস্থিত বিটপীর সুশীতল ছায়ায়, কখন কদলীকাননে, কখন বা পুষ্পশয্যায় নিপতিত হইয়া প্রলয়কালোদিত দ্বাদশরবির কিরণকলাপের ন্যায় অতিতীব্র বিরহ-সন্তাপের অপনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পাগলিনীর ন্যায় হইয়া কন্দর্পকেতুকে কখন দিক্‌পটে লিখিত, কখন আকাশে উৎকীর্ণ, কখন বিলোচনে প্রতিবিম্বিত, কখনও বা সম্মুখবর্ত্তী চিত্রফলকে চিত্রিত জ্ঞান করিয়া প্রিয় সম্ভাষণ বাসনায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকিলেন।'"

শুক এই পর্য্যন্ত কহিয়া বলিল, "সারিকে! রাজকন্যার এই প্রকার অষ্টমী দশা দেখিয়া তমালিকানামে তাঁহার সারিকা তাঁহার সখীদের

সঙ্গে পরামর্শ স্থির করিয়া কন্দর্পকেতু কেমন আছেন, ও তাঁহারইবা ভাব কি? জানিবার নিমিত্ত যাত্রা করিয়াছে, আমার সঙ্গে হঠাৎ পথি মধ্যে সাক্ষাৎ হইল, ঐ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে সে আমার সঙ্গে২ আসিয়া এই বৃক্ষের অধোভাগে অদ্য নিশাবাস করিতেছে।”

শুক এই পর্য্যন্ত সারিকাকে কহিয়া বিশ্রাম করিলে তরুতলশায়ী মকরন্দ আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। গাত্রোত্থান করিয়া তমালিকাকে আপনাদের সবিশেষ সমস্ত পরিচয় দিলেন। তমালিকা মকরন্দকে প্রণাম করিল, এবং সে যে মদন-লেখন লইয়া যাত্রা করিয়াছিল তাঁহার হস্তে তাহা সমর্পিল। মকরন্দ তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। ঐ অভিসার-লেখনে আর্য্যা বাসবদত্তার স্বপ্নভব-ব্যাসক্তিবিষয়িণী এই উক্তি বর্ণিত ছিল, “কামিনীজনেরা পুরুষের সানুকূল ভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিলেও যখন ইনি আমাতে অনুরক্ত বলিয়া নিশ্চলচিত্তা হইতে পারেন না। হে জীবিতেশ! যুবতী তাহা স্বপ্নযোগে অনুভব করিয়া কি কখন প্রত্যয় মানিতে পারে?”

এই পত্রোপ্ত ভাব হৃদ্গত হইবামাত্র রাজপুত্র কন্দর্পকেতু অমৃতার্ণবে মগ্ন হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া বাহুদ্বয়-প্রসারণ-পূর্ব্বক তমালিকাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর তিনি রাজকুমারী কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন, কোথায় আছেন এই সকল সংবাদ বহুমান-পূর্ব্বক তমালিকাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ঐ সকল কথোপকথনেই ঐ নিশা শেষ ও পরদিবস সমস্ত দিবা ঐ স্থানে অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর রজনীমুখে তমালিকা সমভিব্যাহারে মকরন্দ ও কন্দর্পকেতু উভয়ে কুসুমপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কুসুমপুরে উপনীত হইলে, তমালিকা মকরন্দ ও কন্দর্পকেতু উভয়কেই বাসবদত্তার ভবনে লইয়া গেল। তাঁহারা দুইজনে প্রথমতঃ কুসুমপুর-নগরের অলোকসামান্য শোভা সন্দর্শন করিয়া যাদৃশ বিস্মিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ কন্যান্তঃপুরের শোভা-সন্দর্শনে ততোধিক বিস্ময় করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ রাজপুত্র কন্দর্পকেতু রাজপুত্রী বাসবদত্তাকে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু পলকশূন্য হইয়া বাসবদত্তার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য যেন অমৃত বোধে পান করিতেই লাগিল। কন্দর্পকেতুকে দেখিয়া রাজকুমারী বাসবদত্তাও তদীয়দশাগ্রস্তা হইলেন। অনন্তর মকরন্দ ও সখীরা প্রয়ত্নাতিশয়ে উভয়ের সঞ্জ্ঞা সম্পাদন করিলেন এবং উভয়কে এক আসনে উপবেশন করাইলেন।

বাসবদত্তার এক অতি বিশ্বাসী সর্ব্বাপেক্ষা অতিপ্রিয়তমা সহচরী ছিল, তাহার নাম কলাবতী। কলাবতী বিলাসিনীবাঞ্ছনীয় ও বিলাসিজনমনোহর যাবতীয় বিভ্রম জানিত। সে এই সময়ে কন্দর্পকেতুকে সম্বোধন করিয়া কহিল “আর্য্যপুত্র! এখনও বিশ্বাস করিয়া সকল কথা কহিবার সময় হয় নাই, তথাপি অল্প করিয়া কিছু কহা আবশ্যক হইয়াছে, সুতরাং কহিতে হইল। ইনি আপনকার নিমিত্তে যে বেদনা পাইয়াছেন তাহা আমি বলিয়া ফুরাইতে পারি না। তবে, যদি, আমি সহস্রাস্য ভুজগরাজ হইতাম, বোধ হয়, ক্রমশঃ যুগসহস্রে তাহার কথঞ্চিৎ বর্ণন সম্ভবিতে পারিত, অথবা যদি সাগর মসীপাত্র হয়, আকাশ পত্র হয় এবং লেখক চিরজীবী ব্রহ্মা হন, অনুমান করি, যুগসহস্র অনবরত পরিশ্রম করিলে পর তবে লিখিয়া তাহার কথঞ্চিৎ নিঃশেষিত করিতে পারেন। বলিতে কি, আপনিও রাজকন্যার জন্যে পিতা মাতা স্বজন বন্ধু রাজ্য বিভব সকলেই জলাঞ্জলি দিয়া উদাসীনবেশে আমাকে সঙ্কটসা-

গরে ভাসাইয়াছেন! আর অধিক কি বলিব। কিন্তু মধ্যে বিভ্রাট শুনুন, কর্ত্তা পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুত রাজা মহোদয় আজিকালি করিয়া কন্যার যৌবন-কাল অতিবাহিত হইয়া গেল এই ভাবিয়া অদ্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বর্ত্তমান রাত্রির অবসাদ হইলেই ইহাঁকে বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তীর পুত্র পুষ্পকেতুর হস্তসাৎ করিবেন, কাহারই কথা শুনিবেন না। এই মর্ম্মান্তক সংবাদ শুনিয়া ইনিও পণ করিয়া বসিয়াছিলেন, যদি আপনাকে লইয়া তমালিকা আসিয়া না পৌঁহুছে; রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র হুতবহে শয়ন করিবেন, কাহারই নিষেধ মানিবেন না। যাহা হউক, এক্ষণে ইহাঁকে সৌভাগ্যবতী বলিতে হইবেক, আপনার সৌভাগ্যবলেই ইনি এক্ষণে এই সুখের সোপান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সংশয় নাই।" কলাবতী এই পর্য্যন্ত কহিয়াই বিরত হইল।

কলাবতীর কথা আদ্যোপান্ত সবিশেষ সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া কন্দর্পকেতু প্রথমতঃ আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই অতিভীত হইলেন। মনে করিলেন, রজনী প্রভাত হইলে পর, যদি কোন জঞ্জাল ঘটে, তবেইত বিভ্রাট। অনন্তর, আর কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার সহিত সজ্জ হইয়া, দুজনে অতি সঙ্গোপনে মনোজয়নামা এক তুরগে আরোহণ-পূর্ব্বক বায়ুমুখভুজঙ্গের ন্যায় কুসুমপুরহইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রাজকন্যা তাদৃশ-ভাবে প্রস্থান করিলে পর রাজধানীতে কিরূপ ঘটনা হয়, এই সংবাদ জানিতে পাইবার আশয়ে মকরন্দকে প্রচ্ছন্নবেশে ঐ নগরে রাখিয়া গেলেন।

রাজকুমার কন্দর্পকেতু রাজকুমারী বাসবদত্তাকে লইয়া পুনরায় ঋক্ষপর্ব্বতে গিয়া উপনীত হইবামাত্র রজনী, উভয়ের নিদ্রা এবং কাল, কৈবর্ত্তমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক উষারূপিণী আনায়-প্রক্ষেপ-দ্বারা গগণস্বরূপিনী দীর্ঘিকার তাবৎ তারকা শফরী অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল।

তরপদি-জীবদিগের সাধারণ বিবরণ।

পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্র দর্শনমাত্র পাঠকবৃন্দ আমাদিগের অভিপ্রেত জীবদিগকে জ্ঞাত হইবেন, যেহেতু তাহারা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। ইহাদিগকে তরপদিনামে বিখ্যাত করিবার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়া বর্ণন করা বাহুল্য, অতি অল্প বয়স্ক বালকের পক্ষেও তাহা দুর্ব্বোধ্য নহে। ইহাদিগের বংশে অনেক গুলি জলচর পক্ষী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এবং তাহাদের সকলেরই কএকটি সামান্য লক্ষণ আছে, তদ্দৃষ্টে অনায়াসেই প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাদের জাতিনির্ণয় করেন। ঐ সকল লক্ষণের মধ্যে তাহাদের অঙ্গুল্যভ্যন্তরস্থ একপ্রকার বিস্তৃত ত্বগ্‌ই প্রধান; তাহার বর্ত্তমানে এই জাতীয় পক্ষিরা বিনা আয়াসে সন্তরণ করিতে সক্ষম হয়। প্রস্তাবিত ত্বগ্‌হইতে তরপদিদের নাম জালপাদ হইয়াছে। ঐ জাল, পদের পুরোভাগস্থ তিন অঙ্গুলীতে আবৃত থাকে, পশ্চাতের অঙ্গুলীতে প্রায়ঃ ব্যাপ্ত হয় না; অনেকের ঐ পাশ্চাত্য অঙ্গুলীও থাকে না। সন্তরণ-কালে এই জাল নৌকার ডণ্ডের ন্যায় জলসঞ্চালন করে, এবং তাহাতেই তরপদিরা সন্তরণক্ষম হইয়াছে; তাহা না থাকিলে তাহাদের পক্ষে সন্তরণ ক্লেশসাধ্য হইত, সুতরাং প্রস্তাবিত জীবেরা জলজ পদার্থ ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকিবে এই অভিপ্রায়ে উৎপন্ন হইয়াও জলভ্রমণে অশক্ত হইয়া অনায়াসে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত না।



ক চিহ্নে টীল, খ চিহ্নে নরমাদা উইজিয়ন, গ চিহ্নে বন্যহাঁস, ঘ চিহ্নে পাতিহাঁস, ঙ চিহ্নে মস্কবী হাঁস
চ চিহ্নে রাজহাঁস, ছ চিহ্নে বান।

অপর জলভ্রমণার্থে তাহাদের পাদই অসাধারণ হইয়াছে এমত নহে। ইহাদের আকৃতিও সেই অভিপ্রায়ের পোষক। মনুষ্য অনেক শ্রমে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে নৌকার অবয়ব জলে সঞ্চালনের বিশেষ যোগ্য; বিশ্বস্রষ্টার সে জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, অতএব তিনি হংসজাতির সর্জনসময়ে তাহারই অবলম্বন করিয়া হংস-দেহ নৌকার সদৃশ করিয়াছেন, এবং তাহা সর্ব্বদা জলে

থাকাতে পাছে, ত্বরায় বিকল হয় এই আশঙ্কা নিবারণার্থে তদুপরিভাগ প্রথমতঃ একপ্রকার অতি কোমল ঊর্ণা-সদৃশ পালখে আবৃত করত তদুপরি অপর একপ্রকার চিক্কণ পালখ দিয়াছেন, যাহা কোন মতে আর্দ্র হয় না, সুতরাং তাহাদ্বারা এই পক্ষিরা শীত ও আর্দ্রতাহইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পায়; অত্যন্ত শীতল সুমেরু-সমুদ্রের চিরনীহারেও ক্লেশ বোধ করে না। উক্ত চিক্কণ পালখ কালে নষ্ট হইতে পারিত, তাহার নিরাকরণার্থে ঐ পক্ষমূলে একপ্রকার তৈল জন্মিয়া থাকে; তরপদিরা অবকাশমতে চঞ্চুদ্বারা ঐ তৈল পালখে লিপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে আর ঐ অনিষ্ট ঘটে না। উদ্ভিজ্জ বস্তু কীট শম্বূক এবং ক্ষুদ্র মৎস্য এই জীবদিগের আহার, তাহার ভক্ষণার্থে ইহাদিগের চঞ্চু স্থূল বিস্তৃত দীর্ঘ ও দৃঢ় হইয়া থাকে; তৎসাহায্যে শম্বূকাদি ভগ্ন করিতে কোন ক্লেশ বোধ হয় না। অপর যে সকল তরপদিরা অপরিস্কৃত জলে খাদ্য সঙ্গ্রহ করে তাহাদের জিহ্বার পার্শ্বে একপ্রকার ছাঁকনী আছে, তাহাদ্বারা ঐ জীবদিগের খাদ্যহইতে অনায়াসে কর্দ্দম পরিষ্কৃত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত হংসদিগের চঞ্চুর পার্শ্বে দন্তের সদৃশ একপ্রকার ক্ষুদ্র কণ্টক আছে, তাহাতেও ইহাদিগের দেহযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হয়।

প্রস্তাবিত পক্ষিদিগের পদ দেহের অতি পশ্চাতে সংলগ্ন হয়, এবং জাতিভেদে সেই পশ্চাতের তারতম্য হইয়া থাকে। পেঙ্গুইন নামক পক্ষির পদ প্রায়ঃ পুচ্ছমূলে সংলগ্ন, এই প্রযুক্ত তাহারা স্থলে উপবিষ্ট হইলে দণ্ডায়মান আছে এমত বোধ হয়। অপরাপর তরপদিদিগের পদ তত পশ্চাতে স্থিত নহে। তাহাদের পক্ষও সর্ব্বত্র তুল্য হয় না। পেঙ্গুইনদিগের পক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও প্রায়ঃ পক্ষ বলিয়াই বোধ হয় না। অপর, ফ্রিগেট-পক্ষী নামা এক জাতীয় পক্ষী আছে তাহাদের পক্ষ এত দীর্ঘ যে তাহার পরিমাণ তাহাদের দেহের তিন বা চারিগুণ বোধ হয়। এতদ্গণস্থ অপর পক্ষিরা ভিন্ন২ পরিমাণের পক্ষ পায়, পরন্তু অনেকেরই পক্ষ খর্ব্ব হইয়া থাকে।

তরপদিমাত্রেই যূথচারী, অর্থাৎ তাহারা অনেকে একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে; অন্য পক্ষির ন্যায় একক বাস করে না। স্থানান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই ধর্ম্মের বশীভূত হইয়া পেঙ্গুইনেরা ৩০ বা ৪০ সহস্র পক্ষী একদলে সমাবিষ্ট থাকে। সামান্য হংসের দল আদৃশ বৃহৎ হয় না; পরন্তু তাহারা কোন মতে পৃথক্ থাকিতে সম্মত নহে।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই জীবদিগকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নাম "পেঙ্গুইনাদি," যেহেতু পেঙ্গুইন প্রভৃতি কতকগুলি শীতপ্রধান-দেশজ পক্ষী ঐ শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহাদের লক্ষণ পেঙ্গুইনের সদৃশ, এবং সেই পেঙ্গুইনের বিবরণ বিবিধার্থসঙ্গ্রহে প্রকটিত হইয়াছে, এই প্রযুক্ত তাহার পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম "নিমজ্জকাদি" (ডুবুরী) তাহারা জলে নিমজ্জনে সক্ষম পানকৌটীর সদৃশ জীববিশেষ। তৃতীয় শ্রেণীর নাম "গগণ-ভেড়াদি;" তাহাদের মধ্যে গগণ-ভেড় পক্ষীই প্রধান। চতুর্থ শ্রেণীর নাম "পানকৌট্যাদি," যেহেতু তাহার প্রধান জীব পানকৌটী পক্ষী। পঞ্চম শ্রেণীর নাম "গাঙ্গচিল্লাদি" ইহার প্রধান জীব গাঙ্গচিল্ল। সমুদ্রজ অপর অনেক পক্ষী এই শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট আছে; এবং তাহাদের বিশেষ লক্ষণ এই যে তাহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বায়ুতে পরিচরণ করিতে পারে। কথিত আছে আলবাট্রস্ ও গল নামক পক্ষী ক্রমাগত আট দশ দিবস কোন২ জাহাজের পশ্চাতে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া থাকে। অতঃপর শেষ শ্রেণীর নাম "হংসাদি।" ইহাতে পাতিহাঁস, রাজহংস, স্বান, টীল্, ও

ফ্লামিঙ্গোনামক মানসসরোবর-তীরস্থ হংসবিশেষ সমবেশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই প্রসিদ্ধ পক্ষী এবং অনেকেই মনুষ্যের বিশেষ ব্যবহার্য্য। হংসের অনেক জাতি প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে ক চিহ্নের টীল, খ চিহ্নে নর মাদা উইজিয়ন, গ চিহ্নে বন্য হাঁস, ঘ চিহ্নে গৃহপালিত পাতি-হাঁস, ঙ চিহ্নে মস্কবী হাঁস, চিত্রিত হইয়াছে। চ চিহ্নে রাজ হংস এবং ছ চিহ্নে স্বান পক্ষির চিত্র দৃষ্ট হইবে। শেষোক্ত পক্ষী পাঠকদিগের বিশেষ পরিচিত নহে, কেবল তাহার পক্ষে স্বান-কলম হয় ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত পক্ষির আকৃতি প্রায়ঃ রাজহংসের তুল্য কেবল রাজহংস-হইতে দ্বিগুণ বৃহৎ, এবং দেখিতে রাজহংসহইতে অনেকাংশে সুন্দর। এতদ্দেশে সুচারুগতিবিশিষ্ট রমণীর বিশেষণে "মরালগমনা" পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; পরন্তু যাহারা স্বান পক্ষির মদ-গর্ব্বপূর্ণ সুচারু গতি দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা আর মরালগতি প্রশংসার পদার্থ জ্ঞান করি-বেন না। প্রকৃত হংসেরা প্রায়ঃ মিষ্টাম্বুপ্রিয়, কেহই লবণাম্বুর নিকট গমন করে না; স্বান পক্ষী তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান; নির্ম্মল তটিনী বা পরিষ্কৃত তড়াগ ভিন্ন সে অন্যত্র কদাপি বিচরণ করে না, এবং সেই বিচরণে উক্ত তড়া-গাদির যে কি অপরূপ শোভা হয় তাহা যাঁ-হারা দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই অনুভূত করিতে পারেন। স্বান পক্ষির সাধারণ বর্ণ পরিমল-শুক্ল, কেবল অস্ট্রেলিয়া-দ্বীপ-বাসী স্বান সেই লক্ষণা-ক্রান্ত নহে, তাহারা সুচারু কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। যদিচ স্বানের পক্ষ তাদৃশ বৃহৎ নহে তত্রাপি শূন্য মার্গে বিচরণ করিতে তাহারা বিলক্ষণ সক্ষম। তা-হাদের রব বর্ণভেদে অত্যন্ত কর্কশ হইয়া থাকে, পরন্তু ইংলণ্ডের সামান্য স্বান নিরব নামে প্র-সিদ্ধ। প্রস্তাবিত পক্ষিরা যুদ্ধপ্রিয় নহে, তথাপি তাহাদের অপত্য শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইলে তা-হারা ভীরুতা প্রকাশ করে না। কথিত আছে, একদা কোন নদীতীরে একটা স্বান আপন তরুণ শাবকগুলিকে রাখিয়া স্বয়ং জলমধ্যে বিহার করি-তেছিল, এমত সময়ে একটা দাঁড়কাক আসিয়া শাবককে সংহার করিবার উদ্যোগ করিল। স্বান এ ব্যাপার দেখিবামাত্র তথায় আসিয়া কাককে ধৃত করত পুনঃ পুন জলে নিমগ্ন করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিল। স্বানের পক্ষের প্রধান পালখ গুলিতে স্বান কলম হইয়া থাকে; তাহা রাজ হংসের পক্ষ নির্ম্মিত কলমহইতে বৃহৎ দৃঢ় স্থিতি-স্থাপক গুণবিশিষ্ট অক্ষয় এবং সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট।



বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

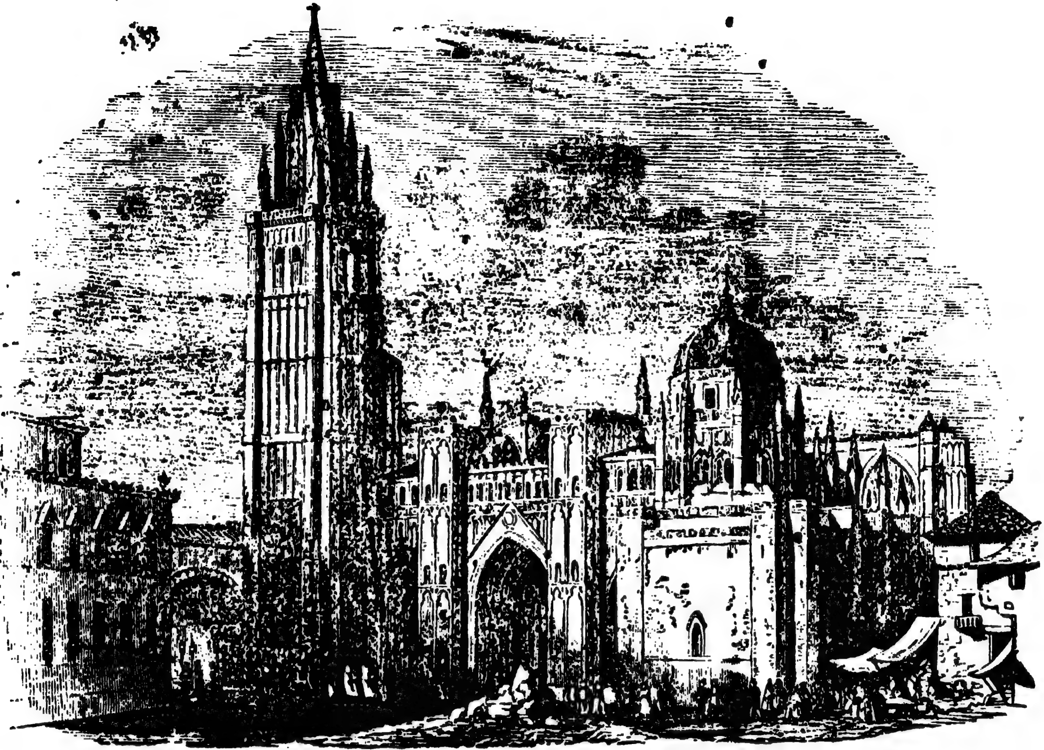
অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৩ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৮১, ভাদ্র। [৩য় খণ্ড।

পিতৃভক্তির অসাধারণ উদাহরণ।

কোন সময়ে একদা ইংলণ্ডরাজ্যে দ্বিতীয় জেম্‌স রাজার কন্যা মেরী রাজ্যলোভে বিমুগ্ধ হইয়া স্বীয় স্বামির মন্ত্রণা-যোগে আপন পিতাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তাহা আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পিতার সমস্ত সম্পদ্ সংহরণ-পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্য সামন্ত ও আত্মীয় অমাত্যবর্গ প্রভৃতি অনেকের প্রাণনাশ ও অপর অনেককে কারাবদ্ধ করিয়া বিজাতীয় অত্যাচার প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় উক্ত রাজার এক জন প্রধান ও প্রভুভক্ত মন্ত্রী লর্ড প্রেষ্টন্ প্রাণপণে আপন প্রভুর মঙ্গলচেষ্টা করায় রাজকন্যা মেরী তাঁহার মস্তক ছেদন করিবার মানসে তাঁহাকে টৌবর-দুর্গস্থিত কারাগার-মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভুভক্ত মন্ত্রিবর প্রেষ্টন্ এইরূপে কারাবদ্ধ হইলে লূসী নাম্নী তাঁহার একটি বালিকা কন্যা আপন পিতাকে দেখিবার বাসনায় গৃহেতে রোদন করত অস্থির হওয়ায় তাহার দাসী তাহাকে অতি সঙ্গোপনে উক্ত দুর্গমধ্যে লইয়া যাইবার মানসে যাত্রা করিল। মন্ত্রিকন্যা লূসী ঐ ভয়ঙ্কর দুর্গ এবং অস্ত্রশস্ত্র-ধারী দুর্গরক্ষকদিগের ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শনে ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া উভয় হস্তদ্বারা আপন দাসীর গ্রীবা ধারণপূর্ব্বক তাহার অঙ্গমধ্যে মুখ লুক্কায়িত করত অতি মৃদুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "দাই এই কি সেই ভয়ের স্থান? ইঃ, এই স্থানে কি আমার পিতা বদ্ধ আছেন?" "হাঁ মা, এই স্থানে তোমার পিতা আমার চিরপ্রতিপালক দয়ালু প্রভু এক্ষণে বিপন্ন হইয়া বাস করিতেছেন। চিন্তা কি মা, এখনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। কেন মা তোমার কি এই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে ভয় হইতেছে?" "না দাই, আমার ভয় কি? যে খানে আমার পিতা আছেন সেখানে যাইতে আমার কোন ভয় নাই।" কিন্তু যত তাহারা ক্রমে ঐ দুর্গমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই তাহার ভয়ঙ্কর স্থানসকলের সন্দর্শনে বালিকা লূসীর কোমল হৃদয় সমধিক ভয়গ্রস্ত হইতে লাগিল, ও সে এক কালে তাহার সঙ্গিনী এমী গ্রাড্ওএলের শরীরের সঙ্গে মিসাইয়া রহিল, এবং অতি মৃদুস্বরে তাহার কাণে২ বলিল, "না দাই, এই খানে না গ্লসেষ্টর-স্থানের ডিউক রিচার্ড তাহার দুই জন ভ্রাতৃপুং



কুমার এডওয়ার্ড এবং ইয়র্কের ডিউক রিচার্ডকে হত্যা করিয়াছিল?” “হাঁ মা, কিন্তু তুমি ভয় করিও না, তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না।” এইরূপ বাক্যে এমী তাহাকে আশ্বাসিত করিল। কিন্তু সে পূর্ব্বের ন্যায় কহিল. “দাই ঐ দুষ্ট রিচার্ড না এখানে ষষ্ঠ হেনরি রাজাকেও নষ্ট করিয়াছিল?” এই রূপে সে যত লোকের নিকটহইতে ভয়ঙ্কর-স্থান-সঙক্রান্ত যত প্রকার হত্যা-ব্যাপারের কথা শ্রবণ করিয়াছিল, তৎসমুদায়ই তৎকালে তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ তাহার পিতার ভাবনায় তাহার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যাইতে যাইতে সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল” দাই, তোমার কি বোধ হয় যে, ইহারা আমার প্রিয়তম পিতাকেও ঐ রূপে নষ্ট করিবে?” “চুপ কর বাছা, এখানে ওসকল কথা কহিও না, কেহ শুনিতে পাইলে আর তোমার পিতার সহিত আমাদিগকে সাক্ষাৎ করিতে দিবে না, আমাদিগের দুই জনকেই হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া কয়েদ করিয়া রাখিবে।” এই কথা শুনিয়া লূসী চুপ করিয়া এমীর পার্শ্বে২ যাইতে লাগিল. এবং তাহার পিতার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিবা মাত্র ক্রোড়ে গমন করিয়া উভয় হস্তদ্বারা তাঁহার গ্রীবাধারণ-পূর্ব্বক সমস্ত ভয় বিস্মরণ-করত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং ক্ষণৈক কাল নিস্তব্ধ হইয়া পিতার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া পড়িয়া রহিল।

লর্ড প্রেষ্টন্ স্বীয় অল্পবয়স্কা বালিকার এই প্রকার অসাধারণ ভাবভক্তি সন্দর্শন করিয়া ভাবেতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং আপনার আসন্ন মৃত্যু সন্দর্শন করিয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে “হায়! আমি এই মাতৃহীনা অবলা বালাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইব?

আমাভিন্ন ইহার ত্রিজগতে আর কেহই নাই, এই শিশুকালে এ পিতৃমাতৃহীনা হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে? ত্বরায় যে উহাকে পিতৃহীনা হইতে হইবে হয়তো সে বিষয় কিছুই উহার গোচর হয় নাই। হা জগদীশ! তোমার মনে কি এই ছিল। যাহা হউক তোমার যে উদার করুণা পরিত্যক্ত নিরাশ্রিত অণুকীট-সকলকে রক্ষা করিতেছে আমি আমার এই একমাত্র স্নেহপাত্রীকে সেই করুণায় সমর্পণ করিয়া পৃথিবীহইতে বিদায় হইতেছি!" হত ভাগ্য মন্ত্রিবর এই প্রকার সকরুণভাবে আপন অবস্থার আলোচন করত অনবরত অশ্রু বিসর্জন করিয়া ক্রোড়স্থ কুমারীকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বদন-বিগলিত নেত্র-ধারা দর্শন করিয়া অনতিব্যক্তমতি সরলা বালা অশ্রুপূর্ণনেত্রা হইয়া কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ, এবং কেনই বা এই ভয়ানক স্থানহইতে তুমি বাটী গমন কর না?" "লূসী তুমি ক্রন্দন করিও না, স্থির হও, আমি তোমাকে আপনার দুঃখের কথা বলি, শ্রবণ কর। আমি আর বাটী যাইব না, আমাকে রাজবিদ্রোহী অর্থাৎ রাজার শত্রু বলিয়া হত্যা করিবার জন্য এস্থানে কএদ করিয়াছে। এই দুর্গের উপরে এক উচ্চস্থানে আমাকে লইয়া গিয়া তীক্ষ্ণ কুঠারদ্বারা আমার মস্তক ছেদন করিবে, এবং সেই ছিন্ন মস্তক লণ্ডনব্রিজ নামক সেতুর উপর বা কোন রাজপথে টাঙ্গাইয়া রাখিবে। যে পর্য্যন্ত এই রূপে আমার প্রাণ নষ্ট না হয় সেই পর্য্যন্ত আমাকে এই কারাগারে রুদ্ধ থাকিতে হইবে।"

এই নিদারুণ বাক্য শুনিবা মাত্র লূসী এককালে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া আস্তে ব্যস্তে উভয় হস্তদ্বারা পিতার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া ধরিল. এবং তাহার বক্ষোদেশমধ্যে মুখ লুক্কায়িত করিয়া অতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার অজস্র অশ্রুজলে শোকার্ত্ত পিতার শরীর ভাসিয়া গেল। "লূসী স্থির হও—স্থির হও মা; আমার অনেক কথা আছে; এই সময় শ্রবণ কর; কারণ আর তোমার সঙ্গে আমার এজন্মে দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই; এই দেখাই শেষ দেখা।" "না, পিতঃ, আমি তোমাকে কাটিতে দিব না, তাহারা তোমাকে কেমন করিয়া কাটিবে? আমি তোমার গলায় ধরিয়া থাকিব, আর তাহারা কাটিতে পারিবে না, এবং তাহাদের কাছে আমি তোমার সকল গুণ পরিচয় দিব; তাহা হইলে তোমাকে কাটিতে তাহাদিগের অবশ্যই অনিচ্ছা হইবে।"

"হে লূসি, তোমার এসকল বালকের ন্যায় কথা? আমার প্রভুর পোষকতা করায় আমি এই ক্ষণকার রাজনিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি; অতএব অবশ্যই সেই অপরাধে আমার প্রাণদণ্ড হইবে। লূসি, আমার প্রভু রাজা জেম্‌সকে কি তোমার মনে পড়ে না? সেই আমি এক দিন তোমাকে হোয়াইটহালনামক স্থানে তাঁহাকে দেখাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম. তিনি তোমাকে কত আদর করিয়াছিলেন?" "হাঁ পিতঃ আমার বেশ মনে, আছে, সেই তিনি আমার মাথার উপর হাত দিয়া বলিলেন যে "আমার কন্যা মেরী এই বয়সে ঠিক লূসীর মত ছিল।" "হাঁ তোমার বেশ স্মরণ আছে, কিন্তু তাহার অল্প দিন পরেই আমাদিগের রাজকন্যার বিবাহ হওয়ায় তাঁহার স্বামী আসিয়া আমাদিগের প্রাচীন রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্যহইতে নির্ব্বাসিত করিলেন, এবং কতিপয় দুঃশীল প্রজা একত্রিত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে উক্ত রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। কিন্তু দেখ দেখি মা এই রূপে স্বামির সঙ্গে যোগ করিয়া পিতৃ-বিদ্রোহাচরণ করা রাজকন্যার কি পর্য্যন্ত দুষ্ট কর্ম্ম হই-

য়াছে?" ইহা শুনিয়া লূসী উত্তর করিল, "ছিঃ২ কেন পিতঃ, রাজা আমাকে এমন দুষ্ট কন্যা মেরীর মত মনে করিয়াছিলেন?" "মা, স্থির হও; এখানে ওপ্রকার কথা কহিতে নাই, ইংলণ্ডের রাজার যে ধর্ম্ম অবলম্বন করা সাধারণ নিয়ম-নিষিদ্ধ, আমাদিগের রাজা সেই নিষিদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা উচিত বোধকরিয়া বোধ হয় রাজকন্যা এই নিষ্ঠুর কর্ম্মেতে সম্মতা হইয়া থাকিবেন; আর বোধ হয় তাঁহার পিতার বিশ্বস্ত অমাত্য ও ভৃত্যদিগের প্রাণ বধ-বিষয়ে তাঁহার সম্মতি নাই।"

এই সমস্ত মন্ত্রির কথা শ্রবণ করিয়া দাসী এমী গ্লাড্ওএল কিঞ্চিৎ নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া করপুটে কহিল, "মহাশয়, আমি শুনিয়াছি রাজকন্যা স্বভাবতঃ দয়াশীলা, যদি কোন ব্যক্তি সকাতরে তাঁহার নিকট আপনকার জীবনদান প্রার্থনা করে তাহা হইলে বোধ হয় আপনকার প্রাণ রক্ষা পাইতে পারে।" মন্ত্রী কহিলেন, "এমি, ত্রিজগতে আমার এমন ব্যক্তি কে আছে যে আমার জন্য এই দুঃসাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া রাজদ্বারে আমার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিয়া লইবে? সম্প্রতি আমি রাজ-বিদ্রোহী হইয়াছি; এক্ষণে কেহ আমার সহায় হইলে যদি বিচারপতিরা তাহাকেও রাজদ্রোহী মনে করেণ এই আশঙ্কায় কোন ব্যক্তিই আমার অনুকূল হইতে সাহস করিবে না।"

এই কথা শুনিয়া পিতৃবৎসলা লূসী কহিল, "কেন পিতঃ, আমি রাণীর নিকট গমন করিয়া তোমার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিব, তাহা হইলে আর তিনি কোন্ মতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।" "আহা! বৎসে, তোমার বালিকার কথা কোন কার্য্যের হইবে না।" "কেন পিতঃ, আমি বেশ বলিতে পারিব। আমার কথা শুনিলে কি তাঁহার দয়া হইবে না? আমি তাঁহাকে অনেক ক্ষণ বলিব।" ইহা শুনিয়া তাহার পিতা তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল "মা গো, যদিও তুমি কোন রূপে রাণীর নিকটে যাইতে পাও, তথাপি ভয়ে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিবে না।" "কেন পিতঃ, ভয় কি? আমি কোন মতে ভয় করিব না, যদি তিনি আমার উপর বল করিয়া তাড়না ও গর্জন্ করেন তথাপি আমি তোমাকে মনে করিয়া স্থির হইয়া থাকিব।" "মা গো, তোমার অন্তঃকরণে এতাদৃশ ভাব! সাধু২ সাধু!! যদি রাণী তোমার প্রার্থনা পূর্ণও না করেন, তথাপি ঈশ্বর তোমাকে দয়া করিবেন, এই আমার পরমাহ্লাদ!"

এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া সন্নিহিত দাসী এমীর দুই নেত্রে অনবরত অশ্রুধারা পতিত হইতেছিল। সে কহিল, "হে স্বামিন্, কোন্ ব্যক্তি এই অবলা ক্ষুদ্র বালাকে রাণীর নিকট লইয়া যাইবে?" "ভাল আমি তাহার উপায় করিতেছি," এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত উপকারসাধন করিবার মানসে লূসীর ধর্ম্মমাতাকে এক অনুরোধ পত্র লিখিলেন, এবং তাহা আপন দুহিতার হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "মা গো, তুমি কল্য প্রত্যূষে আপনার অবস্থোচিত বেশভূষা করিয়া হেম্পটন্‌কোর্ট নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক স্বহস্তে লেডী ক্লারেণ্ডনকে এই পত্র প্রদান করিবে। তিনি ঐ সময় তথায় রাণীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন।" অনন্তর তিনি স্বীয় প্রাণ-তুল্যা দুহিতার মুখ-চুম্বন-পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় করিলেন, এবং সেও ক্রন্দন করিতে২ তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত অল্পে২ দুর্গহইতে বহির্গত হইল; কিন্তু

সে যে তাহার পিতাকে এই বিপদ্‌হইতে উদ্ধার করিবে এই আশাতেই তাহার মন একাগ্র হইয়াছিল, সে মধ্যে২ কেবল এক২ বার আপনার অবস্থার উপযুক্ত সরলতাতে বিপদ্-ভঞ্জক পরমেশ্বরের নিকট আপন অভিলাষ প্রকাশ করিতেছিল, এবং এক২ বার বিপদগ্রস্ত পিতাকে স্মরণ করিয়া দুই চক্ষে বারিধারা বিসর্জন করিতে লাগিল।

পিতৃবৎসলা লূসী ঐ রজনীতে পুনঃ২ ভগ্ননিদ্রা হইয়া নিকট বর্ত্তিনী দাসীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "এমি, রাত্রি কি এখনও শেষ হয় নাই? কখন্ প্রভাত হইবে? দেখো যেন আমি ঘুমাইয়া পড়ি না; কোন ক্রমে আমার যেন উঠিতে বেলা না হয়।" অনন্তর নিশাবসানে বিহঙ্গকুল বাসস্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এবং লোকপ্রকাশক অরুণ দেব উদয়াচলে উপস্থিত হইবার অগ্রে লূসী শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া সকলকে জাগৃত করিল, এবং দাসীকে আপনার বেশায়োজন করিতে আদেশ করিল। ব্যবহারপ্রজ্ঞা-প্রবীণা এমী পিতৃহীনা কন্যার ন্যায় আপন নেত্রপুত্তলিকা লূসীকে এমন উপযুক্ত সজ্জায় বিভূষিতা করিল, যে পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও তদ্দর্শনে অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হয়। করুণার প্রতিমা-তুল্যা প্রিয়তমা লূসীকে প্রাচীনা দাসী ক্রোড়ে লইল; এবং সে অমনি তাহার স্কন্ধে মস্তকার্পণ করিয়া রহিল। তাহার পিতার অতি বিশ্বস্ত দুই জন প্রাচীন ভৃত্য তাহার সমভিব্যাহারে যাত্রা করিল। লূসীর এই প্রকার অসামান্য মহদ্ ব্যাপারের সাধনার্থে গমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিভবনের সমস্ত ভৃত্যবর্গ তদ্দর্শনে আগমন করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সকলেই লূসীর চিত্তার্দ্রকর করুণা ভাব সন্দর্শন করিয়া অশ্রু-বিসর্জন-পূর্ব্বক তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল; "জগদীশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

লেডিক্লারেণ্ডন্ শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বেই লূসী হেম্পটন্ কোর্টে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে গমনপূর্ব্বক অতি মৃদুস্বরে অল্পে২ আপনার আদ্যোপান্ত সমস্ত পরিচয় প্রদান করিল, এবং পিতৃদত্ত সেই পত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। লেডাক্লারেণ্ডন মহারাণী মেরীর পিতৃব্যপত্নী; তিনি আপন ধর্ম্মকন্যা অল্পবয়স্কা লূসীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাহার পিতার পত্র পাঠ করিয়া এবং তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া খেদ-পূর্ব্বক কহিলেন "লূসি, কি করিব, তোমার নিমিত্ত আমার বড়ই মনস্তাপ হইতেছে, কিন্তু বোধ হয় আমি তোমার কোন উপকারই সাধন করিতে পারিব না। আমার স্বামির সহিত পূর্ব্বতন রাজার যোগাযোগ আছে; সম্প্রতি মহারাণী মেরীর মনে এই রূপ সংশয় উপস্থিত হওয়ায় তিনি রাজদ্বারে অপদস্থ হইয়া রহিয়াছেন, অতএব তোমার পিতার জন্য এক্ষণে রাণীর নিকট কোন অনুরোধ করিতে আমার উপযুক্ত সাহস হয় না। তোমার পিতা তাঁহার বিশেষ অকৃপাপাত্র, এবং তাঁহাকে তিনি কখনই ক্ষমা করিবেন না, একথা রাণী স্পষ্টাভিধানেই সকলের সাক্ষাতে ব্যক্ত করিয়াছেন।"

লূসী কহিল, "না, আপনাকে কোন অনুরোধ করিতে হইবে না। আপনি কেবল একবার রাণীর সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দেউন। আমি আপনিই তাঁহার নিকট আমার পিতার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিব; এবং তাহা হইলে তিনি কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।" "হা অবোধ বালিকে! তোমার কি মহারাণীর সঙ্গে কথা কহিতে সাহস হইবে?" "হাঁ, আমার সাহস হইবে; আপনি কেবল একবার আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া গেলে সকল

শুনিতে পাইবেন।” “হায় ২ লূসি তুমি কেমন করিয়াই বা তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবার অবকাশ পাইবে, আর কি সাহসেই বা কথা কহিবে। যদিও কোন মতে তুমি রাণীর সাক্ষাতে যাও, তথাপি তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তুমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে, এবং তোমার একটি মাত্র বাক্য কহিবার সাধ্য থাকিবে না।” অনন্তর লূসী দুই চক্ষে বারিবিসর্জন করিতে২ কহিল, “মা গো তুমি একবার আমায় রাণীকে দেখাইয়া দেও, পরমেশ্বর আমাকে সমস্ত কথা শিখাইয়া দিবেন।” লেডী ক্লারেণ্ডন্ ক্ষুদ্র বালিকার মুখহইতে পুনঃ২ এই রূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া এবং অনতিস্ফুট বালহৃদয়ে এই প্রকার অসামান্য পিতৃভক্তি সন্দর্শন করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অবিলম্বে সুসজ্জিত হইয়া লূসীকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাজপুরীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থানে মহারাণী প্রতি দিন প্রাতঃকালে উপাসনা-মন্দির-হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করিতেন। লেডী ক্লারেণ্ডন্ যে সময় লূসীকে সমভিব্যাহার করিয়া উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাণী তখন পর্য্যন্তও উপাসনা-মন্দিরহইতে প্রত্যাগমন করেন নাই। লেডি ক্লারেণ্ডন আপনার অতীব স্নেহাস্পদ ক্ষুদ্র বালিকার চিত্তবিনোদ-সাধন-করিবার জন্য তাহাকে তত্রত্য চিত্রপটসকল দেখাইতে লাগিলেন। লূসী একটি দীর্ঘাকার মহাপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত প্রতিমূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া কহিল, “আমি উহাঁকে চিনি, ঐ আমাদিগের রাজা জেম্সের প্রতিমূর্ত্তি।” লেডীও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কহিলেন, “হাঁ, ঐ মহারাণী মেরীর পিতা হৃতরাজ্য রাজার প্রতিকৃতি বটে; আহা ঐ প্রতিরূপটিদ্বারা রাজার কি মহত্ত্ব ভাবই প্রকাশ পাইতেছে।” ইত্যবসরে লেডী ক্লারেণ্ডন মহারাণীকে দূরে সন্দর্শন করিয়া লূসীকে কহিলেন, “লূসি সাবধান, ঐ রাণী, তাঁহার পারিসদ ও সহচরী-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিতা হইয়া আগমন করিতেছেন; সাবধান, এই তোমার সময়; যিনি সকল সখীর কিঞ্চিৎ অগ্রসরে পদবিন্যাস করিতেছেন, তিনিই রাণী; তাঁহাকে দেখিবামাত্র তুমি ভূমিতে পতিত হইয়া আপনার প্রার্থনা প্রকাশ করিবে। দেখো যেন ভীত হইও না, এখন তোমাকে একাকী কথা কহিতে হইবে; আর আমি এখানে থাকিব না, তুমি যে খানে আছ এস্থানেই দণ্ডায়মান থাক। ক্লারেণ্ডন্ লূসীকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সে স্থলহইতে অপগত হইলেন।

লূসি এইরূপে একাকিনী অবস্থিতি করাতে তাহার হৃদয়ে শোণিত চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং তাহার সুকোমল বদন শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু তথাপি তাহার মনহইতে সাহস অন্তর্হিত হয় নাই। সে কেবল এক ২ বার মনে২ ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রাণী আসিয়া ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইলে সে অমনি রাণীর চরণতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে২ অতি কোমলস্বরে আপনার প্রার্থনা প্রকাশ করিল, এবং তাহার পিতার আবেদনপত্র অর্পণ করিল। তাহার শৈশবাবস্থার অব্যক্তরূপ, আপাদমস্তকের বিষণ্ন বেশ ও চন্দ্রাননের ম্লান কান্তি, নয়নযুগলে অশ্রুধারা দর্শন এবং অব্যক্ত ও অসামান্য কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মহারাণী মেরীর অন্তঃকরণ স্নেহরসে দ্রবীভূত হইয়া গেল; তিনি আর পাদ নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না,—অমনি স্থির হইয়া সকরুণভাবে বালিকাকে সম্ভাষণ করিয়া তাহার প্রদত্ত আবেদন পত্র তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তাহাতে লর্ড প্রেষ্টনের নাম সন্দর্শন করিবামাত্র ক্রোধে অরুণনেত্র ও লোহিতমূর্ত্তি হইয়া ঐ পত্র দূরে নিঃক্ষেপ করিলেন, এবং তথাহইতে সত্বরে গমনেচ্ছু হইয়া পাদোত্তোলন করিলেন। লূসী

অমনি পিতৃভক্তিপ্রভাবে নিঃশঙ্ক হইয়া বেগে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার পরিধীত রাজ-বেশের এক-দেশ ধারণ করিয়া গতিরোধ করিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত পুনঃ২ কহিতে লাগিল "হে মহা-রাণি, কৃপা করিয়া আমার পিতার জীবন-ভিক্ষা প্রদান করুণ।" তাহার মনে আরও অনেক প্র-কার কাতরোক্তি ও বিনয় বাক্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়ক্রমে শোকদুঃখে কিছুই স্মরণ হইল না, "আমার পিতার প্রাণ-দান করুণ," পুনঃ২ কেবল এই কথাই কহিতে লাগিল। রোদন করিতে২ সে ক্রমে নীরব ও স্তব্ধবৎ হইয়া দুই হস্তদ্বারা রাণীর চরণবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার পদে আপনার অঙ্গ বিলীন করিয়া রহিল!

শিশু বালিকার বিনয় এবং কাতরতা সন্দর্শন করিলে সহজেই সকল লোকের মনে করুণার সঞ্চার হয়, বিশেষতঃ লূসীর অসাধারণভাব সন্দর্শনে মহারাণী মেরীর মনে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি লর্ড প্রেষ্টনের প্রাণ বধ করা নিতান্ত রাজ-নিয়ম-সঙ্গত মনে করিয়া অতি শান্তভাবে কহিলেন. "লূসি, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলাম না।" "কেন মহারাণি? আমার পিতার তো কোন দোষ নাই, তিনি তো সকলকেই ভাল বাসেন, এবং সকলের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেন?" রাণী উত্তর করিলেন, "হাঁ, তিনি তোমার প্রতি স্নেহ করেন বটে, কিন্তু তিনি সম্প্রতি সাধারণরাজনিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন বলিয়া অবশ্যই তাঁহার প্রাণ-দণ্ড হইবে।" লূসী কহিল "মা তুমি মনে করিলে তো তাঁহার অপরাধ ও ক্ষমা করিতে পার, আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মনুষ্যের দোষ ক্ষমা করে ঈশ্বর না কি তাহার দোষ ক্ষমা করেন?" "তোমার মত বালকের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আমার রাজ্য-শাসন করিবার প্রয়োজন নাই, আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি, যদিও এমন শিশু কন্যার সাধু প্রার্থনা পূর্ণ না করা নিতান্ত দুঃখের বিষয় বটে, তথাপি আমি সাধারণনিয়মের অন্যথা করিয়া পক্ষ পা-তিনী হইয়া তোমার পিতাকে ক্ষমা করিতে পারি না।" শোকাকুলা লূসী ইহাতে আর কোন উত্তর প্রদান না করিয়া একদৃষ্টে কিয়ৎকাল রাণীর মু-খের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল অনন্তর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া স্থিরনেত্রে সম্মুখস্থ পূর্ব্ব-কার রাজা জেম্‌সের প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার ঐ প্রতিকৃতি দর্শনে উক্ত প্র-কার অসাধারণ-ভাবের সন্দর্শন করিয়া রাণী তা-হাকে আর তাহার কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। "লূসি, তুমি কি-জন্য এমন অনিমিষ-নেত্রে আমার পিতার প্রতি-কৃতি নিরীক্ষণ করিতেছ।" লূসী কহিল "আ-মার পিতা কেবল তোমার পিতাকে ভাল বাসিয়া-ছিলেন বলিয়াই আপনি তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই ভাবিয়াই আমি অবাক হইয়া আপনার পিতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছিলাম।" অল্পবয়স্কা অবলা বালার মুখ হইতে এই প্রকার অমূল্য উপদেশরত্ন শ্রবণ করিয়া মেরীর মনোমধ্যে প্রবোধ-চন্দ্রের উদয় হইল, এবং তৎক্ষণাৎ আপন ভক্তিভাজন পিতার প্রতিকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার সমস্ত স্নেহ স্মরণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে আর্দ্র হইলেন। "পিতা রাজ্যচ্যুত হইয়া নিবা-সিত হইয়াছেন। বিস্তীর্ণ রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া এক্ষ-ণে উদরান্নের জন্যে পরের অধীন হইয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহার কন্যা হইয়া তাঁহারই রাজ্য হরণ-পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত রাজবিভব উপভোগ করিতেছি; হায়! হায়! এই সামান্য শিশু বালিকার মনে যে প্রকার পিতৃভক্তি বিরাজ করিতেছে, আ-মার তাদৃশ ও নাই, আমাকে ধিক্। রাণী এই

প্রকার সকরুণ ভাব আলোচনা করিতে২ নয়ন-জলে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন, এবং পিতৃবৎসলা নৃসীর হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া কহিলেন যে “মা, তুমি আর রোদন করিও না. আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম; তোমার পিতাকে আর প্রাণ-দণ্ড সহ্য করিতে হইবে না।”

তিলোত্তমা-সম্ভব।

কাব্য।

দ্বিতীয় সর্গ।

কোথা বুদ্ধ লোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন? যে দুর্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে মানব আমি, ভব মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমত, ৫
যাইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে? আইস তবে, আইস পদ্মালয়া ১০
বীণাপাণি, কবির হৃদয় পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনা সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে—শশী-কলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো বরদে, ১৫
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারত ভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এমন সঙ্গীত ধ্বনি মধু হেন মানি!
উঠিল অম্বর পথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত আর সৌদামিনী ২০
সহ পয়োবাহ যথা। দেবধ্বজোপরে
শোভিল দেবপতাকা, যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা। চারিদিকে মেঘকুল,
হেরি সে কেতুর কান্তি ভ্রান্তি মদে মাতি—
ভাবি তারে অচলা চপলা, দ্রুতগামী ২৫
গর্জ্জিয়া আইল, সবে লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী—যথা স্বয়ম্বরস্থলে
রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বরা-রূপবতী-
রূপমাধুরিতে অতি মোহিত হইয়া, ৩০
ঘেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর শরে।
এই রূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
দেখি সে কেতন রতনের চারু ভাতি;
কিন্তু হেরে দেবরথে দেবদম্ভোলীরে,
সিহরি অম্বর তলে সাষ্টাঙ্গে পড়িলা ৩৫
অমনি। চলিল রথ মেঘ মালা শিরে—
আনন্দময়-মদন-স্যন্দন যেমন
অপরাজিতা কাননে চলে মন্দগতি
মধুকালে; কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
সীতা সীতানাথে লয়ে কনক পুষ্পক। ৪০
এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইলা বিমান। নাদিল দেবরথ।
শুনি সে ভৈরব রব দিগ্বারণ গণ—
ভীষণ মূরতিধর—রুষি হুঙ্কারিলা
চারিদিকে। চমকিলা জগত, বাসুকি ৪৫
অস্থির হইলা ত্রাসে। চলিল বিমান;—
কত দূরে চন্দ্র-লোক অম্বরে শোভিল,
রত্নদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন—
কামিনী-কুলের-সখী-যামিনীর সখা, ৫০
মদন রাজার বঁধু—সুধানিধি দেব
সুধাংশু। বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
চির বিকচিত, পূরি সৌরভে আকাশ—
রূপের আভায় মোহি রজনীমোহন। ৫৫
হেম হর্ম্ম্যে—যার চারি পাশে দিবানিশি
ফেরে অগ্নিচক্র রাশি মহাভয়ঙ্কর—
বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর কোলে
চপলা, বা যথা অবরোধে কুলবধূ
ললিতা, ভুবনস্পৃহা, কুসুমকুমারী। ৬০
নারী অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
হেরি ত্রিদিবের নাথে দূরে, প্রণমিলা
নম্রভাবে, যথা যবে প্রলয়পবন
বহে নিবিড় কাননে, তরু কুলপতি

বল্লরী সুন্দরীবৃন্দ, শাখাবলী সহ, ৬৫
বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে।
পশ্চাতে রাখিয়া চন্দ্রলোক, দেবযান
উতরিল রবির মণ্ডল বসে যথা
গগণে। কনকময়, মনোহর পুরী,
তার চারিদিকে শোভে—মেখলা যেমতি ৭০
আলিঙ্গয়ে যুবতী বামার কশোদর
হরষে পসারি বাহু—রাশিচক্র; তাহে
রাশি রাশির আলয়। নগর মাঝারে
এক চক্ররথে দেব বসেন ভাস্কর।
অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ ৭৫
যেন মধু কাম বঁধু—যবে ঋতুপতি,
হিমান্তে শুনিয়া কোকিলার কলরব,
হরষে তুষিতে আসে দেবী বসুন্ধরা
কাতরা বিরহে তার,—বসেছে সমুখে
সারথি। ছায়া সুন্দরী, মলিনবদনা, ৮০
নলিনী সুখিনী সুখে দুঃখিনী কামিনী,
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে?
চারিদিকে গ্রহদল দাঁড়ায়ে সকলে
নতভাবে, নরপতি সমীপে যেমতি ৮৫
অমাত্যবর্গ। অদূরে তারাবৃন্দ যত—
ইন্দীবর নিকর—অম্বর তলে নাচে,
যথা রে অমরাপুরি, কনক নগরি,
নাচিত অপ্সরী কুল, যবে দেবেশ্বর
শচীসহ শচীপতি দেব সভা মাঝে ৯০
বসিতেন দেবাসনে। নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দপদে;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করী দলে তোষে—তুষ্ট হয়ে। ৯৫
হেরি দূরে দেবরাজে গ্রহকুল রাজ
সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহামতি।
এড়াইয়া সূর্য্য লোক চলিল বিমান।
এবে চন্দ্র, সূর্য্য আর নক্ষত্র মণ্ডল
—রজত, কনক দ্বীপ অম্বর সাগরে— ১০০
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি,
প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদ পদ্মে স্থান যার,
উজ্জলে গগণ ধনী প্রকৃতি রূপিণী,
রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে। ১০৫
প্রভা—শক্তি কুলেশ্বরী, যার সেবা করি
তিমিরারি ভাস্কর তোষেন কর দানে
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
অম্বুনিধি সেবি সদা তোষে বসুন্ধরা
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী দল ১১০
জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী
গৌরাঙ্গিনী, কমলনয়না, পীনস্তনী,
অনন্তযৌবনা—হেরি কারণ-কিরণ,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে ১১৫
মুদয়ে নয়ন যথা। দেব পুরন্দর
অসুরারি, যে করে দম্ভোলি তুলি দেব
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সমরে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার আভায়
চমকি ঢাকিলা আঁখি। দেবধ্বজোপরি ১২০
দেব কেতু—ধূম কেতু দিবা ভাগে যেন—
হইল মলিন। যান মুখে সূতেশ্বর
মাতলি, হইয়া অন্ধ, রশ্মি দিলা ছাড়ি
মহাভয়ে। আতঙ্কিয়া তুরঙ্গমদল
চলে মন্দগতি যথা প্রতীপ গমনে ১২৫
প্রবাহ। আইল এবে ব্রহ্ম লোকে রথ।
মেরু—কনক মৃণাল কারণ সলিলে;
তাহে ব্রহ্ম লোক শোভে কনক উৎপল;
তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল যাঁর
মুমুক্ষু কুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষ ধাম। ১৩০
অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন তোরণ, রাজ তোরণ যেমন
আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি,
আদিত্য জিনি প্রতাপে, রতননিকর।
নর চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা, ১৩৫
কেমনে নর রসনা বর্ণাইবে তারে
অতুল ভব মণ্ডলে? তোরণ সমুখে
দেখেন দেবদম্পতী দেবসৈন্য দল,—
সমুদ্র তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলে কুপিয়া শুনি পবনের রব ১৪০
বীর দর্পে, কিম্বা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগণ মণ্ডলে

নক্ষত্র চয়—অগণ্য। কোটি কোটি রথ;—
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী,
বিদ্যুৎ গঠিত ধ্বজ মণ্ডিত। তুরগ— ১৪৫
যার পদ তলে বিরাজেন সদাগতি
সদা, শুভ্র কলেবর, হিমানী আবৃত
গিরি যথা, পৃষ্ঠে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিন্ধু ফেণা যেন অতি মনোহর।
হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ ১৫০
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডল
প্রলয়ের জলে—শুনি যে মেঘ গর্জ্জন
শৈলের পাষাণ হিয়া ফাটে মহা ভয়ে,
বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে ১৫৫
ত্রাসে আকুলা সুন্দরী। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্র নখে
শস্ত্রিত যেমত, কিম্বা নাগারি বৈনত,
গরুত্মন্ত কুলপতি। হেন সৈন্যদল, ১৬০
অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
বিমুখ, পালায়ে আসি পশিয়াছে সবে
ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয় প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত ১৬৫
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সকলে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীরভাবে
বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গ নিচয়
বিমুখয়ে; কিম্বা যথা দিবা অবসানে,
(মহৎ সহিত যদি নীচের তুলনা ১৭০
সম্ভবয়ে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে,
(রাহু যেন চাঁদেরে) বিহঙ্গকুল ভয়ে
পুরিয়া গগণ ঘন কূজন নিনাদে,
আসে তরুবর পাশে আশ্রমের আশে।

এ হেন দুর্ব্বার সেনা, যার কেতূপরি ১৭৫
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
বিশ্বম্ভর ধ্বজোপরি পাখা বিস্তারিয়া
অরুণনয়ন,—হেরি ভগ্ন দৈত্য রণে,
শোকাকুল হইলেন দেবকুলপতি
অসুরারি। মহৎ যে, পরদুঃখে দুঃখী, ১৮০
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন।
কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে
সে যাতনা, ক্ষণ মাত্র হইয়া অস্থির;
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে ১৮৫
পড়ি গিরিবর পদে, গিরিবর কাঁদে
তার সহ। মহাশোকে শোকাকুল দেব
দেবপতি, ধরি ইন্দ্রাণীর কর যুগ,
সোহাগে মরাল যথা ধরয়ে কমল,
কহিতে লাগিলা ইন্দ্র;—"হায়, প্রাণেশ্বরি, ১৯০
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে।
শৃগালের সমরে বিমুখ সিংহ দল
বসি, সুরেশ্বরি, ওই তোরণ সমীপে
ম্রিয়মাণ অভিমানে। হায়, দেব কুলে
কে আজি না চাহে ত্যজিবারে কলেবর, ১৯৫
যাইতে, শমন, তোর তিমির ভবনে,
পাশরিতে এ গঞ্জনা? ধিক্, শত ধিক্
এ দেব-মহিমা—অমরতা, ধিক্ তোরে।
হায়, বিধি, কি পাপে আমার প্রতি তুমি
এ হেন দারুণ। পুনঃ পুন এ যন্ত্রণা ২০০
কেন ভোগ করাও আমারে? এ জগতে
ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র তার সম আজি
কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী।
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়;
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, রক্ষায় রাখহ ২০৫
তুমি; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।
তপন তাপেতে তাপি পশু পক্ষী যদি
বিশ্রাম বিলাস আশে যায় তরু পাশে,
দিনকর খরতর কর সহ্য করি ২১০
আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী
ঘুচায় তাহার ক্লেশ। হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা?"

এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি ২১৫
নাবিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী—
গৌরাঙ্গিণী, কমলনয়না, পীনস্তনী—
শূন্যমার্গে। পরশি গগণ পৌলোমীর
পদ অরবিন্দ, সুখে হাসিতে লাগিল।
চলিলা দেব দম্পতী নীলাম্বর পথে, ২২০

যথা ভাসে তরু রাজা, যতনে ধরিয়া
কোলে মুকুলিত লতা, যবে ঘোররণে
পবন উপাড়ি তারে ফেলে বাহুবলে
সাগরের নীরে। চলিলেন মহামতি
দেবেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ দেব সৈন্য পানে। ২২৫
হেথা দেবসৈন্য হেরি দেবেন্দ্র বাসবে
অমনি উঠিলা সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে, বারণ বৃন্দ আনন্দে যেমতি
হেরি যূথনাথে। লয়ে গন্ধর্ব্বের দল—
গন্ধর্ব্ব, মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে— ২৩০
গন্ধর্ব্ব কুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি চক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ প্রাচীর
দেবালয়—নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল ২৩৫
অভেদ্য সমরে। দেবরাজ শিরোপরি
ভাতিল. রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু শৃঙ্গোপরি, মণিময় রাজছাতা
বিস্তারি কিরণ জাল। চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য, যে বাদ্যের বোলে— ২৪০
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর হৃদয়, সাহস অর্ণব।
আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে;
ভালে জ্বলে কোপাগ্নি, ভৈরব ভালে যথা
বৈশ্বানর, যবে. হায়, কুলগ্নে মদন ২৪৫
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল ভুজ পাশ,
আসি, যথা মগ্ন তপঃ সাগরে ভূতেশ,
বিঁধিয়াছিলা অবোধ মহেশের হিয়া
ফুল শরে। আইলেন বরুণ দুর্জ্জয়,
পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা— ২৫০
তড়িত জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন।
আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি
গদাবর। আইলেন হৈমবতী সুত,
তারকসূদন দেব শিখীবরাসন,
ধনুর্ব্বাণ হাতে দেব সেনানী। আইলা ২৫৫
পবন সর্ব্বদমন। আর কব কত?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে
তুলনা) নিদ্রাস্বজনী নিশীথিনী যবে,
তারাকুন্তলা মহিষী, আসি দেন দেখা ২৬০
মৃদুগতি, জোনাকের ব্যূহ প্রতিসরে
ঘেরে তরুবরে, রত্ন কিরীট পরিয়া
শিরে—উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে।
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর;—
"সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল ২৬৫
'দুর্ব্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
'নিরন্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
দৈব বলে। হায়, দৈব বল বিনা কেবা
এ জগতে তোমা সবা'পারে পরাজিতে,
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ? বিনা ২৭০
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব অন্তকারি,
বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে? কেমনে এবে এ দুর্জ্জয় রিপু—
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয়, কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কর দেব দল? ২৭৫
যে বিধির বরে ত্রিদিবের সিংহাসনে
বসি আমি বাসব, আমার প্রতি তিনি
মহা প্রতিকূল। হায়, এ কার্ম্মুকরাজ
বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে।
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক।" ২৮০
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক, গভীর স্বরে গরজে যেমতি
মেঘকুলপতি রুষি, কিম্বা বারণারি
বিদরিয়া বসুধার বক্ষ বজ্র নখে
রোষাবেশে।" নাপারি বুঝিতে, দেব, আমি ২৮৫
বিধির এ লীলা? যুগে যুগে পিতামহ
এই রূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল;
বাড়ান দানব দর্প, শৃগালের হাতে
সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা। তপে তুষ্ট তিনি;—
যে তাঁহারে ভক্তি ভাবে ভজে, তিনি তার ২৯০
বশীভূত। আমরা দিক্‌পাল গণ যত
রত সতত স্বকার্য্যে—লালনে পালনে
এ ভব মণ্ডল, তাঁরে পুজিতে অক্ষম
যথা বিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে ২৯৫
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—অতল জল তলে।
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,

যোগ ধর্ম্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
তুমি চতুরাননে, দানব ভয় ভুলি, ৩০০
ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ। কে পারে সহিতে—
হায় রে, কহ দেবেন্দ্র, হেন অপমান?
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেনে আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর? অমৃত পানে মোরা ৩০৫
অমর; কিন্তু এ অমরতার কি এই
ফল? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীলকণ্ঠ দেশে?
জ্বলুক জগত! ভস্ম কর বিশ্ব, ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি। কার হেন সাধ ৩১০
আজি যে সে ধরে প্রাণ অমরের কুলে?"
এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী
কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত; রাগে চক্ষুদ্বয়
লোহিত বরণ, রাঙ্গা জবা যুগ যেন।
তবে সর্ব্বদমন পবন মহাবলী ৩১৫
কহিতে লাগিলা, যথা পর্ব্বত গহ্বরে
হুহুঙ্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ;—"যাহা কহিলা শমন,
অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা। ৩২০
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম। কেন?—
কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে
অমর? দিতিজ কুল প্রতি যদি এত ৩২৫
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে।
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—আলয়
সৌন্দর্য্যের, রত্নাগার, সুখের সদন,—
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে ৩৩০
দিব কি দানবে? বৈনতের উচ্চধাম
মেঘাবৃত—গর্জ্জন গঞ্জন মাত্র তার।
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর, দাঁড়াইয়া হেথা—
এবুহ্ম মণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
এক নিমিষে এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর, ৩৩৫
নাশি আমি—লণ্ডভণ্ড করি ত্রিজগৎ।"
কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে। থর থর করি—
ধাতার কনক পদ্ম আসন যে স্থলে
সে স্থল ব্যতীত—বিশ্ব কাঁপিতে লাগিল। ৩৪০
ভাঙ্গিল পর্ব্বত চূড়া। ডুবিল সাগরে
তরী। ডরি কেশরী, পর্ব্বত গুহা ছাড়ি,
পলাইলা দ্রুত বেগে। গর্ভিণী রমণী
ভয়াকুলা যুবতী অকালে প্রসবিলা।
তবে ষড়ানন তারকারি, অনুপম ৩৪৫
রূপে, হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
পালিয়াছিলা, সরসী রাজহংস শিশু
পালে যথা আদরে, সেনানী মহারথী,
পার্ব্বতীনন্দন, রণে প্রচণ্ড প্রহারী,
কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন যবে ৩৫০
স্বর্ণবর্ণা উষা সহ ভ্রমেণ মারুত
শিশির মণ্ডিত ফুল বনে প্রেমামোদে—
উত্তর করিলা তবে ময়ূরবাহন
মৃদুস্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী,
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জ বনে। ৩৫৫
"জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়।
তবে যদি রথী, যথাসাধ্য যুদ্ধ করি,
রিপু সমুখে বিমুখ হয় মহামতি
রণক্ষেত্রে, শরম কি তার? দৈববলে
বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবচে ৩৬০
ভূষিত, শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
পড়ে তার শরীরে পর্ব্বত দেহে যথা
বরিষার জলাসার। আমরা সকলে
প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত.
এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আমা সবে? ৩৬৫
বিধির নির্ব্বন্ধ কহ কে পারে খণ্ডাতে?
অতএব শুন যম, শুন সদাগতি,
দুর্জ্জয় সমরে দোঁহে, শুন মোর বাণী,
দূর কর মনস্তাপ। তবে যদি বল
কেন বিধির এ বিধি? কেন প্রতিকূল ৩৭০
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ?
কি কহিব আমি দেবকুলের কনিষ্ঠ?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছা ক্রমে,
অনাদি, অনন্ত যিনি বোধাগম্য, তাঁর
যে রীতি, সেই সুরীতি। কিসের কারণে, ৩৭৫
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ

কে পারে বুঝিতে? রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে;
প্রজার কি উচিত বিবাদে রাজাসহ?"
　এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
হইলা নিস্তব্ধ। তবে অম্বুরাশি পতি　　৩৮০
বীর কম্বু নাদে যথা, উত্তর করিলা
প্রচেতা—" এ বৃথা রোষ কর সম্বরণ,
আদিতেয় দল। যাহা কহিলেন দেব
কার্ত্তিকেয়, সত্য তাহা। আমরা সকলে
বিধাতার অধীন, তাঁহার পদাশ্রিত।　　৩৮৫
অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
সে জনের? দাস সদা প্রভু আজ্ঞাকারী।
দানব দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি;
এবে দানব দমনে অক্ষম আমরা;
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ।　　৩৯০
সাগর আদেশে যবে তরঙ্গ নিকর
ধায় যুদ্ধ বেশে সংহারিতে শিলাময়
রোধঃ, তার বজ্রপ্রতিঘাত বেদনায়
ফাঁফর হইয়া, পুনঃ বেগে যায় ফিরি
সে তরঙ্গচয় সিন্ধু পাশে। চল যাই　　৩৯৫
যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ।
নাশিতে এ বিপুল ভুবন সাধ্য কার
তিনি বিনা? তুমি, হে অন্তক বীরবর,
সর্ব্ব অন্তকারী, কিন্তু বিধির বিধানে,—
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,　　৪০০
দণ্ডধর, যাহার প্রহারে হয় ক্ষয়
অমর অক্ষয় দেহ, চূর্ণ নগরাজা,
ইহার ভীম আঘাত, বিধি আদেশিলে,
বাজে শরীরে কোমল ফুলাঘাত যেন,
যবে কামিনী হানয়ে মৃদু মন্দ হাসি　　৪০৫
প্রিয় দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
ফুলশর। তুমি, হে ভীষণ প্রভঞ্জন,
ভগ্ন যার নিশ্বাসে বিশাল তরুকুল,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বিরিঞ্চির বলে বলী
তুমি, জল স্রোত যথা পর্ব্বত প্রসাদে।　　৪১০
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
দেবদল। মোর মনে জ্বলে কোপানল
বাড়ব অনল যেন জলধি-হৃদয়ে।
আমিও এ দুর্দ্দান্ত-দানব-প্রহরণে
ব্যথিত, কিন্তু কি করি? এ ভৈরব পাশ,　　৪১৫
যার ভয়ে কম্পয়ে জগৎ, হায়, আজি
ম্রিয়মাণ মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।"
　তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাঁহার
রত্নাগার, কহিতে লাগিলা যক্ষপতি,
রণে চিরবিজয়ী, ভীষণ গদাধর,　　৪২০
ধনদ;—"নাশিতে সৃষ্টি, যেমন কহিলা
প্রচেতা, কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?　　৪২৫
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎ জননি
বসুধে, রে ঋতুকুল রমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগণের? তারা দল যার সখী দল।
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ পাশে।　　৪৩০
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরে
বসায়। রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,
শ্যামাঙ্গিনি ধনি, যার অলক ভূষিতে
সৃজেন সতত ধাতা ফুলরত্ন চয়
বহুবিধ। ভূধর যাহারে ধরি থাকে।　　৪৩৫
হায়রে, কে আছে, কহ হে দিক্‌পালগণ,
এহেন নির্দ্দয়? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু—সে দানব।
আমরা দেবতা—একি আমাদের কাজ?
কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে　　৪৪০
চোরে ডরি? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলাকাটি
প্রণয়ীহৃদয় কি নিরোগী করে তারে?
আর কি কহিব আমি, দেখ ভেবে সবে।
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে　　৪৪৫
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে;
কিন্তু বৃথা বাক্যবৃক্ষে কভুনাহি ফলে
সমুচিত ফল; এ তো অজ্ঞানিত নহে;　　৪৫০
অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি?
　কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি;—" পালিতে এ বিপুল জগত

সৃজন. হে দেবগণ, আমাসবাকার। ৪৫৫
অতএব কেমনে যে রক্ষক সে জন
হইবে ভক্ষক? যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক কহ
সকলে? দিতিজবৃন্দ অধর্ম্মেতে রত; ৪৬০
কেমনে আমরা যত অদিতিনন্দন,
অমর, ত্রিদিব বাসী, তার সুখ ভোগী,
আচরিব যেমত আচরে নিশাচর
পাপাচার? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ! ৪৬৫
হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ব্ব অন্তকারি,—
হে সর্ব্ব দমন বায়ু কুলপতি, রণে
অজেয়,—হে তারক সূদন ধনুর্দ্ধারি
শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপু ভস্মকর
বাণানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ, ৪৭০
পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর
ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
এ মহা-সঙ্কটহতে তিনি বিনা আর
কে পারিবে উদ্ধারিতে, এসুর-সমাজ ৪৭৫
তাঁহারি রক্ষিত? চল বিরিঞ্চি সমীপে।"
এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বজ্রী, স্মরিলেন চিত্ররথ মহারথী—
গন্ধর্ব্বকুলের রাজা, রমণীরমণ,
মহাতেজা।—অগ্রসর হইয়া অমনি ৪৮০
কর যোড়ে দেবেন্দ্রে নমিলা চিত্ররথ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বাসব মহামতি
বজ্রপাণি, আদেশিলা গন্ধর্ব্ব ঈশ্বরে
দেবেশ্বর,—"এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরী, রক্ষা কর, বীর, ৪৮৫
ত্রিদিব মহিষী তুমি দেবী কুল সহ।"
বিদায় হইয়া সুরপতি পুরন্দর
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
শমন, তপনসুত তিমির বিলাসী,
তারক নাশক, হৈম কৃত্তিকার কোলে ৪৯০
লালিত যে কান্তবর, প্রচেতা দুর্জ্জয়,
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী—মোক্ষধাম, জগত বাঞ্ছিত।

তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর
মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে ৪৯৫
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধ্বনি
শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেব সেনা
অগণ্য, দুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা
চারি দিকে। লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
উদ্গীরি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে ৫০০
ভয়ঙ্কর! উড়িল পতাকাচয় যথা
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ বিহঙ্গম দল!
উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
চাপে পরাইয়া গুণ। গদা করে ধরি,
করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি ৫০৫
চড়ে তুঙ্গ গিরি শৃঙ্গে। কেহ আরোহিলা
(গরুড় বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে।
শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
পদাতিক বৃন্দ উঠে হুহুঙ্কার করি, ৫১০
মাতি বীর মদে শুনি সে শঙ্খ নিনাদ!
বাজিতে লাগিল রণ বাদ্য, যার বোল
শুনি নাচে বীরহিয়া, ডমরু শুনিয়া
নাচে যথা ফণীবর—দুরন্ত দংশক—
বিষাকর; ভীরু যে বিদরে প্রাণ তার ৫১৫
মহাভয়ে! সাজিল নিমিষে সুর সেনা
দানব বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
আর যত সুরনারী; যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহদল, বিস্তারিয়া বাহু ৫২০
অযুত, রক্ষয়ে সবে বল্লরীর কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম রতন
অমূল জগতে, রাজ ইন্দ্রাণী ঈপ্সিত।
যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বসুমতী,
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্য দল ৫২৫
বেড়িল ত্রিদিব দেবী অনন্ত যৌবনা
শচী, সাপটিয়া ধরি চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নি শিখা যেন; শত প্রতিসরে
বেড়িলা ইন্দ্র রমণী চতুরঙ্গ দল।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজিয়া মায়ায় ৫৩০
কনক সিংহআসন, অতুল, অমূল
জগতে, যুড়িয়া কর কহিতে লাগিলা

পৌলোমীরে," বসুন এ আসনে, জননি
দেবকুলেশ্বরি। যথা সাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র অভাবে, রক্ষা করিব আপনে।" ৫৩৫
বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায়রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, না বিদরে কাহার হিয়া আজি?
কাহার না কাঁদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহুগ্রাসে? তোরে, রে নলিনি, ৫৪০
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর।
হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেব কামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা
মৃদুগতি, সম্ভাষিতে ত্রিদিব মহিষী ৫৪৫
আয়ত-লোচনা। আইলেন ষষ্ঠী দেবী—
বঙ্গ কুলবধূ যাঁরে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী। আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল যাঁর প্রসাদে, মহাদয়াময়ী ৫৫০
ধাত্রী। আইলেন দেবী মনসা, যাঁহার
প্রতাপে ভীত ফণীন্দ্র ফণীকুল সহ,
পাবক নিস্তেজ যথা বারি ধারা বলে।
আইলেন সুবচনী—মধুর ভাষিণী।
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী, ৫৫৫
কুঞ্জরগামিনী। আইলেন কামবধূ
রতি; হায়! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
আমি ও রূপ মাধুরি—ও স্থির যৌবন,
যার মধুপানে মত্ত স্মর মধুসখা
নিরবধি? আইলেন সেনা সুলোচনা, ৫৬০
সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী।
আইলা জাহ্নবী দেবী—ভীষ্মের জননী;
কালিন্দী আনন্দময়ী, যাঁর চারুকূলে
শোভে রাধার নিকুঞ্জ, যথায় মুরারি
রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ সদা ৫৬৫
ভ্রমেন, মরাল যথা নলিন কাননে
নলিনী রমণ। আইলেন ভগবতী
তমসা, সহ মুরলা বিমলসলিলা,
বৈদেহীর সখী দোঁহে।—আর কব কত?
অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণ প্রভা সম ৫৭০
প্রভায়, কিন্তু সতত অচপলা যেন
রত্নকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে;
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বর তলে
শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন বিভায়।
বসিলেন দেবীকুল শচী দেবী সহ ৫৭৫
স্বতন্ত্র আসনে; হায়, নীরব গো আজি
বিষাদে! আইলা এবে বিদ্যাধরী দল।
আইলা উর্ব্বশী দেবী—ত্রিদিবের শোভা,
ভব ললাটের শোভা শশী-কলা যথা
আভাময়ী। কেমনে বর্ণিব রূপ তব, ৫৮০
হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
অব্যর্থ! যে রূপ হেরি রাজা পুরুরবা,
ইন্দুবংশেন্দু শূরেন্দ্র, মোহিত হইয়া
ভুলিয়াছিলা কাশীন্দ্র দুহিতা মানিনী
চন্দ্রাননা, ভুলে যথা অলি মধুলোভা ৫৮৫
হেরি কমলিনীর মাধুরি নিরুপম,
চূতমঞ্জরী? আইলা চারু চিত্রলেখা—
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব রমণী।
আইলেন মিশ্রকেশী—যাঁর কেশ, তব,
হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে। ৫৯০
আইলেন রম্ভা—যাঁর উরুর বর্ত্তুল
প্রতিকৃতি ধরি বনবধূ বিধুমুখী
কদলীর নাম রম্ভা ভুবনে বিদিত।
আইলেন অলম্বুষা—মহা লজ্জাবতী
যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কেনা জানে?) ৫৯৫
অপাঙ্গে গরল—বিশ্ব দহে গো যাহাতে।
আইলেন মেনকা; হে গাধির নন্দন
অভিমানি, যার প্রেমরস বরিষণে
নিবারিলা তপোঽগ্নি তোমার পুরন্দর,
নিবারয়ে মেঘ যথা বরষি আসার ৬০০
দাবানল। শত শত আসিয়া অপ্সরী
নমি ইন্দ্রাণীরে, দাঁড়াইলা নতভাবে
চারিদিকে; যথা যবে—হায়রে স্মরিলে
ফাটে বুক—ত্যজি ব্রজধাম ব্রজপতি
অক্রূরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,— ৬০৫
শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা পুলিনে,
নীরবে বেড়িল সবে রাধা বিলাপিনী।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে
ব্রহ্মপুরী-তোরণ নাম
দ্বিতীয়সর্গঃ।

মরীচিকা।



আমরা আপাততঃ যে স্থানকে শূন্য মনে করি বস্তুতঃ তাহা শূন্য নহে, তাহা বায়ুদ্বারা পূর্ণ। ঐ বায়ু জল এবং কাচের ন্যায় স্বচ্ছপদার্থ। জল ও কাচ যেমন নির্মল থাকিলে তাহার মধ্যদিয়া সকল পদার্থই অনায়াসে দেখা যায়, সেই রূপ পরিষ্কৃত বায়ুর মধ্যদিয়াও সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা যখন কোন বৃক্ষ, পর্ব্বত কি পশু, পক্ষী, সন্দর্শন করি, তখন তত্ত্বাবৎই বায়ুর মধ্যদিয়া দেখিয়া থাকি। বায়ু আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে বলিয়া উহাকে আমরা জল ও কাচাদি পদার্থের ন্যায় চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই না। বায়ু সর্ব্বদা নির্মল ও পরিষ্কৃত থাকে না, কখন বাষ্পপূর্ণ হয়, কখন ক্ষুদ্র২ জলকণাতে পূর্ণ থাকে, এবং কোন২ সময়ে ধুলিময়ও হইয়া থাকে। এই কারণবশতঃ সর্ব্বদা উহার মধ্যদিয়া কোন পদার্থ সমান রূপে দেখা যায় না। উহার পূর্ব্বোক্ত রূপ নানা প্রকার অবস্থাভেদদ্বারা আমাদিগের দৃষ্টি-ক্রিয়ারও নানা প্রকার ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে।

অবস্থাভেদে বায়ু কোন২ সময়ে জলের রূপ ধারণ করে, এবং জলেতে যেমন তন্নিকটস্থ বৃক্ষ. লতা, পশু, পক্ষীর, প্রতিরূপ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ উহাতেও হইয়া থাকে। যে সময়ে বায়ুতে আমাদিগের জল বা অন্য পদার্থের ভ্রম হয়, তখনই তাহাকে মরীচিকা বলে। পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে যখন প্রচণ্ডসূর্য্য-কিরণদ্বারা প্রশস্ত প্রশস্ত বালুকা-পূর্ণ ভূমির জলীয়াংশ বাষ্প হইতে থাকে। তখনই মরীচিকার উৎপত্তি হয়; ফলতঃ মরীচিকা বালুকা-পূর্ণ প্রশস্ত প্রশস্ত মরুভূমিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আফরিকা এবং আরব রাজ্যের মরুভূমিতে যখন মরীচিকার উৎপত্তি হয় তখন এক পরমাদ্ভুত শোভা প্রকাশ পায়। সমস্ত মরুদেশ বিস্তীর্ণ সাগর বোধ হয়, এবং ঐ মরুভূমির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র২ গ্রামগুলি সাগর পরিবেষ্টিত দ্বীপবৎ অনুভূত হয়, এবং ঐ ভাক্ত জলাশয়ের নিকটস্থ জনপদের অট্টালিকা-বৃক্ষ-লতাদি, সমস্ত পদার্থেরই প্রতিরূপ প্রতিভাসিত হইতে থাকে। তৃষ্ণাতুর মৃগকুলের মরীচিকায় জলভ্রম হইবার যে প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কোন মতে অমূলক নহে। বণিক এবং ভ্রমণকর্ত্তা যখন আরব কি আফরিকার প্রশস্ত মরুক্ষেত্রসকল অতিক্রমণ করিয়া আপনাদিগের বাঞ্ছিত স্থানে গমন করে. তৎকালে বারম্বার তাহাদিগের মনে ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকার ভ্রম উপস্থিত হয়। পরন্তু পশ্চাৎ বা সম্মুখ কোনদিকেই আপনার নিকটস্থ ভূমিতে মরীচিকা দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল দূরস্থ ভূমিতেই মরীচিকা দৃষ্ট হয়। দর্শক যত মরীচিকার দিকে গমন করে মরীচিকা তত দর্শকহইতে দূরে প্রস্থান করিতে থাকে। ডক্তর ক্লার্ক ব্যক্ত করিয়াছেন, যে তাঁহার ভ্রমণ কালে তিনি একদা এক অদ্ভুত মরীচিকা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি রসেটা নামক স্থানে গমন করিবার জন্য কতগুলি ভারবাহী রাসভ ও কতিপয় আরবী লোকের সহিত এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইতেছিলেন, এমত সময়ে তিনি দেখিলেন যে সম্মুখে এক বিস্তৃত নদী পার না হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার সঙ্গি আরবী লোকেরা আহ্লাদপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিল "আর আমাদিগের কোন আশঙ্কা নাই. আমরা বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছিয়াছি," এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ডক্তর ক্লার্ক আপন সঙ্গিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানহইতে রসেটা নগর দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু আমরা কি প্রকারে এই সম্মু-

থস্থ নদী পার হইব? ইহাতে নৌকাদি পারোপযোগী কোন উপায় তো দেখিতেছি না।" আরবী কহিল, "না; এখানে কোন নদী নাই। আর বড় বিলম্ব হইবে না, আমরা এক ঘণ্টার মধ্যেই এই বালুকাভূমি উত্তীর্ণ হইয়া রসেটা গমন করিব।" এই কথা শুনিয়া ক্লার্ক কহিলেন, "কি, তুমি কি আমাকে বাতুল জ্ঞান করিয়াছ? আমি প্রত্যক্ষ নদী দেখিতেছি, এবং তাহার জলেতে পরপারস্থ নগরের অট্টালিকা ও বৃক্ষাদির ছায়াও সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আমি কি আমার আপনার চক্ষের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া তোমার কথায় প্রত্যয় যাইব?" আরবী হাস্য করিয়া কহিল, "ভাল আমার কথায় যদি তোমার প্রত্যয় না হয় তবে তোমার, এই পশ্চাৎ স্থিত অতিক্রান্ত বালুকা ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, এখনি তোমার ভ্রম দূর হইবে।" ক্লার্ক সাহেব তাহার কথানুসারে আপনার পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যে তাহাতেও অবিকল ঐ রূপ জলাশয় দৃষ্ট হইতেছে। এই দেখিয়া তাঁহার ভ্রম দূর হইল, এবং তিনি বিস্মিত ও চমকিত হইয়া ঐ আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ঘটনার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি আর কোন কালে উক্ত প্রকার পরিষ্কার মরীচিকা দৃষ্টি করেন নাই।

কোন গ্রন্থকর্ত্তা ব্যক্ত করিয়াছেন, যে ইংলণ্ড দেশে যখন ব্রিষ্টল চেনেলের তীরস্থ বালুকা ক্ষেত্রে ও আময় সাগরের তীরস্থ বালু ভূমিতে প্রখর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইতে থাকে তৎকালে মরীচিকা দেখা যায়। ভারতবর্ষের মালব, রাজস্থান ও পঞ্জাব প্রদেশের অনেক মরুস্থলেও মরীচিকার ঘটনা হইয়া থাকে। যে সকল পথিক বা বণিকেরা মরীচিকার বিষয় না জানে তাহারা অনায়াসেই ইহাকে যথার্থ জল বোধ করিয়া নানা বিপদে বিপন্ন হইতে পারে। ফলতঃ অনেক তৃষ্ণার্ত্ত পথিক মরীচিকায় জল বোধ করিয়া উত্তপ্ত বালুকাক্ষেত্রে দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিযাছে।

ভারতবর্ষীয় মরীচিকার কারণ অনুসন্ধীত হইয়াছে। নিরূপিত হইয়াছে, যে সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎকাল পর অবধি মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূর্য্যের বিপক্ষদিগে মরীচিকা দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ এই যে তৎকালে যে স্থলে মরীচিকা দৃষ্ট হয় তথায় ভূমি হইতে এক শত বা দেড় শত হস্ত ঊর্দ্ধে স্বচ্ছ বাষ্পরাশি একত্র হইয়া থাকে। ঐ বাষ্পরাশিতে সূর্য্যালোক পড়িলে তাহা দর্পণের কার্য্য সিদ্ধ করে; সুতরাং তাহাতে উভয় পার্শ্বের পদার্থসকলের প্রতিবিম্ব পড়িয়া দৃষ্টি গোচর হয়। ঐ প্রতিবিম্বের নিয়মানুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে দর্শক হইতে বাষ্পরাশি যত দূরে থাকে আর তাহাহইতে তত দূরে যে সকল পদার্থ থাকে তাহা দর্শকের নয়ন পথের অতি ক্রান্ত ও বহুদূর হইলেও উক্ত বাষ্পীয় মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া দৃষ্টি গোচর ও নিকটস্থ বোধ হয়। তড়াগে যে প্রকারে চন্দ্রাদির ছায়া জলের কম্পনে কম্পিত হয় ঐ বাষ্পীয় মুকুর বায়ুদ্বারা হিল্লোলিত হইলে তদনন্তর্গত মরীচিকা ছায়াও কম্পিত হইয়া থাকে। অপর তড়াগে যেরূপ তড়াগতটস্থ মন্দিরাদির ছায়া পড়িলে তাহা উলটা দেখায় মরীচিকা নাম ছায়াও তদ্রূপ উলটা হইয়া থাকে।

এইরূপে সমুদ্রমধ্যে এক শত ক্রোশ অন্তরে কোন জাহাজ থাকিলে পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তরস্থ বাষ্পরাশিতে তাহা প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। এই উপায়ে নিম্নস্থ পদার্থের ছায়া ঊর্দ্ধে দেখা যায়, সেই রূপে পর্ব্বতের উপর থাকিলে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধস্থ পদার্থের ছায়া নিম্নে দেখা গিয়া থাকে। এই ছায়া শূন্যে হয় বলিয়া তাহা ছায়া বলিয়া বোধ হয় না, প্রত্যুত প্রকৃত পদার্থ বলিয়াই অনুভূত হয়; এই নিমিত্তই ইহাকে ছায়া না

বলিয়া মরীচিকা বলা যায়। অপর ঐ বাস্পীয় আদর্শের বিকৃতিতে ছায়াও কখন ২ বিকৃত হইয়া কখন অতি ক্ষুদ্র পদার্থ অতি বৃহৎ কদাপি অতি বৃহৎ পদার্থ অতি ক্ষুদ্র, কখন বা এক পদার্থের কোন স্থান বৃহৎ ও কোন স্থান ক্ষুদ্র বোধ হয়। এই বিষয়ের প্রমাণার্থ পাঠক বৃন্দ এক খানি বড় দর্পণ মধ্যে দৃষ্টি করিলে অনায়াসে দেখিবেন যে বাস্পে যে রূপ দূরস্থ পদার্থের ছায়া পড়িয়া দৃষ্টি গোচর হয় তাঁহার পশ্চাতে স্থিত পদার্থও সেই রূপে দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহার নয়ন পথস্থ হইয়া থাকে।

যে রূপ বর্ণিত হইল তাহাতে অল্পায়াসে অনুভূত হইবে যে মরীচিকায় পর্ব্বত বৃক্ষ নদী জল তড়াগ মন্দির স্তম্ভ অট্টালিকা মনুষ্য পশ্বাদি সকল পদার্থেরই আদর্শ দেখা যাইতে পারে; ফলতঃ তাহাই বটে; ভ্রমণকারিরা উক্ত সকল বস্তুই মরীচিকায় দর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ছায়াবাজির ছায়া যে রূপ মরীচিকা ও তদ্রূপ, কেবল ছায়াবাজি কাল্পনিক ও মরীচিকা নৈসর্গিক এই মাত্র প্রভেদ।

মধুমক্ষিকা।



প্রাণী তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিত-মাত্রেই মধুমক্ষিকাদিগের জ্ঞান, কৌশল, শাসনপ্রণালী, ধৈর্য্য, পরিশ্রম এবং আশ্চর্য্য পরিমিতাচারের প্রশংসা করিয়াছেন; বস্তুতঃ উহারা যে প্রকার অদ্ভুত কৌশলের সহিত মধুক্রম নির্ম্মাণাদি কার্য্য সাধন করে তাহা দেখিলে সকল লোককেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কেবল মধূচ্ছিষ্টই উহাদিগের মধুক্রম নির্ম্মাণের একমাত্র উপকরণ। ঐ যৎসামান্য উপকরণ সহকারে উহারা এমনি আশ্চর্য্য প্রকার ব্যবস্থা করে ও আপনাদিগের প্রয়োজনোপযুক্ত কতিপয় ষট্‌কোণঘর রচনাদ্বারা সুদৃশ্য মধু ক্রমের নির্ম্মাণ করে যে কোন বিশেষ শিল্পদক্ষ পুরুষও ঐ একমাত্র উপকরণদ্বারা উক্ত প্রকার মধুক্রম বানাইতে সমর্থ হয়েন না। মধু-ক্রমের রচনায় উহারা এমনই শৃঙ্খলা পূর্ব্বক ঐ ষটকোণ ঘর গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজায় যে এক বিন্দু স্থানও নিরর্থক পড়িয়া থাকে না। যদিকোন বিশেষ ক্ষেত্রতত্ত্ববিৎপণ্ডিতকে এক বিন্দু মধূচ্ছিষ্ট প্রদান করিয়া ঐরূপ ব্যবস্থানুসারে ষট্‌কোণঘর রচনাদ্বারা উক্ত প্রকার মধুক্রম নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করা যায়, বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, কিন্তু মক্ষিকারা সুদ্ধ এক সংস্কারবলে ক্ষেত্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের দুঃসাধ্য কর্ম্মও অনায়াসে সম্পন্ন করে। ঘর গুলির আকার ষট্‌কোণ না করিয়া অন্য রূপ করিলেও উহাদিগের বাসস্থান নির্ম্মিত হইতে পারিত কিন্তু ষট্‌কোণগৃহদ্বারা মধুক্রম নির্ম্মাণ করিলে যে রূপে অল্প পরিমিত মধূচ্ছিষ্টদ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে অন্য প্রকারে তদ্রূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ অন্য প্রকার ঘরের অপেক্ষা মধুমক্ষিকারা ষট্‌কোণ ঘরের মধ্যে সহজে যাতায়াত করিতে পারে এবং ষট্‌কোণ ঘরদ্বারা মধুক্রম নির্ম্মাণ করিলে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঘরের সঙ্খ্যাও অধিক হয়। ঐ ঘর গুলির ভিত্তি এমনি পাতলা যে ঐ ঘরে যাতায়াত করিতে মক্ষিকাদিগের মুখের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিবার নিতান্ত সম্ভাবনা, এই জন্য উহারা প্রত্যেক ঘরের মুখের চারিদিকে ভিত্তি অপেক্ষা চারি পাঁচ গুণ পুরু করিয়া অঙ্গুরীর ন্যায় অবয়ব নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। ইহাতে সমস্ত ভিত্তি পুরু করিলে যত মম লাগিত তত লাগে না অথচ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

মধুমক্ষিকারা সমবেত-ক্রিয়া ও সাধারণ-চেষ্টাদ্বারা আপানাদিগের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করে। উহারা সর্ব্বদা দলবদ্ধ হইয়াই কার্য্য করিতে থাকে, এবং এক ২ দলে এক ২ প্রকার কর্ম্মের ভার লইয়া



আপন২ কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হয়। কতকগুলি মক্ষিকা মধুক্রম নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হয়; অপর কতকগুলি মক্ষিকা আহার্য্য আহরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রদান করে। মধুক্রম নির্ম্মাণ করিবার সময় উহারা আপনাদিগকে দুই তিন দলে বিভক্ত করিয়া ঘর করিতে আরম্ভ করে, এবং একেবারে ভিন্ন২ স্থলে দুই তিন দলে কার্য্যারম্ভ করাতে অতি সত্বরই মধুক্রম প্রস্তুত হইয়া উঠে। মধুক্রমের মধ্যে উহারা সারি২ ঘর সাজাইয়া তাহার মধ্যে২ আপনাদিগের প্রয়োজন মত পথ রাখে; ঐ পথ দিয়া উহারা ঘর হইতে বহির্গত হইয়া মধুক্রমের বাহিরেও যাইতে পারে এবং এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতেও সমর্থ হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ প্রয়োজনের সময় সত্বর গতায়াতের জন্য উহারা মধুক্রমের মধ্যে এক প্রকার মণ্ডলাকার গুপ্ত পথও প্রস্তুত করিয়া রাখে।

উহারা ভিন্ন২ কার্য্যের জন্য ভিন্ন২ প্রকার ঘর প্রস্তুত করে। কতকগুলি ঘরে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে; এবং কতকগুলি ঘরে স্ত্রীজাতিরা ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখে। ঐ ডিম্বসমস্ত ঐ ঘরেই প্রস্ফুটিত হয়, এবং যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের পক্ষ নির্গত হইয়া উড়িবার শক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা ঐ ঘরের মধ্যেই থাকে।

মধুমক্ষিকা তিন প্রকার, কর্ম্মচারী, প্রভু, এবং কর্ত্রী। কর্ম্মচারিদিগের অপেক্ষা প্রভুদিগের আকার বৃহৎ এবং সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্রীর আকার বড়। এই সমস্ত মক্ষিকাদিগের আকারানুরূপ বাসস্থান প্রস্তুত হইয়া থাকে। কর্ম্মচারিদিগের অপেক্ষা প্রভুদিগের

বাসস্থান বড়। এবং তদপেক্ষা কর্ত্রীর বাস স্থান বড়। কর্ম্মচারিদিগের সঙ্খ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া তাহাদিগের বাসস্থানের সঙ্খ্যা ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। যে ঘর গুলিতে মধু থাকে. মক্ষিকারা সেই ঘর গুলিকে অন্য ঘরের অপেক্ষা গভীর ও প্রশস্ত করিয়া প্রস্তুত করে। ঐ ঘরে যখন মধু না ধরে. তখন উহারা ঘরের আয়তন বড় করে।

প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে মক্ষিকারা কেবল দুই টি ক্ষুদ্র দন্তের সহকারে আপনাদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ঐ দুই টি দন্তদ্বারা মধূচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া মধুক্রমে সংযোগ করে. এবং উহাদ্বারা ঘরের আকারও নির্ম্মাণ করে; কর্ম্ম করিবার সময় মক্ষিকারা ঐ ক্ষুদ্র দন্ত দুই টিকে এমনি সত্বরে চালনা করে যে তাঁহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। মধূচ্ছিষ্টদ্বারা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া কেবল পুনঃ২ তাহাতে দন্ত ঘর্ষণ করত তাহার চারিদিক সমান করে এবং দন্তাঘাত করিয়াই তাহাকে প্রয়োজন মত শক্ত ও পাতলা করিয়া থাকে। কোন মক্ষিকা দন্তদ্বারা কোন ষট্‌কোণ ঘরের আয়তন বৃদ্ধি করে; এবং কোন কীট কোন নূতন ঘরের পত্তন করে। কোন২ সময় এক২ টি মক্ষিকাকে কোন ঘরের মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া থাকিতে দেখা যায়। ঘর রচনা করিতে২ যদি কোন ঘরের কোন স্থানে একটু প্রয়োজনাতিরিক্ত মোম পতিত হয় তাহা হইলে উক্ত মক্ষিকারা ঐ রূপে সেই ঘরের মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া দন্তদ্বারা সেই অতিরিক্ত মধূচ্ছিষ্ট টুকু কর্ত্তন করতঃ সেই ঘরের ভিত্তি সমান করে এবং সেই উদ্বৃত্ত মোম টুকু ডেলা পাকাইয়া যে ঘরের যে স্থানে লাগাইবার আবশ্যক হয় সেই খানে লাগাইয়া দেয়। একটি মক্ষিকা যেমন আপন কর্ম্ম হইতে অবসন্ন হয় অমনি তৎক্ষণাৎ আর একটি মক্ষিকা আসিয়া সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয়; এই রূপ অনবরত ও অনবচ্ছিন্ন ক্রিয়াদ্বারা অতি শীঘ্র মক্ষিকারা আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

মক্ষিকাদিগের মধূচ্ছিষ্ট প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি ও অতিচমৎকার। মধুমক্ষিকারা যে পুষ্পে উপবেশন করে, পশ্চাৎপদদ্বারা সেই পুষ্প হইতে পুষ্পরজঃ সঞ্চয় করিয়া লইয়া আইসে। উহারা প্রথমতঃ ঐ পুষ্পরেণু প্রথম-জঠরে রক্ষণ করে, অনন্তর উহা তাহাদিগের দ্বিতীয় পাকস্থলীতে পতিত হইয়া মধূচ্ছিষ্ট রূপে পরিণত হয়, এবং প্রয়োজনমতে মক্ষিকারা তাহা উদ্‌গীরিত করিয়া মুখ মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক দন্তদ্বারা আবশ্যক স্থানে নিযোগ করে। য়িমর নামক এক জন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে মক্ষিকারা মধুক্রমের মধ্যে যেমন মধু সঞ্চয় ও ডিম্ব প্রসবাদির স্থান প্রস্তুত করে; সেই রূপ পুষ্পরেণু সঞ্চিত করিয়া রাখিবার জন্যও পৃথক স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখে। যখন কোন মধুমক্ষিকা কোন পুষ্পহইতে রেণু সঞ্চয় করিয়া স্বস্থানে আগমন করে, তখন মধুক্রম-স্থিত অপর মক্ষিকা তাহার সেই ভার অবস্কন্দন করিয়া লইয়া ভক্ষণ করে, এবং যখন ভক্ষণ করিবার আবশ্যক না হয় তখন তাহা নির্দ্দিষ্ট সঞ্চয় গৃহে রক্ষা করে। যে ঋতু বা যে সময়ে বাতবৃষ্টি-প্রভৃতির প্রতিবন্ধকে মক্ষিকারা খাদ্য সঙ্গ্রহার্থে বন ও প্রান্তরাদিতে গমন করিতে না পারে তখন তাহারা ঐ সঞ্চিত রেণু ভোজন করিয়া কাল যাপন করে। ঐ ভুক্ত রেণু মধূচ্ছিষ্ট হইয়া উহাদিগের মুখেতে আগত হয়। যে রসার্দ্র মধূচ্ছিষ্টদ্বারা মক্ষিকারা আপনাদিগের গৃহ নির্ম্মাণ করে তাহা একটু শুষ্ক হইলেই সামান্য মোম হয়।

মধুমক্ষিকারা আপনাদিগের বাস স্থান সমধিক উষ্ণ রাখিবার জন্য এবং তন্মধ্যে অপর কোন

হিংস্র কীটাদির প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিবার জন্য ও আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা যখন কোন নূতন মধুক্রম অধিকার করে, তখন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহার চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিয়া দেখে, যদি কোন স্থানে এক বিন্দু ছিদ্র দেখিতে পায় তবে তৎক্ষণাৎ নানা-প্রকার-বৃক্ষ-নির্যাসদ্বারা তাহা রুদ্ধ করিয়া দেয়। মধচ্ছিষ্ট বায়ু বা আতপদ্বারা শীঘ্র ক্ষয় ও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাহারা ঐ ছিদ্র, স্থায়ী বৃক্ষনির্যাসদ্বারা রুদ্ধ করে। কোন মক্ষিকা পশ্চাৎ ভাগের পদদ্বয়দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষহইতে নির্যাস বহন করিয়া লইয়া যায় এবং কোন২ মক্ষিকা তাহার নিকট হইতে সেই নির্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ছিদ্রে প্রদান করিবার জন্য নিযুক্ত থাকে। বৃক্ষ-নির্যাসদ্বারা মক্ষিকারা অন্য প্রয়োজনও সিদ্ধ করিয়া থাকে। যদি অকস্মাৎ অপর কোন ক্ষুদ্র কীট তাহাদিগের বাস স্থান মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহারা সেই কীটকে হুলফুটাইয়া বধ করে, এবং তথাহইতে দূরে টানিয়া ফেলিয়াদেয়; কিন্তু যদি কখন কোন শম্বুক প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলেও অনেক গুলি মক্ষিকা একত্রিত্র হইয়া তাহাকে বধ করে, কিন্তু তাহার অঙ্গভার বহন করিয়া সে স্থান হইতে দূরে ফেলিতে পারে না। এই অবস্থায় মধুক্রম মধ্যে ঐ শম্বুকের মৃতদেহের অসহ্য দুর্গন্ধ বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগের কোন ক্লেশ ও অনিষ্ট হইতে না পারে, এই জন্য তাহারা পূর্ব্বোল্লিখিত বৃক্ষ নির্যাস দ্বারা সেই মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। কিন্তু যখন কোন শম্বুক উহাদিগের হুলের আঘাত পাইবা মাত্রে স্বীয় কোষমধ্যে প্রবিষ্ট হয় তখন মক্ষিকারা অতি সহজে আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। নির্যাসদ্বারা কেবল ঐ শম্বুকের সম্পুটদ্বার রুদ্ধ করিলেই, সে তন্মধ্যে হত হইয়া থাকে আর বহির্গত হইবার সাধ্য থাকে না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মক্ষিকারা শীত কালের ও গ্রীষ্ম কালের কোন২ সময় বন ও প্রান্তরাদিতে গমন পূর্ব্বক মধু আহরণ করিতে পারে না বলিয়া পূর্ব্বে সঞ্চয় করিয়া রাখে। ঐ প্রকার সঞ্চয়ের সময় উপস্থিত হইলে উহারা সর্ব্বদা পুষ্পবন মধ্যে গমন পূর্ব্বক আপনাদিগের ক্ষুদ্র শুণ্ডদ্বারা নানা পুষ্পহইতে মধূ শোষণ করিয়া নিগীলন করে, এবং পুনঃ২ নিগীলন করতঃ যখন উদর পরিপূর্ণ হয়, তখন স্বস্থানে গমন পূর্ব্বক সেই মধূ বমন করিয়া সঞ্চয়গৃহসকল পূর্ণ করিয়া রাখে। সঞ্চয়ের জন্য উহারা যে মধুপান করে তাহা গলাধঃ করণ হইবার পর উহাদিগের পাকস্থলীর উপরি ভাগেই অবস্থিত থাকে, আর নিম্ন দেশে যায় না। যে মক্ষিকা ঐ রূপে মধূবহন করিয়া আনে, সে তাহা উদ্গীর্ণ করিয়া অপর মক্ষিকাদিগের শুণ্ডদেশে প্রদান করে, এবং তাহারা যথাস্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখে। মধূ লইয়া গমন করিবার সময় যদি পথি মধ্যে কোন ক্ষুধার্ত্ত মক্ষিকার সহিত সাক্ষাত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ মক্ষিকা উহারা উদরস্থ মধু উদ্বমন করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক অতিথি সেবা করিয়া থাকে। কি প্রকারে যে ক্ষুধার্ত্ত মক্ষিকা অপর মক্ষিকার স্থানে আপনার প্রয়োজন ব্যক্ত করে, তাহা অদ্যাপি কোন পণ্ডিত নিঃসংশয়ে স্থির করিতে পারেন নাই; কিন্তু উহারা যে উদরস্থ মধু উদ্বমন করিয়া অতিথি সেবা করে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মক্ষিকারা সহসা আপনাদিগের সঞ্চিত মধু স্পর্শ করে না, কোন দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে অগ্রে উহারা, যে সকল ঘর খোলা থাকে, তাহারই মধূ খায়, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যত্র হইতে উহাদিগের মধু পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন মতেই উহারা কোন ঘরে মুখ প্রদান করে না। যে সকল ঘরে শীতকালের জন্য মধু সঞ্চিত

থাকে সে সকল ঘরের মুখ মোম দিয়া বন্ধ করিয়া রাখে।

কেবল সমবেত ক্রিয়া ও সাধারণ চেষ্টাদ্বারাই যে মক্ষিকাদিগের পরস্পর সৌহার্দ্দ ও সদ্ভাব প্রকাশ পায় এমন নহে। যখন কোন কারণে উহাদিগের রাণী বা চক্রাধিষ্ঠাত্রীর মৃত্যু ঘটে তখন উহাদিগের মধ্যে প্রবল শোকের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মক্ষিকারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ম্লান ভাবে কালযাপন করে। কোন নূতন মধুক্রম প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলে তাহা অমনি বন্দ থাকে এবং মধু বা মধূচ্ছিষ্ট সঙ্গ্রহ ও রহিত হয়। যাবৎ কোন নূতন রাণী পুনর্ব্বার রাজ্যাভিষিক্তা না হয়, তাবৎ উহাদিগের উক্ত প্রকার অবস্থাই থাকে। উহাদিগের মধ্যে প্রধান২ মক্ষিকারা একত্রিত হইয়া সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে অবিলম্বেই নূতন রাণী স্থির করে। যাহাদিগকে রাণী করিবার মনস্থ হয়, তাহাদিগকে বিশেষ স্থানে রক্ষা করিয়া অনবরত মধুপান করাইয়া শীঘ্রই হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তোলে।

মক্ষিকাদিগের রাজ্য শৃঙ্খলা ও অতি চমৎকার। উহারা সকলেই রাজ পরতন্ত্র হইয়া এক রাণীকে মান্য করে। ঐ রাণীর মতে রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং সকল নিয়ম রক্ষা পাইয়া থাকে। ঐ প্রধানা হইতে সকলের উৎপত্তি ও অবস্থিতি হয় বলিয়া সকলেই উহার প্রাধান্য স্বীকার করে। ইহাদের আচরণদ্বারা প্রধানার প্রতি ভক্তিভাবের আশ্চর্য্যদৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানার জন্য দলস্থ সমুদায় মক্ষিকাই অনবরত নানা প্রকার পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকে। তিনি গর্ব্ভবতী হইলে তাঁহার প্রসবের জন্যে পূর্ব্ব হইতে মক্ষিকারা সূতিকাগার নির্ম্মাণ করিয়া রাখে এবং প্রসূত শাবকদিগের ভোজনের জন্য আহার্য্য সঞ্চয় করিয়াও রক্ষা করে। মক্ষিকারা কেবল সংস্কার বলে যে কার্য্য করিয়া থাকে বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্য তাহার অনুকরণ করিলে ও মহৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

মহিউবর নামক একজন পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে এক২ দলে এক২ টি রাণী প্রধানা হইয়া সেই দলকে পরিচালন করেন। বসন্ত ঋতু সমাগত হইলে প্রধান বা রাণী অগ্রে কতকগুলি পুং ডিম্ব প্রসব করেন। তৎকালে কর্ম্মচারি মক্ষিকারা একত্রিত হইয়া প্রশস্ত২ ঘর প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হয়, সেই সমস্ত ঘর প্রস্তুত হইলে রাণী পুনর্ব্বার কন্যা প্রসব করেন। ঐ কন্যারা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া কালেতে রাণীর পদে অভিষিক্তা হয়।

তুষারদ্বীপ ও তুষারগিরি।



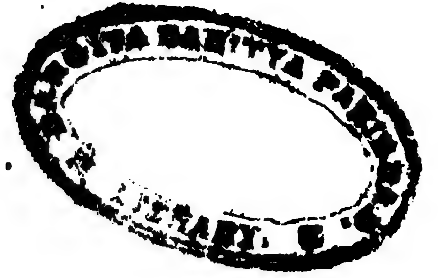
থিবী মণ্ডলে যত প্রকার আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় তুষারদ্বীপ তন্মধ্যে এক প্রধান আশ্চর্য্যের বিষয়। পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত ও দক্ষিণ প্রান্তই এই পরমাশ্চর্য্য বিষয়ের আধার। সুমেরু অথবা কুমেরুর সন্নিকটে প্রভূততুষাররাশি একত্র সম্বদ্ধ হইয়া সমুদ্রজলের উপর অতি প্রশস্ত দ্বীপরূপে ভাসিতে থাকে; নাবিকগণ ঐ প্রসারিত তুষার ক্ষেত্রকে তুষারদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করে। হিমের প্রাবল্যই উক্ত দ্বীপের উৎপত্তির প্রধান কারণ। যে স্থলে সমুদ্র জল হিমাধিক্য-হেতু ক্রমাগত সংযত হইতে থাকে, এবং উপযুক্ত উত্তাপাভাবে দীর্ঘ কালের মধ্যে দ্রবীভূত হইতে পায় না, সেই স্থলেই তুষারদ্বীপের উৎপত্তি হয়; সুতরাং হিমাচ্ছন্ন সুমেরু ও কুমেরুই ইহার উৎপত্তি স্থান। ইতর দ্বীপ যেমন সর্ব্বদা এক স্থানে স্থায়ী থাকে; উক্ত দ্বীপ সে রূপ থাকে না; উহা সমুদ্র স্রোতে

অথবা বায়ুবেগে এক স্থান হইতে স্থানান্তর ভাসিয়া যায়; এই জন্য উহাদ্বারা অনেকানেক সময় নাবিকগণের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। উত্তর এবং দক্ষিণ সমুদ্রে কোন২ সময় এ প্রকার ঘটনাও উপস্থিত হয়, যে নাবিকগণ নিঃশঙ্কে ও নির্বিঘ্নে পোত পরিচালন করিতেছে, এমন সময় স্রোতঃসহকারে অথবা বায়ুবেগে কোথাহইতে অনপেক্ষিত তুষাররাশি আগমন করিয়া তাহাদিগের চতুর্দিকস্থ জল আবৃত্ত করিয়া ফেলে। কোন২ সময় খণ্ড২ তুষার রাশি সমুদ্র স্রোতে নানা দিগহইতে ভাসিয়া আসিয়া কোন স্থানে কোন নূতন তুষার দ্বীপ উৎপন্ন করে। ঐ প্রকারেই বৃহৎদ্বীপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন২ সময়ে উক্ত প্রকার দ্বীপ সম্বন্ধীয় বিপদে পতিত হইলে নাবিকগণকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হয়। গ্রীনলণ্ড নামক উপদ্বীপবাসী ধীবরেরা সর্ব্বদাই উক্ত দ্বীপ সম্বন্ধীয় বিপদে পতিত হয়। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সার হগ উইলোবি নামক এক জন সাহেব আপন দলবল সমভিব্যাহারে সমুদ্র পথে ভ্রমণ করত অকস্মাৎ এক তুষার-দ্বীপে আবদ্ধ হইয়া সকলেই বিনষ্ট হইয়াছিলেন; এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মলগ্রেব নামক আর এক জন সাহেব ঐ প্রকার তুষার দ্বীপে পতিত হইয়া ঘোরতর বিপদে বিপন্ন হইয়াছিলেন। লর্ড মলগ্রেব সাহেব তুষারদ্বীপ বিষয়ক অনেক আশ্চর্য্য কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, যে যে তুষারদ্বীপকর্তৃক তিনি পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন তাহাতে আর দুই খানি পোত সম্বদ্ধ হইয়াছিল, এবং তাহা ঐ পোতদ্বয়কে আপন উদর মধ্যে গ্রাস করিয়া ভাসিয়া আসিয়াছিল। তাহার কোন২ অবন্ধুর অবনত স্থান সূর্য্য কিরণে দ্রবীভূত হইতেছিল এবং কোন২ স্থানে সমুদ্রস্রোতঃ দ্বারা তুষারখণ্ড উপর্য্যুপরি রাশীকৃত হওয়াতে তাহা ক্রমাগত পর্ব্বত তুল্য উন্নত হইতেছিল। তুষারখণ্ড সকল ক্রমে উপর্য্যুপরি রাশীকৃত হওয়াতে লার্ড মলগ্রেব সাহেবের পোত সাগরের জল হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধ্বদেশে উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি ঐ চতুর্দ্দিকস্থ তুষারক্ষেত্র ভেদ করিয়া পোত-পরিচালনোপযোগী পথ প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক আয়াস করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি ক্ষুদ্র২ তরণী সকল সেই প্রসারিত তুষার ক্ষেত্রের উপর টানিয়া সমুদ্র জলে উপনীত করিতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু এমত সময়ে অকস্মাৎ এক প্রবল বায়ু উপস্থিত হইয়া সেই তুষারদ্বীপকে ছিন্ন ভিন্ন করাতে আপনা হইতে তন্মধ্যে পোত গমনোপযোগী সুন্দর পথ প্রস্তুত হইল।

প্রসিদ্ধ সমুদ্রযাত্রী কাপ্তেন কুক সাহেব যৎকালে পোতারোহণে সমুদ্রপথ পর্য্যটন করেন তৎকালে তিনি ও নানা স্থানে নানা প্রকার তুষার-দ্বীপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি একদা অতি প্রকাণ্ড এক দ্বীপ অবলোকন করেন, তাহার পরিধি এক ক্রোশের ন্যূন নহে, এবং তাহা চারিশত হস্তের ও অধিক উর্দ্ধ হইবেক। কিন্তু তিনি যে স্থলে ঐ দ্বীপ অবলোকন করেণ তথাকার সাগরের এমনি প্রবল তরঙ্গ যে উক্ত প্রকার উচ্চ দ্বীপের উপরেও তরঙ্গসকল উত্থিত হইতে দৃষ্টহইয়াছিল। কুক সাহেব ঐ উচ্চতর তুষার দ্বীপে অপরূপ শোভা অবলোকন করিয়া মহানন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তদানুসঙ্গিক বিপদ মনে হইয়া তাঁহার মনোমধ্যে ত্রাসও জন্মিয়াছিল। কুক সাহেব আর এক প্রশস্ত তুষারদ্বীপের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এত প্রকাণ্ড যে তিনি চক্ষুদ্বারা তাহার সীমা দেখিতে পান নাই। কুক সাহেব এই প্রকার তুষার ক্ষেত্রের স্থানে২ তুষারময় শ্বেত পর্ব্বত সন্দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত সাহেব যে সকল তুষার ময় পর্ব্বত সন্দর্শন করেন তাহার মধ্যে কোন

পর্ব্বতের শিখরদেশ দুই শত হস্তেরও অধিক হইবে। কুক সাহেব এই অপরিসীম তুষার ক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়া তথাহইতে পোত লইয়া বিমুখ হয়েন, এবং সেই পর্য্যন্ত মনুষ্যের গম্য স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উল্লিখিত তুষার দ্বীপ অনতিক্রমণীয় না হইলে কুক সাহেব পৃথিবীর দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ঐ প্রকার অসীমতুষারভূমি সন্দর্শন করিয়াই পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন। ইনি ব্যক্ত করিয়াছেন, যে উত্তর ও দক্ষিণ সমুদ্রের কোন২ স্থলে সমুন্নত তুষারদ্বীপসকল উচ্চতর পর্ব্বতের ন্যায় ভাসিতে থাকে এবং তাহাদিগকে সন্দর্শন করিলে মনোমধ্যে বিপুল আনন্দের উদয় হয়। ঐ সমস্ত পর্ব্বতের নিম্নভাগে সমুদ্র হইতে নীলোজ্জ্বল জলবিন্দু সকল তরঙ্গদ্বারা সংলগ্ন হওয়াতে অতি আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ পায়। যখন ঐ সমস্ত জলবিন্দূপরি সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, তৎকালে তাহা উজ্জ্বল নীলকান্তমণির রেখাবৎ প্রতীত হয়। এবং যখন ঐ সমুন্নত তুষার শিখরে অন্য তুষারখণ্ডসকল প্রবল বেগে গমন করিয়া একত্র সংযুক্ত হয় তখন তদুৎপন্ন কল২ ধ্বনি শ্রবণ করিলে মনোমধ্যে পুলক উপস্থিত হয়; বিশেষত যে সকল সমুদ্র তরঙ্গ ঐ তুষার পর্ব্বতের পদতলে অনবরত আহত হইয়া ক্রমে সংহত হইয়া যায় তাহাদ্বারা আশ্চর্য্য২ প্রতিরূপ সকল প্রকাশ পায়। ঐ সকল-তরঙ্গজনিত অদ্ভুত আকার সন্দর্শন করিয়া নাবিক গণের কখন২ গ্রাম নগর পন্থা অট্টালিকা প্রভৃতি নানা প্রকার মনুষ্য কৃত শিল্প সৌন্দর্য্যের ভ্রম হয়।

সমুদ্র জলে যেমন তুষার গিরি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ স্থল ভাগেও তুষার গিরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর উত্তর খণ্ডে তুষার-মণ্ডিত দুই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য দেশে আশ্চর্য্য২ তুষার গিরি দেখিতে পাওয়া যায়। স্পিট্স্ বর্গেণ নামক দ্বীপের পূর্ব্বধারে সাতটি আশ্চর্য্য তুষার গিরি বিদ্যমান আছে, উহারা প্রত্যেকে পরস্পর সমধিক অন্তরে২ স্থাপিত থাকিয়া অপরিজ্ঞাত অনির্দ্দিষ্ট দূরদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দূরস্থিত গিরিকে সমুদ্রহইতে ২০০ দুই শত হস্ত উচ্চ বোধ হয়, এবং তাহা হইতে নীলকান্তমণির আভা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ তুষার গিরির উপরি ভাগ সূর্য্য উত্তাপে দ্রবীভূত হওয়াতে উহার চতুর্দ্দিকহইতে শত শত জলপ্রপাত পতিত হইয়া নীলবর্ণ পর্ব্বতকে শ্বেত মালায় বিভূষিত করিতে থাকে। সময়ে২ ঐ তুষারগিরির শৃঙ্গসকল ভগ্ন ও স্খলিত হইয়া ও জল প্রপাতের সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেগে সমুদ্রে আসিয়া পতিত হয় এবং কখন২ তদ্দ্বারা ও তুষারদ্বীপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। একদা লর্ড মল্গ্রেব উক্ত প্রকার তুষার খণ্ডকে মহাবেগে সাগরজলে পতিত হইতে দেখিয়াছিলেন। ঐ তুষার খণ্ডের ৯৩ হাত জলমধ্যে মগ্ন ছিল, এবং প্রায়ঃ ৪০ হাত জলের উপরি ভাগে উচ্চ হইয়াছিল। উত্তর কেন্দ্রের স্থানে২ সর্ব্বদাই উক্ত প্রকার তুষার গিরি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ রূপ তুষারগিরির উপরি ভাগে ক্রমাগত হিম পতিত হইয়া নানা প্রকার অবয়ব উৎপন্ন হয়। কতক গুলি তুষার গিরি অবিকল গিরিজার ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, উহার স্থানে২ দ্বার, বাতায়ন এবং গৃহের অপরাপর অঙ্গ সমস্তও দৃষ্ট হইয়াছিল। মল্গ্রেব সাহেব কহিয়াছেন, যে ঐ সমস্ত তুষার গিরিতে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার বিদ্যমান ছিল, কোন উপন্যাস কর্ত্তা কল্পনা করিয়া তদ্রূপ আশ্চর্য্য বিষয় বর্ণনা করিতে সক্ষম হয়েন না।



বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

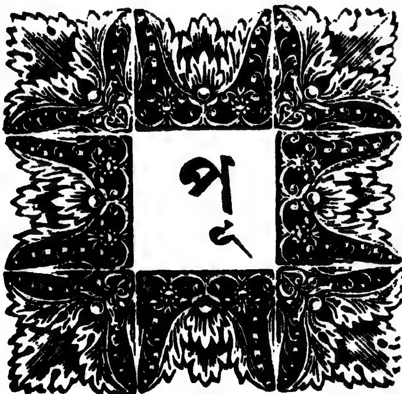
পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব] শকাব্দা ১৭৮১, আশ্বিন। [৭৩ খণ্ড।



যোহন্ রাজা মাগ্‌না‌কার্টা স্বাক্ষর করিতেছেন।

মাগ্‌নাকার্টা সনন্দপত্র।



পূর্ব্বকালে রাজারা প্রজাদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার-দ্বারা অকারণে বল-পূর্ব্বক কর গ্রহণ ও বিত্তহরণ করি-তেন। ইহার ভূরি২ প্রমাণ সকল রা-জ্যেরই পূর্ব্বতন ইতিবৃত্তে দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যাপার সর্ব্বদাই ঘটিত, এবং আসিয়া-খণ্ডের স্থানে২ বিশেষতঃ মুহম্মদীয়-ধর্ম্মাক্রান্ত দেশসকলে এইরূপ অত্যাচার অতিশয় প্রবল ও প্রসিদ্ধ আছে। রাজাদিগের দৌরাত্ম্য ও অন্যায়া-চরণ সাতিশয় হইলে প্রজারা নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া একবাক্যে উপপ্লবদ্বারা ভূপতির অত্যাচার নিরাকরণ তথা আপনাদিগের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে ত্রুটি করিত না। তৎকালে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত কুলীন মহোদয়েরা প্রজাবর্গের প্রতিনিধিস্বরূপ হ-ইয়া ভয় প্রদর্শনদ্বারা রাজাকে তাহাদিগের অভি-মতে কার্য্য করিতে অবনত করাইত। ইংলণ্ড-দেশে যোহন্ রাজা ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া জন-সমাজে চিরবিখ্যাত রহিয়াছেন। যোহন্, দ্বিতীয় হেন্‌রী নামক রাজার কনিষ্ঠ পুত্র। ইংলণ্ড রাজ্যের ব্যবস্থা-মতে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ পুত্রের রা-জ্যপ্রাপ্তি হওনের বিধি ছিল না; কিন্তু যোহন্ রাজা সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অসদ্ ব্যবহারদ্বারা সিং-হাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় হেন্‌রীর চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ, হেন্‌রী; দ্বিতীয়, রিচার্ড; তৃতীয়, জিয়ফ্‌রয় এবং যোহন্, সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পিতার বর্ত্তমানে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং রাজা হেন্‌রীর মরণান্তর রিচার্ড তদীয় রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহার রাজ্য-সময়েই ডিউক্ অর্থর নামক তাঁহার শিশু সন্তান পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে রিচার্ড নিঃসন্তান হইয়া

মানবলীলা সম্বরণ করিলে ব্যবস্থামতে অর্থরই রাজ্যের অধিকার লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু যোহন্ রাজ্য-ভার-গ্রহণে লোলুপ হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থরের প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। যোহন্ স্বভাবতঃ দুঃশীল ও নিষ্ঠুর ছিলেন। অকিঞ্চিৎকর রাজ্য-লোভ-পরতন্ত্র হইয়া এতাদৃশ নিদারুণ কর্ম্ম করিতে ক্ষণমাত্রও তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় নাই। রাজ্যেশ্বর হইয়া যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে লাগিলেন, তাহাতে প্রজারা নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া বৈরিভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। প্রজার বলেই রাজার বল! যখন সমস্ত প্রজা বিরোধী হইয়া উঠিল তখন তাহার সে বল কোথায়? বিশেষতঃ ধর্ম্মাধ্যক্ষ পোপের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি একেবারে নিরুপায় হইয়া পোপকে সমুদায় রাজ্যদান ও তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু পোপের রাজ্য ইংলণ্ডহইতে অনেক দূরবর্ত্তি; সুতরাং পোপের প্রতিনিধির আগমনমাত্র যোহন্ আপনার চিরপরিচিত স্বভাবের অনুগামী হইলেন। এ দিকে দেশের সম্ভ্রান্ত কুলীনেরা বহুদিবস পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত ছিলেন, কিন্তু নানাকারণবশতঃ তাহাদিগের সেই অভিপ্রায় বিফল হইয়া যায়। অবশেষে এক দল প্রবল সৈন্য সঙ্গ্রহ করিয়া বিদ্রোহি কুলীনগণ বুক্লী নামক স্থানে যাত্রা করিলেন, কারণ রাজা তৎকালে ঐ স্থানে বাস করিতেছিলেন। রাজা তাহাদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কাণ্টরবরীর ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও পেম্ব্রোক প্রভৃতি সভাসদ্ বর্গকে অবিলম্বে তাহাদের প্রার্থনা জানিবার নিমিত্ত শত্রুসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে কুলীনেরা আপনাদিগের অভিপ্রেত বিষয়ের এক খানি পত্রিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজা ঐ পত্র প্রাপ্তিমাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন "তবে তাহাদিগকে আমার সমুদায় রাজ্য প্রদান করিতে হইবে?" এবং শপথ করিয়া কহিলেন "আমি কদাপি তাহাদিগের এরূপ অন্যায্য প্রস্তাবে সম্মত হইব না।" কুলীনেরা রাজার এই রূপ গর্ব্বিত বচন শুনিবামাত্র সক্রোধে রবট্ ফিট্স্ওয়াল্টর নামক ব্যক্তিকে "ঈশ্বরানুগৃহীত সৈন্যাধ্যক্ষ," এই উপাধি প্রদান-পূর্ব্বক যোহনের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে প্রজারাও এই হতভাগ্য প্রজাপীড়ক রাজার শত্রুকুলের অনুকূল হইল। কুলীনেরা সমস্ত প্রজাবর্গের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এরূপ প্রবল হইয়া উঠিলেন, যে অতি অল্প কাল মধ্যেই রাজার প্রধান দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। রাজা এই সমস্ত দুর্ঘটনায় যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া অগত্যা কুলীনদিগের প্রার্থিত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু কুলীনদিগের রাজার প্রতি এত দুর বিশ্বাস ছিল না যে শুদ্ধ তাঁহার কথার উপর নির্ভর করেন; তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা উইন্সর্ এবং ষ্টেন্স্ মধ্যস্থিত রণিমিদ্ নামক স্থানে এক প্রসিদ্ধ সভা করিয়া ইংরাজী ১২১৩ শালের জুনমাসের ঊনবিংশ দিবসে সর্ব্ব সমক্ষে রাজার নিকট এক সনন্দ পত্র স্বাক্ষর করিয়া লইলেন। এই সনন্দপত্রের নাম মাগনা কার্টা। এই মহদ্ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া অবধি রণিমিদ অদ্যাবধি জনসমাজে আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এই মাগনাকার্টা ইংলণ্ডীয়-রাজব্যবস্থার মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহার দ্বারাই রাজ্যের আপামর সাধারণ জনগণে অদ্যাবধি স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে। ঐ পত্রে অবধারিত হয় যে অপরাধী কোন ব্যক্তি তাহার সদৃশ দ্বাদশ লোকের বিচারে দোষী প্রমাণ না হইলে রাজা তাহাকে কারারুদ্ধ, রাজ্য নির্ব্বাসিত, বা কোন দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবেন

না। রাজা বিচারার্থীর বিচার-সম্পাদনে বিলম্ব বা তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিবেন না। কোন অপরাধির অবস্থার অতীত অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন না। প্রধান বিচারালয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিবে, পূর্ব্বের ন্যায় রাজার সঙ্গে২ স্থানান্তরিত হইবেক না। ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিদ্বারা আবদ্ধ দেশসমুদায়ের বণিক্‌গণ অবাধে পরস্পর স্বেচ্ছাধীন বাণিজ্য করিতে পারিবে। নির্দ্দোষী প্রজারা স্বেচ্ছানুসারে রাজ্য পরিত্যাগ ও স্বেচ্ছানুসারে তথায় পুনরাগমন করিতে পারিবে। প্রজাবর্গের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদক এই২ ও ইত্যাকার অনেক নিয়ম দ্বারা প্রজাবর্গের স্বাধীনতার দুর্গ সংস্থাপিত হয়; অতএব তাহা যে ইংরাজদিগের ভূয়সী আদরণীয় হইয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বিশ্বামিত্রের জীবন চরিত।

৫ পর্ব্বের ২৭৩ পৃষ্ঠাহইতে সমাগত।



এ দিকে বিশ্বামিত্র বহু দিন কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা পুনর্ব্বার বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন. "কুশিক নন্দন! তুমি তপোবলে অদ্যাবধি মুনিশ্রেষ্ঠ হইলে, এক্ষণে তপস্যাহইতে বিরত হও।" ইহা কহিয়া তিনি স্বস্থানে গমন করিলেন।

বিশ্বামিত্র তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাপনি কহিতে লাগিলেন, "অহো! আমি এত কঠোর তপস্যা করিলাম, ইহাতেও আমি ঋষি অপেক্ষা মহান্ হইতে পারিলাম না। ভাল, আমি ইহা অপেক্ষাও কঠোরতর তপস্যা করিব, দেখি দেবতারা আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন কি না। সম্প্রতি একবার জন্মভূমি ও অন্যান্য স্থান পর্য্যটন করিয়া আসি।" ইহা বলিয়া তিনি সে স্থান কিছু দিনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করত কান্যকুব্জ-প্রদেশে উপস্থিত হইলেন. এবং তথায় ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কল্মাষপাদ রাজার পৌরোহিত্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু রাজা বশিষ্ঠকে মনোনীত করিলেন।

একদা রাজা কল্মাষপাদ মৃগয়ার্থে যাইতেছিলেন, পথি মধ্যে বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র সক্তিকে দণ্ডায়মান দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে কহিলেন, তাহাতে সক্তি অতিনম্রভাবে কহিলেন, "মহারাজ! এ পথ আমার, আর ইহাই নিত্যধর্ম্ম যে রাজারা ব্রাহ্মণের সম্মুখে পড়িলে অবসর প্রদান করেন।" উভয়ে কেহই ন্যূনতা স্বীকার না করাতে উত্তরোত্তর বিবাদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে রাজা রোষপরবশ হইয়া ঋষিকুমারকে কশাঘাত করিলেন। সক্তি আহত হইয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন।

সেই সময়ে কল্মাষপাদ রাজার পৌরোহিত্য-গ্রহণের নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিবাদ হইতেছিল। বিশ্বামিত্র এই সুযোগ পাইয়া ক্রমে২ বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রতিযোগিপুত্র সক্তির বিনাশ সম্পাদন করাইলেন। বিশ্বামিত্র তাহাতে ও সন্তুষ্ট না হইয়া ক্রমে২ ঐ রাজাকর্ত্তৃক বশিষ্ঠের সমুদায় পুত্রদিগকে নিহত করাইলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে আপন পুত্রগণের নাশয়িতা শ্রবণ করিয়া ও তাহার কোন অনিষ্টচিন্তা না করিয়া আত্ম-বিনাশ-সাধনেই যত্নবান্ হইলেন। তিনি মেরু-শিখর-হইতে পতিত হইলেন, অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, গলদেশে শিলা বদ্ধ করিয়া সমুদ্র-তরঙ্গে নিপতিত হইলেন, কিন্তু কিছুতেই প্রাণ-বিয়োগ হইল না তখন মুনিবর একান্ত ভগ্নমনা হইয়া আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হন। কিন্তু আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া সন্তানরহিত শূন্যগৃহ অবলোকনে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া পুনর্ব্বার আশ্রমহইতে বহির্গত হইলেন। তখন প্রাবৃট্-কাল, উর্দ্ধগিরা

নদী এমত বেগবতী হইয়া বহিতেছিল যে তীর-জাত বৃক্ষসকল প্রবাহদ্বারা উন্মূলিত করিয়া ফেলিতেছিল। বশিষ্ঠ স্বীয়-প্রাণ-বিনাশোদ্দেশে আপনাকে পাশদ্বারা দৃঢ় বদ্ধ করিয়া তাহাতে নিপতিত হইলেন। কিন্তু নদীর দারুণ প্রবাহ তাঁহার পাশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাঁহাকে তটোপরি উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল। এইরূপে মৃত্যু-বিষয়ে বশিষ্ঠ নিরাশ হইয়া ঐ নদীকে বিপাশা নাম দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। তদনন্তর তিনি ভীষণপ্রবাহা হৈমবতী নদীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত তাহাতে ঝাপ দিলেন। হৈমবতী অগ্নিকল্প মহাপ্রভাব ঋষিকে অবলোকন করিয়া শত দিকে দ্রুত হইলেন। সেই অবধি ঐ নদীর নাম শতদ্রু হইয়াছে। হৈমবতী নদীতে বশিষ্ঠের মরণ না হওয়াতে তিনি নানা দিগ্‌দেশ ও বন উপবন ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। সে স্থানে নিজপুত্রবধূ সক্ত্রির সহধর্ম্মিণী অদৃশ্যন্তীকে গর্ভবতী অবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাহা হইতেই বংশ-রক্ষার সম্ভাবনা দেখিয়া আত্ম-বিনাশাধ্যবসায়হইতে বিরত হইলেন। কালক্রমে অদৃশ্যন্তীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল. ঐ পুত্রের পরাশর নাম রহিল।

একদা সেই তপোবনে অভিশপ্ত রাজা কল্মাষপাদ তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বশিষ্ঠ হুঙ্কার করিয়া তাহার গাত্রে শান্তি জল নিক্ষেপ করিলেন। ভাগ্যগুণে সেই জলে রাজার শাপ বিমোচিত হইয়া তিনি পূর্ব্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

তখন রাজা কল্মাষপাদ বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মুনিসত্তম! আমি আপনকার যজমান সেই সৌদাস, আজ্ঞা করুণ একণে আপনকার কি প্রিয়াচরণ করিব?" বশিষ্ঠ কহিলেন, "যাহা হইয়া গিয়াছে সে সকলি বিধাতার নির্ব্বন্ধ সম্প্রতি তুমি শাপ-বিমুক্ত হইলে; এখন স্বরাজ্যে গমন করিয়া সুখে প্রজাপালন কর। হে নরেন্দ্র! ব্রাহ্মণদিগকে আর কদাচ অবমান করিও না।" রাজা কহিলেন, "হে মহাভাগ! আর আমি কদাচ ব্রাহ্মণদিগকে অবহেলন করিব না, এই অবধি আমি আপনকার আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের পূজায় রত থাকিব।"

এ দিকে বিশ্বামিত্র আপন মনোভিমত সম্পন্ন করিয়া, পুনর্ব্বার পুষ্করারণ্যে আসিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এক দিন মেনকানাম্নী অপ্সরা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তি পুষ্কর সরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিল; দৈবযোগে উভয়ের চারি চক্ষু একত্রিত হইল। বিশ্বামিত্র তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার প্রণয়-লাভে লোলুপ হইলেন. এবং তাহার নিকটে গমনপূর্ব্বক বলিলেন, "সুন্দরি! মাম্ ভজ মাম্ ভজ।" মেনকা ইহা শ্রবণ করিয়া মৃদু মন্থর হাস্য করিতে লাগিল, তাহাতে বিশ্বামিত্র তাহার সম্মতি বুঝিয়া আপন আশ্রমে আনয়ন-পূর্ব্বক দশ বর্ষপর্য্যন্ত বিষয়োপভোগে কাল যাপন করিলেন। একদিন অকস্মাৎ তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল "যে অহো আমি মহর্ষি, আমি এইরূপ ঘৃণিত বিষয়োপভোগে লিপ্ত রহিলাম, আমাকে ধিক্।" ইহা বলিয়া মেনকাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাঞ্চলে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

তথাকার মায়াবিগণ বিশ্বামিত্রের আগমনে আপন২ স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে অক্ষম হইতে লাগিল. তাহাতে তাহারা মনে২ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের তথাহইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

একদা ত্রিশঙ্কু-পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র তথায় মৃগয়ার্থে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সকল মায়াবিগণ তাঁহাকে দেখিয়া "রক্ষা করুন২" বলিয়া কাতর-

স্বরে রোদন করিতে লাগিল। রাজা ঐ আর্ত্তনাদ শুনিবামাত্র, "ভয় নাই, ভয় নাই," বলিয়া অভয় প্রদান করত, সক্রোধে কহিতে লাগিলেন "কি! আমি রাজ্য শাসন করি, আমার সাম্রাজ্যেও এমন অন্যায়কারী নর বর্ত্তমান আছে! অরে সে যে হউক সে নিশ্চয় আপনার বস্ত্রাঞ্চলে জ্বলন্ত অনল রক্ষা করিতেছে!. আমি স্বয়ং দেশাধিপতি, পরাক্রম এবং অস্ত্রতেজে দীপ্ত হইয়া সম্মুখে আগত, এখনো ক্ষান্ত হউক, নচেৎ আমার বাণদ্বারা জর্জ্জরিত-শরীর হইয়া অদ্যই দীর্ঘ নিদ্রা প্রাপ্ত হইবে।"

মুনিবর বিশ্বামিত্র স্বভাবতঃ উগ্রমূর্ত্তি, রাজার ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবর হইলেন। অনন্তর রাজা নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিদ্যা-সাধন করিতেছেন। "অহো! আমি কি করিলাম ইনি যে সে নহেন, ইনি স্বয়ং বিশ্বামিত্র, আমা হইতে ইহাঁর তপস্যাকার্য্যে ব্যাঘাত পড়িল" এই কথা বলিতে২ মহাভয়ে তাঁহার হৃদয় অশ্বত্থপত্রবৎ কম্পমান হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র, রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুখে ঐ সকল ভয়-প্রদর্শক বাক্য প্রয়োগ হইতে দেখিয়া সক্রোধ-বচনে বলিতে লাগিলেন, "অরে দুরাত্মন্, তুই আমার প্রতি ক্রূর বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহসী হইয়াছিস, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা।" রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্! আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে আমার নিতান্ত অপরাধ নাই। অতএব ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক। ধর্ম্মজ্ঞ রাজার ধন-বিতরণ, প্রজা-রক্ষণ, এবং ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করাই ধর্ম্ম।"

বিশ্বামিত্র কহিলেন "হে রাজন্, তুমি আপনাকে সত্যব্রত ও পরমধার্ম্মিক বলিতেছ, তোমার কেমন ধর্ম্মজ্ঞান আছে, শীঘ্র বল দেখি, দানের পাত্র কে? কাহারা রক্ষণীয় এবং কি প্রকার লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করা উচিত?"

রাজা কহিলেন, "শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও যাহারা নিতান্ত বিত্ত-বিহীন তাহারা দানের পাত্র, আর ভীত ব্যক্তিরা রক্ষণীয়, এবং শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করা বিধেয়।"

বিশ্বামিত্র কহিলেন, "তুমি যদি রাজ-ধর্ম্মজ্ঞ সত্যপরায়ণ, অহিংসানিরত, দয়াবান, ও ধর্ম্মপথাবলম্বী, তবে আমি ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ করিব মানস করিয়াছি, তোমার নিকট যাচ্ঞা করি আমাকে অভীষ্ট দক্ষিণা দেও।" রাজা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত আহ্লাদ-পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আপনাকে কি দক্ষিণা দিতে হইবে, শঙ্কা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আজ্ঞা করুন, তাহা যদিও অত্যন্ত দুর্লভ হয় তথাচ আমি দিয়াছি জ্ঞান করুন। হিরণ্য বা সুবর্ণ, পুত্র বা পত্নী, দেহ বা প্রাণ, রাজ্য বা পুরী অথবা রাজলক্ষ্মী যাহা আপনি যাচ্ঞা করিবেন তাহাই প্রদান করিব।"

বিশ্বামিত্র রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষান্বিত হইয়া বলিলেন, "অহে রাজন্! তুমি যাহা দান করিলে আমি প্রতিগ্রহ করিলাম, প্রথমতঃ আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান কর।"

রাজা কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! আমি তাহাও আপনাকে প্রাদান করিব। আপনকার আর যে২ প্রতিগ্রহ অভীষ্ট থাকে প্রার্থনা করুন।"

বিশ্বামিত্র কহিলেন "হে রাজন্! এই সসাগরা ও গিরিগ্রাম ও নগর সহিতা ধরা, তথা গজ বাজিসঙ্কুল তাবৎ তব রাজ্য; আর তোমার ধনাগারস্থ যাবদীয় ধন সম্পত্তি অর্থাৎ সুদ্ধ তোমার ভার্য্যা পুত্র এবং শরীর ও ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য সকল বস্তুই আমাকে প্রদান কর।"

রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের এই সকল প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অম্লান ও প্রহৃষ্টমনে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন "ভগবন্! আমি এ সমুদায়ই আপনাকে প্রদান করিলাম।"

বিশ্বামিত্র কহিলেন "ভাল, যদি তুমি আমাকে রাজ্য পৃথিবী, ধন জন সর্ব্বস্ব দান করিলে তবে আমি রাজ্যস্থ থাকিতে তাহাতে কাহার প্রভুত্ব হইতে পারে?" রাজা কহিলেন "ভগবন্! যখন আমি এই পৃথিবী আপনাকে প্রদান করি নাই, তখন ও ইহাতে আপনকার অধিকার ছিল, এখন ত আপনি মহীপতি হইলেন, আপনকার ব্যতীত আর কাহার প্রভুত্ব হইতে পারে?"

বিশ্বামিত্র কহিলেন "ভদ্র! তোমার দান জনিত যে রাজ্যে আমার স্বামিত্ব জন্মিল তাহাতে আর তোমার বাস করিবার কি অধিকার আছে? অতএব তোমার নিকট কটিসূত্রাদি যে কিছু বস্তু আছে সমুদায় ত্যাগ করিয়া আপন পুত্র কলত্রের সহিত বৃক্ষের বল্কল পরিধানপূর্ব্বক অবিলম্বে এই রাজ্য-হইতে বহির্গত হও।" রাজা হরিশ্চন্দ্র ইহা শ্রবণ-মাত্র প্রশস্তচিত্তে কহিলেন, "ভাল যদি তাহা করিলেই আপনকার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় তবে অবিলম্বে করিতেছি।" ইহা বলিয়া পত্নী ও শিশু সন্তান-টীকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তাঁহার প্রস্থানকালীন বিশ্বামিত্র বর্ত্মরোধ করিয়া কহিলেন, "ওহে তুমি আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা দিবে অঙ্গীকার করিয়াছিলে তাহা প্রদান করিলে না?" রাজা কহিলেন, "ভগবন্! আপনাকে সমুদায় রাজ্য প্রদান করিলাম এখন আমার নিকট এই তিনটী শরীর ভিন্ন ত আর কিছুই নাই।" বিশ্বামিত্র কহিলেন "রাজন্! তোমাকে আমার যজ্ঞদক্ষিণা দিতে হইবে, তুমি কি জান না ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া না দিলে পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। অঙ্গীকার করিয়া দান, আততায়ির সহিত যুদ্ধ এবং আর্ত্তজনের পরিরক্ষণ এই সকল রাজধর্ম্ম, তুমি আপনিই পূর্ব্বে কহিয়াছ, এই ক্ষণে কি বিবেচনায় তাহার অন্যথা করিতেছ।" রাজা কহিলেন "ভগবন্! এক্ষণে আমার নিকট কিছুই নাই। ভাল, কালক্রমে তাহাও প্রদান করিব, সম্প্রতি আমার সদ্ভাব স্মরণ করিয়া বিদায় প্রদান করুন।" বিশ্বামিত্র কহিলেন "তবে কত কাল প্রতীক্ষা করিব নিশ্চয় করিয়া বল, নচেৎ আমার শাপাগ্নিতে তোমাকে দগ্ধ হইতে হইবে।" রাজা কহিলেন "এক মাসের মধ্যে আপনকার দক্ষিণা ধন প্রদান করিব, এখন অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিদায় প্রদান করুন।" বিশ্বামিত্র কহিলেন, "ভাল তবে তুমি যাও কিন্তু আপনার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিও। সম্প্রতি তোমার পথ শুভদ হউক, কোথাও শত্রু উপস্থিত না হউক।" তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র অগ্রে ২, রাজপ্রণয়িনী সন্তান ক্রোড়ে করিয়া পশ্চাৎ ২ পদব্রজে যাইতে লাগিলেন।

পুরবাসি ও অনুজীবি লোকেরা অতি করুণস্বরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, "হে নাথ! আমাদিগকে কেন পরিত্যাগ করিয়া যান, আমরা আপনকার বিরহে সাতিশয় ক্লেশ পাইব। মহারাজ! আপনি ধর্ম্মাত্মা এবং প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন, এখন আমরা মহাশয়-ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারিব না। মহারাজ! আপনি যেখানে যাইতেছেন আমাদিগকেও তথায় লইয়া চলুন। আমরা অনুরোধ করিতেছি মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা হউক, আমরা নেত্ররূপ ভ্রমরদ্বারা আপনকার বদনকমলের সুধা পান করি, আবার কতকাল পরে দেখিতে পাইব।" পৌরজনেরা এই রূপ নানা প্রকার আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া রাজার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া পথিমধ্যে একবার দণ্ডায়মান হইলেন। যখন বিশ্বামিত্র দেখিলেন যে রাজা পৌরজনের বচনে ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছেন তখন তিনি রোষে তাম্রাক্ষ হইয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক বিস্তর অবমাননা করিয়া কহিলেন, "অহে রাজন্! তুমি

অতি অসত্যসন্ধ ও নিতান্ত স্বার্থপর, তোমাকে ধিক্, কি ঘৃণার বিষয়, আমাকে এই রাজ্য সম্প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার লইবার প্রত্যাশা করিতেছ।” বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, তখন তিনি প্রিয়ার হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন! “প্রিয়ে শীঘ্র আইস, এখন বিলম্ব করিবার সময় নহে।” বিশ্বামিত্র শ্রমাতুরা সেই স্থিরসৌদামিনী রাজপত্নীর দিগে ফিরিয়া বলিলেন. ওরে দুষ্টে, “তুইও দণ্ডায়মানা রহিয়াছিস, বলিয়া আপন যষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন। তাহা দেখিয়া যদি ও রাজার অন্তঃকরণে সাতিশয় পরিতাপ জন্মিল তথাচ “এই যাইতেছি” ইহা ভিন্ন অন্য আর কোন কথা না কহিয়া স্বীয় শিশু সন্তান ও বনিতা সমভিব্যাহারে ধীরে২ গমন করিলেন।

অনন্তর বারাণসী-ধামে উপস্থিত হইয়া বিবেচনা করিলেন এই পুরী ভগবান্ শূলপাণির স্থান, ইহা মানব-জাতির ভোগ্যা নহে, অতএব এ স্থানে আমার অবস্থান করা কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়ে তিনি যখন বারাণসী-পুরী প্রবেশ করেন তখন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় যে মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহার সম্মুখে আসিতেছেন ইহা দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতে লাগিলেন “মহর্ষে! আমার এই প্রাণ, এই পুত্র, এবং এই পত্নী উপস্থিত আছে, এ সকলের মধ্যে যাহাতে আপনকার কার্য্য হয় তাহাকেই গ্রহণ করিবেন, সম্প্রতি আসন পরিগ্রহ করুণ।” বিশ্বামিত্র কহিলেন “রাজন্! তুমি যে মাসে আমার দক্ষিণা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, সে এই মাস, অদ্য পূর্ণ হইল, যদি আপন বাক্য স্মরণ থাকে তবে রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত আমার দক্ষিণা দেও।” রাজা হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, “হে ব্রাহ্মণ! অদ্য সেই মাস পূর্ণ হইবে বটে, কিন্তু এখনও অর্দ্ধদিবস অবশিষ্ট আছে অতএব কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করুণ।” বিশ্বামিত্র কহিলেন “ভাল, তবে এখন গমন করি পুনর্ব্বার আসিব, কিন্তু অদ্য যদি না দাও অসংশয় অভিশাপ প্রদান করিব।” মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া রাজার অন্তঃকরণ চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল এবং মনে২ বিতর্ক করিতে লাগিলেন. আমি ইহাঁকে যে দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি কি প্রকারে তাহা প্রদান করিব, এখন আমাকে সাহায্য করে এতাদৃশ মিত্রই বা কোথায়? ধনই বা কি প্রকারে সংগ্রহ করি? যাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি তিনি অতিশয় উগ্র, প্রতিজ্ঞাত সময় অতীত হইলে নিঃসংশয় অভিশাপ প্রদান করিবেন, অতএব আমার আর নিস্তার নাই। এখন কি করি, প্রাণত্যাগ করিব, কি কোন দিগন্তরে পলাইয়া যাইব বুঝিতে পারি না, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার-পালনে অসমর্থ হইয়া যদি প্রাণ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে ব্রহ্মশাপ-হরণ জন্য মহাপাপে লিপ্ত হইব। অতএব ঐ মুনি আসুন, না হয় তাঁহারি প্রেষ্যতা প্রাপ্ত হই অথবা আত্মবিক্রয় করিয়া প্রতিশ্রুত প্রদান করি।” রাজা হরিশ্চন্দ্র এই প্রকারে মহাব্যাকুল হইয়া অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী বাষ্পগদ২ বচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “মহারাজ! এ প্রকার ব্যাকুল হইতেছেন কেন সত্যপালন করিবার কি কোন উপায় নাই? হে নাথ! আমি একটি উপায় স্থির করিয়াছি, অনুরোধ করি তাহাই করুণ।” রাজা কহিলেন “প্রিয়ে! কি উপায় স্থির করিয়াছ বল?” রাজমহিষী কহিলেন “মহারাজ! সাধু পুরুষেরা পুত্রার্থেই দার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, আপনকার সেই পুত্র হইয়াছে, এখন আপনি আমাকে বিক্রয় করিয়া সেই ধনদ্বারা ব্রাহ্মণকে আপনার প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দেউন। চিন্তায় ব্যাকুল হন কেন!” রাজা হরিশ্চন্দ্র পরম প্রিয়তমা প্রেয়সীর এই বাক্য শ্রবণ

করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া দুঃখিতচিত্তে বিলাপ করিতে২ কহিলেন, "প্রিয়ে! চিরসঞ্চিত প্রিয়তমা প্রেয়সীর স্নেহ বিস্মরণপূর্ব্বক কেমন করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিব?" পরে "হায় আমাকে ধিক্" এই কথা বারংবার বলিতে২ শোকে বিহ্বল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রাজ প্রণয়িনী, রাজাকে মূর্চ্ছিত ও ভূমিপতিত অবলোকন করিয়া হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আঃ এ কাহার মোহ উপস্থিত, যিনি পরিষ্কৃত শয্যামণ্ডিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেন না, এ কি তিনি ভূমিতে নিপতিত হইয়া লুণ্ঠিত হইতেছেন! হা কি দুর্দ্দৈব, যিনি বিপ্রবর্গকে কোটি২ বিত্ত ও গো দান করিয়াছেন; তিনি এখন ভূমিশয্যায় শয়ান হইলেন! অরে দুর্দ্দৈব, এই রাজাহইতে তোর কি অপকার হইয়াছিল যে ইন্দ্র-তুল্য এই রাজাকে তুই ভূমিশায়ী করিলি?" এই কথা বলিতে২ নয়ন যুগলে জলধারা বহিতে লাগিল এবং তিনি বিচেতন হইয়া ধরাতলে পতিতা হইলেন। রাজকুমার পিতা মাতাকে ঐ প্রকারে অনাথবৎ ভূমি পতিত অবলোকন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অপর তৎকালে তাহার ক্ষুধা হইয়াছিল অতএব কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, "ওমা২ উঠ আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে, পিপাসায় জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়।" এই সময়ে বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে মূর্চ্ছিত ও ভূমি শয়িত অবলোকন করিয়া তদীয় বদনে বারি-নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "হে নরেন্দ্র! শয়ান কেন! গাত্রোত্থান করিয়া আমার অভীষ্ট দক্ষিণা দাও। মহারাজ! ঋণ অধমর্ণের অধর্ম্ম দিন২ বৃদ্ধি করিয়া দেয়।" তুষার-তুল্য শীতল জল রাজার বদনে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তাঁহার মোহোপশম হইল, কিন্তু চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নয়ন-দ্বয়-উন্মীলন-পূর্ব্বক যেমন বিশ্বামিত্রকে নয়নগোচর করিলেন অমনি পুনর্ব্বার মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। রাজার এই ভাব অনুভব করিয়া বিশ্বামিত্রের সাতিশয় ক্রোধ জন্মিল, কিন্তু তখন রাজা মোহগত তখন তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে কি হইবে, এই বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন "রাজন্! যদি ধর্ম্মদর্শী হও তবে আমার অভিলষিত দক্ষিণা প্রদান কর। মহারাজ! সত্য প্রতিপালন কর! দেখ সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া দিবাকর অহরহঃ উত্তাপ দিতেছেন; অপর স্বর্গ, মর্ত্ত্য, সত্যতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। মহারাজ! সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং সত্য এ উভয় তুলাদণ্ডের দুই দিকে ধৃত হইয়াছিল তাহাতে সহস্র অশ্বমেধাপেক্ষা সত্য গুরুভার হয়। অথবা তোমার প্রতি আমার একপ বাক্য কথনের প্রয়োজন নাই, তুমি অতি জঘন্য ক্রূর, ও মিথ্যাবাদী। তোমার সঙ্কল্প অতিশয় পাপজনক, অতএব তোমার প্রতি যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য শ্রবণ কর। যদি অদ্য দিবাভাগের মধ্যে আমার দক্ষিণা না দেও, তবে সূর্য্য অস্তগত হইবা মাত্র নিশ্চয় তোমাকে অভিশাপ দিব," বলিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন।

রাজমহিষী স্বামিকে সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণ দেখিয়া, পুনর্ব্বার কহিলেন, "মহারাজ! আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই করুন, ব্রহ্মশাপাগ্নিতে কেন দগ্ধ হইবেন?" রাজপত্নীকর্ত্তৃক বারংবার ঐ প্রকার উক্ত হইলে রাজা কহিলেন, "ভদ্রে! আমি একপ নির্ঘৃণই বটে, প্রিয়ে! নৃশংস ব্যক্তিরাও যে একপ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না। আমি জীবিত থাকিতে কেমন করিয়া বলিব, "অগো তোমরা কে আমার ভার্য্যাকে ক্রয় করিবে?" রাজপত্নী কহিলেন, "মহারাজ ব্রহ্মশাপাগ্নিতে দগ্ধ হওয়া নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা রক্ষা করুন।" রাজা অগত্যা পত্নীর মতানুসারী হইয়া

তাঁহাকে বিক্রয় করিতে নগরমধ্যে গমন করিলেন; এবং বাষ্পবারি মোচন করিতে২ নগরবাসিজনদিগের সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন "অহে নাগরিকবর্গ! তোমাদের মধ্যে কাহারো প্রাণপ্রিয়া দাসীতে আবশ্যক আছে। যদি আবশ্যক থাকে আমি জীবিত থাকিতে২ শীঘ্র আইস।" রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "তোমার দাসী কই? আমাকে সমর্পণ কর! আমি উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেছি। আমার প্রচুর বিত্ত আছে, এবং আমার পত্নী সুকুমারী, সমস্ত গৃহকর্ম্ম করিয়া উঠিতে পারেন না, অতএব তোমার বনিতা আমাকেই দাও, তোমার বনিতার যেমন কর্ম্ম-দক্ষতা, যেমন বয়স, যেমন রূপ, যেমন শীল, যেমন গুণ, সে সকলের অনুরূপ ধন এই গ্রহণ কর।"

বৃদ্ধ এই প্রকার কহিলে দুঃখে রাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, চিত্ত-বৈকল্য-প্রযুক্ত কিছু উত্তর করিতে পারিলেন না। অনন্তর ব্রাহ্মণ রাজার পরিধেয় বসনের এক পার্শ্বে কতক গুলি মুদ্রা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিয়া রাজমহিষীর হস্তধারণ-পূর্ব্বক লইয়া গেলেন। রাজকুমার রোহিতাস্য অতি শিশু, জননীকে অপরিচিত এক ব্যক্তি কর্তৃক এই প্রকারে নীয়মানা দেখিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজপত্নী সাশ্রুনয়নে বিনয়বচনে ব্রাহ্মণকে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! আমাকে একবার ছাড়িয়া দেউন, বালকটীর মুখ দর্শন করিয়া আসি, আর কি ইহাকে দেখিতে পাইব!" পরে সন্তানটীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাছা এখানে এস, দেখ তোমার মা দাসীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।" বালক দ্রুতপদে আসিয়া ক্রোড়ে উঠিবার উপক্রম করিলে তিনি সজলনয়নে কহিলেন, "হে রাজপুত্র! আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি এখন তোমার অস্পৃশ্যা হইয়াছি।"

পুত্রকে সান্ত্বনা করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়াতে সেই ব্রাহ্মণ রাজপত্নীর করধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। বালক তাহা দেখিয়া সাশ্রুনয়নে রোদন করিতে২ সঙ্গে২ চলিল। ব্রাহ্মণ ঐ বালককে ক্রন্দন করিতে২ পশ্চাদাগত অবলোকন করিয়া সক্রোধে বলপূর্ব্বক পদাঘাত করিল, তথাপি শিশু রোদন করিতে২ কহিতে লাগিল, "ওগো আমার মাকে ছাড়িয়া দাও, ওগো আমার মাকে ছাড়িয়া দাও।" রাজমহিষী পুত্রকে ঐ রূপ রোরুদ্যমান দেখিয়া ব্রাহ্মণকে অশ্রু-পূর্ণ নয়নে বদ্ধ-কর-পুটে কহিতে লাগিলেন, "প্রভো! আপনি কৃপা করিয়া এই বালকটীকেও ক্রয় করিয়া লউন তাহা নহিলে আমি আপনকার ক্রীতা হইলেও এই বালক ব্যতিরেকে আপনার কোন কর্ম্মই করিতে পারিব না। আমি অতি অভাগিনী, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যেমন বৎসকে ধেনুর সহিত সংযোগ করে তাদৃশ আমাকে ইহার সহিত সংযুক্তা করুন।"

ব্রাহ্মণ রাজমহিষীর এই কথা শুনিয়া রাজাকে বলিলেন "ওহে! এই ধন গ্রহণ করিয়া তোমার পুত্রকেও বিক্রয় কর। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্ত্রী পুরুষেরি বেতন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।" ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া কতকগুলি ধন, রাজার উত্তরীয়ে বাঁধিয়া দিয়া বালককে তজ্জননীর সহিত একত্র করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক আপনার গৃহাভিমুখে লইয়া গেলেন। উচ্চ২ বৃক্ষ ও গৃহাদি দ্বারা শীঘ্রই রাজার দৃষ্টিহইতে তাহারা তিরোভূত হইল। রাজা হরিশ্চন্দ্র ভার্য্যা পুত্রকে এই প্রকারে নীয়মান দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "অহো! চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ুতেও যাঁহাকে দেখিতে পাইত না, আমার সেই বনিতা কিঙ্করী হইয়া যাইতে-

ছেন, অপর এই রাজকুমার সূর্য্যবংশোদ্ভব, অতি শিশু, ইহাকেও আমি বিক্রয় করিলাম। আঃ আমি বড় দুর্বুদ্ধি; আমাকে ধিক্। হা প্রিয়ে! হা শিশো! হা বৎস! আমার দুর্ণয় জন্য তোমাদিগকে ঈদৃশী দুর্দশা প্রাপ্ত হইতে হইল, আমি তোমাদের এই দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া এখনও প্রাণ পরিত্যাগ করিলাম না হা আমাকে ধিক্।”

ইত্যবসরে বিশ্বামিত্র রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণা-ধন যাচঞা করিলেন। তাহাতে রাজা পুত্র-কলত্র-বিক্রয়ে যে ধন সঞ্চিত করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে সমুদয় সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র দেখিলেন ঐ ধন অধিক নহে অতএব রাগ-পরবশ হইয়া রাজাকে কহিলেন, “অরে কুৎসিত ক্ষত্রিয়, তুই কি এতাবন্মাত্র ধন আমার যজ্ঞদক্ষিণার সদৃশ বোধ করিতেছিস্! আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছিস না কি! আমার সুতপ্ত তপস্যা, নির্ম্মল ব্রাহ্মণ্য, উগ্র প্রভাব এবং পবিত্র অধ্যয়নের ফল দেখ্।” রাজা কহিলেন “ভগবন্! এক্ষণে যাহা উপস্থিত আছে গ্রহণ করুন, কিছুকাল পরে আরো প্রদান করিব, সম্প্রতি আর কিছুই নাই পত্নী ও পুত্র বিক্রয় করিয়া এতাবন্মাত্র সংগ্রহ হইয়াছে।”

বিশ্বামিত্র কহিলেন “তবে এক্ষণে দিবসের যে চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট আছে এই মাত্র সময় তোমার প্রতীক্ষা করিব, ইহার মধ্যে যদি আমাকে উপযুক্ত ধন না দাও তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয় অভিশাপ দিব,” বলিয়া সেই ধন গ্রহণপূর্ব্বক কোপ ভরেই সত্বর গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে রাজা নিতান্ত হতাশ হইয়া বিষণ্ণমনে অধোবদনে উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন, “যদি কোন ব্যক্তির দাসক্রয়ের প্রয়োজন থাকে তিনি শীঘ্র আসিয়া যাবৎ দিবাকর অস্তগত না হন তাবৎ আমাকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাউন। এই বাক্য বারম্বার বলিতে২ একজন চণ্ডাল তাঁহাকে ক্রয় করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তির সর্ব্ব শরীর দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ এবং অতিশয় রুক্ষ। মুখে বিকৃতাকার শ্মশ্রু, বৃহৎ দন্ত, শরীর কৃষ্ণবর্ণ, উদর স্থূল, চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ এবং বাক্য কর্কশ। এক হস্তে কতক গুলি পক্ষী, অন্য হস্তে নর-কপাল; আর গলায় শবমালা দোলায়মান। অপর চারিদিগে কতক গুলা কুক্কুরদ্বারা বেষ্টিত। সে কহিল “ওহে! আমার দাস-ক্রয়ের প্রয়োজন আছে, তোমার আত্মমূল্য কত, বল? অল্প হউক বা অধিক হউক তোমার যত মূল্য হয় তাহা দিয়া আমি ক্রয় করিব।” রাজা ঐ ক্রূরদর্শন বিকটাকার ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?” সে কহিল, “আমি চণ্ডাল, আমার নাম প্রবীর, আমি এক জন প্রসিদ্ধ বধ্যবধক, মৃত-দেহের বসনাদি হরণ করি?” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমিই আমাকে ক্রয় করিবে?” তাহাতে সে উত্তর করিল “হাঁ।” রাজা বলিলেন “আমি চণ্ডালের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিতে পারিব না, ইহা অতিগর্হিত কর্ম্ম, ব্রাহ্ম শাপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরিতে হয় সেও ভাল তথাচ চণ্ডালের বশতাপন্ন হইতে পারিব না।” যখন চণ্ডালের সহিত রাজার এই রূপ কথা বার্ত্তা হইতেছিল এমন সময় অকস্মাৎ তপোনিধি বিশ্বামিত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজার মুখে ঐ রূপ কথাশ্রবণে ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া বলিলেন, “অহে রাজন্! এই চণ্ডালত তোমাকে যথেষ্ট বিত্ত দিতে প্রস্তুত আছে, তবে আমার সমুদয় যজ্ঞদক্ষিণা দাও না কেন?” রাজা কহিলেন, “ভগবন্! আমি সূর্য্যবংশে উদ্ভূত হইয়া বিত্তার্থে কি প্রকারে চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিব।” বিশ্বামিত্র কহিলেন, “যদি তুমি চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া আমার ধন না দাও অচিরাৎ তোমাকে অভিশাপ দিব।” রাজা হরিশ্চন্দ্র এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়-

বচনে "হে ঋষি রাজ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন," এই কথা বলিয়া ঋষির চরণ-ধারণ-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "প্রভো! আমি আপনকার দাস, আর্ত্তজনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার-হইতে নিষ্কৃতি দিউন। আমি আপনকার সর্ব্বকর্ম্মকর ও বশবর্ত্তী দাস অথবা প্রেষ্য হইতেছি।"

বিশ্বামিত্র কহিলেন, "ভাল, যদি তুমি আমার প্রেষ্য হইলে তবে আমিই এই চণ্ডালের নিকট বিক্র লইয়া তোমাকে বিক্রয় করিলাম।" বিশ্বামিত্র এই কথা বলিবামাত্র সেই চণ্ডাল মূল্য-প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বস্থানে লইয়া গেল। রাজা একে ইষ্ট-বন্ধু-বিয়োগে আর্ত্ত, তাহার উপর আবার এই অনিষ্ট ঘটিল, সুতরাং তাঁহার অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ যৎপরোনাস্তি আকুল হইল। তিনি তদবধি অগত্যা চণ্ডালালয়ে বাস করিতে লাগিলেন, এবং আপন প্রভু চণ্ডালের কর্ম্ম কার্য্য করিয়া, কি সায়ংকাল কি প্রাতঃকাল কি মধ্যাহ্নকাল অবকাশ পাইলেই এই গান করিতেন, "অহো! বোধ করি আমার দীনমুখী বনিতা সম্মুখে দীনমুখ পুত্রটীকে রাখিয়া বামকরতলে কপোলদেশ সংস্থাপিত করিয়া বিষণ্ণবদনে ও সজলনয়নে আমাকে স্মরণ করিতে২ এই বাক্য কহিতেছেন 'রাজার ধন সঙ্গ্রহ হইলেই তিনি অচিরেই আমাদিগকে মোচন করিবেন, ব্রাহ্মণ যে ধন দিয়া আমাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন, তদপেক্ষায় অধিক দিলেই আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন।' হায়২ আমি যে অতি পাপাত্মা, সেই মৃগাক্ষী তাহা কেমন করিয়া জানিবেন। আমাহইতে রাজ্যনাশ, সুহৃত্ত্যাগ, পুত্রকলত্র বিক্রয় হইয়াছে এবং আপনি এই চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, কি আশ্চর্য্য। "এ সকল শ্রেণীবদ্ধ দুঃখ না কি?" রাজা চণ্ডালগৃহে বাস করিয়া সর্ব্বদাই এই প্রকারে প্রিয়ভার্য্যা এবং দয়িত তনয়ের স্মরণ করিতেন। একদা চণ্ডাল প্রভু তাঁহাকে বলিল, "অহে এখন অবধি তুমি শ্মশানে অবস্থান করিয়া মৃতলোকসকলের বসন-হরণ কর্ম্মে নিযুক্ত থাক। এ পর্য্যন্ত স্বয়ং তাহা আমি করিতেছিলাম, এখন সেই ভার তোমাকে দিলাম, তুমি দিবারাত্রি শবাগমন অনুসন্ধান করিতে থাক। প্রত্যেক শবে যাহা২ প্রাপ্ত হইবে তাহাহইতে ষষ্ঠ ভাগ আমাদের অধিপতিকে দিবে, তিন ভাগ আমার থাকিবে, অবশিষ্ট দুই ভাগ তুমি আপনার বেতন-স্বরূপে পাইবে।" চণ্ডাল এই কথা বলিয়া রাজাকে প্রেতভূমি দেখাইয়া দিয়া গেল।

দক্ষিণ দিকে ঐ শ্মশানভূমি, তথায় শত২ শিবা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার সর্ব্বত্র মৃত মনুষ্যের মুণ্ডে সমাকীর্ণ এবং দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ছিল। ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্খিনী, ডাকিনী, যক্ষ ও বেতালগণ নৃত্য করিতেছে, এবং গৃধ, গোমায়ু, কুক্কুর, এ সকলের ভয়ঙ্কর ধ্বনি চারি দিক্‌হইতে শুনা যাইতেছিল। অপর স্থানে২ রাশীকৃত অস্থি রহিয়াছে, যাহাহইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছিল। আর মৃত লোকদিগের স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলের রোদন, আর্ত্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনিতে সকল স্থানই পূর্ণ হইয়াছিল। তাহারা কেহ হা পুত্র! হা মিত্র! হা বন্ধো, হা ভ্রাতঃ, হা বৎস, হা প্রিয়, হা পতে, হা ভগিনি, হা মাতঃ, হা মাতুল, হা পিতামহ, হা মাতামহ, হা পিতঃ, হা পৌত্র ইত্যাকার হাহাধ্বনি চারিদিকে করিতেছিল। শবদাহ-স্থানে অর্দ্ধদগ্ধ শবসকল শ্যামবর্ণ হইয়া জ্বলিতেছিল এবং তাহাদের দন্তপঙ্ক্তি অগ্নিমধ্যে থাকিয়া এই বলিয়া যেন হাস্য করিতেছিল, "শরীরের এই দশা।" আর চিতাগ্নির এরূপ চটচটাশব্দ হইতেছিল যে শ্রবণমাত্রে হৃদয় ভয়াকুল হয়। সেই স্থানের একদিকে শবহারিগণ বসিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল, তাহাদের হাস্য-ধ্বনি এবং ভূত-প্রেত-পিশাচদিগের

সঙ্গীত শব্দে তথায় যেন গুরুতর কোলাহল হইতেছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র এই শ্মশান-স্থানের শববস্ত্রাদি-হরণে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তথাকার তাদৃশ ভাব দেখিয়া তাঁহার মন যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইল এবং তিনি কেবল দুঃখিতান্তঃকরণে এই বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন, "হা বিধাতঃ! আমার সেই ভৃত্যবর্গ, সেই মন্ত্রিসকল, সেই বিপ্রগণ, সেই রাজ্য কোথায় গেল, আমিই বা কোথায় আসিয়া কি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। হা ভার্য্যে, হা পুত্র! তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় রহিয়াছ; আহা বিশ্বামিত্রের নিকট আমি কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে তিনি আমার সকল বিনষ্ট করিলেন।" রাজা এবংবিধ বিবিধ বিলাপ করিয়াও পরাধীনতা প্রযুক্ত চণ্ডালের আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে নিযুক্ত থাকিলেন। আপনি চণ্ডালের অধীনে থাকাতে চণ্ডাল-তুল্য মলিন, সর্ব্বাঙ্গ রুক্ষ, কেশধারী ধ্বজাযুক্ত-লগুড়হস্ত হইয়া দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবন আরম্ভ করিলেন, যে স্থানে কোন ব্যক্তিকে শব আনিতে দেখেন সেই স্থানেই তাহার নিকট গিয়া বলেন, "এ শবে এই মূল্য পাওয়া যাইবে, তন্মধ্যে আমার এই, রাজার এই, আর আমার প্রভু-প্রধান চণ্ডালের এই হইবে।"

রাজাকে সম্প্রতি যে বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যেন তিনি জীবদ্দশাতেই অন্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন একখান জীর্ণ-কন্থা পরিধান, হস্তে পদে মুখে চিতাভস্ম, মনুষ্যের মেদ-মাংস-মজ্জাদ্বারা করতল ও অঙ্গুলীসকল বিবর্ণীভূত, আর আপনি শবের ওদন অদনদ্বারাই পরম পরিতৃপ্ত ও শবমাল্যদ্বারা মণ্ডিত-মুণ্ড হইয়া থাকেন। কি দিবাভাগে কি রজনীযোগে কোন সময়েই নিদ্রা নাই, সদাই মুখে হাহাকার শব্দ।

ওদিকে সেই ব্রাহ্মণগৃহে এই সময়ে রাজার পুত্র রোহিতাস্য সর্প-দংশনে নিধন প্রাপ্ত হইল, তাহাতে রাজপত্নী বিলাপ করিতে করিতে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার্থ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঐ শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অহো! যে পুত্রকে অবলম্বন করিয়া রাজপত্নী স্বামিশোক পর্য্যন্ত সম্বরণ করিয়াছিলেন, সেই পুত্র কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে তিনি যে কি পর্য্যন্ত শোকার্ত্তা হইয়া উঠিলেন তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না, কেবল "হা পুত্র! হা শিশো!" এই মাত্র শব্দ তাহার মুখে নির্গত হইতে লাগিল। আর এক এক বার এই বলিয়া ক্রন্দন করেন "হা রাজন্; তুমি অদ্য এই বালককে দেখিতে পাইলে না, পূর্ব্বে যাহাকে ক্রীড়া করিতে দেখিলে সন্তুষ্ট হইতে, সেই বালক দুষ্ট-সর্প-কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া কাল-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে।"

রাজা শবহারিণীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া দ্রুতগমনে তন্নিকটে গমন করিলেন, এবং মনোমধ্যে এই ভাবিয়া আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন যে শবটা আনীত হইয়াছে, বোধ করি তাহাতে অনেক বসনাদি পাওয়া যাইবে। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক জন ললনা মৃত পুত্র ক্রোড়ে করিয়া আর্ত্তনাদপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছেন, সেই ললনা যে তাঁহারি পত্নী তাহা তাঁহার বিকৃতি-ভাবাপন্ন আকৃতি দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না, রাজপত্নীও রাজার সন্দর্শনে আপন পতি বলিয়া জ্ঞান করিতে সমর্থা হইলেন না, সদাই যাঁহার মনোহর বেশ অবলোকন করিতেন; তিনি জটাধারী মলিন ও ভয়ঙ্কর চণ্ডালরূপী হইয়াছেন ইহাতে কি প্রকারে চিনিতে পারিবেন? তিনি কেবল "হা বৎস! হা পুত্র!" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শবের শরীরে কি কি আছে দেখিবার নিমিত্ত, রাজা তাহার

শরীরাচ্ছাদন উত্তোলন করিতে মৃত-বালকের অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "অহো! এই বালকটী যে নরেন্দ্র লক্ষণাক্রান্ত; অবশ্য ইনি কোন রাজার বংশে জন্মিয়াছিলেন। হায় হায়, এমত শৈশবাবস্থায় নিষ্ঠুর কৃতান্ত ইহাঁকে গ্রাস করিয়াছে! অহো। এই বালকটীকে দেখিয়া আমার সেই শিশু রোহিতাস্যকে মনে পড়িল, যদি দুষ্ট কৃতান্ত তাহাকে আপনার বশবর্ত্তী না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেও এত দিনে এই বালকটীর তুল্য বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াছে।"

রাজপত্নী অনন্যমনা হইয়া কান্দিতে ২ কহিতে লাগিলেন, "হায়, আমি কি এমন গুরুতর পাপ করিয়াছিলাম যে আমার উপর এমন ঘোরতর দুঃখ পড়িল! হা নাথ! হা রাজন্! তুমি কোথায় রহিলে, আমার এই দুঃখের সময় আসিয়া একবার আশ্বাস দাও! এমন সময় তুমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলে। অরে বিধাতঃ! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র তোর কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যনাশ, সুহৃত্ত্যাগ এবং পুত্র-কলত্র বিক্রয় করাইলি?"

ঐ অবলা যখন রাজার নামোচ্চারণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন তখন রাজা জানিতে পারিলেন, "অহো! ইনিই যে আমার বনিতা, এই বালক যে আমারি শিশু। হা বৎস! তুমিই সর্প দংশনে নিধন-প্রাপ্ত হইয়াছ," তখন কেবল "হা বৎস, হা শিশো!" বলিতে ২ বিচেতন; হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। ক্ষণেক পরে চৈতন্য হইল, তখন গাত্রোত্থান করিয়া মৃত-বালকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে ২ কহিতে লাগিলেন, "হা বৎস! তোমার সেই কোমল বদন, সেই রদন-পঙ্‌ক্তি সেই, নাসিকা, সেই কাকপক্ষ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের আর সে শোভা সম্পাদনের ক্ষমতা নাই, তুমি পূর্ব্বে তাত তাত বলিয়া আমার নিকট আসিতে, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে লইতাম; এখন আর কাহাকে অঙ্কে লইব এবং কাহাকেই বা বৎস বলিয়া সম্বোধন করিব। আহা আর এখন কে আসিয়া জানুরেণুদ্বারা আমার উত্তরীয় বসন এবং উৎসঙ্গ মলীন করিবেক! হায় হায়, আমি কি নির্দ্দয় পিতা, এতাদৃশ সুন্দর ও মনের আনন্দজনক সন্তানকে সামান্য বস্তুর ন্যায় বিক্রয় করিলাম! অরে দুর্দ্দৈব! তুই আমার অশেষ রাজ্য ও ধন হস্তান্তর করাইয়াও সন্তুষ্ট হইলি না, অবশেষে আমার একমাত্র প্রিয় তনয়কেও বিনষ্ট করিলি?" রাজা এই প্রকার বিলাপ করিতে২ বালককে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পরেই তাঁহার মূর্চ্ছা হইল, এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরাতলে পড়িয়া রহিলেন।

রাজপত্নী এতক্ষণ রাজাকে চিনিতে পারেন নাই, তাঁহাকে ঐ রূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। তখন তিনি মনে ২ কহিতে লাগিলেন, "অহো। ইহাঁকে এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই, ইনিই সেই রাজা তার আর সংশয় নাই। এই যে ইহাঁর সেই স্বর ও কথা-প্রণালী, এই যে ইহাঁর সেই উচ্চ নাসিকা, সেই মুকুল-তুল্য দন্ত-পঙ্‌ক্তি! অহো! এই মহাত্মা বিখ্যাতকীর্ত্তি কি কারণে অদ্য শ্মশানে আসিয়াছেন।" এই চিন্তায় রাজপত্নীর পুত্রশোক কিয়ৎক্ষণ মন্দীভূত হইল, এবং তিনি পতির দুরবস্থায় খেদ করিতে লাগিলেন। পরে যখন পতির হস্তে চাণ্ডালযোগ্য ঘোর দণ্ড সন্দর্শন করিলেন তখন বিস্ময়াপন্ন ও বিচেতন হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন চৈতন্য হইল তখন বাষ্পগদ্‌গদবচনে ধীরে ২ বলিতে লাগিলেন, "অরে দুর্দ্দৈব, তোরে ধিক্, তুই এত অকরুণ, তোর কিছুমাত্র মর্য্যাদা-জ্ঞান নাই, তুই এই অমর-তুল্য পুণ্যাত্মা রাজাকে চণ্ডালের দাসত্ব-স্বীকার-পর্য্যন্ত করাইয়াছিস্, অহো! সেই

এই রাজা, ইহাঁর সেই রাজছত্র ও চামর-ব্যজনাদি রাজচিহ্ন কিছুই নাই, বিধি! তোর এ কি বিড়ম্বনা! দেখ দেখি যিনি গমন করিলে, অগ্রে২ কত২ ভূপতি ভৃত্য হইয়া গমন করিত, সেই রাজা অশেষ-শোকার্ত্ত হইয়া এই ঘোর শ্মশানে, যাহার সকল স্থান মৃতকপালে সঙ্কীর্ণ, কোথায়ও মৃতদেহের বসন, কোথায়ও কেশ, কোথায়ও গলিত মাংস, কোথায়ও দগ্ধাস্থি, কোথায়ও ভস্ম, কোথায়ও অঙ্গার পতিত থাকায় মহৎ ভয় উপস্থিত হয়, অপর যাহার চারিদিকে গৃধ্র গোমায়ু প্রভৃতি শবমাংসার্থিরা ভ্রমণ করিতেছে, অহো! যে স্থানে একাকী থাকিতে কাহারো সাধ্য হয় না, সে স্থানে তিনি দিবারাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন!" রাজপত্নী প্রথমতঃ এই রূপে দৈবকে নিন্দা করিয়া পশ্চাৎ আর্ত্তবচনে রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! এ সকল স্বপ্ন কি যথার্থ? নিশ্চয় করিয়া বলুন। মহারাজ! যদি এ সকল যথার্থ হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম দেবতা ব্রাহ্মণ সকলি বৃথা। ধর্ম্মও নাই, সত্য সারল্য দয়া কিছুই নাই, কেননা আপনি তাদৃশ ধর্ম্মাত্মা হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া এ প্রকার দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।" রাজা আপন বনিতার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন "ভার্য্যে! এ সকলি দেবের কার্য্য! আমি যে তাদৃশ অতুল রাজ্যে ভ্রষ্ট হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইব, ইহা স্বপ্নের অগোচর; আর এ অবস্থাতে যে একমাত্র বংশধর পুত্রের নিধন হইবে, ইহাও সমধিক আশ্চর্য্য, অতএব এ সকলি বিধির বিড়ম্বনা। ভার্য্যে! আর আমার ক্লেশ-সহিষ্ণুতা হয় না, এখন অগ্নিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আমার নিতান্ত মানস হইয়াছে, কিন্তু মনোমধ্যে এই মাত্র আশঙ্কা হইতেছে যে চণ্ডালের নিকট ভৃত্যতা স্বীকার করিয়াছি; তাহার বিনা অনুমতি যদি অগ্নিতে জীবন সমর্পণ করি, পাছে কৃমি-ভোজী কীট হইয়া নরকে পতিত হইতে হয়, অথবা পূয-রক্তাদি-পরিপূর্ণ নিরয়ে কিম্বা অসিপত্রবন-নরকে পতিত হইয়া দারুণ যাতনা ভোগ করিতে হয়। অতএব এখন কি কর্ত্তব্য তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। একমাত্র বংশধর সন্তানের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়া প্রাণধারণ বা কি রূপে করিব? আবার প্রাণপরিত্যাগেরি বা উপায় কই? অথবা মনুষ্য যখন বিজাতীয় ক্লেশে পতিত হয় তখন তাহার পাপ, পুণ্য, বোধ থাকে না, যাহা ভবিতব্য থাকে তাহাই হয়, অতএব আমি প্রাণপরিত্যাগ করি। অহো! আমি এই পুত্রবিনাশে যে কত ক্লেশ ভোগ করিতেছি, বোধ করি এমত ক্লেশ তির্য্যগ্-যোনিতে কখন ভোগ করিতে হয় না। হে তন্বঙ্গি! আমি এই পুত্র-শরীরকে চিতার উপর আরোপণ করিয়া আপনিও ইহার সহিত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি যদি কখন তোমার প্রতি কোন কুব্যবহার অথবা পরিহাসচ্ছলে কোন কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি সে সকল বিস্মরণ হও। সম্প্রতি আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি আপন প্রভু বিপ্রের গৃহে গমন কর, কিন্তু তোমাকে একটী উপদেশ প্রদান করি শ্রবণ কর, যত দিন পর্য্যন্ত সেই ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিবা, কখন আপনি রাজপত্নী এই অভিমানে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিও না, সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার শুশ্রূষা করিও। হে ক্ষীণাঙ্গি! আমার আর এই এক বক্তব্য আছে, যদি আমি কখন কিছু কাহাকেও দান করিয়া থাকি অথবা যদি আমাহইতে কখন গুরুগণের পূজা হইয়া থাকে, তবে সেই ফলে যেন পরলোকে তোমার এবং তোমার পুত্রসহ আমার পুনর্ব্বার মিলন হয়।" রাজপত্নী ইহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি পুত্রসহ

এক চিতায় মানব-লীলা সম্বরণ করিবেন আমার কি এত পাষাণ-হৃদয় যে আমি ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগৃহে প্রতিগমন করিব? আমি আপনাকে করপুটে নিবেদন করিতেছি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, আমি আপনকার সহগামিনী হইয়া এ দুঃখভার দেহ পরিত্যাগ করিব।" রাজা কহিলেন, "ভাল যদি তুমিও প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয়া হইয়াছ, তবে আইস আমরা সকলে এক চিতাতেই দেহ সমর্পণ করি।" এই বলিয়া তিনি চিতা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। পরে তাহা প্রস্তুত হইলে রাজা প্রথমতঃ সন্তানকে তদুপরি আরোপণ করিয়া আপনি ভার্য্যার সহিত বদ্ধাঞ্জলি হওত পরমাত্মা ভগবান্ নারায়ণের ধ্যান সমাপন করিয়া তদুপরি আরোহণ স্থির করিলেন। এই রূপে তাঁহারা উভয়ে ধ্যানপরায়ণ হইয়াছেন, ইত্যবসরে এই সমাচার সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হওয়াতে নানাদিগ্দেশহইতে নানাপ্রকার লোক দর্শনার্থি হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা রাজাকে সস্ত্রীক জ্বলন্ত অনলে প্রাণপরিত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আর সাহস করিতে হইবেক না, এখানে সর্পচিকিৎসকগণ উপস্থিত আছেন তাঁহারা আপনার পুত্রের চিকিৎসা করিলেই এখনি তিনি আরোগ্য হইতে পারিবেন, মনুষ্য সর্পদ্বারা দংশিত হইলে আশু বোধ হয় যে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য হয় তাহার প্রমাণ এখনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন।" সর্পচিকিৎসকেরা রোহিতাস্যের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন তাহাতে রোহিতাস্য জীবিত হইয়া পূর্ব্ববৎ সুস্থশরীরে গাত্রোত্থান করিলেন। ইহাতে রাজা ও রাণীর হৃদয়ে অশেষ আনন্দ উদয় হইল। সে খানে বিশ্বামিত্র উপস্থিত ছিলেন, তিনিও রাজার সাহস দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা সম্পাদন করিলেন এবং দর্শকগণ সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া রোহিতাস্যকে তাঁহার পিতৃ-সিংহাসন প্রদান করাইলেন। এবং রাজা রাণীর স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।

বাসবদত্তা।

৯৩ পৃষ্ঠাহইতে ক্রমাগত।



অনন্তর ভগবান্ মরীচিমালী নভোমণ্ডলের মধ্যভাগে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যদেব মধ্যন্দিন সমারোহণ করিলে পর, বোধ হইল, তিনি যেন বণিগ্বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অম্বর সকল প্রসারিত করিয়া বসিলেন। আর, তাঁহার তাৎকালিক মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কখন কখন ইহাও জ্ঞান হইতে লাগিল, যেন, সকল কাষ্ঠোদ্দীপক মহাদাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রিয়াপার্শ্বশায়ী কন্দর্পকেতু নিদ্রিত ছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে তিনি চকিত ও উত্থিত হইলেন। উত্থিত হইয়া দেখেন, লতাগৃহ শূন্য, বাসবদত্তা লতামণ্ডপ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন। এই অচিন্তিতপূর্ব্ব অনুতাপক ব্যাপারদর্শনে কন্দর্পকেতু ক্রমে ক্রমে উন্মত্তপ্রায়-হইয়া উঠিলেন। অনন্তর, তিনি কখন লতাগৃহে, কখন লতারণ্যমধ্যে, কখন বৃক্ষোপরি, কখন অন্ধকূপে, কখন শুষ্কপর্ণরাশির ভিতরে, কখন আকাশে, কখন বা ভূমিপৃষ্ঠে প্রিয়তমান্বেষণ করত কহিতে লাগিলেন, "হে প্রিয়তমে বাসবদত্তে! আমাকে দর্শন দাও! হা! তুমি কি পরিহাস করিয়া লুক্কায়িত হইয়াছ! যাহা হউক তোমার জন্যে আমি যে পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করিয়াছি,

তাহা তুমিই জান। হা প্রিয় মকরন্দ! আমার দৈবদুর্ব্বিলাস দেখ। আমি বড় পাপাত্মা,কখনই আত্মশোধন করি নাই। অহো! নিয়তি কি দুরতিক্রমণীয়া! হা! আমি জ্ঞান শিক্ষা করি নাই। গুরুদেবের যথাবতী আরাধনা করি নাই। বহ্নির উপাসনা করি নাই। ব্রাহ্মণেও কটুপ্রয়োগ করিয়াছি।

কন্দর্পকেতু এপ্রকার অশেষবিধ বিলাপ করিতে করিতে চারক্রমে, ঐ অরণ্যহইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর এক সমুদ্র তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। সমুদ্র দেখিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! বিধি অপকার করিয়া অবশেষে উপকার করিলেন. যেহেতু. সমুদ্র দেখিতে পাইলাম। এখন এই সমুদ্রে দেহ ত্যাগ করিয়া প্রিয়তমার বিরহাগ্নি নির্ব্বাণ করিব। যদিও ধর্ম্মশাস্ত্রে অনাতুর ব্যক্তির দেহত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। সকলেই কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে না; সুতরাং অকার্য্যও করিয়া থাকে। অথবা এই অসার সংসারে কে কি না করিতেছে। দ্বিজরাজ গুরুপত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-ধন-তৃষ্ণায় পুরূরবার বিনাশ হইল। নহুষ পরকলত্রদোহদী মহাভুজঙ্গ ছিলেন। যযাতি ব্রাহ্মণীর পাণিগ্রহণ করিয়া পতিত হইলেন।”

এ প্রকার বিস্তর প্রলাপের পর তিনি সমুদ্রে দেহত্যাগ নিশ্চয় করিয়া তদনুষ্ঠান করিলে দৈববাণী হইল, “কন্দর্পকেতু তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিও না। অচিরে পুনরায় তোমার প্রিয়তমা লাভ সম্পন্ন হইবেক।” এই অকাশবাণী শুনিয়া তিনি ঐ দুরধ্যবসায় মরণ-ব্যবসায়হইতে বিরত হইলেন, এবং প্রিয়তমা বাসবদত্তার সূত্রমাত্র পুনরায় সন্দর্শন করিতে পাইয়া এই আশায় জীবিত-স্থিতিহেতু আহারান্বেষণে ঐ সমুদ্রের কচ্ছপ্রদেশে উঠিলেন। তথায় নিবিড় অরণ্য, ঐ অরণ্যে ফল মূল আহার করিয়া কিছু দিন প্রাণ ধারণ করেন।

অনন্তর, বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। বর্ষাকালে বিরহব্যথা শতগুণিত হইয়া উঠে। কন্দর্পকেতু ঐ শতগুণিত বিরহ ব্যথায় আরও অধীর ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া উঠিলেন। কোনরূপে বর্ষার স্রোতঃ-অতিবাহিত হইয়া, সায়ং প্রারম্ভে একদা ভ্রমণ সময়ে হঠাৎ এক শিলাময়ী কন্যা তাঁহার নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইল। তিনি ঐ কন্যাকে দেখিয়া, এককালে কৌতুক. মোহ এবং শোক এই ত্রিতয়াত্মক এক অনির্ব্বচনীয় রসে অভিভূত হইয়া “তুমি ঠিক যেন আমার প্রিয়তমা” এই বলিয়াই আলিঙ্গন করিলেন।

দৈবের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! কন্দর্পকেতু স্পর্শ করিবামাত্র ঐ শিলাময়ী কন্যা শিলা-স্বভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বাসবদত্তার স্বভাব প্রাপ্ত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া কন্দর্পকেতু অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন “প্রিয়ে! এ কি অদ্ভুত বৃত্তান্ত? তদুত্তরে তিনি সবিশেষ বর্ণন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে মহাভাগ! আপনি এই হতভাগিনীর নিমিত্ত রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া একাকী অতি যৎসামান্য পুরুষের ন্যায় বাক্যের ও মনের অগোচর দুঃখ সহ্য করিয়াছেন। অরণ্যেও নিয়ত উপবাসে কালক্ষয় করিতেন, সুতরাং আপনকার শরীর অতি কৃশ হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনি আহার করিবেন। এই ভাবিয়া আমি ফল অন্বেষণে নির্গত হইয়া উপবন মধ্যবর্ত্তী এক বৃক্ষোপরি দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলাম, এমত সময়ে দেখি, কতকগুলি সৈনিক পুরুষ আমাকে এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিমিষাবসরে দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, মহাকোলাহল পড়িয়াছে। প্রকাণ্ড এক দল সৈন্য আসিয়া

অনতিদুরে অবস্থিতি করিতেছে। তখন তাহাদের শিবির সন্নিবেশকাল। কোন স্থানে অশ্বশালা, কোন স্থানে হস্তিশালা, কোন স্থানে মহিষ-নিলয়, কোথাও বা অপরাপর পটগৃহ প্রস্তুত হইতেছে। এক পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড শিবির দৃষ্টিগোচর হইল; বোধ হইল যেন তাহাই ঐ সেনাধ্যক্ষ সেনাপতির আবাস-স্থল। নিমেষমাত্র অতিবাহিত হয় নাই, আমি ঐ ব্যাপার দেখিতে দেখিতে নিস্পন্দ লোমাঞ্চ-গাত্রে 'বুঝি আমার পিতার সৈন্য আমার অন্বেষণে নির্গত হইয়াছে', এই কথা ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে ঐ সেনাপতি আমার প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি পূর্ব্বে চরপ্রমুখাৎ কি জানি কি উপায়ে আমার ঐ অবস্থায় অত্রোপস্থিতি বার্ত্তা শ্রুত হইয়াছিলেন।

'আশ্চর্য্য! মনুষ্যের উপর যখন দৈবভাবের সমাক্রান্তি হয়, তখনি দৈবসঙ্করতা ঘটিয়া থাকে। ঐ সময়ে হঠাৎ আর এক দল কিরাত-সেনা ঐ স্থানে মৃগানুসরণে হঠাৎ উপস্থিত হইল। ঐ সৈন্য দল-পরিচালক কিরাত-সেনাপতি আমাকে তাদৃশাবস্থ দেখিয়া সেও কোন গূঢ় অভিসন্ধিতে ধাবিত হইয়া পূর্ব্বসেনাপতির ন্যায় আমার দিকে ধাবমান হইল। তখন ভাবিলাম, এখন কি উপায় করি, যদি আর্য্যপুত্রকে ডাকি, তিনি একাকী কি করিবেন, ইহারা একে সৈনিক পুরুষ, তাহাতে আবার বহু, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু আবার দৈবের প্রসন্নতা শ্রবণ করুন, একামিষলুব্ধ দুই গৃধ্রে যেমন পরস্পর বিবাদ লাগে, নিমেষ মধ্যে ঐ দুই সেনাপতিতে তাদৃশ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। ঐ অপযুদ্ধে ক্রমে ক্রমে ঐ দুই সেনাপতি এবং তাঁহাদের উভয়ের তাবৎ সৈন্য বিনষ্ট হইয়া গেল।

'অনন্তর, ঐ উপবন যে মুনির আশ্রমস্থল, তিনি নিয়মিত ফল-পুষ্প-আহরণপূর্ব্বক আশ্রমে উপনীত হইলেন। দেখেন, তাঁহার আশ্রমকানন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। অতএব তৎক্ষণাৎ ক্রোধে যেন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় হইয়া আমাকে অভিশাপ করিলেন, কহিলেন, 'তোমার জন্যেই আমার উপবন শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে, অতএব তুমি শিলাময়ী হও।' তিনি আমাকে ঐ শাপ দিলে আমি তাঁহার সমক্ষে বিস্তর দুঃখ ও কাকুক্তি বিনতি করিলাম। অবশেষে তাঁহার দুইটীচরণে নিপতিত হইয়া মার্জ্জনা চাহিলাম। তাহাতে তিনি এই বলিয়া আমার শাপান্ত নির্দ্দেশ করেন, যে 'তোমার আর্য্যপুত্র আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিবামাত্র তুমি স্বভাব প্রাপ্ত হইবে। নাথ তদবধি আমি শিলাময়ী হইয়াছিলাম। কিন্তু অদ্য আমার কি সৌভাগ্য বলিতে পারি না; যেহেতু, অকস্মাৎ আর্য্যপুত্রের স্পর্শলাভ ও স্বভাবপ্রাপ্তি হইল।'

কাপোতকগণের বিবরণ।

পারাবত অতিপ্রসিদ্ধ পক্ষী। এতদ্দেশে আবালবৃদ্ধ এমত কেহই নাই যে এই পক্ষীর বিবরণ বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত নহেন; বোধ হয় অনেক অল্প বয়স্ক বালকও আমাদিগকে পায়রার লক্ষণাদি-বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন; অতএব পারাবতের লক্ষণ বর্ণনে বিবিধার্থের স্থান সমাকীর্ণ করা কোনমতে সৎপরামর্শ নহে। পরন্তু কাপোতকদিগের শ্রেণী ও জাতি ভেদ বিষয়ে অনেক সংশয় ও ভ্রম আছে, তাহার আলোচনায় উপকারের সম্ভাবনা মানিতে হইবে। যদ্যপি আশু কেহ কহেন যে ঘুঘু ও কপোত একশ্রেণীস্থ পক্ষী, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকমাত্রই চম



a চিহ্নে গলাফুলো, b ওলন, c জাকোবিন্, d কাঁটিওয়ালা ঘুঘু, e বন্যগোলা, f লক্কা, g খোপাওয়ালা, h গৃহবাজ। উপরে নানাবর্ণের গোলা।

কিত হইতে পারেন; অথচ ঐ উভয় পক্ষীকে তাঁহারা একত্র সম্মুখে রাখিয়া নিরীক্ষণ করিলে অবশ্য স্বীকার করিবেন যে ঐ উভয় পক্ষীর অবয়ব গত অতি অল্পই ভেদ আছে; ফলতঃ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কপোতে—যথা, লক্কা গলাফুলো ও গৃহবাজ বা গোলায়—যত ভেদ লক্ষিত হয়, গোলা পায়রা ও ঘুঘুতে তাদৃশ ভেদ লক্ষিত হইবে না; কেবল অভ্যাসবশতঃ লক্কা ও গোলাকে একজাতীয় বলা যায় অথচ ঘুঘুকে পৃথক্ মনে হয়।

ইহাদের সাধারণ লক্ষণ বিবেচনা করিলে কাপোতকদিগকে ময়ূর, মোনাল, তিত্তিরি, প্রভৃতি ঘর্ষকপদী পক্ষিদিগের সহিত তুল্য বোধ হয়। এই প্রযুক্ত ইতিপূর্ব্বের প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কাপোতকদিগকে ঘর্ষকপদিগণ মধ্যে নির্ণীত করিতেন; কিন্তু

অধুনা বিশেষ কারণ-প্রযুক্ত তদুভয়কেই পৃথক করা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত গণস্থ সমস্ত পক্ষিদিগের চঞ্চু শৃঙ্গবৎ-পদার্থদ্বারা নির্ম্মিত, এবং ঐ চঞ্চুর অগ্রভাগ শুকচঞ্চুবৎ ঈষদ্ বক্র। চঞ্চুর অবয়ব সূক্ষ্ম ও মস্তকাপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ও নিতান্ত অদৃঢ়। উপরিস্থ চঞ্চুর মূল-ভাগ উপাস্থিদ্বারা আবৃত, এবং ঐ উপাস্থির আবরণস্বরূপ এক কর্কশ ত্বচ্ আছে, তাহা কোন কোন কপোতে অনেকগুলি স্থূল কির্ণে * পরিণত হয়; এবং তদর্থে তাহা জনসমাজে আদৃত হইয়া থাকে। ওলন পায়রার ঠোঁটের উপর ও চক্ষুর চারিদিকে যে কির্ণ হইয়া থাকে তাহাই তাহার উৎকৃষ্টের লক্ষণ। আশু মনে হইতে পারে যে চঞ্চুর এই লক্ষণ বিশেষ করায় তাদৃশ ফল নাই; পরন্তু প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা নিরূপিত করিয়াছেন যে ঐ লক্ষণই পারাবতদিগের গণভেদের এক প্রধান উপায়। অপর ইহাদের অশন-নলীরও † এক অসাধারণ লক্ষণ আছে। ঐ নলী মুখপশ্চাৎহইতে বক্ষোদেশে আসিয়া হঠাৎ স্ফীত হয়; ঐ স্ফীত স্থানের নাম ভোজ্যস্থলী; কাপোতক পক্ষীরা ভক্ষণ করিলে ভুক্ত বস্তু প্রথমতঃ ঐ স্থানে নীত হয়। ঐ ভোজ্যস্থলীহইতে দুগ্ধের ন্যায় একপ্রকার শুক্ল রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত বস্তুকে আর্দ্র ও কোমল করে; তাহাতেই ঐ ভুক্ত পদার্থ শাবকদিগের প্রতিপালনের যোগ্য হয়; কারণ, কাপোতকেরা ঐ বস্তু উদ্গীর্ণ করিয়া শাবকদিগের মুখে প্রদান করতঃ তাহাদিগের পোষণ করে; উক্ত উদ্গীর্ণ বস্তু আদৌ কোমল না হইলে তাহাদ্বারা শাবকদিগের পুষ্টি হইত না। অপরপক্ষিদিগেরও এই ভোজ্যস্থলী আছে, পরন্তু কাপোতকদিগের ভোজ্যস্থলী অপর ভোজ্যস্থলীহইতে বৃহৎ। এই ভোজ্যস্থলী অপেক্ষা কাপোতকদিগের পাকস্থলী অত্যন্ত স্থূল ও দৃঢ়, এবং জঠরাগ্নি অত্যন্ত বলবৎ।

কাপোতকদিগের পদ খর্ব্ব ও প্রায়ঃ সূক্ষ্ম চর্ম্মে আবৃত হয়, কিন্তু অনেকের তাহা না হইয়া পক্ষে আবৃত হইয়া থাকে। তাহাদের প্রতিপদের অঙ্গুলীসঙ্খ্যা চারি—পুরোবর্ত্তী তিন ও পশ্চাদ্বর্ত্তী এক। ঐ অঙ্গুলীর তল স্থূলত্বচে আবৃত হওয়াতে প্রস্তাবিত পক্ষীরা অনায়াসে ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে; অথচ স্বভাবতঃ ইহারা বৃক্ষচর।

কাপোতকদিগের ডানার প্রধান পক্ষের সঙ্খ্যা দশ, তাহার অন্যথা হয় না, এবং অরণ্য কাপোতকের পুচ্ছের পক্ষ সঙ্খ্যা দ্বাদশ বা শোড়ষের অধিক হয় না; পরন্তু গৃহপালিত কপোতের সে নিয়ম নাই; তাহাদের পুচ্ছ-পক্ষের সঙ্খ্যা অনেক হইয়া থাকে।

স্বভাবতঃ ফলশস্যাহারী—এই পক্ষীরা পরস্পর বিরোধী নহে; প্রত্যুত অনেকে একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। অপর ইহাদিগের স্ত্রী-পুরুষের গাঢ় প্রণয় হইয়া থাকে, উভয়ে পরস্পর একত্র বাস ও কালযাপন করিতে কখন সাধ্যানুসারে ত্রুটি করে না। অপর শাবক-প্রতিপালনে পিতামাতায় তুল্য শ্রম স্বীকার করে। নির্জ্জন বৃক্ষশাখা বা পর্ব্বতকন্দরই ইহাদের কুলায় নির্ম্মাণের প্রিয়তম স্থান, এবং ঐ কুলায়ে স্ত্রী বা স্বামী এক ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রথমে ডিম্ব ও পরে শাবকের তত্ত্বাবধান করে। কাপোতকদিগের অবয়ব অতি সুন্দর এবং বর্ণ অতীব বিচিত্র; তদ্বিষয়ে তাহারা শুক মোনাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুন্দর পক্ষিদিগের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। এই প্রযুক্ত কাপোতক পক্ষিরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে, এবং যে সঙ্খ্যায় মনুষ্যকতৃক প্রতি

---

* সামান্য কথায় কির্ণকে গেঁজ বলে। চর্ম্মের উপর শুষ্ক চর্ম্মের গুটিকা। বিশেষতঃ গোদ-রোগের উপর ঐ গুটিকা গেঁজ-নামে প্রসিদ্ধ আছে।

† যে নলীদ্বারা নিগীলিত বস্তু মুখহইতে জঠরে নীত হয় তাহার নাম অশন নলী।

পালিত হয়, অপর কোন পক্ষী তাহার তুল্য হইতে পারে না। স্ত্রী পুরুষের বিশেষ সম্ভাব থাকা প্রযুক্ত গ্রিক্ দেশীয়েরা ঘুঘুকে রতি দেবীর বাহন বলিয়া বিশ্বাস করিত; এবং তাহাদের নির্দ্দোষিতা প্রযুক্ত ঘুঘুকে পবিত্র জীব বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে; পরন্তু এতদ্দেশে তাহাকে অলক্ষ্মী-দায়ক বলিয়া প্রবাদ আছে; বোধ হয় উক্ত পক্ষী নির্জনস্থানপ্রিয় বলিয়া ঐ প্রবাদ রটিয়া থাকিবেক।

কাপোতকগণস্থ পক্ষিদিগকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা পঞ্চশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নাম ডাইডক্কুলাদি *। উক্ত শ্রেণীস্থ পক্ষীরা নাবিগেটর দ্বীপে বাস করে, এবং দেখিতে প্রায় তিত্তির পাক্ষীর তুল্য।

কাপোতকদিগের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম ডোডবাদি, তাহার সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ জীব ডোডো নামে মরিচ দ্বীপে প্রসিদ্ধ ছিল; এক্ষণে তাহার লোপ হইয়াছে। উক্ত পক্ষীর অবয়ব ঈষৎ হংস ও ঈষৎ পেরুর তুল্য; কিন্তু তাহার কায়িক লক্ষণ সমস্ত অবিকল কাপোতকীয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত শ্রেণীস্থ পক্ষীর দুই জাতি প্রসিদ্ধ আছে; অবকাশমতে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি ও বিশেষ বিবরণ এতৎ পত্রে প্রকটিত হইতে পারে।

কাপোতকদিগের তৃতীয় শ্রেণীর নাম গোরাদি; যেহেতু, গোরা নামে প্রসিদ্ধ ভূচর কপোতই তাহাদের প্রধান জীব। পৃথ্বীর উভয়ার্দ্ধেরই গ্রীষ্মপ্রধানদেশে তাহারা প্রাপ্তব্য, এবং তথায় তাহারা বহুসংখ্যায় একত্র হইয়া সর্ব্বদা ভূমিতে বিচরণ করে, কদাচিন্মাত্র বৃক্ষে উপবেশন করে; এই প্রযুক্ত অনেকে এই শ্রেণীকে ভূচর কপোত নামে বিখ্যাত করেন। ইহাদের প্রধান জীব গোরা কপোত, তাহা ভারত সাগরের দ্বীপ ব্যূহে প্রসিদ্ধ ও জাবা দ্বীপের সর্ব্বত্র গৃহপালিত হইয়া থাকে। ইহার অবয়ব পেরুর সদৃশ বৃহৎ এবং বর্ণ অতি মনোহর মেঘাভ নীল। ইহাদের মস্তকোপরি বিস্তৃত ব্যজনের ন্যায় অতীব কমনীয় এক চূড়া হইয়া থাকে; তন্নিমিত্ত কেহ২ ইহাদিগকে মুকুটধারী কপোত বলিয়া থাকেন।

অতঃপর চতুর্থ শ্রেণী। তাহার নাম কপোতাদি, যেহেতু, ইহাতেই সকল প্রকৃত কপোত নির্ণীত হয়। এই শ্রেণী ঘুঘু কপোত প্রভৃতি অনেক গুলি জাতিতে বিভক্ত; পরন্তু ঐ জাতি সকলের লক্ষণ এতাদৃশ স্পষ্ট যে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিমাত্র তাহা নির্ণীত হইতে পারে। সামান্য ঘুঘু, হরিতাল ঘুঘু, রাম ঘুঘু, সামান্য পায়রা প্রভৃতি পক্ষিরা সকলেই কপোতাদি শ্রেণীর অন্তর্গত, কেবল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মাত্র। পরন্তু এস্থলে বক্তব্য যে গৃহপালিত যে সকল নানা বর্ণের লক্কা গলাফুলো সেরাজু, গৃহবাজ পরপাঁও মুকুখী প্রভৃতি পায়রা দেখা যায় তাহারা ভিন্ন জাতীয় নহে; তাহারা সকলেই এক জাতীয় বন্য কপোতহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ বন্য কপোত বস্তুতঃ বন্য গোলা পায়রা। সেই বন্য গোলা গৃহে পালিত হইলে তাহাদের কোন শাবক দৈব মাতাপিতাহইতে ভিন্নবর্ণ হইয়া থাকে; সেই ভিন্ন বর্ণীয় স্ত্রী পুরুষ একত্র থাকিলে তাহাদের বংশ রক্ষা হয়, এবং ঐ প্রকারেই প্রাগুক্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পায়রা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা পৃথগ্জাতীয় নহে। ইহা অতি আশ্চর্য্য-জনক বোধ হইতে পারে যে সামান্য গোলার রূপ ব্যভিচারে কি প্রকারে লক্কা পায়রা হইতে পারে, পরন্তু যাঁহারা পায়রা পালন করেন তাহারা বিশেষ জানেন যে পাঁচ গণ্ডা পর বিশিষ্ট পুচ্ছের লক্কা পায়রার ঐ ছয় গণ্ডা পর বিশিষ্ট

* শ্রেণীর অন্তর্গত সর্ব্বপ্রসিদ্ধ পক্ষির নামের উত্তর আদি শব্দ যোগ করিলে শ্রেণীর নাম সিদ্ধ হয়, যথা ডাইডক্কুল পক্ষির শ্রেণীর নাম ডাইডক্কুলাদি, ও কপোতের শ্রেণীর নাম কপোতাদি। গণ বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে কোন কৃদন্ত প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

পুচ্ছের শাবক হইতে পারে, এবং উত্তর উত্তর এই প্রকারে বৃদ্ধি হইয়া বন্য পায়রার পুচ্ছপক্ষের সঙ্খ্যা দ্বাদশ হইলেও দশগণ্ডে লক্কা অর্থাৎ ৪০ পক্ষ বিশিষ্ট পুচ্ছের লক্কা প্রাপ্য হইয়াছে।

কাপোতকদিগের ভোজ্য-স্থলীর উল্লেখ পূর্ব্বেই হইয়াছে; ঐ ভোজ্য-স্থলী স্ফীত হইলেই গলাফুলো পায়রা উৎপন্ন হয়। পিতামাতার বর্ণ অপত্যে ঘটিয়া থাকে; এবং তদুভয়ের ভিন্ন২ বর্ণ হইলে উভয়ে মিলিয়া অপত্যের এক স্বতন্ত্র বর্ণ উৎপন্ন করে; এই লক্ষণ মনে রাখিয়া বিলাতি কপোতপালকেরা ইচ্ছানুসারে ভিন্ন২ বর্ণ মিশ্রিত করত অতি আশ্চর্য্য বর্ণের পায়রা উৎপাদন করাইয়াছেন; তদ্দৃষ্টে নিশ্চিত বিশ্বাস হইয়াছে যে প্রাগুক্ত ভিন্ন বর্ণের পায়রারা ভিন্নবর্ণমাত্র, ভিন্নজাতীয় নহে। কেবল ওলন পায়রা এই নিয়মহইতে পৃথক্; তাহার জাতি স্বতন্ত্র এবং তাহার স্বভাবও অপর কপোতহইতে বিভিন্ন। বিবিধার্থের পঞ্চমপর্ব্বের ১৪১ পৃষ্ঠায় এই কপোতের বন্যাবস্থার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য। পরন্তু তাহার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, তাহার উৎকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ঐ পায়রারা অত্যন্ত আবাস প্রিয়, অতি দূরে লইয়া গেলে স্বাধীন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আপন কুলায়ে প্রত্যাগমন করে। পরীক্ষিত হইয়াছে যে শত ক্রোশ অনন্তরে সমুদ্রপারেও এই পায়রাকে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলে সে দুই ঘণ্টা কালমধ্যে গৃহে প্রত্যাগমন করে, কদাপি পথে উদ্ভ্রান্ত হয় না। এই নিমিত্ত ইহার ডানায় পত্র বান্ধিয়া বহুদূরে অল্পকালমধ্যে পত্রপ্রেরণের রীতি ছিল, পরন্তু অধুনা তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রে ইহাদের ব্যবসায় ভ্রষ্ট করিয়াছে। কাপোতকদিগের শেষ শ্রেণীর নাম ট্রেরোণাদি, তাহারা সকলে বৃক্ষচর পক্ষী, কেহই ভুমিতে বিচরণ করে না।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।



"ব্যবস্থা দর্পণ। বঙ্গদেশীয় মতানুমত দায় ও দত্তাপ্রদানিক প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ক প্রামাণিক প্রমাণ ও টীকাদিযুক্ত ব্যবস্থা সঙ্গ্রহ বিচারালয়ে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া ব্যবস্থাচয় এবঞ্চ সদরে সুপ্রীম কোর্টে ও প্রিবি কৌনসিলে নিষ্পন্ন নিষ্পত্তি পত্র সম্বলিত সুপ্রীম কোর্টের প্রধান অনুবাদক শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার প্রণীত। প্রথম খণ্ড।"

এই দীর্ঘ নাম-বিশিষ্ট স্থূলকায় একখানিঅভিনব পুস্তক প্রাপ্তিতে আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ব্যবহার-কাণ্ডের দায়াধিকারক্রম, বিষয়-বিভাগ, অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ও নিসৃষ্টার্থ-বিষয়, বিষয়-দানাদি করিতে তদধিকারির ক্ষমতার সীমা, ও দত্তাপ্রদানিক প্রকরণ পরিপাটীরূপে সঙ্গৃহীত হইয়াছে। ইহাদ্বারা প্রাড্বিবাক ও বিষয়ী ব্যক্তিদিগের যে মহোপকার জন্মিবেক তাহা আমাদিগের বলা বাহুল্য; সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান প্রাড্বিবাক শ্রীযুক্ত কল্বিল্ সাহেব, মহামান্য শাস্ত্রদর্শী শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব, বিজ্ঞতম ব্যবহার-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ও বর্ত্তমান রাজকীয় ব্যবহার-সচিব সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়েরা পরমাহ্লাদে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত মহোদয়দিগের এতদ্বিষয়ক পত্র গ্রন্থারম্ভে সমাবিষ্ট আছে, তদ্দৃষ্টে এতদ্গ্রন্থের যথার্থ গরিমা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান হইবে। বিবিধার্থে স্থানাভাবপ্রযুক্ত বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রকৃত গৌরব আমরা যথোপযুক্ত সমালোচন করিতে অক্ষম; পরন্তু গ্রন্থের রচনা-প্রণালী-দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে গ্রন্থকার ব্যবস্থাদি-সঙ্গ্রহণে ও তাহার সার নিষ্কর্ষণে

অদ্বিতীয় ক্ষমতাপন্ন, এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই ক্ষমতা যে সুকৌশলে নিয়োজিত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বত্র ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবেন।

এতদ্দেশে ইংরাজদিগের রাজ্যারম্ভাবধি হিন্দুদিগের বিচার স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু প্রাড়্‌বিবাকেরা সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ না হওয়া প্রযুক্ত তাঁহারা স্মৃতি শাস্ত্রের মর্ম্ম স্বয়ং সঙ্গ্রহ না করিয়া পণ্ডিতদিগের নিকট ব্যবস্থা লইয়া অভিযোগ-মীমাংসা করিতেন; তাহাতে অনেক ভ্রম হইবার অসম্ভাবনা ছিল; বিশেষতঃ স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যে সর্ব্বদা যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা প্রদান করিতেন, তাহাতে সম্যক সন্দেহ ছিল—প্রত্যুত ইহা আক্ষেপের সহিত স্বীকার করিতে হইবে (এবং ঐ আক্ষেপ আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত মর্ম্মভেদি হইয়াছে যেহেতু আমরা শাস্ত্রজ্ঞদিগের সম্মান রক্ষার্থে বিশেষ প্রযত্ন) যে যে সকল মহাশয়েরা শাস্ত্রদর্শনের চক্ষুঃস্বরূপ, যাঁহারা আচার-ব্যবহার-প্রায়শ্চিত্তাত্মক ধর্ম্ম শাস্ত্রের পথপ্রদর্শক, যাঁহারা সাধারণের ধর্ম্মোপদেষ্টা, তাঁহারা অনেকেই বিবাদিদিগের ধনরূপ মোহজালে আবৃত হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবস্থা প্রদানে কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই; এবং অদূরদর্শী প্রাড়্‌বিবাকদিগের নিকট ঐ সকল ব্যবস্থা পুনঃ পুন ধর্ম্ম নাশিকা হইয়াছে। এই দোষের নিরাকরণ নিমিত্ত ইংরাজ রাজপুরুষেরা কেহ ২ ধর্ম্ম শাস্ত্রের সঙ্কলন করত ইংরাজিতে অনুবাদিত করেন; সেই উপলক্ষে "বিবাদার্ণবসেতু" "বিবাদসারার্ণব" ও "বিবাদভঙ্গার্ণব" প্রভৃতি নিবন্ধন গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহাতেও সকল বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, অনেক বিষয়ে মতের অনৈক্য আছে, ঐ অনৈক্য খণ্ডনের অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বাবু বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং সে অভিপ্রায় যে সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। এক্ষণে আর প্রাড়্‌বিবাকেরা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত পণ্ডিতের উপর নির্ভর করিবেন না; অর্থলোভী স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবস্থাদ্বারা বিচারকর্ত্তাদিগের নয়নে ধূলি-নিক্ষেপ করিতে পারিবেন না; ও ব্যবহারসচিব উকীলেরা হিন্দুদায়াদের নিয়ম নির্দ্ধারণার্থে আপনাপন বাদযজমানদিগকে চতুষ্পাঠিতে প্রেরণ করিতে প্রণোদিত হইবেন না। এক্ষণে কি বিচারক কি ব্যবহার-সচিব কি বিবাদী বিষয়ী ব্যক্তি সকলেই উপস্থিত ব্যবস্থাদর্পণে আপনাপন অনুসন্ধেয়ের অবিকল প্রতিমা দেখিতে পাইবেন; অতএব তাঁহাদের সকলেরই কর্ত্তব্য যে এই অপূর্ব্ব দর্পণ আপন ২ গৃহে সংস্থিত করেন; তদর্থে তাঁহাদের কোন ক্লেশ পাইতে হইবেক না, যেহেতু এই উপাদেয় মুকুর যৎসামান্য দশ টাকা মূল্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্যবস্থাদর্পণের রচনা প্রণালীর আদর্শস্বরূপে আমরা তাহার ভূমিকাহইতে নিম্নে কএক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম; তাহার পাঠে আমরা যে রূপে গ্রন্থকারের ধন্যবাদ করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্তির লালসা করিতেছি পাঠকবৃন্দও সেইরূপ সতৃষ্ণ হইবেন, সন্দেহ নাই।

"অস্মদাদির ধর্ম্মশাস্ত্র দেব-মূলক। ইহা স্মৃতি (অর্থাৎ স্মৃত) আখ্যাতে শ্রুতি (অর্থাৎ শ্রুত) হইতে বিশেষ করাগিয়াছে। স্মৃতি স্বয়ম্ভুকর্তৃক স্বায়ম্ভুব মনুর প্রতি উপদিষ্ট হয়, মনু তাহা স্মরণ রাখিয়া মরীচি প্রভৃতি দশ ঋষিকে শিখান। তন্মধ্যে ভৃগু মানবশাস্ত্র প্রচার করিতে মনুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তৎসমুদায় ঋষিদের নিকট ব্যক্ত করেন। স্মৃতি তিন কাণ্ডে বিভক্ত,—অর্থাৎ আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ড বা অধ্যায়। এই তিন বিষয়াত্মক শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র আখ্যাত।

"ধর্ম্মশাস্ত্রের কর্ত্তা কতিপয় ঋষি, ইহাঁদের সংখ্যা

যাজ্ঞবল্ক্যের গণনানুসারে বিংশতি, যথা,—মনু, অত্রি বিষ্ণু হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য উশনাঃ অঙ্গিরাঃ যম আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত কাত্যায়ন, বৃহস্পতি পরাশর ব্যাস শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ গোতম সাতাতপ, ও বশিষ্ঠ পরাশর ঋষি ও স্মৃতিকার ঋষিদের সঙ্খ্যা বিংশতি কহেন, কিন্তু তিনি যম. বৃহস্পতি ও ব্যাসকে ছাড়িয়া কশ্যপ গার্গ্য ও প্রচেতাকে ধরিয়া বিংশতি গণনা করেন। পদ্মপুরাণে যাজ্ঞবলক্যধৃত অত্রির নাম ত্যাগ ও মরীচি পুলস্ত্য প্রচেতা ভৃগু, নারদ কশ্যপ বিশ্বামিত্র দেবল ঋষ্যশৃঙ্গ গার্গ্য বৌধায়ন. পৈঠীনসি জাবালী, সুমন্তু, পারস্কর,লোকাক্ষী ও কুথুমি ইহাঁদের নাম যোগপূর্ব্বক স্মৃতিকারের সঙ্খ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ কথিত হইয়াছে। পারস্করীয় গৃহ্যসূত্রের টীকাতে রামকৃষ্ণ লিখেন,—স্মৃতিকারের সঙ্খ্যা ঊনচত্বারিংশৎ; তন্মধ্যে নয় জন উক্ত সঙ্খ্যাত্রয়ে পরিগণিত নহেন; তাঁহাদের নাম, যথা,—অগ্নি, চ্যবন, ছাগলেয়, জাতূকরণ, পিতামহ, প্রজাপতি, বুধ, শাতায়ন, ও সোম। এতদ্ভিন্ন আরো কতিপয় স্মৃতিকার ছিলেন, যথা,—ধৌম্য আশ্বলায়ন দত্ত, ও ভাগুরি।

"বৃহৎ, লঘু ও বৃদ্ধ নামভেদে কেচিৎ ঋষিকর্ত্তৃক একাধিক স্মৃতি প্রণীত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে—অর্থাৎ তাঁহার বিস্তৃতরূপে প্রণীত স্মৃতি বৃহৎ আখ্যাত, তৎসঙ্ক্ষেপ লঘু. ও তিনি বৃদ্ধকালে যে কিছু রচেন তাহা তন্নামে বৃদ্ধ বলিয়া খ্যাত আছে, যথা,— বৃহন্মনু, লঘু-মনু, ও বৃদ্ধ-মনু।

"যদ্যপি পরাশর ঋষি কহেন,—পাঁচ ঋষির স্মৃতি চারিযুগে বিশেষে মান্য, অর্থাৎ সত্যযুগে মনুর, ত্রেতাতে গৌতমের, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিতের, এবং কলিতে পরাশরের ধর্ম্মশাস্ত্র (সর্ব্বাপেক্ষা মান্য), তথাপি মনু ভিন্ন অন্য ঋষি প্রণীত স্মৃতিসমূহের (বিশেষতঃ তদীয় ব্যবহার-কাণ্ডের ব্যবহার-বিষয়ে) তাদৃশ প্রভেদ নাই,—লোকে তত্তাবৎ (ঋষির) স্মৃতি-ই সমপ্রামাণিক বোধে সমানভাবে সম্মানিত ও ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে।

"কেবল মানব ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ মনুর স্মৃতি ঋষি-প্রণীত সকল স্মৃতির উপর মান্য ও প্রামাণ্য? তাহা বেদের পরেই প্রপূজিত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা সনাতন বলিয়া সকলের সম্মানিত। মনু-সংহিতার প্রণেতা স্বায়ম্ভুব (অর্থাৎ স্বয়ম্ভু-সম্ভূত) মনু; ইনি ব্রহ্মার পৌত্র. ও যে সপ্তমনু এই চরাচর সমস্তের উৎপত্তি ও পালন অর্থাৎ রাজশাসন করেন ইনি তাঁহাদের প্রথম, এবং চতুদ্দর্শ মনুর-ই আদিম; প্রজাপতিদের জনক, প্রথম ধর্ম্মশাস্ত্র কারক,ও ধর্ম্মশাস্ত্রকারিদের শ্রেষ্ঠ, এবং মহর্ষি ও রাজর্ষিদের গরিষ্ঠ।

"মনু শব্দ 'মন' ধাতূৎপন্ন, ইহার অর্থ বোদ্ধা, বিশেষতঃ বেদ বিষয়ে; ফলতঃ মনু যে বিশেষে বেদজ্ঞ বিজ্ঞ রাজর্ষি ছিলেন তাহা তৎসংহিতাতেই প্রকাশ পাইতেছে, কেননা তাহাতে বেদের কোন২ বচন অবিকল রূপে এবং অনেক বচন অত্যল্পভাগে পরিবর্ত্তিতরূপে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার ভাষা অনেক স্থলে বেদানুরূপ, ও সর্ব্বথা ধর্ম্মশাস্ত্রের উপযুক্ত; এবং তদ্রচনার গাম্ভীর্য্যাদি বেদানুকল্প। মনুর উক্তি-প্রগাঢ়তাসহ প্রসাদ-শক্তি-গুণে সাক্ষাৎ ধর্ম্মবাণীস্বরূপ। মনু যে প্রকারে প্রজার কর্ত্তব্যতাদেশ, রাজার নীতি-নির্দ্দেশ, বিশেষ২ আশ্রমির ও জাতির ধর্ম্মোপদেশ ও সর্ব্বভূতের হিতোপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অলৌকিক বিজ্ঞতা বেদজ্ঞতা ধীরতা ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং বেদে ও ঋষিরা তাহার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহারই প্রমাণ হইতেছে।

"আর আর ঋষিরা যে সংহিতা লিখিয়াছেন তাহা মনুর অনুরূপে. এবং তৎসকলেরই প্রমাণার্থে

মনুর উল্লেখ করিয়াছেন; এতাবতা মনু-সংহিতা ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় সকল গ্রন্থের মূল ও আদর্শ। মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঋষিরা অত্যন্ত মান্য করিতেন; কোন স্মৃতিতে মনুর উক্তির বিপরীত কিছু থাকিলে তাহা অমান্য ও অপ্রামাণ্য, যথা বৃহস্পতি কহিয়াছেন,—"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং। মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥ তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ। ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে।"—অর্থাৎ বেদের অর্থ সঙ্গ্রহ জন্য মনুর-ই প্রাধান্য, মনুর উক্তির বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নয়। শাস্ত্রসমূহ তর্ক ও ব্যাকরণ তাবৎ শোভা পায়; যাবৎ ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর স্মৃতি দৃষ্ট না হয়। ব্যাস কহেন—"পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি. ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ।" অর্থাৎ—পুরাণ মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র, ষড়ঙ্গসহিত বেদ, ও চিকিৎসাশাস্ত্র—এই চারি আজ্ঞাসিদ্ধ,এই সকল হেতুবাদদ্বারা নাশ্য নয়। অপিচ বেদে মনু পরম গৌরবান্বিত,—বেদবাণী এই যে "মনুর্বৈযৎকিঞ্চিদবদত্তদ্‌ভেষজম্ভেষজতায়া ইতি।" অর্থাৎ—মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা মহোষধ।"

"আর২ স্মৃতিকার ঋষিদের মধ্যে অনেকের সংহিতার সঙ্ক্ষিপ্ত বর্ণনা যথা—

"অত্রির স্মৃতি পদ্যে রচিত ও সুস্পষ্ট। বিষ্ণুসংহিতার অধিকাংশ পদ্যে অত্যল্প গদ্যে। হারীতের স্মৃতি গদ্যে বিরচিত।—এবং বিষ্ণু ও হারীত উভয়েরই স্মৃতির সঙক্ষেপ পদ্যে আছে। যাজ্ঞবল্ক্যের নিজ সংহিতার ভূমিকাতে প্রকাশ যে তিনি মিথিলায় মুনিগণকে ধর্ম্মশাস্ত্রোপদেশ করিতেন। আর আর ঋষির সংহিতাসমূহমধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা অধিক ব্যবহৃত ও কর্ম্মণ্য।— তাহার এক কারণ এই যে ঐ গ্রন্থ পরিপাটীরূপে আচার ও ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডে বিন্যস্ত, ও তৎ সকল কাণ্ডই সঙ্ক্ষেপে অথচ উত্তম রূপে লিখিত, দ্বিতীয় কারণ এই যে অত্যন্ত প্রামাণ্য ও প্রচলিত মিতাক্ষরা তাহার টীকা। এই সংহিতা এক সহস্র ত্রয়োবিংশতি বচনে সমাপ্ত, কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিধেয় সমুদায়ই প্রায়ঃ উক্ত হইয়াছে। উশনা স্বীয় সংহিতা পদ্যে রচনা করেন, তৎসংহিতা ও তৎ সঙ্ক্ষেপ অদ্যাপি বর্ত্তমান। অঙ্গিরা ন্যূনাধিক সপ্ততি বচনে একখানি ক্ষুদ্র সংহিতা লিখেন। যম ঋষির সংহিতাখানিও ক্ষুদ্র,—তাহা একশতশ্লোকে সমাপ্ত। আপস্তম্ব গদ্যে স্মৃতিরচনা করেন,—ঐ গদ্যময় সংহিতা ও পদ্যেকৃত তৎ সঙ্ক্ষেপ বর্ত্তমান। সম্বর্ত্তের গদ্যস্মৃতির পদ্যময় সঙ্ক্ষেপ মাত্র এতদ্দেশে দৃষ্ট হয়। কাত্যায়নের স্মৃতি যথেষ্ট ও সুস্পষ্ট,—ইনি এক ব্যাকরণ করেন এবং আর২ বিষয়ক গ্রন্থও লিখেন। বৃহস্পতির বৃহৎ সংহিতা আছে কি না নিশ্চিত হয় না, কিন্তু তৎ সংহিতার সঙ্ক্ষেপ বর্ত্তমান। পরাশরের আচার ও প্রায়শ্চিত্তাত্মক স্মৃতি বর্ত্তমান। ব্যাসের পুরাণগ্রন্থ সমূহই বিখ্যাত, কিন্তু তিনি শুদ্ধ স্মৃতি বিষয়ক গ্রন্থও লিখিয়াছেন। সঙ্খ ও লিখিত মিলিত হইয়া গদ্যে এক গ্রন্থ লিখেন, এই গ্রন্থ পদ্যে সঙ্ক্ষিপ্ত হয়, তাঁহাদের পৃথক্ রূপে লিখিত গ্রন্থও আছে। গৌতমের রচিত উৎকৃষ্ট এক সংহিতা বর্ত্তমান, তাহার অনেক বচন ঐ গ্রন্থকারের পিতা গোতমের বলিয়া ধৃত হওয়া দৃষ্ট হয়। সাতাতপ প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ে এক সংহিতা লিখেন, পদ্যে কৃত তৎসঙ্ক্ষেপ অদ্যাপি বর্ত্তমান। বশিষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্যের গণিত স্মৃতিকারদিগের শেষ, ইহাঁর লিখিত সংহিতা গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত।"

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

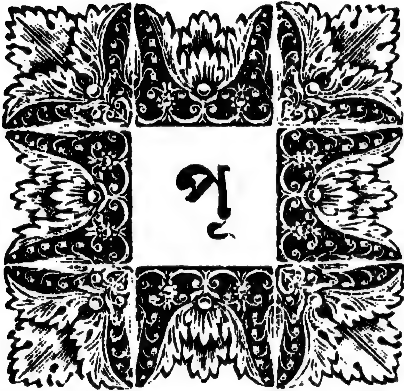
অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

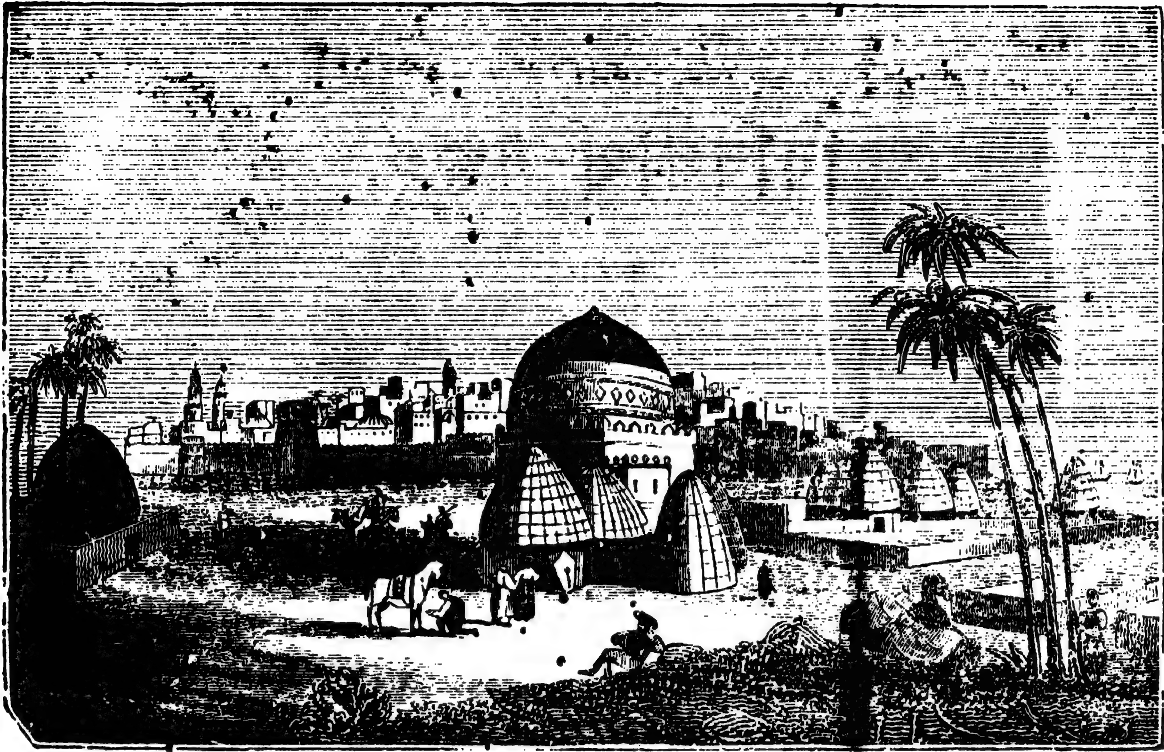


৬ পর্ব] শকাব্দা ১৭৮২, পৌষ [৬৯ খণ্ড।

তাতারজাতির বিবরণ।



পূর্ব্বকালাবধি মধ্য আশিআ ও পূর্ব্ব ইউরোপের অধিকাংশ অধিবাসীরা তাতার নামে বিখ্যাত আছেন; ও সকলে এক বংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু উহাদিগের ভাষা ও ইতিহাসের পর্য্যালোচনাদ্বারা প্রতীত হইয়াছে যে উহারা এক স্বতন্ত্র জাতি নহে; তাতার নাম ক্রমশঃ কতিপয় বিভিন্ন জাতির উদ্দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। ঐ সকল বিভিন্ন জাতীয়েরা মোগল, তুর্ক ও ফিনিস্ কুলে সমুৎপন্ন। খ্রীষ্টীয় দশমশতাব্দীর মধ্যভাগে তাতারেরা জাতিত্রিতয়ে বিভক্ত হয়। ঐ প্রত্যেক জাতিরই এক একটী বিশেষ নাম নির্দ্দিষ্ট আছে; কৃষ্ণ, শ্বেত, ও বন্য। আল্তাই পর্ব্বতের যে ভাগ-হইতে আমুর নদী নিঃসৃত হইয়াছে তাহার সমীপবর্ত্তী প্রদেশই কৃষ্ণতাতারদিগের বাসস্থান। উহারা বহুকালাবধি শ্বেত তাতারদিগের অধীনে ছিল। অনন্তর চঙ্গেজ্ খাঁর পিতা ইনসুগৈ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্বেত তাতারদিগকে পরাজিত করিয়া উহাদিগের সহিত বন্য ও কৃষ্ণ তাতারদিগের যোগ সম্পাদন করেন। এই রূপে উক্ত ত্রিজাতীয় তাতারেরা মিলিত হইলে পর, চঙ্গেজ্ খাঁ উহাদিগের সাধারণ নাম "বিদে" রাখিলেন। কোক্-নামক এক সম্প্রদায় মোগল ঐ নামে পূর্ব্বাবধি বিখ্যাত ছিল। অতএব তাতারদিগের স্বনাম অপেক্ষা বিদে নামই অতিশয় মনোনীত হইয়াছিল। তাতারশব্দে মোগোল-ভাষায় করদ ব্যক্তি বুঝায়, কিন্তু উল্লিখিত তাতারেরা তৎকালে স্বাধীন হইয়াছিল, সুতরাং উহাদিগের স্বনাম সমধিক প্রীতিকর হয় নাই। কিন্তু উহারা মোগল জাতির সম্ভ্রম-সূচক বিদে নাম প্রাপ্ত হইয়া আপনারদিগকে শ্লাঘ্য বোধ করিত। এই রূপে প্রাথমিক তাতারদিগের নাম বিলুপ্ত হইলে পর মোগল-বংশীয়েরা যে সমস্ত রাজ্য অধিকার করেন তত্রত্য অধিবাসিরাই পুনর্ব্বার তাতার নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়। এই তাতার জাতীয়েরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, খাজার ও কিপ্চাক্। কাস্পিয় হ্রদের উত্তরদিগ্বর্ত্তী প্রদেশই খাজার তাতারদিগের বাসস্থান



তাতারজাতির বিবরণ।

ছিল। উহারা সচরাচর নগর এবং পল্লীতে মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিত। যে সমস্ত অসভ্য মোগল জাতীয়েরা সমবেত হইয়া ইউরোপ আক্রমণ করে এই খাজার তাতারেরা আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

রোম-রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে বাইজেনশিয়ম্ পূর্ব্বরোমরাজ্যের রাজধানী ছিল, এনিমিত্ত তত্রত্য অধিবাসীরা বাইজেন্টাইন্ নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়। বাইজেন্টাইনদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা থিওফেনিস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে খাজার তাতারেরা ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে রোমীয় সম্রাট্ হিরাক্লিঅসের্ সহিত মিলিত হইয়া পারস্য দেশাধিপতি নোসেরঁআ পাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। তদবধি খাজার তাতারেরা রোমীয় সম্রাট্গণের সহিত ঐক্যত সূত্রে বদ্ধ হয়। কোন কোন ইতিহাস-গ্রন্থে উক্ত আছে যে খাজার তাতারেরা দুই প্রধান জাতিতে বিভক্ত। উহাদিগের মধ্যে এক জাতীয় তাতারেরা কদাকার, খর্ব্ব, ও কৃষ্ণকেশ; ও অন্য জাতীয়েরা সুশ্রী, উন্নতকায়, ও তুর্ক-ভাষাভাষী। পরন্তু উহারা অন্যান্যজাতির সহিত সম্পূর্ণ মিশ্রিত। খাজারদিগের রাজাই খাগান নামে বিখ্যাত। খাগানেরা সচরাচর নয় জন মন্ত্রীকর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিতেন। খাজারদিগের মধ্যে এই একটী প্রথা প্রচলিত ছিল যে ইহুদী ধর্ম্মাবলম্বী না হইলে কেহই রাজা হইতে পারিতেন না; সুতরাং যিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে অভিলাষী হইতেন তাঁহাকে ইহুদী ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইত; কিন্তু মন্ত্রীর নিয়োগ-বিষয়ে সেরূপ কোন নিয়ম ছিল না; কি ইহুদী কি মোসলমান কি খ্রীষ্টান সকলেই মন্ত্রিত্বপদে নিযোজিত হইতে পারিতেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা লিখিয়া গিয়াছেন যে খাজারদিগের মধ্যে পোতবাহন অথবা বাণিজ্য কার্য্যের তাদৃশ প্রচার ছিল

না ; কিন্তু বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিপরীত পক্ষই হৃদয়ঙ্গম হয়। খাজারেরা উত্তম গালিচা প্রস্তুত করিতে পারিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, পরন্তু উহারা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের উপরে অণুমাত্রও অত্যাচার করিত না ; সুতরাং খাজার রাজ্যে অন্যজাতীয় লোকদিগের সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল। বিশেষতঃ তথায় বহুল ইহুদী-জাতির বাস। বাণিজ্যই ইহুদীজাতির একমাত্র উপজীব্য। অতএব খাজার রাজ্যে নৌকাবাহন ও বাণিজ্য কার্য্যের বিশেষ চর্চা ছিল না ইহা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। খাজার তাতারেরা ষষ্ঠশতাব্দীতে কিউবান্ ও কৃষ্ণ সাগরের উত্তরদিকস্থ অনেক রাজ্য জয় করিয়া তথায় আধিপত্য স্থাপন করে। অনন্তর উহারা ক্রমশঃ কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূলহইতে ডান্বেন্স্ পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। এই রূপে খাজার সাম্রাজ্য সুবিস্তীর্ণ হইয়া উঠে। উহার পশ্চিমসীমা পারনদী। দক্ষিণ-সীমা কৃষ্ণসাগর। পূর্ব্বসীমা ইউরেল্ নদী। উত্তর সীমা কাসান্ রাজ্য। অতএব খাজারদিগের বল বীর্য্য যে কেবল আশিআখণ্ডে প্রকাশ পায় এমত নহে ; বিশেষতঃ ইউরোপখণ্ডেও উহারদিগের প্রভুতা সর্ব্বতঃ প্রসারিত হইয়াছিল। কিন্তু খাজারেরা ইউরোপে অধিক কাল রাজ্য করিতে পারে নাই। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে রূশীয়দিগের সহিত খাজারদিগের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধেই খাজার অধিপতি খাগান্ জর্জ্জুনা কারাবদ্ধ হয়েন। তদবধি ইউরোপহইতে খাজারদিগের প্রভাব অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তৎকালে আশিআখণ্ডে উহারদিগের আধিপত্য অব্যাহত ছিল। খাজারেরা ইউরোপ-হইতে দূরীভূত হইয়া ও আশিআখণ্ডে ক্রমাগত দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিয়াছিল। পরে কতিপয় অসভ্য জাতিকর্ত্তৃক বারম্বার আক্রান্ত হওয়াতে ক্রমশঃ উহারদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া আসা প্রযুক্ত খাজারদিগের তাদৃশ প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কিপ্‌চাক্। সুপ্রসিদ্ধ চঙ্গেজ খাঁর পৌত্র বাতু খাঁ এই কিপ্‌চাক্ রাজ্য সংস্থাপিত করেন। পূর্ব্বকালে ভল্‌গা ও ডন্‌নদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ রাজ্যে যে সমস্ত তুর্কজাতি বসতি করিত তাহাদিগেরই সাধারণ নাম কিপ্‌চাক্ ছিল। উল্লিখিত বাতু খাঁ ঐ নামানুসারে স্বাধীকৃত সমুদায় রাজ্যের নাম নির্দ্দেশ করেন। এই নিমিত্তই তত্রত্য অধিবাসীরা কিপ্‌চাক্-তাতারনামে বিখ্যাত হয়। সিরাই নগর বাতু খাঁর রাজধানী ছিল। বাতু ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। তৎকালে তাঁহার চারি পুত্র বর্ত্তমান ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র রাজ্যাধিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের পিতৃব্য বর্কে খাঁ তাঁহাদিগকে স্বাধিকারলাভে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং অধীশ্বর হয়েন। বর্কে মোসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার ঐ ধর্ম্মের প্রতি এরূপ অনুরাগ ছিল যে তিনি রাজ্য মধ্যে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে সমস্ত ব্যক্তি মোসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলে আমি তাহাদিগের প্রাণ-দণ্ড করিব। বর্কের এইরূপ ভয়ঙ্কর নির্দ্দেশে ইউরোপে ভলগা নদীর তীরহইতে আশিআয় সিবিরিয়া পর্য্যন্ত প্রায়ঃ যাবতীয় কিপ্‌চাক্-রাজ্যে মোসলমান-ধর্ম্ম বদ্ধমূল হইল। বর্কে ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলেবর পরিত্যাগ করেন। অনন্তর বাতু খাঁর পৌত্র মেঙ্কু-তৈমুর সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তিনি স্বরাজ্য-ভুক্ত কাফা নগর জিনোয়া বাসীদিগকে দিয়াছিলেন। এই কাফা নগর ক্রিমিয়া উপদ্বীপের অন্তঃপাতী ও বাণিজ্যের প্রধান স্থান। তাতারেরা রূসিয়া ও পোলণ্ড হইতে যে সমস্ত ব্যক্তিদিগকে বন্দী করিয়া

আনিত তাহাদিগকে এই কাফা নগরে আনিয়া বিক্রয় করিত। মিসরদেশের সুলতানেরা ঐ সকল হতভাগ্য ব্যক্তিদিগকে ক্রয় করিয়া যুদ্ধ বিদ্যা শিখাইতেন। উহারা যুদ্ধ-বিদ্যায় নিপুণ হইলে মাম্‌লুক্ * পদে নিযোজিত হইত। উক্ত মেঙ্কু খাঁ রাজ্যমধ্যে মস্তক গণনা করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটহইতে কর গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। মোসলমানেরা সচরাচর এই করকে "জেজিয়া" বলিয়া থাকে। ইহাতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। মেঙ্কুতৈমুর প্রস্তাবিত কর আদায়ের জন্য কর্ম্মকারক নিযুক্ত করিয়া রুশিয়প্রদেশে পাঠাইয়া দেন। রুশিয়দিগের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তি তাহা প্রদান না করিত উল্লখিত কর্ম্মকারকেরা তাহাদিগকে ক্রীত-দাসের ন্যায় বিক্রয় করিত। মেঙ্কুতৈমুর খাঁ ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তদনন্তর তোক্‌তে খাঁ রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি কিপ্‌চাক্-রাজ্যে নোট প্রচলিত করেন। কিপ্‌চাকেরা নোটকে জাও বলিত। তোক্‌তে খাঁ স্বীয় রাজত্ব সময়ে যে সমস্ত কার্য্য করেন, তন্মধ্যে এই নোট প্রচলিত করাই একটা প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তোক্‌তে ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন, তদনন্তর বাডি বেগ্ সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইনিই বাতুবংশের শেষ রাজা। ইহাঁর সদৃশ অধার্ম্মিক ও নিষ্ঠুর রাজা সচরাচর নয়নগোচর হয় না। বাডিবেগ যে প্রকারে রাজ্য অধিকার করেন তদ্দ্বারাই তাঁহার অধার্ম্মিকতা ও নিষ্ঠুরতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ পিতার প্রাণ সংহার করেন; তত্কালে তাঁহার দ্বাদশ ভ্রাতা বর্ত্তমান ছিলেন; কিন্তু তাঁহারাও ঐ নিষ্ঠুরক্রিয় বাডিবেগের হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই, তিনি তাঁহাদিগকে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কুকর্ম্ম করিয়া কেহ অধিক কাল কৃতকার্য্য হইতে পারে না, কুকর্ম্ম করিলে তাহার প্রতিফল অবিলম্বেই ফলে, বাডিবেগ্ সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার তিন বৎসর পরে হত হয়। তদনন্তর কিপ্‌চাক্ রাজ্য আত্মবিগ্রহে* উপক্রান্ত হইতে লাগিল ও কতিপয় স্ব২ প্রধান রাজ্যে বিভক্ত হইল। ঐ সকল রাজ্যের মধ্যে অচটেরা খান, কাজান, ও ক্রিমিয়া এই তিনটীই প্রধান ছিল। বাডিবেগ্ নিধন প্রাপ্ত হইলে কিপ্‌চাক্ সাম্রাজ্য ক্রমান্বয়ে খাঁ বংশীয় কতিপয় ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই অধিক কাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। রুশিয়েরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল। ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পোলাণ্ডের রাজা কাসমীর দক্ষিণ-দিক্‌স্থ তাতারদিগকে পরাস্ত করেন। এই সময়ে সিরাই-নগরের অধিপতি রাজস্ব আদায়ের জন্য মস্কো নগরে কতিপয় দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু মস্কোর অধিপতি আইবান্ গর্ব্বিত বাক্যে সেই করপ্রদানে অসম্মত হইলেন, ও ঐ দূতগণের নাসিকাচ্ছেদন করিয়া উহাদিগকে সম্প্রতি দূর করিয়া দিলেন। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে উক্ত মস্কোর অধিপতি ক্রিমিয়ার রাজা মেঙ্গনি-খাঁর সহিত মিলিত হইয়া সিরাই নগর আক্রমণ করেন, এই আক্রমণে তত্রত্য অধিপতি পরাভূত হইলেন; সুতরাং বল্গান রাজ্য রুশিয়দিগেরই হস্তগত হইল। অনন্তর ১৫৪৪ অব্দে রুশিয়েরা অচটেরা খাঁর রাজ্য নির্জিত করিয়া লইলেন, এই রূপে তাদৃশ বিভবশালী কিপ্‌চাক্ রাজ্য রুশিয়দিগেরই রাজ্য ভুক্ত হইল।

* ইজিপ্‌ট্ দেশের অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে মামলুক কহে।

* যে কোন দেশীয় লোকেরা আপনা আপনার মধ্যেতে যুদ্ধ করে তাহাকে আত্মবিগ্রহ কহা যায়।

মঙ্গোপার্কের জীবন-বৃত্তান্ত।



ফরিকা-খণ্ডের সমুদায় দক্ষিণ ভাগ অধিত্যকাময় ও উন্নত। ঐ উন্নত ভূভাগ ক্রমনিম্নভাবে উত্তরদিগ্‌দিয়া প্রকাণ্ড মরু ভূমির দিগে গমন করিয়াছে; কিন্তু উহার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে এক সুবিস্তীর্ণ দেশরূপে পরিণত হইয়াছে। এই দেশ বিষুবরেখাহইতে উল্লিখিত মরু ভূমির প্রান্তভাগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, ও সূদান-নামে বিখ্যাত। ইঁহার মধ্যদিয়া অনেক বেগবতী নদী প্রবাহিত হইতেছে; এখানকার ভূমি সাতিশয় উর্ব্বরা, ও জল-বায়ু বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর। অপর এখানে স্বর্ণরেণুও দুষ্প্রাপ্য নহে. চতুর্দিগস্থ স্রোতঃপথে সচরাচর বালুকামিশ্রিত স্বর্ণরেণু দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানকার অধিবাসিরা কৃষ্ণবর্ণ এই নিমিত্ত উহারা নিগ্রো-বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। উল্লিখিত সূদান্-দেশে টম্‌বক্‌টুনামে এক মহানগর আছে, তথায় প্রায়ঃ বিংশতি সহস্র নিগ্রো লোকের বাস। ইউরোপ-বাসীরা বহুকালাবধি ঐ মহানগরের নাম অবগত ছিলেন; সে সময়ে সন্নিহিত জনপদবাসিরা ও উহার বিন্দুবিসর্গমাত্র অনুসন্ধান জানিতেন না। একদা মরু ভূমি পর্য্যটক কতিপয় ব্যক্তি ঘটনাক্রমে ঐ মহানগরীতে গিয়া উপনীত হয়েন,তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে উহার বিষয় কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত ছিলেন না, সুতরাং সহসা তাদৃশ সমৃদ্ধিশালী নগরী দর্শনে চমৎকৃত হইলেন, ও উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া বারংবার তথায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সঙ্গে করিয়া যে খর্জ্জুর ও নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতেন, তদ্বিনিময়ে তথাহইতে স্বর্ণরেণু ও বহুমূল্য গজদন্ত লইয়া আসিতেন, পরিশেষে রাজার নিকটহইতে নিগ্রোজাতীয় স্ত্রীপুরুষদিগকেও ক্রীতদাস করিয়া আনিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ তাঁহারা এই মহানগরীর সমৃদ্ধিগুণে এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত বাণিজ্যোপলক্ষে প্রতিবৎসরে এক এক বার তথায় যাইতেন। ইহাদিগের দ্বারাই উক্ত মহানগরীর সমৃদ্ধিবার্ত্তা প্রথমতঃ ইউরোপে প্রচারিত হয়। ইউরোপবাসিরা অশ্রুতপূর্ব্ব টমবক্‌টু-নগরীর অদ্ভুত-বার্ত্তা-শ্রবণে উহার বিষয় বিশেষরূপে জানিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। এই সময়ে, ইউরোপে এরূপ জনরব হইল যে টম্‌বক্‌টু-নগরীর নিকটবর্ত্তিনী একটী মহানদী আছে, উহার মহনা আবিষ্কৃত হইলে তদ্দ্বারা অনায়াসে ঐ নগরীতে প্রবেশ করা যাইতে পারে। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে কতিপয় ইংরাজ-বণিক্ সমবেত হইয়া ঐ মহানদীর মহনা আবিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া এক দল ফরাশীসী বণিক্‌ও তদ্বিষয়ে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইংরাজ বণিকেরা গ্যাম্‌বিয়া নদীতে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ উহাকেই নিগ্রো-নগরের নদী বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। এই নদী কেপ্‌ডিবার্ড দ্বীপের দক্ষিণদিগ্‌দিয়া আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে। এদিগে ফরাসী বণিকেরাও কেপ্‌ডিবার্ড দ্বীপের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত সিনিগাল্ নদী দিয়া লক্ষিত স্থানে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু উভয়পক্ষেরই প্রযত্ন বিফল হইল। যদিও তাঁহারা ক্রমাগত সার্দ্ধশতাব্দী-পর্য্যন্ত নিগ্রো-নদীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন তথাপি উহার নিকটে ও যাইতে পারিলেন না। পরে যে মহানুভাব এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জগৎবিখ্যাত হয়েন, তাঁহার নাম মঙ্গোপার্ক। আমরা এক্ষণে তাঁহারই জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মঙ্গোপার্ক স্কট্‌লণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী সেল্‌কর্ক নামক

প্রদেশে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ১০ই সেপ্টেম্বরে জন্ম পরিগ্রহণ করেন। তিনি অস্ত্রচিকিৎসাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, ও, ঐ ব্যবসায়োপলক্ষে এক বার ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে জোজেফ ব্যাঙ্কস্ ও অন্যান্য পদার্থবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা প্রস্তাবিত নদীর আবিষ্ক্রিয়া-করণে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহারা মঙ্গোপার্ককে কার্য্যসাধক ও অধ্যবসায়ী বোধে তাঁহাকেই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার মানস করিলেন। অনন্তর তাঁহারা মঙ্গোপার্ককে এই আদেশ করিলেন যে তুমি এমন একটি পথ আবিষ্কৃত করিতে চেষ্টা কর, যদ্দ্বারা নিগ্রো-নদীতে উপনীত হইয়া টম্বক্টু নগরীতে যাওয়া যাইতে পারে, এবং ঐ নদী কোন্ পর্ব্বতহইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও কোন্ সমুদ্রে গিয়া মিলিত হইয়াছে ইহার সবিশেষ অবগত হইতে যত্ন কর। মঙ্গোপার্ক এইরূপে তাঁহাদিগকর্তৃক আদিষ্ট হইবামাত্র তদর্থে যাত্রা করিলেন।

তিনি জুলাই মাসে গ্যাম্বিয়া নদীর উত্তরদিগ্বর্ত্তী পিসানিয়া নামক স্থানে ক্রমশঃ আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় তিনি কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া নিগ্রোভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন, ও ঐ অবসরে ভ্রমণোপযোগী উপকরণ সামগ্রীও সঙ্গ্রহ করিতে লাগিলেন। মঙ্গোপার্ক বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে তিনি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তদুপলক্ষে অনেক ভয়ানক মরুভূমি অতিক্রমণ করিয়া যাইতে হইবেক, ও এবংবিধ অনেক জঙ্গল ও অনেক দেশের মধ্য দিয়া গমন করিতে বাধ্য হইবেন, যথায় কেবল হিংস্র আরণ্য জন্তুদিগেরই বাস ও অজ্ঞাতকুলশীল অসভ্য জাতিদিগেরই আধিপত্য। জানিয়া শুনিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর স্থানদিয়া গমন করিতে হইলে অনেকেরই চিত্ত বিচলিত ও ভয়ে অভিভূত হয়, কিন্তু মঙ্গোপার্ক এরূপ সাহসী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন যে তিনি ভাবি বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না। মঙ্গোপার্কের সঙ্গীর মধ্যে এক জন নিগ্রো ভৃত্য ও এক জন কৃষ্ণবর্ণ বালক ছিল, এতদ্ব্যতীত অন্য চারি জন নিগ্রোজাতীয় ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আদেশানুবর্ত্তী না হইলেও ভবিষ্যৎ পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাঁহার সঙ্গে যাইতে ও সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিল। মঙ্গোপার্ক অন্যান্য আবশ্যক বস্তুর মধ্যে এক প্রস্ত পরিধেয় বস্ত্র, একটী ছত্র ও কএকটী পিস্তল ও পদার্থ-বিদ্যা-সঙ্ক্রান্ত কতিপয় যন্ত্র ও দুই দিবসের উপযুক্ত আহারীয় সামগ্রীও সঙ্গে লইয়াছিলেন। মঙ্গোপার্ক এইরূপে সসজ্জ হইয়া ডিসেম্বর মাসে উক্ত পিসানীয় নামক স্থানহইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অল্প দিবসের মধ্যে এক দলদস্যু পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন মঙ্গোপার্ক উপায়ান্তর না দেখিয়া সমভিব্যাহারে আনীত তামাকের অধিকাংশ তাহাদিগকে দিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে তিনি দুর্বৃত্ত দস্যুগণের এই প্রাথমিক আক্রমণহইতে পরিত্রাণ পান। মঙ্গোপার্ক উলি রাজার রাজধানী মেডিনায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইলে পর তথাকার তিন জন হস্তিশিকারীকে পথপ্রদর্শক ও জলবাহকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে লইলেন। তাঁহাদিগের সহিত একটী প্রশস্ত মরুভূমি পার হইয়া বণ্ডোরাজার রাজধানী ফটেকুন্তায় আসিয়া পৌছিলেন, ও তৎপর দিবসে রাজ-সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইয়া জামার কএকটী বোতাম্ তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। ইহাতে এই ফল হইল যে ঐ রাজার সহিত মঙ্গোপার্কের অত্যন্ত সদ্ভাব জন্মিল। মঙ্গোপার্ক এই স্থানে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে এক দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে গিয়া উপনীত

হইলেন; তথায় প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন যে চারিদিগে নেকড়িয়া বাঘ আহারান্বেষণে ফিরিতেছে, এবং তরক্ষু প্রভৃতি বিকটাকার বনচর জন্তুগণ ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিয়া বেড়াইতেছে। উক্ত জঙ্গলের মধ্যদিয়া গমন করা যদিও বিস্তর আশঙ্কার বিষয় ছিল বটে, তথাপি মঙ্গোপার্ক কোন রূপ বিপদে পতিত না হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে কাজাগা রাজার রাজ্যে উপনীত হইলেন; কিন্তু তিনি যে কিছুকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন নাই। তথায় তাঁহাকে একটী গুরুতর অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি সঙ্গে করিয়া যে পূতি আনিয়াছিলেন, উক্ত রাজার পুত্র তাহার অর্দ্ধাংশ বলপূর্ব্বক লইলেন, এবং এই কথা বলিয়া মঙ্গোপার্ককে দোষী ও দণ্ডভাগী করিলেন যে তুমি এস্থলে আসিয়া অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছ, রাজার অনুমতি ব্যতিরেকে কাহারো এরাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। ফলে উক্ত রাজপুত্র আপনার ঐ রূপ দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার মানসেই এবংবিধ দোষারোপ করিয়াছিলেন।

অনন্তর মঙ্গোপার্ক তথাহইতে বিদায় লইয়া পুনর্ব্বার পথচলিতে আরম্ভ করিলেন; ও কতিপয় দিবসের মধ্যে নিউডেমার রাজ্যের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রাজ্য মূরজাতীয়দিগের বাসস্থান ও দুরাচার আলী রাজার অধিকারস্থ। এই সময়ে সমভিব্যাহারী ভৃত্যেরা উক্ত রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া মঙ্গোপার্ককে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তখন মঙ্গোপার্ক সাহসের উপরে নির্ভর করিয়া একাকী আলী রাজার রাজধানী বেনোয়িনী-নগরীতে গমন করিলেন। তত্রত্য লোকেরা ইতিপূর্ব্বে কখনই শ্বেতবর্ণ পুরুষ দেখে নাই, সুতরাং সহসা মঙ্গোপার্ককে দেখিয়া সাতিশয় ভীত ও চমত্কৃত হইল, বিশেষতঃ তথাকার স্ত্রীলোকেরা এরূপ বিস্মিত হইয়াছিল যে তাহারা মঙ্গোপার্ক প্রকৃত মনুষ্য কি না এবিষয়ে সন্দিহান হইয়া তাঁহার হস্তাঙ্গুলি ও পদাঙ্গুলি গণিয়াছিল। মঙ্গোপার্ক রাজসমীপে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে আঘাত করিলেন ও একটী কম্পাশব্যতীত তাঁহার যথাসর্ব্বস্বই কাড়িয়া লইলেন। তিনি কম্পাশটীকে ইন্দ্রজাল সংসৃষ্ট মনে করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্তআলী রাজা মঙ্গোপার্কের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াই যে আপনার নিষ্ঠুর স্বভাবকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি পরিশেষে মঙ্গোপার্ককে বন্দী করিয়া অনাহারে ও অনাবৃতস্থানে ফেলিয়া রাখিলেন। এরূপ অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিলে কাহার না স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়? মঙ্গোপার্ক অনতিবিলম্বে ঘোরতর জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন, ও কতিপয় দিবস অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করেন। এই সময়ে তথায় এই জনরব উঠিল যে সন্নিকটস্থ কোন রাজা আলীর রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হইয়াছেন। এই রূপ জনরব মঙ্গোপার্কের পক্ষে ভদ্রদায়ক বলিতে হইবেক, যেহেতুক তৎকালে দুরাচার আলী রাজা আপন কর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। সেই সুযোগে মঙ্গোপার্ক সন্নিহিত অরণ্যের মধ্যে পলায়ন করিলেন, ও তাঁহার সঙ্গে যে কম্পাশটী ছিল তদ্দ্বারা দিঙ্ নির্ণয় করিয়া বাম্বারা রাজ্যের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে এইক্ষণে যে দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছি অশংসয় অনুমান হয় এতদ্দ্বারা লক্ষিতস্থানে উপনীত হইতে পারিব। যত্কালে মঙ্গোপার্ক ঐ বনের মধ্যদিয়া গমন করেন, তখন তিনি নিঃসম্বল হইয়াছিলেন; সঙ্গে খাদ্যসামগ্রী কিছুই

ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে অনাহারে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; বিশেষতঃ সে সময়ে তিনি দুরন্ত পিপাসায় এরূপ আক্রান্ত হইয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার মুখ ও কণ্ঠ শুষ্ক ও অবরুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল।

সুতরাং তিনি বারংবার ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন, এবং যত বার পড়িতেন আর উঠিতে পারিবেন বলিয়া প্রত্যাশা করিতেন না, ফলে মঙ্গোপার্কের তাদৃশ দুঃসহ ক্লেশ ভাবিয়া দেখিলেও সকলের মনে ক্লেশ বোধ হয়। এই সময়ে একদিন ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে মঙ্গোপার্কের বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। তিনি সেই বৃষ্টির জল পান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন, ও পুনর্ব্বার পথ চলিতে লাগিলেন। মঙ্গোপার্ক এই রূপে অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়া কতিপয় সপ্তাহের পর বাম্বারা-রাজ্যে গিয়া উপনীত হইলেন। তথায় তিনি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে অধিবাসীরা সকলেই দয়ালু, পরের দুঃখ-বিমোচনে সকলেই যত্নবান্। তখন মঙ্গোপার্কের অন্তঃকরণে সাতিশয় হর্ষোদয় হইল, ও পুনর্ব্বার আশা ভরসার ও সঞ্চার হইতে লাগিল। মঙ্গোপার্ক এই রূপে পিসানিয়া পরিত্যাগের সার্দ্ধ সপ্ত মাস পরে বাম্বারা-রাজ্যের রাজধানী সেগো-নগরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। এই সুবিস্তীর্ণ সেগো-নগর জলীবা-নদীর তীরবর্ত্তী। মঙ্গোপার্ক যে নদীর অনুসন্ধানে এত দীর্ঘ পর্য্যটন ও এত অধিক কষ্টস্বীকার করিয়াছিলেন উক্ত জলীবাই সেই নদী। অনন্তর মঙ্গোপার্ক রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানস করিলেন, কিন্তু রাজা সাক্ষাৎকার-প্রদানে অসম্মত হইয়া এক জন দূতদ্বারা মঙ্গোপার্ককে বলিয়া পাঠাইলেন যে তুমি সন্নিহিত কোন পল্লীতে যাইয়া অবস্থান কর। মঙ্গোপার্ক নৃপাদেশের অন্যথাচরণ করিতে না পারিয়া সমীপবর্ত্তী কোন পল্লীতে গমন করিলেন। সেখানকার লোকেরা মঙ্গোপার্কের আকার প্রকার দর্শনে সাতিশয় ভীত ও শঙ্কিত হইল; তাহারা কেহই তাঁহাকে গৃহে স্থান বা আহার দিল না, সুতরাং মঙ্গোপার্ক হতাশ হইয়া একটী বৃক্ষের তলে আসিয়া বসিলেন ও তথায় থাকিয়া সমুদায় রাত্রিকাল অতিবাহিত করিবেন, মনস্থ করিলেন। এই অবসরে একজন নিগ্রো-জাতীয় স্ত্রীলোক ঐ স্থানদিয়া গমন করিতেছিল, সে মঙ্গোপার্কের দুরবস্থা-দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিতা হইল, ও তাঁহার সেরূপ দুর্দশা ঘটিবার কারণ কি, আগ্রহাতিশয়-সহকারে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মঙ্গোপার্ক যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করিলেন। তখন সে মঙ্গোপার্ককে সঙ্গে করিয়া বাটী লইয়া গেল, ও যথাসাধ্য আহার প্রদান করিল, এবং মেজ্যার উপরে একটী মাদুর পাতিয়া দিল। মঙ্গোপার্ক তাহাতে শয়ন করিলেন। উক্ত স্ত্রী লোকটী সে দিবস গান করিতে করিতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাট্না কাটিয়াছিল। মঙ্গোপার্ক সেই সমস্ত গীতের বিষয় হইয়াছিলেন, অর্থাৎ সেই গানে যে সকল কথা ছিল তদ্দ্বারা মঙ্গোপার্কই লক্ষিত হইয়াছিলেন। এস্থলে পদ্যে সেই সমস্ত গীত অনুবাদিত হইল।

হুঙ্কারিল বায়ুকুল, পড়িল আসার,
তরুতলে শ্বেতনর বসে নিরাহার,
তুষিবারে তৃষাকুলে দুধ কেবা দিবে,
ক্ষুধাতুরে রক্ষাহেতু অন্নকে আনিবে,
কোথায় জননী তার কোথায় রমণী
কে তার করিবে সেবা দিবস রজনী।

যৎপরোনাস্তি উপকার বোধ হওয়াতে মঙ্গোপার্কের হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইল। তিনি পর দিবস প্রাতঃ কালে সেই দয়াবতী নিগ্রোজাতীয় স্ত্রীলোকটীকে জামার চারিটী বোতাম উপঢৌকন

দিলেন। অনন্তর মঙ্গোপার্ক তথাহইতে বিদায় লইয়া পুনর্ব্বার পথ চলিতে লাগিলেন, ও নাইজার নদীর অনুসন্ধান করিতে করিতে সিলানগরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি এক্ষণে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা করিলেন। ফিরে আসিবার সময়ে মঙ্গোপার্ক প্রথমতঃ উক্ত জলীবা-নদীদিয়া বম্ব্যাক নগরে গমন করেন। পরে তথাহইতে সিবিডনুরাজ্যে আসিয়া পোঁছিলেন। এই রাজ্যদিয়া যাইবার সময়ে মঙ্গোপার্ক পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ কষ্ট পাইয়াছিলেন। তিনি কখন২ জলময় প্রদেশে আবক্ষঃ জলমগ্ন হইয়া চলিতে লাগিলেন, ও অনেকবার ক্ষুধার্ত্ত সিংহের মুখে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন, এবং দুর্ব্বৃত্ত মুর-জাতির উপদ্রবে পুনঃপুনঃ উপদ্রুত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ আবার সেই সময়ে জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। এইরূপ ঘোর বিপদের সময়ে ভাগ্যক্রমে তথাকার একজন বণিকের সহিত মঙ্গোপার্কের বন্ধুতা হইল। তিনি মঙ্গোপার্কের তৎকালোচিত পরিচর্য্যা করিতে কিঞ্চনমাত্রও উপেক্ষা করেন নাই। মঙ্গোপার্ক যত দিন সুস্থ না হইয়াছিলেন তাবৎ তিনি তাঁহাকে সুপথ্য প্রদান করেন; পরে সুন্দররূপে সুস্থ হইলেও সাত মাস পর্য্যন্ত গৃহে রাখিয়া আতিথ্য করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহাকে নিরাপদে পিসানিয়া নগরে পৌছাইয়া দিলেন। মঙ্গোপার্ক এইরূপে দুইবৎসর সাতমাস পরে ইংলণ্ডে আসিয়া উপনীত হইলেন। কতিপয় বত্সর পরে মঙ্গোপার্ক পূর্ব্বে যে সমস্ত আবিষ্ক্রিয়া করিয়া আসিয়াছিলেন পুনর্ব্বার তাহার অনুসরণ করিতে মানস করিলেন।

এই সময়ে তিনি আবিষ্ক্রিয়া-যাত্রা-নির্ব্বাহার্থে ইংলণ্ডের রাজকোষহইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মঙ্গোপার্ক ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে পিসানিয়াহইতে যাত্রা করিলেন। তিনি এবার বেয়াল্লিশ জন সৈন্য সঙ্গে লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার কোন উপকারেই আইসে নাই। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, ও কতিপয় ব্যক্তি নদীতে ডুবিয়া গেল, ও কএক জন আরণ্য জন্তুর করালগ্রাসে পতিত হইল। মঙ্গোপার্ক যত্কালে নাইজ নদীতে গিয়া উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে নয় জন মাত্র সৈন্য ছিল; কিন্তু তাহারাও সুস্থশরীর ছিল না, মঙ্গোপার্ক সেই অল্পসঙখ্যক সৈন্য লইয়া সেগো-নগরে গমন করিলেন, ও দেখিলেন, সেই পূর্ব্ব রাজাই সেখানে আধিপত্য করিতেছেন। মঙ্গোপার্ক স্বসমভিব্যাহারে আনীত সামগ্রীর মধ্যহইতে কতক গুলি উৎকৃষ্ট সামগ্রী নির্বাচন করিয়া রাজাকে উপঢৌকন দিলেন। ইহাতে উক্ত রাজা মঙ্গোপার্কের প্রতি অনুকূল হইলেন, ও সানুগ্রহ বচনে তাঁহাকে বলিলেন যে "আমি সাধ্যানুসারে-তোমার উপকার করিতে ত্রুটি করিব না।" এই নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে একখানি প্রশস্ত নৌকা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মঙ্গোপার্ক পথে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ক একখানি পত্র লিখিয়া এক জন ভৃত্যদ্বারা ইংলণ্ডে পাঠাইয়াদিলেন। অনন্তর তিনি উক্ত রাজার সাহায্যলব্ধ নৌকায় আরোহণ করিয়া নবেম্বর মাসে সেগো-নগর-হইতে যাত্রা করিলেন। তৎকালে তাঁহার সঙ্গে চারিজন মাত্র লোক ছিল, তন্মধ্যে এক জন পথপ্রদর্শক। মঙ্গোপার্ক সেগো-নগরহইতে যাত্রা করিলে পর চারি বত্সর পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই। অনন্তর ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে সিনিগালের শাসনকর্ত্তা মঙ্গোপার্কের কি ঘটিয়াছে ইহা অনুসন্ধান করিতে উৎসুক হইলেন, ও এক জন বৃদ্ধ ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন।

সে অনেক অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে মঙ্গো-

পার্কের সহচর পথপ্রদর্শককে দেখিতে পাইল, ও তাহার বাচনিক সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া আট মাস পরে সিনিগাল-নগরে প্রত্যাগমন করিল। তখন তদ্দ্বারা বিদিত হওয়া গেল যে মঙ্গোপার্ক নাইজর নদীদিয়া টিম্বকটু-নগরে প্রবেশ করিয়াছেন,এবং ঐ নগরদিয়া যাইবার সময়ে তত্রত্য লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। পরে তিনি বুসা-নগরে উত্তীর্ণ হইলে তথাকার রাজা তাঁহাকে নগর-মধ্যদিয়া যাইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন, ও কতিপয় অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে নদীর তীরস্থ পর্বতের উপরে বসাইয়া রাখিলেন, ও তাহাদিগকেএই আদেশ করিলেন, যদি সেই বিদেশীয় ব্যক্তিরা নগর মধ্যে আসিতে চেষ্টা পায়, তবে প্রস্তর ও বর্শাবর্ষণপূর্বক তাহাদিগকে অবরোধ করিবে। তথাপি মঙ্গোপার্ক বুসা-নগরে প্রবেশ করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই সমস্ত অস্ত্রধারী পুরুষেরা যে প্রস্তর ও বর্শাবর্ষণ করিয়াছিল তদ্দ্বারা মঙ্গোপার্ক ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা সকলেই ক্ষত বিক্ষত হইলেন। তখন তাঁহারা নৌকাহইতে লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন, ও সন্তরণদ্বারা পলায়ন করিতে চেষ্টা পান; কিন্তু তাঁহাদিগের সে চেষ্টা বিফল হইল, তাঁহারা সকলেই জলমগ্ন হইলেন, কেবল তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক দৈবানুগ্রহে নদীর অপর পারে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

বিশ্বামিত্রের জীবন চরিত।

১৩৫ পৃষ্ঠাহইতে ক্রমাগত।



জা হরিশ্চন্দ্রের পুরোহিত মহামুনি বশিষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর গঙ্গায় প্রবাস করিয়াছিলেন, এ কারণ এতাবৎকাল তাঁহার বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই; কিন্তু এই সময়ে তিনি বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন যে বিশ্বামিত্র বঞ্চনাদ্বারা রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য-ধন গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভার্য্যা ও তনয় বিক্রয় ও চণ্ডাল-সন্নিধানে দাস্যবৃত্তি প্রভৃতি নানা দুর্গতি সাধন করাইয়াছেন। বশিষ্ঠ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতি অতিশয় স্নেহ-পরবশ ছিলেন, তাঁহার ঐ রূপ দুর্গতির বিবরণ শ্রবণ করিবামাত্র বিশ্বামিত্রের প্রতি তাঁহার সাতিশয় ক্রোধের সঞ্চার হইল। মুনিবর বশিষ্ঠ কোপভরে কহিতে লাগিলেন, "দুরাত্মা বিশ্বামিত্র আমার শত পুত্রের প্রাণসংহার করিয়াছে তাহাতেও তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু সে যখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুর্গতি করিয়াছে তখন আর তার ক্ষমা নাই। হায়২ যে রাজা অতি মাহাত্মা, মহাভাগ, সতত দেবব্রাহ্মণের পূজায় রত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, শিষ্ট, অনপরাধী, অপ্রমত্ত, ধর্মাত্মা, তাঁহাকেও তদীয় রাজ্যহইতে ভ্রষ্ট করিয়া পুত্রকলত্রসহিত তাঁহার এত দুর্দ্দশা করিয়াছে! ভাল আমি ঐ দুরাত্মা বিশ্বামিত্রকে এখনি অভিশাপ দিতেছি।" এবং এই কথা বলিয়া বিশ্বামিত্রকে বক হইতে শাপ প্রদান করিলেন।

বশিষ্ঠের ঐ অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজা বিশ্বামিত্রেরও কোপ জন্মিল, তিনিও জল স্পর্শপূর্বক বশিষ্ঠকে শাপদ্বারা আড়ি পক্ষী করিলেন। দুই জনেই অতিশয় তেজস্বী ছিলেন, তাঁহারা পরস্পর রাগ সহ্য করিতে না পারিয়া পক্ষীরূপে উভয়ে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অতি নির্দ্দয়পূর্বক পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনে এরূপ ভয়ানক বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে তাহাতে ভূরি২ গিরি উন্মূলিত হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল। পর্বতপতনে পৃথিবীও অভ্যাহতা হইয়া কম্পমানা হইতে লাগিল। অবনী এই

কম্পে কম্পিতা হওয়াতে সাগরসকলের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং পৃথ্বী যেন পাতাল-গমনোন্মুখী হইয়া এক পার্শ্বে নত হইয়া পড়িলেন। এই ঘোর সঙ্গ্রামে কত শত প্রাণী যে নিধন প্রাপ্ত হইল তাহার আর পরিসীমা নাই। কত শত লোক সাতিশয় ভীত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল; কত শত লোক মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল; কত শত লোক স্ব২ স্নেহ ভাজন পরিজন নিমিত্ত শোকাকুল হইয়া "হা বৎস, হা শিশো, কোথায় রহিলে, আমার প্রাণ যায়" এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কেহ বা, "হা প্রিয়ে!" কেহ বা "হা কান্ত! শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর," এই বলিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই প্রকারে যখন পৃথিবী উচ্ছিন্ন হইতে বসিল, তখন পিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত পৌরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই রণস্থলে আগমনপুরঃসর ঐ দুই কুপিত যোদ্ধাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "অহে, তোমরা যুদ্ধহইতে বিরত হও, তোমাদের যুদ্ধহেতু সকল লোক ভয়ে আকুলীভূত ও প্রাণে বিনষ্ট হইতেছে, তোমরা ক্ষান্ত হও, সকলে নির্ভয় হউক।" বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র রণে এমত উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে ব্রহ্মার বাক্য তাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াও হইল না, তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় অবিচ্ছেদে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন, ক্ষণ কালের নিমিত্ত সমর বিশ্রাম পাইল না।

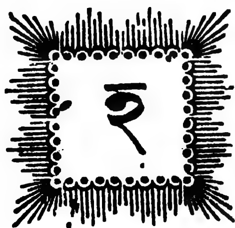
প্রজাপতি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হা বৎস বশিষ্ঠ, হা বৎস বিশ্বামিত্র! তোমরা তামস ভাব পরিত্যাগ কর, ঐ ভাব অবলম্বন করাতেই এই ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছ। বৎস, তোমাদিগের বিগ্রহে পৃথিবীর সমধিক অমঙ্গল হইতেছে, তাহা তোমরা অনুধাবন করিতে পারিতেছ না। বৎস বশিষ্ঠ, তুমি যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছ তাঁহার কি অমঙ্গল হইয়াছে বল? তাঁহার রাজ্যনাশ প্রভৃতি কষ্টদশা-জনিত তাঁহাকে যে পরিমাণে যে সকল শোক দুঃখের বশবর্ত্তী হইতে হইয়াছিল, তদপেক্ষা তাঁহার অধিকতর সুখভোগ হইয়াছে, কেননা তাঁহার সেই সকল দুঃখভোগদ্বারাই তাঁহার অতি শীঘ্র স্বর্গভোগ হইয়াছে, অতএব যুদ্ধ করিবার কারণ কি? ক্ষান্ত হও। আরও বিশেষ এই সঙ্গ্রামে লিপ্ত থাকাতে তোমাদিগের তপস্যা কার্য্যে বিঘ্ন হইতেছে, অতএব কোপ পরিত্যাগ কর। তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা বেদজ্ঞ, বেদই তোমাদের পরম বল, কেন বৃথা অনর্থ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া মহদ্ বিঘ্ন উপস্থিত কর?"

ব্রহ্মা এই প্রকার কহিলে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ দুই জনেরই অতিশয় লজ্জা হইল, তখন আপন২ প্রকৃতি গ্রহণ করিয়া বিবিধ বিনয় বচনে ব্রহ্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং পরস্পর তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আপন২ আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র পূর্ব্ব তপস্যা বিফল দেখিয়া কৌশিকী নদীতটে পূর্ব্বাপেক্ষা পুনর্ব্বার কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল বায়ুমাত্র আহার অবলম্বন করত বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধ করিয়া স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান থাকিতেন। গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে আকাশ স্পর্শী অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন, দুঃসহ শীতকালে জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বর্ষাকালে মুষলধার বৃষ্টিতে অনাবৃত থাকিয়া তপস্যার অনুবর্ত্তী হইতেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার তপস্যাতে ভীত হইয়া তাঁহার যোগ ভঙ্গ করিবার মানসে রম্ভা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। বিশ্বামিত্র তাহাকে আপন সম্মুখে অঙ্গভঙ্গী করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধবচনে বলিতে লাগিলেন, "অরে পাপীয়সি, তুই

আমার যোগ ভঙ্গ করিতে আসিয়াছিস্, তুই এখানহইতে দূর হ,” বলিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া যোগ সাধন করিতে লাগিলেন। ঋষির ক্রোধ দর্শন করিয়া রম্ভা প্রস্থান করিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ বিশ্বামিত্রকে নানা মতে ছলনা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন চঞ্চল করিতে পারিলেন না। শেষে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া বিশ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, “ব্রহ্মর্ষে! তোমার তপস্যায় আমরা প্রীত হইয়াছি। তুমি এই উগ্র তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলে। আমরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, এখন তোমার যেখানে অভিলাষ হয় তথায় গমন কর।”

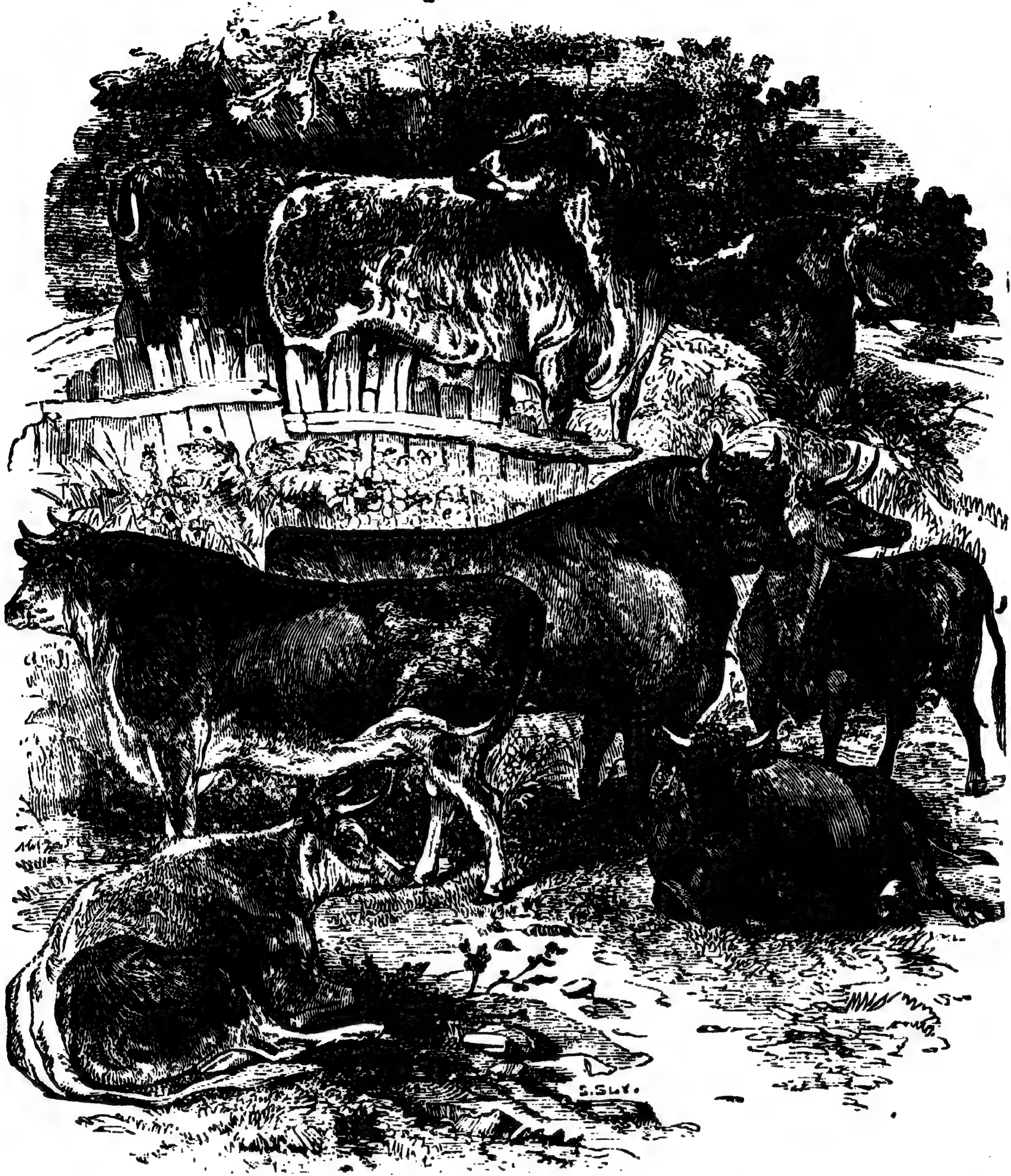
বিশ্বামিত্র ইহাতে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, “দেব! যদি আপনাদিগের প্রসাদে ব্রাহ্মণত্ব এবং দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিলাম, তবে অনুগ্রহ করুন যেন প্রণব সহিত সমস্ত বেদ ও বশিত্ব আমাতে সঞ্চারিত হয়, এবং ক্ষত্রিয় বেদবিত্ও ব্রহ্মবেদজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠও আমাকে যেন ব্রহ্মর্ষি বলিয়া জানেন।” তদনন্তর দেবতারা ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিয়া তাহার সহিত বিশ্বামিত্রের মিত্রতা প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠ তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাদের সমক্ষে বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তুমি সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।” ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রও আহ্লাদিত হইয়া বশিষ্ঠকে যথোচিত সম্মান করিলেন।

গবাদিশ্রেণীর বিবরণ।



রিণাদি জীবদিগের বিবরণ-প্রসঙ্গে সমস্ত রোমন্থক জীবের প্রধান২ লক্ষণসকল বর্ণিত হইয়াছে। তৎপাঠে পাঠকবর্গ অবশ্যই জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন, যে মনুষ্যের প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রায়ঃ সকলই ঐ গণস্থ পশুহইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিণ, মেষ, ছাগ, কস্তুরীয়ক, সার প্রভৃতি জীবহইতে উত্তম পরিশুদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য, সুচারু কোমল বস্ত্র, উপাদেয় চর্ম্ম, তেজস্কর ঔষধ ইত্যাদি বিবিধ উপকারজনক দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু ঐ গণস্থ এক গোশ্রেণীহইতে যে সকল উপকার উদ্ভূত হয় তাহা অপর সমস্ত হইতে সম্ভাবনীয় নহে।

দুগ্ধ খীর নবনীত ঘৃত অপেক্ষা সুস্বাদ প্রশস্ত খাদ্য আর কিছুই নাই, তাহা কেবল গোহইতে উত্তমরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাদুকা অশ্বসজ্জা প্রভৃতি দ্রব্যের নিমিত্ত গোচর্ম্মই সর্ব্ব প্রধান। সমুদ্র-নাবিকদিগের প্রধান খাদ্য গোমাংস, তন্নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ জীব প্রতি বৎসর ধ্বংস হইয়া থাকে। গোলোম, গোশৃঙ্গ গোখুর, গোশোণিত ও গবাস্থিতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত হয়? তাহার অন্ত্রও বৃথা নিঃক্ষিপ্ত হয় না;—মনুষ্যের পক্ষে তাহাও প্রয়োজনীয়। গোচনা এতদ্দেশে ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং তিব্বতাদি দেশে গোময় ইন্ধনের একমাত্র উপায়। ফলতঃ গোর দেহজাত কোন পদার্থই অপ্রয়োজনীয় নহে; সকলই বিশেষ আবশ্যক, এবং তাহাদের উপযুক্ত প্রতিম প্রায় অন্যত্র পাওয়া যায় না। অপর গোর দেহ ও তজ্জাত পদার্থই যে কেবল মনুষ্যের ব্যবহারে নিযুক্ত হয় এমত নহে; তাহার বলও আমাদিগের পরম উপকারক; তদ্ভিন্ন হলকর্ষণের প্রশস্ত উপায় ভারতবর্ষে আর নাই। এবং যানবাহন ও ভারবহন কার্য্য গোদ্বারা যে পরিমাণে নিষ্পন্ন হয় অন্য কোন পশুদ্বারা তাদৃশ হয় না। অতএব গো যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে ইহা কোনমতে আশ্চর্য্য নহে। এই কারণেই এতদ্দেশে গো ভগবতী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার বধ মহাপাপমধ্যে গণ্য হইয়াছে। পরন্তু



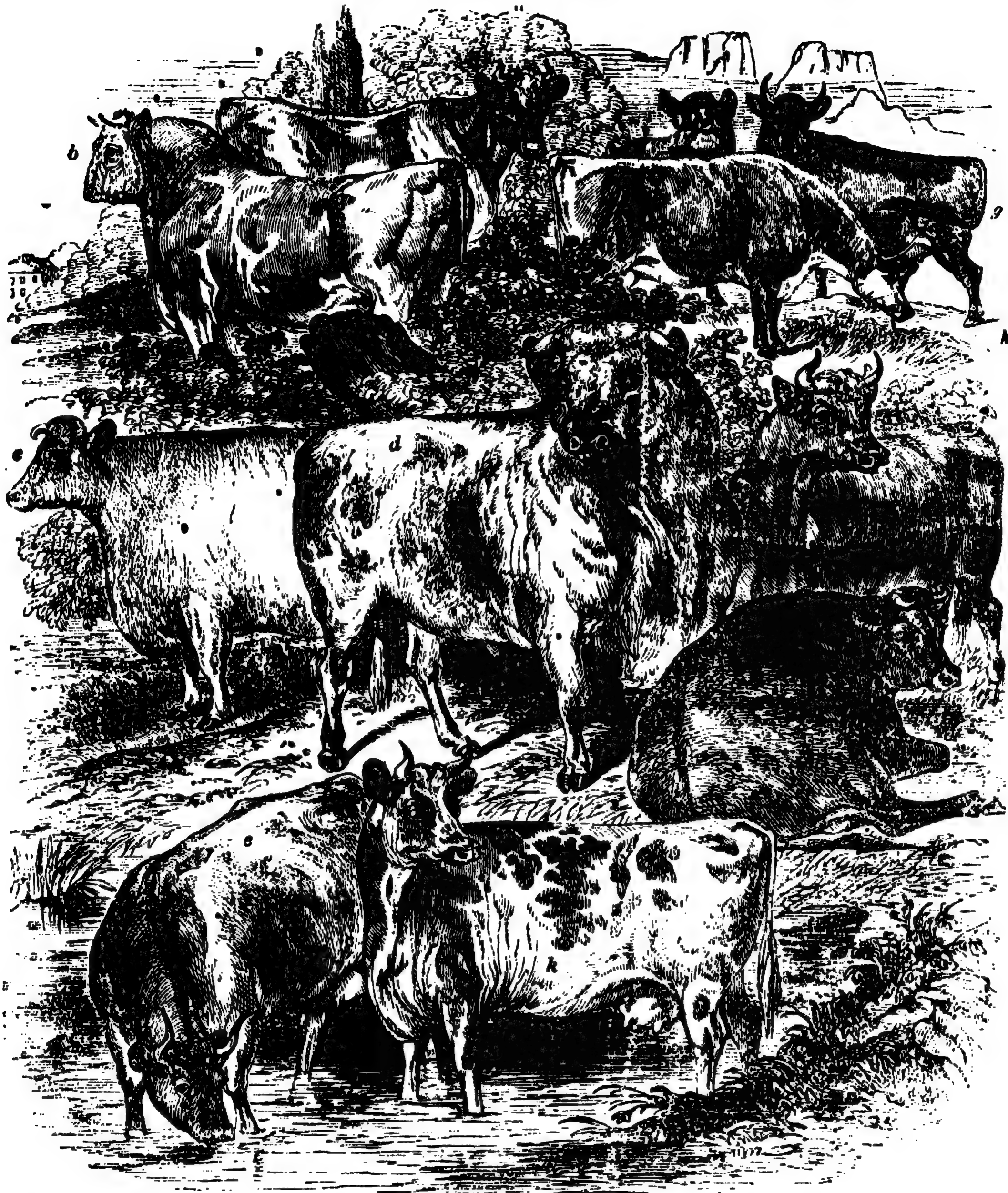
বিলাতি দীর্ঘ ও মধ্যম শৃঙ্গ গো। a ক্রাবেন বৃষ ; b শ্রপসায়-প্রদেশীয় বৃষ ; c নূতনলিসিষ্টর প্রদেশীয় বৃষ ; d ডিবন-প্রদেশীয় বৃষ ; e ডিবন-প্রদেশীয়া গাভী f হর্ফর্ডা প্রদেশীয় বৃষ ; g হর্ফর্ডা প্রদেশীয়া গাভী ; h সসেকস-প্রদেশীয়া গাভী।

পূর্ব্বকালে গোর সম্যগ্ উপকারিতা সত্ত্বেও যজ্ঞে তাহার বধ প্রশস্ত ছিল, এবং এক এক যজ্ঞে অনেক গোর বলিদান হইত। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পঞ্চশারদীয় যজ্ঞে সপ্তদশ গো-বলি অভিহিত হইয়াছে। গোমেধাদি যজ্ঞেও তাহার প্রশস্ততা দেখা যায়। ইউরোপ-খণ্ডে ইহার ততোধিক মাহাত্ম্য ছিল, এবং এক এক যজ্ঞে শত বা সহস্র গো এক কালে বলি দেওয়া গ্রীসদেশে পুণ্যপ্রদ-কর্ম্মমধ্যে গণ্য হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হওনানন্তর গো-বলিদানের ব্যাপার হিন্দু-ভদ্রসমাজে রহিত হয়, এবং সম্প্রতি অন্য পশুর বলি যে কিছু অবশিষ্ট আছে তাহারও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। একণে এককালে সহস্র২ বলিদান প্রায় নাই; কেবল বঙ্গদেশের কোন পল্লীগ্রামে ইহার বাহুল্য

দেখা যায়। কাশীধামে দুর্গার মন্দিরে এবং অন্যান্য স্থানে মহামায়ার প্রীত্যর্থে বলিদান হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার সঙ্খ্যা অত্যন্ত অধিক নহে। সে যাহাহউক, গো যে বিশেষ উপকারজনক জীব তাহা কুত্রাপি অস্বীকৃত নাই। হিন্দু মোসল্‌মান ইঙ্গরাজ সকলেই তাহাকে পরম-প্রয়োজনীয় বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। বেদের সংহিতাভাগে গোর নিমিত্ত দেবতাদিগের নি ট পুনঃ২ প্রার্থনা আছে, এবং পুরস্কারার্থে গোই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে মনুষ্য গোকে সর্ব্বাগ্রে বশীভূত করিয়াছিল; এবং তদবধি তাহাহইতে অপর্য্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাচীন বাইবেল গ্রন্থেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ গো এত প্রাচীন কালাবধি মনুষ্যের বশীভূত হইয়াছে যে তাহার আদিম অবয়ব এ কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণে তাহার সহিত কোন বন্য গোর সৌসাদৃশ্য নাই; সুতরাং তাহা কোন্ বন্য গোহইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অধুনা নিরূপণ করা দুষ্কর।

গোর খর্ব্ব পাদ, স্থূল কায়, অসংখলনীয় শৃঙ্গ, এক শ্রেণী ছেদন দন্ত, প্রভৃতি লক্ষণ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে; অতএব তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য। পরন্তু এতদ্দেশে গোর ককুদ (ঝুঁট) অতি প্রসিদ্ধ লক্ষণ; তাহা বিলাতি গোতে দৃষ্ট হয় না। শ্রীহট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলের গয়াল-নামে বিখ্যাত গোতেও তাহা তাদৃশ প্রকৃষ্ট নহে। অপর অবয়ব ও আয়তনে বঙ্গদেশীয় গবাপেক্ষা হরিয়ানার গো সর্ব্বতোভাবে পৃথক্, এবং তাহার সহিত গুজরাটী গোর তুলনা হয় না; তথা বন্য গো তৎসমুদায় হইতে স্বতন্ত্র। এবংপ্রকারে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রকার গো লক্ষিত হয়; কিন্তু তাহারা অনেকেই পৃথক্‌জাতীয় নহে; বর্ণসঙ্করত্ব ও দেশভেদে আহার্য্যের প্রাচুর্য্যাদিভেদে ঐ প্রভেদ জন্মিয়াছে। বিলাতে এই প্রকারে প্রায় প্রত্যেক জেলায় এক ২ পৃথক্‌প্রকার গো উৎপন্ন হইয়াছে; তাহারা এক্ষণে সকলে স্বতন্ত্র বোধ হয়, যেহেতু তাহাদের অবয়ব, মাংসের আস্বাদ, দুগ্ধের পরিমাণ ও নবনীতের ন্যূনাধিকতা, শৃঙ্গের পরিমাণ, প্রভৃতি সকল লক্ষণ বিভিন্ন। এই সকল লক্ষণের মধ্যে শৃঙ্গ অতি প্রধান; এবং তদ্দৃষ্টে অনেকে বিলাতি গো-সকলকে "খর্ব্বশৃঙ্গ" "মধ্যমশৃঙ্গ" ও "দীর্ঘশৃঙ্গ" এই তিন দলে বিভক্ত করেন। এই তিন দলের কএক পশুর অবয়ব মুদ্রিত চিত্রদ্বয়ে বিকশিত আছে; তদ্দৃষ্টে পাঠকবৃন্দ এ বিষয়ের পরিজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডের চিলিংহম অরণ্যে একপ্রকার কতকগুলি বন্য গো আছে, তাহারা অপর সকল গোহইতে স্বতন্ত্র। তাহাদের বৃষেরা অত্যন্ত ভীষণ, এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র বা অন্য কোন উজ্জ্বলবর্ণ দ্রব্য দেখিলে ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর কোপে মনুষ্যকে আক্রমণ করে।

প্রাগুক্ত গোর তুলনায় বঙ্গদেশীয় গো অত্যন্ত জঘন্য। ইউরোপীয় মনুষ্যের তুলনায় এতদ্দেশীয় মনুষ্যও যেমন দুর্ব্বল কৃশ ও অকর্ম্মণ্য, গোও সেইরূপ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ও দুগ্ধহীনা। পল্লীগ্রামে যে ব্যক্তি নদীতটে বা তৃণক্ষেত্রে দেশীয় গোবৃন্দ দেখিয়াছে সেই অবশ্য স্বীকার করিবেক যে আমাদিগের গো অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। আমরা জ্ঞাত আছি যে ঐ সকল গোর অনেকেই এক পাদ বা অর্দ্ধ সেরের অধিক দুগ্ধ দেয় না। তাহাদের সমস্ত পালে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা হরিয়ানার বা বিলাতের একটী গাভীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি যে এক বিলাতি খর্ব্বশৃঙ্গ গাভী প্রত্যহ অর্দ্ধ মন দুগ্ধ দিয়াছে। দশ বা পোনের সের দুগ্ধ অনেক হরিয়ানার গাভী দিয়া থাকে। অপর তজ্জাতীয়



বিলাতি খর্ব্ব শৃঙ্গ গো। a আলডর্ণী গাভী; b আলডর্ণী বৃষ; c পাদরী বেরীর গাভী; d লর্ড আলথর্পের বৃষ; e লর্ড আলথর্পের গাভী; f শৃঙ্গহীন গাভী; g পশ্চিম হাইলণ্ডের গাভী; h গ্লামমর্গেন্‌শায়র-প্রদেশীয়া গাভী; i লিন্‌কনশায়র-প্রদেশীয়া গাভী; j পাদরী বেরীর বৃষ; k ইয়র্ক শায়র প্রদেশীয়া গাভী।

বৃষেরা যে পরিমাণে ভূমি কর্ষণ বা শকটাকর্ষণ করিতে পারে এতদ্দেশীয় বৃষের পক্ষে তাহা কোনমতে সম্ভাবনীয় নহে। এই নিমিত্তই ১৫০ টাকা অবধি ৩০০০ টাকা মূল্যে এক একটি বিলাতি গো বিক্রীত হইয়া থাকে। কলিং নামক এক জন সাহেবের ডর্হেম দেশীয় "কমেট" নামক একটি বৃষ ১১,০০০ টাকায় ও তাহার গাভী "লিলী" ৪৭০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। তাহাদের তুলনায় আমাদিগের পল্লীগ্রামস্থ গোর কোন মূল্য নাই বলিলে বলা যায়। এই দুরবস্থার অনায়াসে প্রতীকার হইতে পারে। বিদেশীয় বা হরিয়ানার গোর সহিত এতদ্দেশীয় গোর বর্ণসঙ্করতা সম্পন্ন করি-

লেই ইহার বিহিত হয়; কিন্তু দুর্ভাগা বঙ্গভূমির ধনাঢ্যেরা আলস্য নিরুদ্যমত্ব ও অজ্ঞতারূপ মহা নিদ্রায় আছন্ন,—কিঞ্চিৎ ইতর আমোদে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা দেশের উন্নতি কাহাকে বলে তাহা ভ্রমেও মনে স্থান দান করেন না। তাঁহাদিগদ্বারা দেশীয় গো বা অশ্বের উন্নতি কি প্রকারে সম্ভাবনীয় হইতে পারে? কৃষিক প্রজারা অত্যন্ত দীন; তাহারা উপায়াভাবে বিদেশীয় গো ক্রয় করিতে পারে না; সুতরাং এতদ্দেশীয় গোর উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিলাতে গো-মেষাদি গৃহপালিত পশুর উন্নতিসাধনার্থে সময়ে২ দেশস্থ লোক সভা করিয়া যে কেহ উত্তম পশু পালন করিয়াছে তাহাকে সমধিক পুরস্কার প্রদান করেন; দেশের সমস্ত প্রধান লোক তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন; এবং ডিউক মার্কুইস প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট, বর্দ্ধমানাধিপতিকে ক্রয়করণক্ষম ধনাঢ্যেরা স্বয়ং অশ্ব গো মেষাদি পালন করিয়া পুরস্কার ও প্রশংসার ভাজন হইতে চেষ্টা করেন, এবং তন্নিমিত্তই তাঁহাদের দেশ ধন্য মান্য ও অগ্রগণ্য হইয়াছে। যখন বঙ্গদেশের লোক সেই রূপ উৎসাহ আগ্রহ ও সৎকর্ম্মে অনুরত হইবেক, যখন ধনাঢ্যেরা সকলেই স্বস্বগৃহে স্বয়ং সর্ব্বপ্রধান মনে না করিয়া গুণদ্বারা মহৎহইতে চেষ্টা করিবেক, যখন আলস্য, ভূরিনিদ্রা, অজ্ঞান, দ্বেশ, মৎসরতা ও কুপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে জ্ঞানালোক, শ্রম, সৎস্বভাব, শাস্ত্রনিষ্ঠা ও আগ্রহিতা এতদ্দেশীয়দিগের গৃহে বিচরণ করিবে তখন এ অভীষ্ট অবশ্য সুসিদ্ধ হইবে; তৎপূর্ব্বে তাহার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষীয় গোর মধ্যে হরিয়ানা ও হানসীর গোই সর্ব্বপ্রধান, তাহাদের শরীর, সৌন্দর্য্য, দুগ্ধবতীত্ব, বল, বীর্য্য ও বহুবৎসত্ব প্রভৃতি সকল গুণেই অগ্রগণ্য। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অপর গো সকল তদপেক্ষায় অধম। গুজ্জর-গো কায়িক অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রচুরদুগ্ধবতী বলিয়া প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশীয় গো সর্ব্বাপেক্ষা অধম। চীন ও আফরিকা দেশের গো ককুদ্বিশিষ্ট এবং ভারতবর্ষীয় গোর তুল্য; কিন্তু মার্কিনদেশীয় গো তাদৃশ নহে, তাহারা ইউরোপীয় গোর সহিত তুলনীয়।

বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে শ্রীহট্ট ত্রিপুরা চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে গয়ালনামে প্রসিদ্ধ এক আবান্তর বর্ণ গো আছে, তাহাদের ককুদ বঙ্গদেশীয় গোর ককুদাপেক্ষা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এবং তাহাদের দেহ স্বতন্ত্র বোধ হয়। তাহাদের বর্ণ প্রায়ঃ কৃষ্ণই হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় বন্য গোর নাম গোর; তাহা সামান্য গোহইতে অনেক বৃহৎ, বঙ্গদেশীয় গোর অপেক্ষায় তিন চারি গুণ হইবেক। তাহাদের শৃঙ্গ মহিষশৃঙ্গের ন্যায় উভয়পার্শ্বে দীর্ঘীভূত, ও বলবীর্য্য অত্যন্ত ভীষণ। তাহারা অদ্যাপি মনুষ্যের বশীভূত হয় নাই, প্রত্যুত সর্ব্বদা শত্রুতাভাবে কালযাপন করে। বনে ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও গোরের সহিত সাক্ষাৎ তুল্য বোধ হয়; বরং ব্যাঘ্র এক উল্লম্ফনে মনুষ্যকে নিহত না করিতে পারিলে অল্পদূর পশ্চাৎ ধাবন করিয়াই বিরত হয়; গোর কুপিত হইলে ত্বরায় বিরত হয় না। তাহারা মহিষাপেক্ষাও একাগ্রচিত্ত। পরন্তু তাহারা মনুষ্য সমাগমের স্থানহইতে অনেক দূরে বাস করে, ইচ্ছাবশতঃ মনুষ্যের নিকট আইসে না। তাহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগের অপেক্ষায় সম্মুখ ভাগ অতি উচ্চ, এবং গাত্র কৃষ্ণাক্ত ধূমবর্ণ। সামান্য বৃষের ন্যায় গোর বৃষের ককুদ্ বৃহৎ হয় না।

গোশ্রেণীমধ্যে গো ভিন্ন চামরী গো, বাইন, আওরক্, ভু এবং মহিষ পশু নির্ণীত হইয়া থাকে, তাহাদের কএকের বিবরণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, অপরের পরে বক্তব্য।

সূর্য্য।



অশিক্ষিত অনভিজ্ঞ লোক যে সূর্য্যকে প্রতিদিন সন্দর্শন করিয়াও কোন কালে এক বার তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখে না এবং যাহাকে কিছুমাত্র অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া মনে করে না, সুশিক্ষিত কৃতবিদ্য লোক জ্ঞানবলে সেই সূর্য্যের বহুতর তত্ত্ব বিদিত হইয়া এক কালে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হয়েন, এবং তদীয় পরম-প্রমোদকর তত্ত্বের অনুশীলন করিয়া অত্যন্ত সুখাবহ রসের আলোচনার তুল্য প্রচুর সুখ অনুভব করেন। তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ বহু আয়াস ও যত্ন স্বীকার-পূর্ব্বক সূর্য্যসম্পর্কীয় যে সকল অদ্ভুত-তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, তত্তাবৎ যে কেবল তাঁহাদিগের উদার চিত্তেরই বিনোদকর এমত নহে, যে কোন মনুষ্য সেই সমস্ত বিস্ময়কর ব্যাপারের আলোচনা করে এবং যে কোন ব্যক্তি তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই অপর্য্যাপ্ত সুখে সুখী হয়, সন্দেহ নাই।

প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল আমাদিগের এই ভূমণ্ডল অপেক্ষা কত বৃহৎ এবং ইহাহইতে কত দূরে স্থিত রহিয়াছে, এবং কি প্রকার নিয়মানুসারে আপনার কল্যাণকর কিরণ কণা মর্ত্ত্য লোকে বর্ষণ করিতেছে, কি নিয়মে কোন্ পথে আপনার অধীনস্থ এই পৃথিবী ও অপর গ্রহাদি সঙ্গে লইয়া নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে জ্ঞান-চক্ষুষ্মান পণ্ডিতেরা তাহার কোন বিষয়ই তন্ন তন্ন করিয়া নিরূপণ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

মনুষ্য শত বৎসর পরিশ্রম ও সহস্র প্রকার চেষ্টা করিলেও কোন মতেই যে দূরাৎ সুদূরতর সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না, যাহার অপরিমেয় উচ্চতর পদ সন্দর্শন করিলে উন্নত শৃঙ্গ পর্ব্বতকেও সামান্য লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান হয়, এবং যাহার অনতিক্রম্য, শূন্য পথ না নৌকাদ্বারা উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না কোন যান-বাহনেই পরিভ্রমণ করিবার যোগ্য হয়—সেই সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবী-হইতে কত দূরে স্থিত রহিয়াছে, জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নিরূপিত করিয়াছেন, কোন অশিক্ষিত অনভিজ্ঞ লোককে এ কথা সহজে বিশ্বাস করাণ কোন মতে সুসাধ্য হয় না। আমাদিগের এই ভূমণ্ডলহইতে সূর্য্যমণ্ডল প্রায়ঃ এক কোটি বিংশতি লক্ষ যোজন দূরে স্থিত রহিয়াছে, কোন অশিক্ষিত লোক আপাততঃ এ কথা শ্রবণ করিলে বিশ্বাস করা দূরে থাকুক তাহাতে উপহাসই প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ কোন রজ্জু কিম্বা মানদণ্ডদ্বারা প্রমাণ করিয়া যেমন সম্মুখস্থ দশহস্তান্তরের কোন পদার্থ যত দূরে আছে, তাহা স্থিররূপে বলা যায়' সিদ্ধান্তজ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে অপার দূরস্থিত সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবীহইতে কত দূরে রহিয়াছে, তাহাও সেইরূপ স্থিররূপে নির্দ্দেশ করা যায়। বরং রজ্জু কিম্বা দণ্ডদ্বারা পরিমাণ করিয়া পৃথিবীস্থ নিকটতর কোন পদার্থের স্থান নিরূপণ করিতে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীহইতে সূর্য্য যত দূরে স্থিত রহিয়াছে গণিতশাস্ত্রের সঙ্কেতদ্বারা তাহা নিরূপণ করিবার সময় কোন ভ্রান্তি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অশিক্ষিত লোক সূর্য্যকে বহুদূর-স্থিত দেখিয়া তাহার স্থানের দূরতা নিরূপণ করা অসম্ভব-ব্যাপার বলিয়া অবজ্ঞা করে, কিন্তু পদার্থ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে নিকটস্থ পদার্থ অপেক্ষা দূরস্থ বস্তুর দূরতা অতি সহজে ও সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত করা যায়। সামান্য পাটীগণিত ও ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যার যে সঙ্কেতে বিজ্ঞান-শাস্ত্রবেত্তা

পণ্ডিতেরা কোন নদীর পূর্ব্ব পারহইতে পশ্চিম-পারস্থ বৃক্ষ পর্ব্বত ও অট্টালিকাদির দূরতা ও উচ্চতা স্থির করিয়া থাকেন, সেই সামান্য সরল সঙ্কেতদ্বারাই জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা আকাশ-মণ্ডলস্থ সূর্য্যের দূরতা নিরূপণ করেন। নদী-পারস্থ বৃক্ষ-পর্ব্বতাদির দূরতা ও উচ্চতা স্থির করা, আর আকাশস্থ সূর্য্যের দূরতা নিরূপণ করা, এই উভয় ব্যাপারই এক, এবং উভয়ের পরিমাণই সমান সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হয়।

উল্লিখিত সঙ্কেতদ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে পৃথিবীহইতে সূর্য্য প্রায়ঃ এক কোটি বিংশতি লক্ষ যোজন দূরে স্থিত রহিয়াছে।

সূর্য্যের আকার পৃথিবী অপেক্ষা যত বৃহৎ তাহাও পণ্ডিতগণ এইরূপে নিরূপিত করিয়াছেন। কোন একটি বস্তু আমাদিগের নিকটহইতে কত দূরে রহিয়াছে, যখন ইহা নিশ্চয়রূপে নিরূপিত হয়, তখন সেই বস্তু যে কত বৃহৎ তাহাও অনায়াসে জানা যাইতে পারে; সুতরাং আকাশস্থ এই নক্ষত্রাদির দূরতা নিরূপিত হইলেই অনায়াসেই তাহাদিগের আকৃতির আয়তনও জানা যায়। আকাশস্থ সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদিকে পৃথিবীহইতে যত বৃহৎ দেখায়, কত বড় বস্তুকে কত দূরে রাখিলে তত বৃহৎ দেখা যায়, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই অনায়াসে অপরিমিত এই নক্ষত্রাদির বৃহত্ত্ব জানা যাইতে পারে।

অখণ্ডমণ্ডলাকার পূর্ণচন্দ্র, আর মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য-মণ্ডল, এ উভয়ই পৃথিবীহইতে প্রায়ঃ এক সমান বোধ হয়। সূর্য্যমণ্ডলকে যে পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে প্রায়ঃ সমান বৃহৎই দেখায় তাহা সূর্য্যগ্রহণদ্বারা আরও সপ্রমাণ হইয়াছে, যেহেতু সূর্য্যগ্রহণের সময় কখন কখন সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলদ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হওয়াতে সর্ব্বগ্রাসও হইয়া থাকে। পৃথিবীহইতে আমাদিগের পক্ষে চন্দ্র, ও সূর্য্য এক সমান না দেখাইলে কখন উক্তপ্রকার ঘটনা ঘটিতে পারিত না। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা পরিমাণ করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে চন্দ্রাপেক্ষা সূর্য্য পৃথিবীহইতে চারিশত গুণ অধিক দূরে স্থিত রহিয়াছে, অতএব চন্দ্রাপেক্ষা সূর্য্য চারিং শত গুণ বৃহৎ না হইলে আর কখন তাহাকে তত দূর হইতে চন্দ্রের সঙ্গে সমান বোধ হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। বস্তুতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যের আয়তন সমান হইলে সূর্য্য চন্দ্রাপেক্ষা অবশ্য চারিশত গুণ ক্ষুদ্র বোধ হইত, সন্দেহ নাই।

বিচক্ষণ২ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ পরিমাণ করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে চন্দ্রমণ্ডলের ব্যাস প্রায়ঃ সহস্র ক্রোশের অধিক, সুতরাং চন্দ্রাপেক্ষা চারি শত গুণ বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস ও তদপেক্ষা চারি শত গুণ অধিক হইলে প্রায়ঃ চারি লক্ষ ক্রোশের অধিক হইবেক। প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল কত বড় এবং কত দূরে স্থিত রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশে পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে যে বাষ্পীয় রথ প্রতি ঘণ্টায় প্রায়ঃ ষোল ক্রোশ পথ চলিতে পারে, সেই রথ পৃথিবীহইতে তিন শত দ্বিচত্বারিংশৎ বৎসর তিন মাস নিরন্তর দিবা রাত্রি ভ্রমণ করিলে পর সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইতে পারে। সামান্য কামানের গোলা উল্লিখিত রথাপেক্ষা পঞ্চাশৎ গুণ দ্রুতবেগে চলে; তাহা ক্রমাগত সাতবৎসর না চলিলে সূর্য্যলোকে উপনীত হইতে পারে না। সূর্য্যমণ্ডলের পরিধি এত বিস্তৃত যে উল্লিখিত-প্রকার বেগবিশিষ্ট বাষ্পীয় রথ নিরন্তর সাতবৎসর দিবারাত্রি ভ্রমণ করিলে পরে এক বার সমস্ত সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে। পৃথিবীহইতে চন্দ্র প্রায়ঃ ১,২০,০০০ ক্রোশ অন্তরে থাকিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু যদি ভূমণ্ডলকে সূর্য্যমণ্ডলের

মধ্যস্থানে স্থাপিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে চন্দ্র ঐ সূর্য্যমণ্ডলের মহদায়তনের মধ্যে থাকিয়াই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে পারে।

যখন কোন দুই গোলাকার পদার্থের ব্যাস ও পরিধি স্থির হয়, তখন তাহাদিগের আপেক্ষিক হেতু নিরূপণ করাও অতি সহজ হইয়া পড়ে। ব্যাস দ্বিগুণ অধিক হইলে আয়তন আটগুণ অধিক হয়, এবং ব্যাস দশ গুণ অধিক হইলে আয়তন সহস্র গুণ অধিক হয়। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস প্রায়ঃ এক শত গুণ অধিক, অতএব উল্লিখিত নিয়মানুসারে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ভূমণ্ডল অপেক্ষা সূর্য্যমণ্ডল প্রায় চতুর্দ্দশ লক্ষ গুণেরও অধিক বৃহৎ। সূর্য্যমণ্ডল এত বৃহৎ যে এই সৌর ৪ জগতের মধ্যে যে সকল গ্রহ ও উপগ্রহ আছে, তৎসমুদায়কে একত্রিত করিয়া এক প্রকাণ্ড পিণ্ডাকারে পরিণত করিতে পারিলেও সেই প্রকাণ্ড পিণ্ড সূর্য্যমণ্ডলের পাঁচশত ভাগের এক ভাগের ও অধিক হয় না।

পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যমণ্ডল কত বৃহৎ ও তাহাহইতে কত দূরে স্থিত রহিয়াছে, জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ বুধাগ্রগণ্যেরা কেবল তাহাই নিরূপিত করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। কোন বালক আপন করস্থ পণ্যদ্রব্যকে হস্তে পরিমাণ করিয়া যেমন সূক্ষ্মরূপে তাহার ভার নিরূপণ করিয়া দেখে, অসামান্য-শক্তি সম্পন্ন জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতদিগের মানসবিহঙ্গ জ্ঞানপক্ষ আশ্রয় করিয়া উড়িতে ২ সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রত্যেক পরমাণুর ভারও সেই প্রকার সূক্ষ্মরূপে পরিমাণ করিয়া স্থির করিয়াছে। অশিক্ষিত অল্পবুদ্ধি লোক এই বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পন্ন হইবার কথা শ্রবণ করিলে আপাততঃ স্তব্ধপ্রায় হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা, ফলতঃ মনুষ্য সূর্য্যলোকে গমন না করিয়া এবং সূর্য্য মণ্ডলকে ভূমণ্ডলে আনয়ন না করিয়া কিপ্রকারে যে তাহার প্রত্যেক পরমাণুর ভার নির্দ্দিষ্ট করিল, ইহা শ্রবণ করিলে আপাততঃ অনেক লোকেরই বিস্ময় উপস্থিত হওয়া সম্ভব, এবং ইহা জ্ঞাত হইবার জন্যও আমাদের কুতূহল উপস্থিত হইতে পারে।

পদার্থবিদ্যাবিৎপণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে যখন কোন পদার্থ চক্রাকৃতি পথে ঘূর্ণিত হয় তখন তাহা নিয়ত এক শক্তিদ্বারা নিক্ষিপ্ত ও অন্য শক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইতে থাকে। কোন ইষ্টকখণ্ডে রজ্জু বন্ধন করিয়া হস্তদ্বারা ঘূর্ণিত করিবার সময় হস্ত তাহাকে নিয়ত বহির্দিকে নিক্ষেপ করে এবং রজ্জু নিয়ত হস্তের দিকে টানিয়া রাখে বলিয়া ঐ ইষ্টকখণ্ড অবিশ্রান্ত চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতে থাকে। গগণমণ্ডলস্থ গ্রহ ও উপগ্রহ-সকলও উল্লিখিত উভয় শক্তির অধীন থাকিয়া নিয়ত চক্রাকৃতি পথে ভ্রমণ করে। গ্রহগণ সূর্য্যহইতে দূরে পলায়ন করিবার সময় পুনর্ব্বার সূর্য্যকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘূর্ণিত হইতেছে, এবং উপগ্রহসকলও ঐরূপ স্ব২ গ্রহকর্তৃক আকৃষ্ট হওয়াতে তাহাকে চক্রাকার পথে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া রাখাতে যেমন পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে আমাদিগের চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীকর্তৃক আকৃষ্ট হওয়াতে নিয়ত তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য যত দূরহইতে পৃথিবীকে যত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে, এবং পৃথিবীও চন্দ্রকে যত দূরহইতে যত বলে আকর্ষণ করিয়া থাকে, পণ্ডিতগণ এই উভয় আকর্ষক বল পরিমাণ করিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে চন্দ্র পৃথিবীহইতে যত দূরে রহিয়াছে, সূর্য্যহইতে তত দূরে থাকিলে সূর্য্য তাহাকে পৃথিবী অপেক্ষা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গুণ অধিক বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিত। তাঁহারা সূর্য্যের এই আকর্ষণ শক্তি স্থির করিয়া

তাহার ভারের পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, যে বস্তু যে পরিমাণে ভারী হয়, তাহার আকর্ষণশক্তিও সেই পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। সূর্য্যের আকর্ষণশক্তি পৃথিবীর অপেক্ষা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গুণ অধিক, অতএব সূর্য্য পৃথিবীর অপেক্ষা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গুণ অধিক ভারী।

সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবীমণ্ডল অপেক্ষা ভারী বটে, কিন্তু সৌর পরমাণু পার্থিব পরমাণুর অপেক্ষা অনেক লঘু। সৌর পরমাণু পার্থিব পরমাণুর অপেক্ষা লঘু না হইয়া তাহার সঙ্গে সমান ভারী হইলে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের আয়তন যত বৃহৎ উহার ভারও তদপেক্ষা তত অধিক হইত। অর্থাৎ তাহা হইলে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চতুর্দ্দশ লক্ষ গুণের ও অধিক ভারবিশিষ্ট হইত। অতএব পরিমাণদ্বারা অবধারিত হইতেছে যে সৌর পদার্থের পরিমাণ পার্থিব পদার্থের পরিমাণের প্রায় চারিভাগের এক ভাগের সঙ্গে সমান। সূর্য্যের উপাদান পদার্থ জলের অপেক্ষা শতকরা চল্লিশ গুণ ভারী, অতএব জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা পরিমাণ করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে সূর্য্যমণ্ডল-তুল্য একটি জলময় পিণ্ড প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহা সূর্য্যাপেক্ষা শতকরা চল্লিশ অংশে লঘু হইতে পারে।

সূর্য্যকে পৃথিবীহইতে এক খানি থালের মত দেখায়; কিন্তু বস্তুতঃ উহার আকার থালের মত নহে। উহা বর্ত্তুল অথবা ভাটার ন্যায় গোলাকার। দূরবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা দেখিলে চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় সূর্য্যেতেও নানাপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়াযায়; কিন্তু সর্ব্বদা এক প্রকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। যে চিহ্নগুলিকে এক সময় দেখা যায়, সময়ান্তরে আর সেগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় না; অন্যপ্রকার আর কতগুলি দৃষ্ট হইতে থাকে। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা ইহার এই কারণ স্থির করিয়াছেন, যে আমাদিগের পৃথিবী যেমন স্বীয় অক্ষোপরি ঘূর্ণিত হইতেছে, সূর্য্যও সেই প্রকার আপনার অক্ষের উপর নিয়ত ঘুরিতেছে বলিয়া উহাতে সর্ব্বদা একপ্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। যে চিহ্নগুলি একবার আমাদিগের পক্ষে প্রকাশ পায় সূর্য্যের আবর্ত্তনক্রিয়াদ্বারা তাহা আবার আমাদিগের নিকটহইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সূর্য্য ও আপনার অক্ষোপরি পশ্চিমহইতে পূর্ব্বদিকে ২৫ দিনে একবার আবর্ত্তিত হইয়া আইসে বলিয়া উহার সঙ্গে পঁচিশদিন পর্য্যন্ত একপ্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সূর্য্যের আকার যথার্থতঃ থালের মত হইলে এপ্রকার অবস্থায় আমরা কোন মতেই উহাকে সর্ব্বদা এরূপ চক্রাকার দেখিতে পাইতাম না। তাহা হইলে উহা ঘুরিতে২ নানা সময় আমাদিগের পক্ষে নানা প্রকার আকারে প্রকাশ পাইত। আমরা যখন উহাকে থালের মত দেখিতাম তখন কেবল একটি রেখার মত সন্দর্শন করিতাম, এবং কোন সময় উহার অন্য রূপ আকার বোধ হইত; অর্থাৎ এক খানি থালকে অনবরত ঘূর্ণিত করিলে তাহার যতপ্রকার আকার হইয়া থাকে, আমাদিগের চক্ষে সূর্য্যেরও ততপ্রকার আকার প্রকাশ পাইত। কেবল থালের মত আকার কেন বর্ত্তুলাকার ভিন্ন আর কোন প্রকার আকারই নিয়ত এরূপ আবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগের চক্ষে সূর্য্যের ন্যায় আকৃতিতে প্রতিভাসিত হইতে পারে না; অতএব সূর্য্যমণ্ডল যে নিতান্তই বর্ত্তুলাকার জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা তাহা বিধিমতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বহুপ্রকার যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক নিরূপিত করিয়াছেন, যে আমাদিগের ভূমণ্ডল যেমন বায়ুরাশিতে পরিবেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও সেই রূপ বায়ুবৎ একপ্রকার সূক্ষ্ম

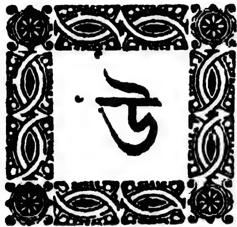
পদার্থে পরিবেষ্টিত, এবং ঐ পদার্থই প্রভাকরের কিরণের কারণ। পিণ্ডাকার স্থূল সূর্য্যমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নহে; উহা প্রভাহীন। উহা যে বায়ুবৎপদার্থে আচ্ছন্ন আছে, তাহাই আলোক এবং উত্তাপের নিদানভূত। সেই বায়ুবৎ উজ্জ্বল পদার্থের স্থানে২ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ কতকগুলি কুহর বিদ্যমান আছে। কেহ২ অনুমান করিয়াছেন, যে ঐ বায়ুর স্থান যেমন প্রভাববিশিষ্ট গহ্বর স্থানগুলি সেরূপ নহে বলিয়া তাহাদিগকে সূর্য্যের কলঙ্ক বা গাত্রের চিহ্ন স্বরূপ বোধ হয়। বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদ উইলিঅম্ হর্শেল উল্লিখিত মতের পোষকতা করিয়াছেন; তিনি স্থূল সূর্য্যমণ্ডলকে দুই প্রকার বায়বীয় পদার্থে আচ্ছন্ন করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী প্রথম-স্তরস্থ পদার্থ আমাদিগের পার্থিব বায়ুর ন্যায় অনুজ্জ্বল, এবং দ্বিতীয় স্তরের বায়ু আলোক ও উত্তাপ-বিশিষ্ট। যখন উপরিস্থিত স্তরের মধ্যদিয়া নিম্নস্থ অনুজ্জ্বল বায়ুবৎপদার্থের কোন২ স্থান দৃষ্ট হয়, তখনি তাহাদিগকে সূর্য্যের গাত্রের চিহ্ন বলিয়া অনুভূত হয়।

চিহ্নগুলিও সর্ব্বদা সমান থাকে না। কোন২ সময় স্থূল সৌরমণ্ডল এক কালে নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়ে, কখন বা বহুচিহ্নে পরিপূর্ণ হয়, কখন বা তাহাতে স্থূল২ ও দীর্ঘ২ বৃহৎ চিহ্নসকল প্রকাশ পায়, এবং কখন বা ঐ সকল বৃহৎ চিহ্ন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র২ চিহ্ন উদিত হয়। ঐ চিহ্নগুলির অবস্থান্তর ও রূপান্তর ঘটিবার বিষয়ে অনেক পণ্ডিত অনেকপ্রকার কারণ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রধান২ পণ্ডিতেরা সূর্য্যের আবর্ত্তন ক্রিয়াকেই উহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ চিহ্নগুলির আর২ অনেক অংশে অবস্থান্তর ঘটিতে দেখাযায় বটে, কিন্তু উহাদিগের অবস্থিতি-স্থানের কদাপি পরিবর্ত্তন ঘটে না, উহাদিগের মধ্যে যে চিহ্নকে একবার সূর্য্যের যে স্থানে দেখাযায় তাহা চিরদিনই সে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডল যে একপ্রকার বায়ুবৎ-পদার্থে আচ্ছাদিত, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা তাহা সর্ব্বগ্রাস সূর্য্য-গ্রহণের প্রকৃতি ও লক্ষণ দ্বারা আরও পরিষ্কার রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

যে সূর্য্যমণ্ডল পৃথিবীমণ্ডলহইতে অতি দূর দূরান্তরে স্থিত রহিয়াছে, আটমিনিটের মধ্যে সেই সূর্য্যহইতে আমাদিগের ভূলোকে তাহার আলোক আসিয়া উপস্থিত হয়। আলোক যে কতসত্বর বেগে গমন করে তাহা ইহাদ্বারাই অক্লেশে সকলের বোধগম্য হইতে পারে। বিশেষতঃ সূর্য্যালোক স্বভাবতঃ এত তেজস্বী যে তাহার কিঞ্চিৎ ভাগ একত্র সংযত হইলে তদীয় তেজে প্রকাণ্ড বৃক্ষস্কন্ধ পর্য্যন্তও দগ্ধ হইতে পারে। যাহারা কখন আতসীকাচদ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছে, তাহারাই সূর্য্যালোকের স্বাভাবিক তেজ জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু এতাদৃশ ব্যবস্থানুসারে সূর্য্যহইতে পৃথিবীতে আলোক পতিত হয় যে তদ্দ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটিয়া কেবল বহুপ্রকার উপকারই দর্শে। আলোক ও উত্তাপ যে আমাদিগের কত উপকারী ইহা বোধ হয় কোন ব্যক্তিকেই চেষ্টা করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। পৃথিবী আলোক শূন্যতমসাচ্ছন্ন হইলে যে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের কি পর্য্যন্ত দুঃখের দশা উপস্থিত হইত, তাহা মনে হইলে আপনাহইতে আলোকের গুণসকল আসিয়া অন্তঃকরণ মধ্যে উদিত হয়, এবং পৃথিবীতে তেজ না থাকিলে যে আমাদিগের কি পর্য্যন্ত দুর্দশা উপস্থিত হইতে পারে তাহার প্রতি একবার মনোযোগ করিলেই তেজকে আপনাহইতে পরমোপকারি বলিয়া বোধ হয়। তেজের অভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড কেবল একটি কঠিন জড়পিণ্ড হইয়া থাকিত, এবং পৃথিবীতে

তেজের অল্পতা হইলে জগদীশ্বরের জীবরাজ্যে ও উদ্ভিদরাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইত। আমরা অনেক পার্থিব পদার্থহইতে অনেকপ্রকার উপায়দ্বারা আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইতে পারি, কিন্তু সূর্য্যই ভূমণ্ডলের আলোক ও উত্তাপ বিধানের প্রধান উপায়। সূর্য্য ব্যতিরেকে এ পৃথিবী নিমেষ মাত্রও স্থিতি করিতে পারে না।

রাজপুত্র ইতিহাস।



দয় সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শুক্ত সপ্তদশ সন্ততি রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়েন; তন্মধ্যে ভান্জী শুক্তাবৎ দলের প্রধান হইয়া অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করাতে তাঁহারা স্বীয় ২ অশ্ব ও অস্ত্র লইয়া ঈদরের পথে গমন করেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের প্রধান পুরুষ অচলের বনিতার গর্ব্ভ বেদনা উপস্থিত হইবায় পালোদ নগরে জাহ্নবী মাতার ভগ্ন মন্দিরে তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। তথায় দেবীর প্রসাদে আসা নামক সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে, এবং ভ্রাতৃগণ ত্বরায়, ঈদরে গমন করিয়া তৎপ্রধানদ্বারা সমাদৃত হইয়াছিলেন। তথায় রাণার প্রধান মন্ত্রী শত্রুঞ্জয়-স্থানহইতে প্রত্যাগমনকালে শিবির সংস্থান করিয়াছেন এমত সময়ে একঝড় হওয়াতে মন্ত্রিবনিতার শিবির পতনোন্মুখ হইয়াছিল। উক্ত ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক তাহা রক্ষিত হওয়ায় মন্ত্রী তাঁহাদিগের উদয়পুর আগমনে আহ্বান করেন। তৎপরে অমর রাণা মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে পার্ব্বত্য সৈন্য-সংগ্রহ করণ কালীন ভ্রাতৃগণকে নিমন্ত্রণ করায় তাঁহারা তথায় সমুপনীত হইয়া রাণার পর্ব্বতে নিশা-যাপন-জন্য স্বয়ং কাষ্ঠ-সংগ্রহদ্বারা প্রতিপন্ন হইলেন। অতঃপর ভ্রাতৃগণ-শ্রেষ্ঠ বল্লোকে উপস্থিত-সংগ্রামের প্রধানত্ব দিবায় এবং কবিকর্ত্তৃক শুক্তাবতীয়মর্য্যাদাবাক্য অবিরত ঘোষিত হওয়াতে চণ্ডাবৎপ্রধান স্বীয়-পদচ্যুতি হইয়াছে মনে করিয়া প্রশ্ন করেন। কবি তদুত্তরে কহেন, "এই বুঝি শেষ বার চণ্ডার মর্য্যাদা-বাক্যে তোমার কর্ণকুহর তৃপ্ত হইল, আগত কল্য উহা এবং হিরোল শুক্তাবৎদিগকে প্রদত্ত হইবেক," ইহাতেই বিস্মিত এবং বল পরীক্ষার আকাঙ্ক্ষান্বিত হইয়া অবশেষে ওন্তালার আক্রমণে যে রূপে চণ্ডাবতীয় গৌরব রক্ষিত হয় তাহা পূর্ব্বেই বিন্যস্ত হইয়াছে। রাণা ঐ জয়ঘোষণা শুনিবা মাত্র রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়া মুমূর্ষু বল্লোর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহার শেষ বাক্য কবিকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া অদ্যাপি শুক্তাবতীয় মর্য্যাদা-বাক্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগের আহ্বান-সময়ে পঠিত হইয়া থাকে, যথা; "দূনা দাতার, চৌগুনা জুমার, খোরাষান মুলতান কা আগল" অর্থাৎ "দ্বিগুণ দান, চতুর্গুণ ক্লেশ স্বীকার, খোরাষান ও মুলতানের রক্ষক।" কথিত আছে যে চণ্ডাবত প্রধান এই বাক্যে ক্রুদ্ধ হওয়াতে কবিবর প্রত্যুত্তর করেন যে আপনি "দস্ শহস্ মিবারকা বর কিবাড়" অর্থাৎ "দশ সহস্র মিবারস্থ নগরের বৃহৎ কপাট।" তৎপরে ভিণ্ডর নগরীয় রাঠৌরগণকর্ত্তৃক রাণা অবমানিত হওয়ায় শুক্তাবতীয় প্রধান ভানজি তাহাদের পরাজয় করেন, এবং পুরস্কার স্বরূপে রাণাহইতে ঐ নগর প্রাপ্ত হন। শুক্তাবতেরা তথায় ক্রমাগত দশ পুরুষ অবস্থিতি করিয়া বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন।

এদিকে অকবর-তনয় জঁহাগীর রাণার বিরুদ্ধে অজমীর নগরে অজেয়-সৈন্য-সংগ্রহে স্বীয় পুত্র পরবেজকে অধ্যক্ষতা-সমর্পণে রাণা বা তৎপুত্র উপনীত হইলে তাহাদিগের উপযুক্ত সমাদর করিতে এবং তদ্দেশপ্রতি আঘাতে ক্ষান্ত থাকিতে শিক্ষা প্রদান করিয়া বিদায় করেন। পরন্তু শিশুদিয়রাজ অধীনতা-স্বীকারে বিরত হইয়া পরবেজকে বিলক্ষণরূপে ক্ষিপ্ত করিয়া খামনোর ঘাটে পরাভূত করিলেন। জঁহাগীর স্বীয় জীবনবৃত্তান্তে লেখেন যে তিনি পরবেজকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে এবং তৎপুত্রকে রাণার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। পরবেজ তাহাতে মহাবৎ খাঁর সহিত পিত্রানুরূপ দশা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অসংখ্য যবনসৈন্য অজেয় বিধায় সপ্ত দশ যুদ্ধে জয়ী হইয়াও পরিণামে সৈন্যাভাবে রাণা হীনবল হইয়া পড়িলেন। এমৎ সময়ে জঁহাগীর আরবার বিপুলসৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুবরাজ খোর্‌রমকে সৈন্যভার অর্পণ করিলেন। বাদশাহ স্বয়ং তাহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লেখেন; "রাজত্বের "অষ্টম বর্ষে অজমীর গমনে প্রতিজ্ঞা করিয়া খোর্‌রমকে "উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত সহিত তথায় বিদায় করিলাম। কিয়- "দ্দিবস পরে সুলগ্নে আলম গোমান নামক প্রধান হস্তী ও "রাণার অপর সপ্ত দশ হস্তী খোর্‌রমকর্ত্তৃক প্রেরিত হই- "বায় পর দিবস ঐ গর্ব্বিত গজারোহণে স্বর্ণ বিতরণ করি- "লাম। রাণা খোর্‌রমকে আত্ম সমর্পণ করিবেন এই সংবাদ "শ্রবণে আমি আহ্লাদে নিমগ্ন হইলাম। তিনি সুপকর্ণ "ও হরিদাস ঝালা নামক দুই ব্যক্তিকে তদুদ্দেশে প্রেরণ "করিয়া ক্ষমা এবং বন্ধুতা প্রাপ্ত হইলে স্বীয় পুত্র কর্ণকে "যুবরাজ সন্নিধানে প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। পরন্তু "স্বীয় বার্দ্ধক্যদশা বিবেচনায় স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে পরা- "ঙ্মুখ ছিলেন। ফলতঃ রাণা অমরা এবং তৎপূর্ব্বপুরুষেরা "অতি গর্ব্বিত ও স্বীয় পার্ব্বত্য দেশের অভেদ্য দুর্গবলে "বলিষ্ঠ থাকিয়া হিন্দুস্থানীয় কোন রাজার সহিত সন্দর্শন

"বা কদাচিৎ কাহারো নিকট অধীনতা স্বীকার করেন
" নাই এই নিমিত্ত অব্যাহতি চাহিয়াছিলেন। এই সংবাদ
" প্রাপ্তি মাত্রে রাণাকে ক্ষমা এবং বন্ধুতাসূচক ফরমান্
" প্রেরণ করিয়া তাহাতে আপন পাঞ্জা নিবিষ্ট করি-
" লাম; এবং খোর্‌রমকে আদেশ করিলাম যে এই মহৎ
" ব্যক্তির সহিত তাহার বাঞ্ছানুরূপ ব্যবহার করেন। আ-
" গামী রবিবার দিবস উপযুক্ত পরিচ্ছদে রাণা খোর্‌রমের
" সহিত সন্দর্শন করিয়া এক অমূল্য মণি, নানাবিধ স্বর্ণ
" ভূষিত অস্ত্র, সপ্ত গজ, এবং নয়টা তুরঙ্গ, করপ্রদানান্তর
" ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। খোর্‌রম উপযুক্ত সমাদরে রা-
" ণাকে সাহায্যের সম্যক্ আশা দিয়া তাঁহাকে ও পারিষদ-
" গণকে বহুমূল্যের খেলাৎ হস্তী অশ্ব এবং খড়্গ প্রভৃতি
" পারিতোষিক দিলেন। রাণার পুত্র কর্ণ পৃথক্ সাক্ষাৎ
" করিয়া তাদৃশ সমাদৃত হইয়াছিলেন, এবং আমার
" সহিত অজমীর-নগরে সন্দর্শন করাতে আমার দক্ষিণ
" পার্শ্বস্থ পদপ্রাপ্ত, ও প্রত্যহ আমার ও নূরজহাঁ বেগ-
" মের নিকট নানা দ্রব্যে ভূষিত হইয়াছিলেন। তৎ-
" পরে তাঁহার জায়গীরে গমনের অনুমতি করি। তদ-
" বধি দশ লক্ষ মুদ্রোপযোগী পারিতোষিক তাঁহার
" প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। কর্ণের পুত্র জগৎসিংহ দ্বাদশ
" বর্ষীয় বালক আসিয়া সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার মহাপুরুষ
" লক্ষণাক্রান্ত আকৃতি দৃষ্টে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সৌজন্য
" তায় ও সমাদরে বাধিত করিয়াছিলাম। ধবল প্রস্তরে
" রাণা এবং কর্ণের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করাইয়া আগরার
" উদ্যানে স্থাপিত করিয়াছিলাম। তৎপরে কর্ণ পঞ্চ দশ
" শত অশ্বারোহি রাজপুত্র সৈন্যের সহিত খোররমের নিকট
" যুদ্ধকালে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমার রাজ্যের চতুর্দ্দশ
" বর্ষে রাণা অমর সিংহের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কর্ণের
" নিকট পদ-প্রদান-সূচক ফর্মান এবং পারিতোষিক প্রেরণ
" করি। এবং জগৎ সিংহকে আমার সন্নিধানে সৈন্যসহ
" অবস্থানের অনুমতি দেই।" জহাঁগীর বাদশাহ এই রূপ
সরলচিত্তে আপনার মহত্ত্ব প্রকাশে. রাণার ক্ষমতাতীত
সংগ্রামের গৌরব এবং স্বাধীনতা পরিত্যাগের ঈদৃশ অনিচ্ছা
ও পরিশেষে ক্ষীণবল ও উপায় হীন হইলেও সাক্ষাতে
অধীনতা-স্বীকারে সম্মার্জ্জনা-প্রার্থনা এবং বাদশাহ তাহা
অনুধাবন করিয়া স্বীয় তনয়ের প্রতি ঐ মহদ্ব্যক্তির সহিত
তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করণের আদেশ, এবং তাঁহাকে
দক্ষিণ হস্তের নিকট স্থান প্রদানদ্বারা সর্ব্বোপরি সম্মান
করায় অতুল্য যশোভাজন হইয়াছিলেন, তথাপি শত২ চক্র-
বর্ত্তীর বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া এবং চিরকাল যবন-সৈন্যকে
ভূয়োঽ পরাজয় করিয়া ইদানীং পঞ্চ সহস্র সৈন্যের মন
"সবদার" উপাধিতে এবং স্বীয় রাজ্য জায়গীর শব্দে উল্লেখ
হওয়ায় কর্ণ কেবল জীবনসত্ত্বে মৃতকল্প হইয়াছিলেন।
খোর্‌রমের সৌজন্যতা তাঁহার পক্ষে বিষতুল্য বোধ হইত।
খোর্‌রম রাজপুত্র ক্ষেত্রে * জন্ম গ্রহণ করায়, এবং রাজপুত্র-
বিক্রমের অনুরাগী হওয়া প্রযুক্তই তিনি রাজপুত্র-বন্ধুতা-
প্রাপ্তি হেতুক রাণা স্বীয় রাজধানীহইতে অগ্রসর হইয়া
বাদশাহের ফরমান গ্রহণ করিলে মিবারহইতে সকল যবন
অন্যত্র প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু অমরসিংহ
তাহা ঘৃণা করিয়া স্বীয় রাজ্যভার পরিত্যাগপূর্ব্বক পু-
ত্রের মস্তকে টীকা প্রদান করিয়া স্বয়ং নচৌকি-নামক
নিভৃতস্থানে গমন করেন; আর প্রাণসত্ত্বে রাজধানীতে
প্রত্যাগমন করেন নাই।

রাণা অমরার যশোবর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। তিনি প্রতাপ
সিংহ ও তদ্বংশের উপযুক্ত সন্তান; তিনি মহাবীরের বল
বীর্য্য ও পরাক্রমে এবং মহাপুরুষের বুদ্ধিমত্তা গুণে ভূষিত,
এবং মিবারবংশের মধ্যে শারীরিক বল ও আকৃতিতে
শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সৌন্দর্য্যে ন্যূন এবং গাম্ভীর্য্যে অধিক, তিনি
সকল সরদারকর্তৃক সৌজন্যতা এবং সাহসের নিমিত্তে
সমাদৃত এবং প্রজাগণকর্তৃক সুবিবেচকতা এবং দয়াশী-
লতাপ্রযুক্ত পরিপূজিত হইয়াছিলেন।

১৬৭৭ সংবৎসরে কর্ণ রাণা মিবারের শেষ স্বাধীন
রাজার আসনে উপবেশন করিলেন।

পিতৃ-সত্ত্বে সৌরাষ্ট্র পরাজয় করিয়া তিনি স্বীয় বীর্য্য
প্রদর্শন ও পিতার অর্থ প্রয়োজনতা নিবারণ করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু অধুনা রাজপুত্র বল প্রকাশের সময় অতীত
হইয়াছিল সুতরাং তদ্বিনিময়ে কর্ণ রাণা জহাঁগীরের সহা-
য়তায় দুর্গ এবং জলাশয় ও রাজগৃহ নবানুরাগ বিশিষ্ট
করিয়াছিলেন।

রাণা অমর সিংহের স্বাধীনতা-সমর্পণ-সময়ে স্বয়ং ও
উত্তরাধিকারিগণের বাদশাহের সান্নিধ্যে অবস্থিত হইতে
অব্যাহতি লইয়াছিলেন, কেবল প্রত্যেকদিল্লীশ্বরের অবসানে
নগরহইতে বহির্গত হইয়া রাজাজ্ঞা অর্থাৎ ফরমান গ্রহণ
করিবেন এই অবধারিত ছিল; এজন্য রাজ্যাভিষিক্ত রাণার
জ্যেষ্ঠ পুত্রেরাই সর্ব্বথা দিল্লীশ্বরের নিকটস্থ হইতেন, কিন্তু
কুলীন বর্গ তথায় বিশিষ্টরূপে সমাদৃত হইতেন, এবং
মর্য্যাদার্থে অপরাপর রাজপুরুষসদৃশ সমানাসন প্রাপ্ত
হইতেন। কর্ণ রাণার কনিষ্ঠ সহোদর ভীম সুলতান্ খোরর-
মের মন্ত্রিত্ব এবং বন্ধুত্ব হেতুক রাজোপাধি ও বিউনস
নদীতীরে ক্ষুদ্র এক রাজধানীদ্বারা পুরস্কৃত হইলেন। অপর
সুলতান্ খোররম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিকূলে রাজ্যাকাঙ্ক্ষা
করিলে ভীম রাজাজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া যুবরাজের সহযোগি
হইলেন; এবং আপন মাতামহের অধীনে কতকগুলিন
রাজপুত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জহাঁগীরপুত্র পিতৃবিরুদ্ধে

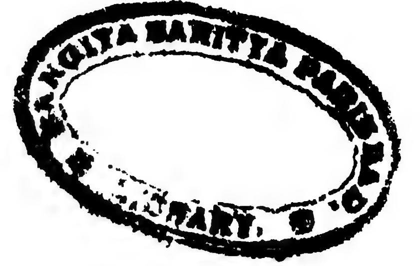
---

* সূর্য্যবংশীয় আম্বের রাজার দুহিতাগর্ভে খোররমের জন্ম হয়।

সন্ত্রাম করিয়াছিলেন, এবং গজ সিংহের অভিপ্রায় নিশ্চয় না জানিয়া জয়পুর রাজকে অগ্রবর্ত্তী করিয়াছিলেন। ইহাতেই যুবরাজ যুদ্ধহইতে হস্তোত্তলন করিয়া পলাতক হইবার বাসনা করেন। উভয় সৈন্য সম্মুখবর্ত্তি হইলে ভীম ব্যগ্র হইয়া মাতামহকে সাহায্য অথবা বৈরতা করিতে সংবাদ প্রেরণ করেন। গজ সিংহ প্লবমানস্থানে রাজসৈন্যসহ মিলিয়া ভীমকে নিপাত ও তাহার দলকে পরাজয় করেন। তাহাতেই খোর্‌রম ও মহাবত খাঁ উদয়পুরে পলায়নপূর্ব্বক আশ্রয়গ্রহণে প্রণোদিত হইলেন। তথাকার রাজগৃহের নিভৃতস্থানে যুবরাজ অবস্থিতি করিয়া ক্রমে সেই অট্টালিকার নানাপ্রকার শোভাবর্দ্ধন ও এক উচ্চ গুম্বজমধ্যে যবনপীর মাদারের এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া পারিষদ-সহ তথায় বাস করেন। পিতৃমৃত্যুর অব্যবহিত-কালপূর্ব্বে তথাহইতে তিনি পারস্যদেশে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। রাজপুত্র-কৃতজ্ঞতা সাধারণ নহে, সুলতান খোর্‌রম রাজপুত্র-স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াও রাজপুত্র মর্য্যাদা ও গৌরব চিরদিন রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাতেই অদ্যাপি দুই শত বৎসর গতে মিবার দেশ নানা শত্রুর বিক্রমে ছিন্নভিন্ন হইয়াও অদ্যাপি খোর্‌রমের উষ্ণীষ যাহা ভ্রাতৃসম্বোধনে কর্ণরাণার সহিত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা এবং তাঁহার খড়্গ অসীম যত্নে রক্ষিত আছে, এবং যবনপীর মাদারের বেদীতে অদ্যাপি বন্ধুতার দীপ প্রজ্বলিত রহিয়াছে।

অষ্টবর্ষ সুখে কাল যাপন করিয়া কর্ণ রাণা প্রাণ ত্যাগ করিলেন, এবং তৎপুত্র জগৎ সিংহ ১৬৮৪ সংবৎসরে তৎপদাভিষিক্ত হইলেন; তাহার কিয়ৎ কাল পরেই জহাগীর পরলোক গমন করেন, এবং জগৎ সিংহ এই সংবাদ খোররমকে পারস্যদেশে প্রেরণ করিয়া স্বীয় অনুজকে এক দল রাজপুত্রসহ সৌরাষ্ট্রনগরে অগ্রসর করাইলেন। তথায় খোর্‌রম উপনীত হইবা মাত্র তথাকার রাজভবনের বাদলমহলে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে অধীনস্থ রাজন্যবর্গ শাহজহাঁ উপাধিতে অভ্যর্থনা করেন, এবং নব্য বাদশাহ রাণাকে পাঁচটা দেশ প্রত্যর্পণ ও এক অমূল্য মাণিক্য প্রদান করিয়া ও চিতোরের দুর্গ পুনর্নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দিয়া বিদায় হইয়া গেলেন।

মড়্‌বিংশতিবর্ষযাবৎ রাণা জগৎ সিংহ কুতূহলে রাজ্য করেন, তন্মধ্যে তিনি উদয়পুর নগরের শ্রীবর্দ্ধন ও অদ্ভুত অট্টালিকাদি কীর্ত্তি সংস্থাপন বিষয়ে একান্ত মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। উদয়পুরস্থ একটা হ্রদমধ্যে জগ্‌নিবাস নামক রাজগৃহ নির্ম্মাণ ও তাহার প্রতিযোগি দ্বীপ মধ্যে জগ্‌মন্দির নামক ভবনের শোভা বর্দ্ধন করা তাঁহারি মহতী কীর্ত্তি স্তম্ভ, এবং স্নানগৃহ পুষ্করিণী এবং প্রস্তরে নির্ম্মিত কূপ সকল নানা রত্নে চিত্রিত করাইয়া তৎতাবৎ ভূষিত এবং নানাবর্ণের কাচদ্বারা বিবিধ বর্ণাবৃত গৃহমধ্যে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক ছবি এবং বংশাবলী-বর্ণনা-সূচক প্রধান২ কীর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করাইয়াছিলেন। ঐ সকল এতাদৃশ উৎকৃষ্ট যে তাহা প্রস্তরের উপর খোদিত বোধ হয়। তথায় কুঞ্জে২ পুষ্প বৃক্ষের শোভা, উদ্যানে স্থানে২ ব্যবধান এবং বিস্তীর্ণ বীথি ও বৃক্ষ শাখায় তাহার আচ্ছাদন, এবং মনোহর তাল ও তামাল ও নারিকেল বৃক্ষ তাহারদের পক্ষের ন্যায় শাখা কৃষ্ণবর্ণ ঝাউ অথবা শীতল কদলী বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়াছে। সরদারদিগের বিশ্রামজন্য জলের প্রান্তভাগে পৃথক২ গৃহ ও স্নান গৃহ আছে, তথায় তাহারা কবির ইতিহাস শ্রবণ ও মধ্যাহ্নার্ক উত্তাপে জলাশয়ের শত২ পদ্মগন্ধ ভূষিত শীতল বায়ু সেবন ও শয়নে মাধ্যাহ্নিক আলস্য পরিত্যাগ করিতেন। তথাহইতে নয়নোন্মীলন করিয়া দখিলে পেশোলানদীর বিস্তীর্ণ জলাশয় এবং তাহার রম্য ও বনে সমাকীর্ণ তীর যে পর্য্যন্ত আরাবল্লী ঘাটের প্রান্তে ব্রহ্মপুরি মন্দির আছে, তৎসমুদায়ের রাজপুত্রদের পিতৃকীর্ত্তি স্মরণ হইত। তাহারই অনুধ্যানে রাজপুত্রশ্রেষ্ঠেরা রণবাদ্য পরিহার করত ইদানী কাল যাপন করিতেছেন।



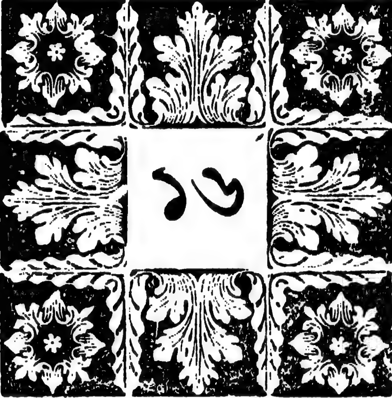
বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক-পত্র।

৩ পর্ব] শকাব্দা ১৭৮২, চৈত্র [১২ খণ্ড।

অওরঙ্গজেব।



১৮ খ্রীষ্টীয় শকে অওরঙ্গজেবের জন্ম হয়। বাল্যকালাবধিই তিনি সুচতুর, সাহসী, ও পিতৃবৎসল ছিলেন। তাঁহার পিতা শাহজহাঁর চারি পুত্র; দারাসেকোঃ, সুজা, অওরঙ্গজেব এবং মুরাদ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অওরঙ্গজেবই সর্ব্বাংশে ক্ষমতা প্রকাশ করেন, ও আপনার বুদ্ধিবলে তাঁহার পিতা জীবিত থাকিতেই পিতৃপদ অধিকার করেন। যখন তিনি অতি অল্পবয়স্ক, তৎকালে শাহজহাঁ তাঁহাকে একবার কাবুলে অবদুল অজীজ নামক এক ব্যক্তি পাঠানের সহিত সঙ্গ্রাম করিতে প্রেরণ করিলে তিনি তাহাতে যথেষ্ট শূরত্ব ও সমর-দক্ষতা প্রকাশ করেন। একদা শাহ জহাঁর অধীনস্থ অবদুল্লা কুতবশাহ নামক এক জন যবনরাজার মন্ত্রী মীরজুমলা স্বীয় প্রভুর কোপে পতিত হইয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত অওরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হয়, এবং অওরঙ্গজেবও তাহাকে সম্রাট শাহজহাঁর নিকট উপস্থিত করিয়া তাহার সমস্ত অবস্থা পরিচয় দিলে তিনি অবদুল্লা কুতবশাহের শাসনের জন্য অওরঙ্গজেবকে আদেশ করেন। অওরঙ্গজেব সেই আদেশানুসারে উক্ত শাহের এমনি শাসন করিয়াছিলেন, যে তদ্দর্শনে সকল লোকেই শঙ্কিত ও চমৎকৃত হইয়াছিল। শাহজহাঁর জীবদ্দশায় অওরঙ্গজেব এইরূপে অনেকবার অনেক বিষয়ে আপনার অনেক প্রকার ক্ষমতা প্রকাশ করেন। অনন্তর ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কৌশলদ্বারা আপন ভ্রাতা মুরাদকে আগরা হইতে বন্দী করিয়া দিল্লীর দুর্গে প্রেরণ পূর্ব্বক আপনিও তৎপরে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং বৃদ্ধ পিতা শাহজহাঁকে কারাবদ্ধ করত স্বয়ং সম্রাট বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিলেন, কিন্তু তখন আপনার নামে মুদ্রা চালাইলেন না, এবং তাহার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত বিধিপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন না। এই নিমিত্ত তাঁহার রাজ্যাভিষিক্ত হওনের সময়ের নির্দ্দিষ্টতা লইয়া গোলযোগ হইয়া থাকে। সে যাহা হউক আপন জনককে বন্দীকরণরূপ নিষ্ঠুরস্বভাববিরুদ্ধ কার্য্যের নিমিত্ত তিনি যে জগতে চিরকাল ধিক্কৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। রাজ্য লোভে পিতাকে কারাবদ্ধ করা তাঁহা ভিন্ন অন্য কাহারদ্বারা হয় নাই।



অওরঙ্গজেব।

অতএব তিনি এই মহাঘৃণাজনক কার্য্যে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

এই দুষ্কর্ম্মদ্বারা সিংহাসনারূঢ় হইয়াই তিনি দারাকে ধৃত করিতে যাত্রা করেন, এবং দারা তাহা জানিতে পারিয়া লাহোরে পলায়ন করেন। ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সুজা বাঙ্গালা প্রদেশহইতে অওরঙ্গজেবের সহিত সঙ্গ্রাম করিতে যাত্রা করিয়া অবিলম্বেই পরাভূত হন, এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরেই দারাও পরাজিত এবং ধৃত হন। অওরঙ্গজেব প্রধান মন্ত্রী মীরজুমলার সঙ্গে বহুতর সৈন্য প্রেরণ করিয়া সমুদয় বাঙ্গালা শাসিত ও অধিকৃত করেন, এবং অবশেষে আশাম ও চীন পর্য্যন্ত অধিকার করিবার জন্য তাহাকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মীরজুমলা আশাম দেশ জয় করিয়া চীন রাজ্যে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই অতিবৃষ্টি প্রভৃতি নানাপ্রকার দৈবপ্রতিবন্ধকে পথ হইতেই ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে আসিতে পথিমধ্যে গত হন। অওরঙ্গজেব এই সংবাদ প্রাপ্ত

হইয়া তাঁহার পুত্র মুহম্মদ আমীনকে সেই পদে অভিষিক্ত করেন।

রাজ্যাভিষেকের পাঁচ বৎসর পরে অওরঙ্গজেব একবার এক সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়েন। তাহাতে তিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রকার অবস্থাতেও তাঁহার ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সাহস ও বীর্য্যের কিছুমাত্র অন্যথা হয় নাই। ঐ পীড়ার পাঁচদিনের দিন তিনি মৃত্যুর গ্রাসহইতে মুক্ত হইতে না হইতেই সেই রোগশয্যাতেই বসিয়া সমস্ত অমাত্য ও পারিষদবর্গের সহিত রাজকার্য্যের আলোচনা করেন। ইহার দুই একদিন পরে তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়াতে সর্ব্বত্র জনরব হইল যে রাজার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। এদিকে রাজা তৎকালে একটু চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াই দুই তিন জন প্রধান প্রধান লোককে ডাকাইয়া কহিলেন, যে 'আমার ভগিনী রওযনারার নিকট আমি যে মোহর রাখিয়াছি অবিলম্বে তাহা আমার নিকট আনাইয়া দাও। এক্ষণে আর সে মোহর অন্যত্র রাখিব না। কি জানি যদি তাহা লইয়া কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে কোন রূপ অত্যাচার করে। এক্ষণে আমার সম্মতি ব্যতিরেকে আর কোন কাগজপত্রে সে মোহর অঙ্কিত করা হইবে না।" এই রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই অওরঙ্গজেব অবিলম্বে সুস্থ ও সবল হইবার মানসে কাশ্মীরে যাত্রা করেন, এবং সত্বরেই আরাম ও স্বচ্ছন্দশরীর হয়েন।

তাঁহার রাজত্বকালে মহারাষ্ট্র-দেশের ভোঁসলা বংশীয় শিবজি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন, এবং অনেকবার তাঁহার অধিকারের উপর আক্রমণ করিবার চেষ্টাও পান। একদা শিবজি অন্যায় করিয়া তাঁহার রাজ্যের উপর অত্যাচার ও উৎপাত করাতে সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং তাহার শাসনার্থে গমন করেন, এবং অনেক যুদ্ধাদির অবশেষে তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। অনন্তর পুনর্ব্বার শিবজি জয়পুরের রাজা জয়সিংহের সহিত যোগ করিয়া রাজ্যের উপর নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করেন, এবং অনেক সংগ্রামে জয়ীও হন। দিল্লীপতি তৎকালে কাবুলের আফগানদিগের সহিত যুদ্ধ লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হওয়াতে মহারাষ্ট্র-দেশের সংগ্রাম অমনি তদবস্থ করিয়া স্থগিত রাখেন। কিন্তু পরিণামে তাঁহার ব্যবহারদোষে সকল হিন্দু তাঁহার প্রতি বিরূপ হওয়াতে তিনি অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়েন। তিনি আফগানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শুনিলেন, যে নারনোল নগর নিকটবাসি শতনামী নামক হিন্দু সম্প্রদায়ীর সহিত তাঁহার পুলিশ-সঙ্ক্রান্ত লোকের এক বিবাদসূত্রে ঘোরতর ব্যাপার হইয়া উঠিবার উদ্যোগ হইয়াছে। তাঁহার লোকে প্রথমতঃ ঐ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির উপর অত্যাচার করাতে তাহারা বহুসহস্র লোকে ঐক্য হইয়া তাঁহার পক্ষীয় অনেক লোকের প্রাণ দণ্ড করিয়াছে, এবং তাহাদিগের শাসনের জন্য দুই তিনবার সৈন্য নিযুক্ত হইলেও তাহারা সামান্য সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছে। ইহাতে তাহাদিগের অত্যন্ত সাহস বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদিগকে বিশেষ পরাক্রমশালী ও দৈবশক্তিসম্পন্ন মনে করিয়া তন্নিকটস্থ অনেক হিন্দু রাজা ও জমিদার তাহাদিগের পক্ষ হইয়াছে। ক্রমে তাহারা নারনোল নগর অধিকার করিয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের নিকট এই কথা প্রচার করিয়াছে, "যে তাহাদিগের দৈবশক্তিপ্রভাবে রাজসৈন্যদিগের বন্দুক ও তলবার প্রভৃতি কোন অস্ত্র শস্ত্রেই তাহাদিগের কিছু হয় না, কিন্তু তাহারা প্রতিপক্ষের উপর যে অস্ত্র নিঃক্ষেপ করে তাহা অমনি কালস্বরূপ অব্যর্থ হইয়া বিপক্ষদি-

গের প্রাণসংহারক হয়।” অওরঙ্গজেব দেখিলেন, যে তাহারা মিথ্যা করিয়া যে প্রবাদ রটনা করিয়াছে, কার্য্যতঃ ও সেই রূপ ফলিতেছে। ভয়প্রযুক্ত কি হিন্দু কি মুসলমান কোন প্রকার রাজসৈন্যই আর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে সম্মুখবর্ত্তী হইতে চাহে না, এবং যাহারা রাজশাসনে গমন করে, তাহারাও কুসংস্কারবশতঃ পূর্ব্বোক্ত অলীক প্রবাদে ভীত হইয়া রণস্থলে আপনাদিগের সমস্ত বলবুদ্ধি চ্যুত হয়। ইহা দেখিয়া রাজা স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রার উদ্যোগ করিবার অনুমতি করিলেন, এবং তাহাদিগের দৈবশক্তিহইতে রক্ষা পাইবার মন্ত্র স্বরূপ স্বহস্তে কোরাণের কতকগুলি পদ এক এক খণ্ড কাগজে উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ্য প্রকাশ্যস্থলে এক এক ধ্বজার উপর দেদীপ্যমান করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপ করাতে যবন সৈন্যেরা অনেকেই সাহসান্বিত হইয়া সমরোদ্যত হইল, এবং অবিলম্বেই পূর্ব্বোল্লিখিত হিন্দুদিগের শাসন করিল। সম্রাট্ অওরঙ্গজেব তদবধি হিন্দুদিগের উপর অত্যন্ত বিদ্বেষ-তৎপর হন, এবং বিধিমতেই তাহাদিগের পীড়ন ও শাসন করেন। হিন্দুদিগের দৈব পৈত্র প্রভৃতি ক্রিয়া-কাণ্ডের উপর বিবিধ ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল, এবং অবিচার করিয়া নানামতে ও নানাছলে কর গ্রহণ, ও সম্পত্তি মোষণ ও আর আর প্রকার দণ্ড বিধান করাতে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হিন্দুদিগের ক্রিয়াকাণ্ড রহিত ও পঞ্জিকা প্রভৃতি বিধিবিধান অপ্রচলিত করিবার জন্য গ্রামে২ মোল্লা নিযুক্ত হইল, এবং অপর প্রকার শাসনের নিমিত্ত অন্যান্য প্রকার লোক ফিরিতে লাগিল। অওরঙ্গজেবের এই সকল অবিচার ও অত্যাচার দেখিয়া হিন্দুস্থানের ক্ষত্রিয় ও রাজপুত্র প্রভৃতি যত প্রধান প্রধান হিন্দু সকলেই একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং সকলে একবাক্য ও একমত হইয়া দিল্লীশ্বরের বৈরতা সাধনে ব্রতী হইল। কি দক্ষিণ কি পূর্ব্ব কি আর আর দিক্ একবারে চারিদিগে হুলস্থূল পড়িয়া গেল; এবং চতুর্দ্দিকহইতেই বিবাদ বিসংবাদ আরম্ভ হইল। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিত হইয়া সঙ্গ্রামে উন্মুখ হইয়া রহিল; ওদিকে রাজপুত্রেরা দিল্লীশ্বরের যবন মন্ত্রী ও যবন সেনাপতিদিগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নানাস্থলে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। এবং রাজপুত্র কুমার আকবরকে নানাপ্রকার কুমন্ত্রণা দিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আসীন করিবার প্রলোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক পিতৃশত্রু করিয়া তুলিল। যে সকল লোক সর্ব্বদা অওরঙ্গজেবের নিকট থাকিত, এবং যাহারা তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বেতনভোগ করিয়া অমাত্য ও অন্তরঙ্গের ভাবে কালযাপন করিত তাহাদিগের মধ্যেও অনেকে গোপনে২ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। অওরঙ্গজেব একেবারে চতুর্দ্দিকে এই প্রকার অবস্থা সন্দর্শন করিয়া ঘোরতর প্রমাদে পতিত হইলেন। কি করিবেন একেবারে আপনার সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া সর্ব্বাগ্রে রাজপুত্রদিগের শাসন করিতে যাত্রা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইবার উপায় না দেখিয়া মিবারের রাণার সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তিনি দিল্লীতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই শুনিলেন যে রাণা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে সম্রাট্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষিণ হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা প্রদেশহইতে আপনার দুই পুত্রকে সসৈন্যে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন; এবং আফগান অঞ্চলের সুবাদারকে ও তাঁহার সহিত অজমীর আসিয়া মিলিত হইতে লিখিয়া আপনি সসৈন্যে পুনর্ব্বার রাজপুত্র-দেশে যাত্রা করিলেন।

এবং তথায় সকলে উপস্থিত ও মিলিত হইয়া সমুদায় রাজপুত্র প্রদেশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদবধিই রাজপুত্রদিগের সহিত দিল্লীর যবন রাজাদিগের একেবারে মর্ম্মচ্ছেদ হইয়া গেল। রাজপুত্রেরা রাজকুমার অক্‌বরকে লইয়া সম্রাটের উপর অনেক প্রকার অত্যাচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু কোনমতে কিছুতেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। অওরঙ্গজেব আপনার অসামান্য বুদ্ধিবলে এবং অদ্বিতীয় রণকৌশলে চিরদিন সমান প্রতাপ ও অবিচ্ছিন্ন গৌরবেই সমস্ত অধিকার শাসনে রাখিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশের ভোঁসলা বংশীয় শম্ভুজী নামক আর একজন রাজাও সম্রাটের সহিত অনেকবার অনেক প্রকার বিগ্রহ করেন, কিন্তু তিনিও সম্রাটের নিকট ধৃত ও কারাবদ্ধ হইয়া ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

এইরূপে মহারাষ্ট্র, রাজপুত্র, ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নানাপ্রকার হিন্দু রাজারা সম্রাটের সহিত বার বার বৈরতা করিয়া বার বারই পরাস্ত হয়েন। বিশেষতঃ তাঁহার অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তিনি শেতারার দুর্গ আক্রমণ ব্যাপারে যে প্রকার অসাধারণ অধ্যবসায়, অসামান্য সাহস, এবং অদ্বিতীয় কর্ম্মদক্ষতা, প্রকাশ করিয়াছিলেন, যৌবনাবস্থাতেও কোন ব্যক্তি সে প্রকার করিতে পারে না। দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া কত দিন অনশনে ও কদন্ন ভোজনে গত করিয়াছেন, কত স্থানে যান বাহনাদি না পাইয়া পদব্রজেই ভ্রমণ করিয়াছেন, একাকী সমস্ত সৈন্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, সকলকেই স্ব স্ব কার্য্যের উপযোগী শিক্ষা-প্রদানও করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা সাহস প্রদান করিয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারিদের নিরুৎসাহ-চিত্তে উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহার আপনার বার্দ্ধক্য ও অমাত্য ভৃত্য এবং পুত্রদিগের অবাধ্যতা ও অবিশ্বস্ততার নিমিত্ত তাঁহাকে হতশ্রী ও হীনপ্রতাপ হইয়া আয়ুঃশেষ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বহুল সৈন্য ক্রমে বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল হইয়া বলহীন হইয়া পড়িল, নিয়মিত রূপে কর সঙ্গৃহীত না হওয়ায় রাজকোষ ও অল্পে অল্পে নিঃশেষিত হইতে লাগিল, এবং মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি বিপক্ষ হিন্দুরা ক্রমে সেই অবসরে প্রবল হইতে আরম্ভ করিল। তাহারা অল্পে অল্পে আপনাদিগের পূর্ব্বাধিকৃত সমস্ত স্থানই হস্তগত করিয়া তুলিল, এবং অনধিকৃত অন্যান্য ভাগও ক্রমে অধিকার করিতে আরম্ভ করিল। এদিগে দিল্লীশ্বর দিন দিন জরা ও রোগগ্রস্ত হইয়া অবসন্ন হইতে লাগিলেন, এবং কি জানি তাঁহার পিতা শাহাজহাঁর শেষ দশায় যে প্রকার দুর্গতি হইয়াছিল যদি তাঁহারও সেই প্রকার হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় অত্যন্ত শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে পুত্রদিগের উপর একেবারে অবিশ্বাস জন্মিতে লাগিল, এবং আপনার নিকটমৃত্যু জানিতে পারিয়া তিনি একেবারে বিষয় কার্য্য বর্জ্জিত হইলেন। এই অবস্থায় তিনি আপন পুত্র রাজকুমার আজমকে বিষয়-ব্যাপারঘটিত এক পত্র লেখেন, এবং তম্মধ্যে জন্মেরমত আপনি বিদায় হইতেছেন বলিয়া অনেক সকরুণভাব প্রকাশ করেন। সেই পত্রখানি এই কএকটি বাক্যে শেষ হইয়াছিল,— "হউক; আমার ভাগ্যে যা হয় হউক, আমিতো এখন অকূল সমুদ্রে তরণী ভাসাইয়াছি, আমি বিদায় হইলাম, বিদায় হইলাম। বিদায় হইলাম।"

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফিব্রুয়ারি দিবসে তাঁহার মৃত্যু হয়। খাফী খাঁ প্রভৃতি তৎকালীয় যবন গ্রন্থকারেরা অনেকেই অওরঙ্গজেবের ধীমত্তার ও

আর আর প্রকার সদ্গুণের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা লেখেন, যে অওরঙ্গজেব বড় সুরসিক ও সুকবি ছিলেন, প্রায় সকল প্রসঙ্গেই রস প্রকাশ করিতে পারিতেন। তিনি স্বীয় সন্তান ও অমাত্যগণের উপদেশের জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট লিপি রচনা করেন তাহার মধ্যহইতে কএক শত লিপি সাধারণের হিতোপদেশের নিমিত্ত অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইয়াছিল। প্রায় তাঁহার প্রতি পত্রের মধ্যেই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা ও কোরাণের বচন সকল দেখিতে পাওয়া যায়। যবন গ্রন্থকারেরা তাঁহার আরো অনেক প্রকার সৎকর্ম্মের বর্ণনা করিয়াছেন। একজন গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করেন, যে তিনি কখনই নিষ্কর্ম্ম থাকিয়া সুখী হইতেন না। তাঁহার যদি সন্দিগ্ধচিত্ত, অপ্রশস্তভাব ও স্বমতপ্রিয়তা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ না থাকিত, তাহা হইলে তৈমুরের বংশে তিনি একজন প্রশংসনীয় রাজা হইতে পারিতেন। কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে তাঁহাকে অকবর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

আইস্‌লণ্ডদ্বীপস্থ গন্ধকাচল।

আইস্‌লণ্ডদ্বীপস্থ ক্রিসুবিক্ নামক স্থানহইতে প্রায় দুই ক্রোশ অন্তরে উক্ত প্রসিদ্ধ পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। উহাহইতে সর্ব্বদাই অনেক প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী পথিকদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ পর্ব্বতসম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় সকল বর্ণন করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মেকেনজী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে ঐ পর্ব্বতের পাদমূলে এক প্রকার শাদা মাটী ও গন্ধকের একটি স্তূপ আছে। ঐ স্তূপহইতে অনবরত বাষ্প উত্থিত হইতে থাকে। স্তূপের কিয়দ্দূর উপরিভাগের এক দেশে সেতুর ন্যায় একটি স্থান আছে। কোন উষ্ণ প্রস্রবণ বা কর্দ্দম ফুটিবার সময় যে প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, ঐ স্থানের নিম্নস্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরের মধ্য দিয়া সেই রূপ গভীর গর্জনের সহিত প্রবল বেগে প্রভূত ধূম ও রাশি রাশি বাষ্প অনবরত নির্গত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত পর্ব্বতের সকল দিকই প্রায় ঐ রূপ গন্ধক ও কর্দ্দমে আচ্ছন্ন থাকাতে তাহার উপর দিয়া সহজে ভ্রমণ করা কোন রূপেই সাধ্য হয় না। কোন কোন স্থানে ধূমের নিমিত্ত এখানহইতে ওখানকার মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং বেড়াইতে গেলে ও কাদার মত নরম স্থানে পা বসিয়া যায়, এবং কখন কখন খণ্ড খণ্ড গন্ধকও ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা হয়। ঐ স্থানে মেকেনজী সাহেবের সঙ্গীদিগের মধ্যে কাহারো কাহারো পুড়িয়া মরিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। ব্রাইট নামক এক জন লোকের পা ঐ উষ্ণ কর্দ্দমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ঐ স্ফুটিত কর্দ্দমের ও গন্ধকের মধ্যে তাপমান যন্ত্র নিবিষ্ট করিলে তাহার পারদ অতি উচ্চ স্থানে উঠিয়া যায়। মেকেঞ্জী সাহেব ও তৎসঙ্গীরা অতি সাবধান পূর্ব্বক ঐ সকল ভয়ঙ্কর স্থানের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কহিয়াছেন যে কোন বিশেষ উপায় না করিয়া অর্থাৎ তক্তা না ফেলিয়া তথায় ভ্রমণ করা কোন ব্যক্তির পক্ষেই শ্রেয়স্কর নহে। উক্ত সাহেব কহেন ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরের নিম্নে এক এক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কর্দ্দমের হ্রদ আছে, এবং তাহা অনবরত প্রবল বেগে ফুটিতেছে। ঐ হ্রদহইতে কর্দ্দম আন্দোলিত হইয়া এক এক বার ৪—৫ হাত ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, ঐ কর্দ্দম-হ্রদের নিকট এক প্রশস্ত উষ্ণ জলের কুণ্ডকে

ও কুটিতে দেখা যায়। তাঁহারা ঐ পর্ব্বতের আরও কিছুদূর, উপরে উঠিয়া এক স্থানে একটি পরমাদ্ভুত শীতল জলাশয় দেখিয়াছিলেন। তাহার আর কিছু দূর উপরে—প্রায় পর্ব্বতের শিখর দেশের নিকটে—তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় কর্দ্দম ও গন্ধকময় সেতু সন্দর্শন করিলেন। ঐ স্থানের চারিদিকে হীরকখণ্ডের ন্যায় অত্যন্ত শোভনীয় কুচ কুচ গন্ধক দৃষ্ট হইয়াছিল, এবং নানাস্থানে আরও অনেক প্রকার সুদৃশ্য গন্ধকের কুচ ছড়ান ছিল। তাঁহারা ঐ কুচ গন্ধক কুড়াইতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। ঐ গন্ধকের কুচা সরাইবা মাত্রেই তাহার নিম্নদেশহইতে এক প্রকার উষ্ণ বাষ্প উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে পীড়িত করিল, সুতরাং আর তাঁহারা ভাল করিয়া সে স্থান পরীক্ষা করিতে পারিলেন না।

অনন্তর তাঁহারা সেই শিখর সন্নিহিত সেতু অতিক্রম করিয়া ঐ পর্ব্বতের আর এক দিগে গিয়া উপনীত হইলেন, এবং তথায় গিয়া আরও অধিক বিপদে পড়িলেন। ঐ স্থানে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত পর্ব্বত এমনি এক প্রকার কাদায় ঢাকা ছিল, যে চলিতে চলিতে প্রায় প্রতিবারই তাহাতে তাঁহাদিগের পা বসিয়া যাইতে লাগিল, এবং প্রতি পদেই উষ্ণতার বৃদ্ধি অনুভব হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা আপনাদিগের উদ্দেশ্য স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, যে এক স্থানে জল ও বাষ্প একত্রে স্তম্ভাকার হইয়া উত্থিত হইতেছে। ঐ স্তম্ভাকার জলধারা এমনি ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উপরে উঠিতেছিল যে চারি পাঁচ ক্রোশ অন্তরহইতেও তাহা অনায়াসে শুনা যাইতে পারিত। মেকেঞ্জী সাহেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীগণ রজনীতে ক্রিসুবিক নামক গ্রামে আপনাদিগের তাঁবুতে শয়ন করিয়াও ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করত শঙ্কিত চমকিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ প্রস্রবণের পশ্চাৎভাগে আর একটি তিমিরাবৃত আশ্চর্য্য শৈল সন্দর্শন করিয়াও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মেকেঞ্জী সাহেব এই রূপে গন্ধকাচলের আশ্চর্য্য বিষয়সকল বর্ণন করিয়া কহিয়াছেন, যে "আমি এ স্থানে যে সকল অসাধারণ বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা কোন রূপেই বাক্যদ্বারা সম্যক্ ব্যক্ত করিয়া উঠা যায় না। এখানকার বিস্ময়কর ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ করিতে করিতে মন কখন আশ্চর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হয়—কখন ত্রাস-তরঙ্গে প্লাবিত হইতে থাকে। ফলতঃ এখানকার অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার সকল কেহ স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে প্রত্যক্ষ না করিলে কখনই তাহাকে বলিয়া বুঝান যায় না"।

কুক্কুর।



কুরের প্রভুভক্তি, বিশ্বস্ততা, শূরত্ব প্রভৃতি কতগুলি গুণ এমনি সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ যে প্রায় কোন কালীন কোন দেশীয় লোকেরই তাহা অবিদিত নাই। যৎকালে প্রাণিবিদ্যার কিছু মাত্র প্রচার হয় নাই, যে সময় পশুদিগের জাতি ধর্ম্ম স্বভাব ও গুণ পরীক্ষা করিবার কিছু মাত্র পদ্ধতি ছিল না, তৎকালীন লোকেও উক্ত পশুকে বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত ও শূর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয় নীতিবেত্তারা কুক্কুরের নিকট হইতে প্রভুভক্তি প্রভৃতি ছয়টি গুণ শিক্ষা করিবার উপদেশ করিয়াছেন * এবং হিন্দি ও পারসিক গ্রন্থাদির

* প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ ইত্যাদি। সারসংগ্রহ।



a, স্পানিয়ল্, কুক্কুর। *b*, শৃগাল শিকারী কুক্কুর। *c*, পক্ষিশিকারী কুক্কুর (পইণ্টর)। *d*, লর্চ্চর নামক শিকারী কুক্কুর। *e*, নিউফউণ্ডলণ্ড কুক্কুর। *f*, মেষপাল কুক্কুর। *g*, টাল্বট্ সাহেবের ডালকুত্তা। *h*, রক্তানুমৃগি কুক্কুর ব্লেড হউণ্ড।

মধ্যে অনেক স্থানেও কুক্কুরের অনেক প্রকার গুণ বর্ণিত হইয়াছে। * এমন কি কোন কোন গ্রন্থকার অনেক স্থলে মনুষ্য অপেক্ষাও কুক্কুরকে অনেক বিষয়ে মানবের হিতকারী বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। † ফলতঃ কুক্কুর জাতির যে অনেক প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত গুণ আছে. এবং তাহারা যে অনেক সময় অনেক প্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার সাধন করিয়া থাকে তাহার বর্ণন করাই বাহুল্য। উক্ত জাতির অসামান্য গুণের পরিচয়ের নিমিত্ত প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন তৎপাঠে ও তৎশ্রবণে সকল লোকেরই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

* ঘরমে কুত্তাপালনা, মসলহতে নেক।

† খাজা সগ্পরস্ত। বাগ বাহার।

দেশভেদে ও অবস্থাভেদে উক্ত জাতির আকৃতি ও প্রকৃতির এতপ্রকার ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, যে তাহা বলিয়া শেষ করা অসাধ্য, এবং প্রত্যেক দেশীয় কুক্কুরেরই এমন এক এক প্রকার আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহা সকলের পক্ষেই কৌতুহলকর হইতে পারে।

নিউফাউণ্ডলণ্ড-নামক স্থানে এক প্রকার কুক্কুর জন্মে। তথাকার লোক ঐ কুক্কুর দিয়া বন হইতে কাষ্ঠাদির ভার বহন করিয়া সাগর তীরে লইয়া যায়। উক্ত জাতীয় কুক্কুর সর্ব্বদা জলে থাকিতে ভালবাসে এবং অত্যন্ত সন্তরণ করিতে পারে। সমুদ্রাদি জলপথে উহারা সঙ্গে থাকিলে জলমগ্নের বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। উহাদিগের দ্বারা উক্ত প্রকার বিপদ হইতে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।

ইংলণ্ড দেশীয় এক প্রকার কুক্কুর হইতে প্রহরীর কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইংরাজেরা তাহাকে আপন ভাষায় মাষ্টিফ অর্থাৎ প্রহরী কুক্কুর বলে। উহার মুখের আকার অত্যন্ত ভীষণ এবং উহা সকল প্রকার কুক্কুর অপেক্ষাই বড়, বলবান সতর্ক ও বুদ্ধিমান। উহার ওষ্ঠ দেশ মুখের দুইদিকে ঝুলিয়া থাকে। একদা ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের সময় চারিটি প্রহরী কুক্কুরের সঙ্গে এক সিংহের যুদ্ধ হইলে সিংহ পরাস্ত হইযা পলায়ন করে। উহারা অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও প্রতিপালকপ্রিয়। দেশ বিশেষে উক্ত কুকুরের দ্বারা নিদারুণ দস্যু-ভয় নিবারিত হইয়া থাকে।

শিকারী কুক্কুর। শিকারী কুক্কুর অনেক প্রকার। তন্মধ্যে ইংলণ্ডীয় ও আফ্রিকা দেশীয় এবং মৃগশিকারী, শৃগাল-শিকারী ও গ্রেহাউণ্ড অর্থাৎ ডাল কোত্তা প্রভৃতি কএক প্রকারই সর্ব্বপ্রধান। শিকারী কুক্কুর মাত্রেরই আঘ্রাণ শক্তি অতি তীব্র এবং গতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর। উহারা ঐ উভয় শক্তি দ্বারাই সুচারুরূপে মৃগয়া কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। ইংলণ্ডীয় শিকারী কুক্কুরের ঘ্রাণেন্দ্রিয় এমনি তীব্র যে তাহারা চোর দস্যু প্রভৃতি কুলোকের ও ছাগ মৃগ শৃগালাদি বন্য পশুর পদ চিহ্নের ঘ্রাণ লইয়া ও সেই পথে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধৃত বা হত করিতে পারে। কোন মনুষ্য কি অপর কোন জীব জন্তু কোন পথ দিয়া চলিয়া গেলে কাফ্রিদেশীয় শিকারী কুক্কুর ২।৩ ঘণ্টা পরেও তাহার গন্ধ পায়। শিকারী কুক্কুরের মধ্যে ডালকোত্তা অত্যন্ত দ্রুতগামী। উহার চক্ষে একবার কোন বধ্য পশু পতিত হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। উহাদিগের শরীর অস্থূল উন্নত এবং অত্যন্ত লঘু হওয়াতে উহারা প্রায় সকল পশু অপেক্ষাই সত্বরে ধাবিত হইতে পারে। শৃগাল শিকারী কুক্কুরের ধৈর্য্য অত্যন্ত অসাধারণ; তাহারা সর্ব্বাপেক্ষাই অধিক কাল শিকার করিয়া ভ্রমণ করিতে পারে। মেষ রক্ষক কুক্কুর অত্যন্ত লোমযুক্ত এবং স্থূল। উহারা অতি চমৎকার কৌশলে পথ ও প্রান্তরের মধ্যে মেষ-পাল-সকল রক্ষা করে, এবং তাহাদিগকে স্বস্থানে লইয়া যায়। এমন কি মনুষ্যের অভাব হইলেও কেবল ঐ কুক্কুর দিয়া মেষ পালকতার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে।

ইংলণ্ডদেশীয় শিকারী কুক্কুর ও শৃগালহন্তা কুক্কুর এই উভয়ের যোগে মৃগ শিকারী কুক্কুরের উৎপত্তি হয়। মৃগ শিকারী কুক্কুর অত্যন্ত অধিক দূর পর্য্যটন করিতে পারে। এক প্রকার কুক্কুর ষণ্ড দেখিলেই তাহার প্রতি ক্রোধ পূর্ব্বক ধাবমান হয়, এই জন্য ইংরেজি ভাষায় তাহাকে বুলডগ্ অর্থাৎ ষণ্ডবৈরী বলে। ষণ্ডের প্রতি উক্ত কুক্কুরের এমনি বৈরতা যে সে অঙ্গহীন ও শক্তিহীন হইলেও ষণ্ড দেখিলে আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত থাকে না। ষণ্ডবৈরী কুক্কুরের আকার অত্যন্ত ভীষ

এবং প্রকৃতিও অত্যন্ত দুরন্ত। ইংরেজ প্রভৃতি সাহেব লোকেরা সর্ব্বদা গাড়ি করিয়া যে লোম যুক্ত সুশ্রী কুক্কুর লইয়া যায়, তাহাকে ইংরেজী ভাষায় এস্পানিএল বলে। উক্ত জাতীয় কুক্কুর অত্যন্ত প্রভুভক্ত, এমন কি প্রভুর অদর্শন হইলে তাহাদিগের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। কুক্কুর জাতির মধ্যে ইহারা বড় সুশ্রী এবং শান্তপ্রকৃতি। উহাদিগের মুখের মধ্যে হস্তার্পণ করিলেও উহারা দংশন করিতে জানে না, এবং উহাদিগকে অত্যন্ত বিরক্ত করিলেও উহারা কখন ক্রুদ্ধ বা উগ্রস্বভাব হয় না। উহাদিগের ও অনেক প্রকার জাতি আছে, তন্মধ্যে এক প্রকার কুক্কুর জলেতে সন্তরণ করে; ও জল মধ্যে মগ্ন হইয়া স্বীয় প্রভুর প্রিয় কার্য্য সাধন করে। একদা ইংলণ্ডদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি কাউপর এক জলাশয়ের নিকট উক্ত প্রকার এক টি কুক্কুর সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করতঃ এক টি পদ্ম পুষ্প সন্দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; কিন্তু অনেক বার চেষ্টা করিয়া যখন কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন তাঁহার সঙ্গী কুক্কুর তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করণার্থে সেই জলাশয়ে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক দন্তদ্বারা সেই পুষ্প ছিন্ন করিয়া আপন প্রভুর চরণের নিকট রাখিয়া মহা আহ্লাদের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। এই কুক্কুরকে ইংরেজেরা ওয়াটর এস্পানিএল অর্থাৎ জলবিহারী কুক্কুর বলিয়া উল্লেখ করেন।

অষ্ট্রেলিয়া দেশে এক প্রকার কুক্কুর জন্মে, উহা দেখিতে প্রায় এদেশীয় শৃগালের মত। বিশেষতঃ উহার ঝুমরা লেজ ও সোজা সোজা কটা লোম দেখিলে এবং ভীষণ রব শুনিলে ঠিক এদেশীয় শৃগালের মত বোধ হয়। উহা অত্যন্ত জীবাংশু ও ভীম প্রকৃতি। অপিচ উহা অত্যন্ত কঠিন প্রাণী। গুরুতর রূপে আহত হইলেও উহার প্রাণ বিয়োগ হয় না। একবার উক্তদেশীয় একটী কুক্কুরের সর্ব্বশরীরে ছাল খুলিয়া ফেলিলে পরেও তাহার মৃত্যু হয় নাই, সে ঐ অবস্থাতেও কষ্টে শৃষ্টে একটু অন্তরে গিয়া লুকাইয়াছিল। আর একবার একটা কুক্কুরের মাথা পাথরের উপর রাখিয়া আর এক খণ্ড পাথর দিয়া ঠুঁকাতে ও তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। আমেরীকার উত্তর খণ্ডে এস্কুইমঃ নামক স্থানে এক প্রকার কুক্কুর থাকে। ঐ কুক্কুর দ্বারা তথাকার লোকের মৃগয়া ও ভার বাহকতা প্রভৃতি অনেক প্রকার কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয়। উক্ত স্থানের প্রশস্ত২ তুষার ক্ষেত্রের উপর দিয়া ঐ কুক্কুর, ভারপূর্ণ শকট-সকল টানিয়া লইয়া যায়। গ্রীষ্ম সময়ে একটী কুক্কুর প্রায় আদমোন বোঝাই টানিতে পারে, এবং শীত কালে যখন বরফের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয় তখন এক এক খান গাড়িতে কতকগুলি কুক্কুর যোজিত করিয়াদিলে তাহারা ৫।৩ জন মনুষ্য শুদ্ধ এক ঘণ্টার মধ্যে তিন চারি ক্রোশ পথ গমন করিতে পারে, এবং এক দিবসের মধ্যে প্রায় ৩০।৪০ ক্রোশ চলিতে পারে। গাড়ি চালাইবার সময় পরিচালক উহাদিগকে প্রায় কশাঘাত করে না এবং কএকটি সঙ্কেত বাক্যদ্বারা আপনার বাঞ্ছিত পথে লইয়া যায়। অন্ধকার রাত্রিতে এবং কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন সময়েও তাহারা অনায়াসে পথ চিনিয়া চলিতে পারে। আশিআ খণ্ডের সিবিরিয়া এবং কামেস্কাটকা নামক স্থানে এই কুক্কুরের মত এক প্রকার কুক্কুর দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের শরীর অত্যন্ত লোমশ, এবং তাহারা ইহাদিগের অপেক্ষা দেখিতেও কিছু বড়। সিবিরিয়া দেশস্থ কুক্কুরেরাও গাড়ি টানিতে পারে, এবং গাড়িবানের সঙ্কেত বাক্য বুঝে। হলণ্ড, সুইজরলণ্ড ফ্রান্স এবং জরমেনী প্রভৃতি দেশেও



a, উত্তর আমরিকার কুক্কুর। b, অষ্ট্রেলিয়া-দেশজ কুক্কুর। e, দক্ষিণ-আমরিকার কুক্কুর। d, স্কট্‌লণ্ড দেশীয় মৃগশিকারী কুক্কুর। c, ডালকুত্তা। f, আফরিকার কুক্কুর। g, তিব্বত দেশীয় মাষ্টিফ কুক্কুর।

কুক্কুর দিয়া গাড়ি টানাইবার ব্যবহার আছে। শতাব্দি পূর্ব্বে কেনেডা প্রভৃতি স্থলে, কেবল কুক্কুর দ্বারাই সর্ব্ব প্রকার ভার বাহকতার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

কামসকাট্‌কা প্রভৃতি স্থানের কুক্কুরেরা সমুদ্র ও নদী প্রভৃতি জলাশয়হইতে মৎস্য ধারণ পূর্ব্বক আহার করে। তাহারা জলেতে পেট পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এবং নিকট দিয়া কোন মৎস্য গমন করিবার সময় অমনি ধরিয়া খায়।

কুক্কুরের উন্মত্ত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ। উন্মত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রায় সকল কুক্কুরই অত্যন্ত বিসন্ন ও

ম্লান ভাবে থাকে, মনুষ্য দেখিলেই ডাকে এবং কখন আহার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীরব হইয়া গৃহের এক পার্শ্বে কি অন্য নিভৃত স্থানে কালযাপন করে। এই রূপ অবস্থায় দুই তিন দিন থাকিয়া ক্রমে উন্মত্ত হইয়া উঠে, যাহা সম্মুখে পায় তাহাই দংশন করিতে যায়, চক্ষু আরক্তিমাবর্ণ হয়, সর্ব্বদা মুখবিস্তার করিয়া অস্থির হইয়া বেড়ায়, জল দেখিলে অত্যন্ত ভীত হয়, এবং আপনার প্রভুকেও চিনিতে না পারিয়া দংশন করে। কিন্তু এপ্রকার অবস্থা হইলে কুক্কুর প্রায় এক দিনের পরেই মরিয়া যায়। কুক্কুর দংশনের যত প্রকার ঔষধ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা, সেই দংশিত স্থান উত্তপ্ত লৌহদ্বারা দগ্ধ করা বা কাটিয়া ফেলাই ভাল। . . . .

কুক্কুর জাতি দীর্ঘকাল অনশন থাকিয়া ও জীবিত থাকিতে পারে। একদা একটি কুক্কুর ৪০ দিন পর্য্যন্ত কিছু মাত্র না খাইয়াও জীবিত ছিল। অভ্যাস করাইলে কুক্কুরেরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য রূপ সময় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারে। এক জন রোমানকাথলিকের একটি কুক্কুর স্বীয় প্রভুর শিক্ষানুসারে কখনই শুক্রবারে কিছু ভোজন করিত না। আর একটি কুক্কুর আপন প্রভুর অনুকরণ করিয়া প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় ঠিক সময়ে উপস্থিত হইত। শিক্ষা পাইলে উক্ত জাতি মনুষ্যের ন্যায় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারে। এক জন ভদ্র লোকের একটি কুক্কুর মানুষের নাম চিনিয়া বাহির করিতে পারিত। উহারা তাসের বাণ্ডিলের মধ্য হইতেও তাস বাছিয়া আনিতে পারে। প্লুটার্ক কহিয়াছেন, যে পূর্ব্বে বড় বড় লোক আহ্লাদ করিয়া কুক্কুরের নাচ দেখিতেন। কোন কোন কুক্কুরকে সুশিক্ষিত মনুষ্যের ন্যায় নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে দেখা গিয়াছে।

সেণ্টবরনার্ড নামক পর্ব্বতস্থ ধর্ম্ম সম্প্রদায়িদিগের নিকট এক প্রকার কুক্কুর থাকিত। ঐ কুক্কুরেরা উক্ত সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে এমনি আতিথ্য ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিল, যে তাহারা সর্ব্বদা বিধিমতে পথিকদিগের উপকার সাধন করিত। এমন কি কোন ব্যক্তি যদি ভ্রমণ করতঃ দৈবাৎ তুষার মধ্যে চাপা পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে তাহারা ঘ্রাণদ্বারা জানিতে পারিয়া অশেষ প্রকার চেষ্টাদ্বারা তাহাকেও সে অবস্থাহইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইত।

কুক্কুর জাতি যেমন উক্ত প্রকার নানা বিধ উৎকৃষ্ট বিষয় সাধনে মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করে, সেই রূপ কখন কখন প্রতিহিংসা ও বৈরনির্যাতন প্রভৃতি কার্য্যেও অসাধারণ বুদ্ধির চিহ্ন প্রকাশ করে। একদা একটি বলবান কুক্কুর অপর একটি দুর্ব্বল কুক্কুরকে দংশন করাতে ঐ দুর্ব্বল কুক্কুর তাহার শত্রু অপেক্ষা আর একটি সবল কুক্কুরকে আহ্বান করিয়া তাহার প্রতি হিংসা সাধন করিল। কুক্কুর জাতির সৌহার্দ্দ বিষয়ে অনেক অসাধারণ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। কোন চিকিৎসক একবার একটি কুক্কুরের কাটা পার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। যত দিন পর্য্যন্ত ঐ কুক্কুরের পা না ভাল হইয়াছিল ততদিন প্রত্যহ সে ঐ চিকিৎসকের বাটী আসিত কিন্তু ভাল হইলে আর দুই তিন মাস তাহার সাক্ষাত ছিল না। অনন্তর ঐ কুক্কুরের সঙ্গী আর একটি কুক্কুরের পা কোন প্রকারে আহত হইলে সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঐ চিকিৎসকের বাটী লইয়া আইল, এবং তাহাকে আরাম করিয়া দিবার জন্য চিকিৎসকের নিকট নানা প্রকার বিনয় ও কাতরতার চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। এই রূপ অনেক বিষয়ে কুক্কুরের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সকল দেখিতে পাওয়া যায় এবং গ্রন্থাদি মধ্যেও অনেক প্রকার উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

নারদের মায়া-দর্শন।

পূর্ব্ব লিখিতের শেষ।

না রদ প্রাণতুল্যা ব্যাধকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পরমসুখে সেই ব্যাধগৃহে কালযাপন করেন, এবং নানাপ্রকার উপায়দ্বারা আপন প্রণয়িণীর প্রীতি সাধন করেন। থাকিতে২ তাঁহার সহিত সেই উপবনবাসী অন্যান্য লোকের সহিত সদ্ভাব ও মৈত্রী-বন্ধন হইয়া উঠিল, এবং সকলেই তাঁহার প্রতি স্নেহ, দয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। নারদের আর সুখের সীমা নাই, তিনি, কখন বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ আমোদ করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়েন, কখন, ব্যাধ-ব্যাধিনীর স্নেহ ও বাৎসল্য ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া অনুপম আনন্দ উপভোগ করেন, এবং কোন সময় প্রাণাধিকা প্রিয়তমার প্রিয়বদনাদর্শে অকৃত্রিম প্রেমের স্পষ্ট ছবি সন্দর্শন করিয়া ত্রিভুবনকেও তুচ্ছ বোধ করেন। কখন বনহইতে নানাপ্রকার পশু বধ করিয়া আনিয়া আপনার প্রিয়তমার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক সন্তোষ-সাগরে ভাসিতে থাকেন, কখন বা তাহার অভিলষিত এক একটি কর্ম্ম সাধন করিয়া আপনাকে সর্ব্ববিধায় কৃতকার্য্য বোধ করেন। নারদ কখন আপন প্রিয়াকে সঙ্গে লইয়া নানাপ্রকার রম্য স্থান ভ্রমণ করিয়া সুখী হয়েন, কখন তাহার সহিত কোন তরুমূলে বসতি করিয়া আপনাকে স্বর্গীয় পুরুষ অপেক্ষাও অধিক ভাগ্যবান অনুভব করেন, এবং কোন সময় তাহার সহিত কোন কটু তিক্ত ফল ভক্ষণ করিয়াও তন্মধ্যে অনুপম উপাদেয় রসাস্বাদন করেন। কোন বিষয়েতেই আর নারদের নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ বোধ হয় না। নারদ উৎসাহপূর্ব্বক দুর্গম অরণ্যে গমনপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সমস্ত দিন অনশনে থাকিয়া নানাপ্রকার পশু বধ করত ভ্রমণ করেন, এবং উৎসাহের সহিত সেই পশুমাংসসকল পুনর্ব্বার নগরে বিক্রয় করিয়া আপনাদিগের আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনেন। নারদ কোন পরিশ্রমেই কাতর হয়েন না, কোন ক্লেশেই ক্লেশানুভব করেন না, কাহার ভয়ে ভীত হয়েন না, এবং কোন প্রকার অশুভ আশঙ্কাতেই দৃক্‌পাত করেন না, সর্ব্বদা কেবল উৎসাহপক্ষ অবলম্বন করিয়া আনন্দাকাশে উড়িতে থাকেন। নারদের আর সুখের ইয়ত্তা নাই, নারদ যে কখন কি প্রকার সুখ সম্ভোগ করিবেন তাহা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারেন না। নারদের অন্তঃকরণমধ্যে কেবল সর্ব্বদা সুখের হিল্লোলই উঠিতে থাকে, তাঁহার ক্ষণকালের সুখ তরঙ্গ বোধ হয়, এক শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ণন করিলেও শেষ হয় না। ক্রমে নারদের একটি সন্তান হওয়াতে তাঁহার অন্তরস্থ সুখসমীরণ আরো প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। নারদ দিন দিন পৃথিবীতে নূতন নূতন সুখ ভোগ করিয়া ইহাকে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ ধাম বলিয়া মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন। নারদের নবপ্রসূত শিশু যেন তাহার জনক জননী ও প্রাচীনা ব্যাধ-ব্যাধিনীর হৃদয়াকাশের একমাত্র তরুণারুণস্বরূপ হইয়া আবির্ভূত হইল, এবং শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগের সকলেরি হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে লাগিল। এই রূপে কিছু দিন যায়; অনন্তর কালবশে একে একে সেই ব্যাধ ব্যাধিনীর মৃত্যু হইল, এবং নারদ একে বারে নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। সংসারের সমস্ত ভারই একেবারে নারদের উপর পতিত হইল, এবং সেই ব্যাধ-ব্যাধিনীর মৃত্যু-শোক অবলম্বন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণমধ্যে দুঃখাগ্নি-সন্ধা-

রেরও সূত্রপাত হইল। যদিও তিনি তখন পর্য্যন্ত আপন প্রিয়তমা ও প্রিয়তমের মুখ সন্দর্শন করিয়া সর্ব্বদাই পূর্ব্বের ন্যায় সুখসাগরে ভাসিতেন, কিন্তু এক এক সময় ব্যাধ-ব্যাধিনীকে স্মরণ হইলে তাঁহার মন বিষাদগুস্ত হইয়া পড়িত। পূর্ব্বে তিনি কেবল আপন প্রণয়িনীর সুখসাধন ও প্রীতিবর্দ্ধন করিবার নিমিত্তই ব্যস্ত থাকিতেন, এবং তাহা করিতে পারিলেই আপনাকে সর্ব্ববিধায় চরিতার্থ মনে করিতেন। এক্ষণে আবার তদধিক পুত্রটির লালন পালন লইয়া তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইল, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে নূতন চেষ্টা ও নূতন আয়াসের পথ অন্বেষণ করিতে হইল। পূর্ব্বে তিনি কেবল এক মাত্র প্রণয় ভাবেরই অধীন ছিলেন; এক্ষণে আবার দৃঢ়তর বাৎসল্যভাবের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। এই রূপে তাঁহার মনে ক্রমে ক্রমে অনেক প্রকার নূতন নূতন ভাব আসিয়া আবির্ভূত হইতে লাগিল, এবং অল্পে অল্পে অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে যেমন সর্ব্বদাই কেবল প্রসন্নভাবে ও প্রফুল্লান্তঃকরণে প্রণয়িনীর প্রীতি-ভাব চিন্তা করিয়াই পরম সুখে কালক্ষেপ করিতেন, এক্ষণে আর নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ব্বিবাদে সে প্রকার করিতে পারেন না। কখন আপনাদিগের সংসারের কর্ম্ম কার্য্য লইয়াও ব্যস্ত হইতে হয়, কখন পুত্রটির প্রতিপালন জন্যও উৎকণ্ঠিত হইতে হয়, এবং কখন আর আর প্রকার গৃহকার্য্য লইয়া ও চিন্তাকুল হইতে হয়।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে নারদের যত আর ও দুই একটি সন্তান হইতে আরম্ভ হইল, ততই আর ও পূর্ব্ব ভাবের অভাব হইতে লাগিল। তিনি একাকী বন হইতে পশুহিংসা করিয়া যে কিঞ্চিৎ জীবিকা উপার্জন করেন তদ্দ্বারা তাহাদিগের সকলের সুন্দররূপে ভরণ পোষণ হইয়া উঠে না, এবং সেই ব্যাধকন্যা একাকিনী ও সকল সন্তান গুলিকে সুন্দররূপে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া উঠিতে পারেন না। ইহা সন্দর্শন করিয়া নারদ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। নারদ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া মৃগয়ার্থ বন গমন করিয়া সমস্ত দিন অনশনের পর সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করেন, এবং গৃহে আসিয়া আবার আপন প্রণয়িণীকে সাংসারিক সমস্ত কর্ম্ম করিতে অশক্ত দেখিয়া আপনিও তাহার অধিকাংশ নির্ব্বাহিত করেন। তাঁহার আর আপনার শরীরের প্রতি ও সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই; কি প্রকারে সেই সন্তানগুলির ও স্ত্রীর কষ্ট দূর হইবে কেবল সেই চেষ্টাতেই তিনি দিবানিশি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া গোমহিষাদি ভারবাহী পশুর ন্যায় পরিশ্রম করিতেই রত থাকেন; কিন্তু তথাপি তাহাদিগের কষ্ট দূর করিতে পারেন না, দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ন হয়েন। ক্রমে নারদের এমনি অবস্থা হইয়া পড়িল যে আর এক নিমেষ মাত্রও তাঁহার নিশ্চিন্ত হইবার উপায় রহিল না, এবং একবার মাত্রও তিনি বিশ্রাম পাইতে পারিতেন না। কখন বন মধ্যে গমনপূর্ব্বক পশু হিংসা করিয়া নগরে বিক্রয় করেন, কখন নগর হইতে ভোজ্য সামগ্রী সকল আনয়ন করিয়া গৃহিণীকে প্রদান করেন, কখন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কাষ্ঠাদি সঙ্গ্রহ করিয়া আনেন, এবং কখন বিক্রয় করিবার জন্য সেই সকল কাষ্ঠ পুনর্ব্বার কুঠারদ্বারা গৃহেতে ছেদন করেন। কখন একটি সন্তানকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাহাকে আহারাদি প্রদান করিয়া সান্ত্বনা করেন, কখন অন্য সন্তানটিকে গৃহের নিকট না দেখিতে পাইয়া তাহাকে নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করেন। নারদ রাত্রিতে নিদ্রা পরিত্যাগ

করিয়া পর দিনের গৃহকার্য্যসকল প্রস্তুত করিয়া রাখেন, এবং দিবাভাগে আহারশূন্য হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করেন। এইরূপ নানা বিধ অতিশ্রম ও অত্যাচারদ্বারা নারদের সবল শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল, এবং প্রসন্ন মন একেবারে বিষণ্ন হইতে আরম্ভ হইল। তিনি অতি শ্রমে শ্রান্ত হইয়া এবং গুরু ভারে আক্রান্ত হইয়া শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অকালেই তাঁহার যৌবন চিহ্নসকল তিরোহিত হইতে লাগিল; আর তাঁহার কিছু মাত্র শক্তি সামর্থ্য রহিল না। এদিগে নারদের সন্তান-সন্ততি গুলি ক্রমে বড় হওয়াতে তাঁহার নিত্য-প্রয়োজনেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তথা তিনি দিন দিন অসমর্থ হইয়া পড়াতে আবশ্যক মত দ্রব্যাদি আহরণ করিতে না পারায় ক্রমে কষ্টেরও বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। সন্তান গুলি আপনাদিগের ইচ্ছামত আহারাদি প্রাপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা রোদন করে, এবং গৃহিণীও তাহাদিগের ক্লেশ দেখিয়া সর্ব্বদা বিরস-ভাবে ও বিষণ্ন-বদনে কালক্ষেপ করেন। ইহা দেখিয়া নারদ অত্যন্ত অসুখী হইতে লাগিলেন, কিন্তু কি করিবেন! আপনি শক্তিহীন, সুতরাং তাহার আর কোন প্রকার উপায় করিতে না পারিয়া মনের দুঃখ মনেতেই সংবরণ করেন। নারদ মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতিবাসী ও পরিচিত লোকের মধ্যে যাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ করিত, এবং যে সকল লোক নানা প্রকারে তাঁহার উপকার করিবার ভাব দেখাইত, অসময়ে তাহারা অবশ্য তাঁহার সহায়তা করিবে, এবং তাঁহার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা পাইবে; কিন্তু তিনি যে সকল লোকের নিকট হইতে উপকার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার কোন প্রকার উপকার করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে অসমর্থ ও অনির্বিম্ন দেখিয়া পাছে কোন উপকার করিতে হয় এই আশঙ্কায় তাঁহার পথে চলাও রহিত করিল। কেবল বন্ধুবান্ধবই কেন? তাঁহার যে প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পূর্ব্বে তাঁহাকে জীবনের অপেক্ষাও অধিক যত্ন করিয়াও তৃপ্ত হইত না, এবং কি প্রকার প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া মনের ক্ষোভ দূর করিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না, সেও তাঁহাকে অসমর্থ ও অবসন্ন দেখিয়া ক্রমে অযত্ন প্রকাশ ও অপ্রিয় সম্ভাষ করিতে আরম্ভ করিল। নারদ সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া এক দণ্ড বিশ্রাম করিতে বসিলে ব্যাধকন্যা অমনি তাঁহার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া অন্য কর্ম্ম করিতে আদেশ করিত, এবং তিনি যথার্থতঃ কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতায় কাতর হইলেও গৃহিণী তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া মহা রোষ প্রকাশ করিত। ব্যাধকন্যার তাড়না ও ভর্ৎসনায় নারদকে কখন মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতে করিতে কার্য্যান্তর সাধনার্থে যাইতে হইত, এবং কখন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে হইত। যে ব্যাধকন্যা পূর্ব্বে মুখের গ্রাস মিষ্ট বোধ হইলে অমনি তাহা নারদের জন্য রাখিয়া দিত, সেই এখন নারদকে ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জলও একবার প্রসন্ন মুখে প্রদান করে না, এবং নারদ সমস্ত দিবস অনশন থাকিলেও একবার আহারের কথা জিজ্ঞাসা করে না। নারদ দেখিলেন যে তিনি যাহাদিগের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া নানামত ক্লেশ স্বীকার করেন। প্রকৃত রূপে তাহাদিগের সন্তোষ সাধন করা দূরে থাকুক, ক্ষণ কালের জন্যও তাঁহাদিগের প্রসন্ন বদন দেখিতে পান না। কখন গৃহিণী বিরক্তা হইয়া নানা প্রকার তিরস্কার করিতে থাকেন, কখন সন্তানেরা ক্রুদ্ধ হইয়া শারীর দণ্ড পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হয়। এই রূপে দিন দিন নারদের যৎপরোনাস্তি

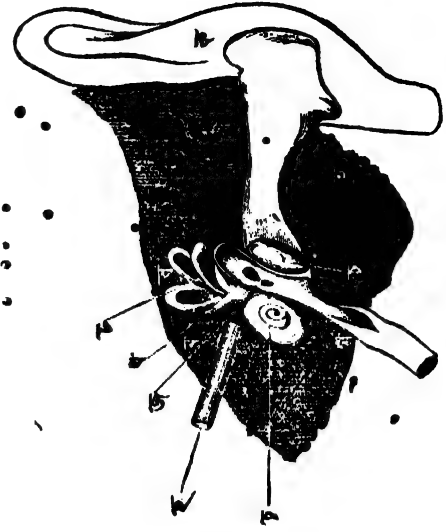
দুরবস্থা হইতে লাগিল। নারদ যে এত দরিদ্রতায় কাতর হইয়াছিলেন, এবং নানাপ্রকার ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন তথাপি সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া আপনার সন্তানাদির দুঃখ দূর করিবার নিমিত্তই যথোচিত চেষ্টা পাইতেছিলেন; কিন্তু পরিশেষ তাঁহার প্রাণতুল্যা প্রেয়সীর ভাবান্তর সন্দর্শন করিয়া তিনি একেবারে বিষণ্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আপনার জীবনের প্রতিই বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। নারদ এক এক বার মনে করেন, "যে হায়! যাহাদিগের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের জন্য আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপর্য্যন্ত উৎসর্গ করিলাম, তাহারাই যখন আমার প্রতি এপ্রকার বিরূপ হইল, তখন আর আমার এ সংসারে থাকিয়াই বা কি ফল? এবং এ জীবন ধারণ করিয়াই বা আর কি প্রয়োজন? হয় সংসার পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরী হই, নয় অন্য কোন প্রকারে এ জীবনের শেষ করিয়া সকল দুঃখেরই অন্ত করি।" কিন্তু নারদের এ সকল কল্পনা কেবল মনেতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার মনেতেই বিলীন হয়। নারদ প্রত্যহ রজনীতে চিন্তা করেন যে কল্য মৃগয়ার্থ বনগমন করিয়া আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না, যে দিকে চক্ষু যায় অমনি সেই দিকেই গমন করিব; কিন্তু প্রতিদিনই মৃগয়ায় যাত্রা করিয়া পরিবারের মায়ায় পূর্ব্বমত পরিশ্রম করিয়া পশুবধ করণানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করেন, এবং বার বার আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইয়া বার বারই তাহাহইতে পরাঙমুখ হয়েন। পরিবারদিগের তিরস্কার ও লাঞ্ছনার যন্ত্রণায় তিনি সংসারের মধ্যে তিষ্ঠিতেও পারেন না, এবং তাহাদিগের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সংসার ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইতেও পারেন না। এইরূপে কিছু দিন যায়, এক দিন রজনীতে ব্যাধকন্যা নারদকে কহিল, "তোমার হস্তে পড়িয়া আমি সকল প্রকার সুখ ঐশ্বর্য্যই ভোগ করিলাম, কখন এক দিন কোন স্থানান্তর একটু গিয়া জুড়াইতেও পাইলাম না। কত লোক কত প্রকার আমোদ করিতেছে, কত লোক কত স্থানে গমন করিয়া কত প্রকার যাত্রা মহোৎসব সন্দর্শন করিতেছে, আমার ভাগ্যে কখনই সে সকল ঘটিবার উপায় নাই। চিরদিন কেবল এই সংসারের দুঃখ চিন্তা ও ক্লেশ কষ্ট লইয়াই জীবন গত হইল। শুনিতেছি কল্য প্রাতে এখানকার সকল লোকেই গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিবে, কেবল এই কাল সংসারের জন্য আমারই যাইবার উপায় নাই।" ইহা শ্রবণ করিয়া ব্যাধরূপী নারদ কহিলেন, "কেন, তোমার ইচ্ছা হয় তুমিও অনায়াসে গমন কর, বরং আমি সন্তান গুলিকে লইয়া গৃহে থাকিব, এবং গৃহের সমস্ত কর্ম্মই করিয়া রাখিব।" ব্যাধকন্যা কহিল, "না যদি কল্য আমার গঙ্গাস্নানে যাওয়া তোমার অভিমত হয় তবে তুমি ও ছেলেগুলি ও আমাকে আপনার সঙ্গে করিয়া লইয়া চল।" নারদ তাহাতে আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মত হইলেন, এবং পর দিন প্রাতে তীর্থস্নানে যাত্রা করিলেন। নীচ জাতি ব্যাধ দেখিয়া কেহ পাছে ঘৃণা ও অপমান করে এই আশঙ্কায় নারদ সপরিবারে এক প্রান্তস্থ ঘাটে উপনীত হইলেন। সন্তানগুলিকে ক্রোড়, কক্ষ ও স্কন্ধ হইতে একে একে ভূমিতে নামাইলেন, এবং আপনি সর্ব্বাগ্রে স্নান করিয়া গৃহিণীকে স্নান করিতে কহিলেন। ব্যাধকন্যা একে একে সকল সন্তানগুলির গাত্র মার্জ্জন ও অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া তীরে রাখিয়া আপনি স্নান করিতেছেন, এবং নারদ তটের উপর কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতেছেন, ইতিমধ্যে অকস্মাৎ নদীহইতে প্রবল বেগে এক পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ আসিয়া সমস্ত তীর প্লাবিত করিল, এবং ব্যাধকন্যা ও তাহার সন্তানগুলিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। ব্যাধকন্যা "ত্রাহি ত্রাহি! রক্ষা কর! রক্ষা কর," উচ্চৈঃস্বরে এই রূপ আর্ত্তনাদ করাতে নারদের সে দিকে দৃষ্টিপাত হইয়া "হায় হায়, কি হইল। কি

হলো! গেল গেল,” বলিয়া তিনি একেবারে শোকেতে জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই জলে লম্ফ প্রদান করেন, এমন সময় ভগবান্ বিষ্ণু, নারদের পশ্চাতে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তাঘাত করিয়া কহিলেন, “ও নারদ! কি নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইতেছ? আর কি তোমার ভগবন্ মায়া দেখিবার ইচ্ছা আছে?” বিষ্ণুহস্তস্পর্শে নারদ তৎক্ষণাৎ মায়ামুক্ত হইয়া আপনার পূর্ব্বের সমস্ত ভাব প্রাপ্ত হইলেন,এবং পূর্ব্বে যে মন্দাকিনীতে স্নান করিতে অবরোহণ করিয়াছিলেন, আপনাকে তত্তীরে দর্শন করিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন।' নারদ চতুর্দ্দিক্ অবলোকনপূর্ব্বক কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া মনে মনে সকলই ভগবানের মায়ার কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিলেন। এবং উদ্দেশে তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া দুই নেত্রে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করত কহিলেন,“হে ভগবন্! আমি মূঢ় অজ্ঞান,আমাকে ক্ষমা কর, আর যেন কোন কালে আমাকে তোমার মায়ায় পতিত হইতে না হয়। আমি বুঝিলাম যে যাহারা তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে,তাহারা তোমার তত্ত্ব কিছুই জানে না।” এই রূপে নারদ ভগবানের বহুবিধ স্তবস্তুতি করিয়া আপনার অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।

আমরা কি প্রকারে শ্রবণ করি ?



শিরার সাহায্যেই আমরা পদার্থের জ্ঞান প্রাপ্ত হই; তদভাবে আমরা জীবিত থাকিয়াও অচেতন হইতাম। ঐ শিরাসকল মস্তকাভ্যন্তরস্থ মস্তিষ্কহইতে নির্গত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র অতি সুক্ষ্ম শাখায় ব্যাপ্ত করে, এবং আপন আপন ধর্ম্মানুসারে ঐ শাখার সুক্ষ্মাগ্রে যে কোন পদার্থের সংযোগ হয় তাহার জ্ঞান মস্তিস্কে



কর্ণ।

আনয়ন করে; মস্তিস্ক-মধ্যে আত্মাদ্বারা তাহা অনুভূত হয়। এই প্রথানুসারে আমাদিগের গাত্রে কোন দ্রব্যের স্পর্শ হইলে যে সকল শিরা ত্বচে ব্যাপ্ত আছে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার সংবাদ মস্তিস্কে লইয়া যায়। মস্তিস্ক সেই সংবাদের সমালোচন করিয়া ঐ স্পৃষ্ট পদার্থ কি, তাহা নিরূপিত করে; তাহা হইলেই আমাদিগের স্পর্শজ্ঞান হইল। এই প্রকারে জিহ্বার উপর কোন পদার্থ পড়িলে জিহ্বাতে ব্যাপ্ত শিরাদ্বারা স্বাদের অনুভব হয়। কর্ণ-মধ্যে এই প্রকার এক শিরা আছে; তাহা কর্ণাভ্যন্তরে ব্যাপ্ত থাকিয়া শব্দের সহিত স্পৃষ্ট হইলেই তাহার সংবাদ মস্তিস্ককে প্রদান করে। মস্তিস্কে সেই শব্দের গোচর হইলে গুরু-লঘুত্বের প্রভেদে তাহা পূর্ব্বশ্রুত শব্দ কি না নিশ্চিত হইয়া তাহার পরিজ্ঞান হয়। এই লক্ষণের পর্য্যালোচনা করিলে ইহা নিশ্চয় বোধ হইবে যে যাহাতে শব্দের সহিত শ্রবণনিষ্পাদক শিরার উত্তমরূপে স্পর্শ হয় তাহা করিলেই শ্রবণেন্দ্রিয় নিষ্পন্ন হইল। ফলতঃ কর্ণ সেই রূপেই নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং তাহার পরিজ্ঞান-প্রদর্শনই আমাদিগের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

শব্দ পদার্থ বিশেষের কম্পন। জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে যে প্রকারে লোষ্ট্রাহত স্থানহইতে চতুর্দ্দিগে চক্রাকারে তরঙ্গ প্রসৃত হয়, বায়ুও সেই প্রকারে আহত হইলে কম্পিত হইয়া ঊর্ম্মিবৎ চতুর্দ্দিকে বহুদূর প্রসৃত হইয়া থাকে, এবং তাহাতেই শব্দ বোধ হয়, সুতরাং এই প্রস্তাবের নিমিত্তে শব্দকে স্থূল কথায় বায়ুর তরঙ্গবিশেষ বলা যায়। এই বায়ুতরঙ্গ যাহাতে শ্রবণ শিরার উপর আঘাত করিতে পারে, তাহা নিষ্পন্ন করাই কর্ণের উদ্দেশ্য। সেই আঘাত যত প্রগাঢ়রূপে হইবে ততই শব্দ স্পষ্ট ও উগ্র বোধ হইবে। অতএব শব্দায়মান বায়ু তরঙ্গসকলকে একত্র করিয়া শ্রবণ-শিরার উপর আনয়ন করাই কর্ণের অভিপ্রেত, এবং কর্ণ যে প্রকারে রচিত হইয়াছে তাহাতে ঐ কর্ম্ম অতি সূক্ষ্মরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আশু-বোধ হইতে পারে যে গাত্রের সর্ব্বত্র শ্রবণ-শিরা ব্যাপ্ত থাকিলে অনায়াসে শব্দায়মান বায়ুতরঙ্গ স্বরূপ শব্দ সর্ব্বত্র স্পর্শ করিতে পারিত, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বচে সংস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তথায় অন্য ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি হইতে পারে না; এই প্রযুক্ত বিশ্বস্রষ্টা শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ ২ স্থান নির্ণীত করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্থান মস্তকের উভয় পার্শ্বে আছে। তাহার নাম কর্ণ। ঐ কর্ণের অবস্থাভেদে তাহাকে তিন অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে; তদ্যথা, প্রথম বহিঃকর্ণ; দ্বিতীয়, মধ্য কর্ণ, ও তৃতীয় অন্তঃকর্ণ। বহিঃকর্ণের অবয়ব সকলেরই বিদিত আছে, এবং মুদ্রিত চিত্রের ক চিহ্নে তাহা দৃষ্ট হইবে। তাহার দুই অঙ্গ, কর্ণদল এবং শস্কুলি বা কর্ণকুহর। কর্ণদলের মধ্য-দেশ নিম্ন তাহাকে কর্ণপুটশব্দে কহে, ও পার্শ্ব উচ্চনীচ শীতা বিশিষ্ট। কর্ণদলের এই রূপ অসম হইবার প্রয়োজন কি তাহা অনেকে অনুভব করিতে পারেন না। বহিঃকর্ণের প্রয়োজন কি ইহা বিদিত হইলে কর্ণদলের ঐ অসমতার প্রয়োজনও অনুভূত হইবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে শব্দায়মান বায়ুর তরঙ্গকে সঙ্গ্রহ করিয়া শ্রবণ শিরার উপর নিক্ষেপ করাই কর্ণের প্রধান কার্য্য; সেই তরঙ্গ প্রথমতঃ বহিঃকর্ণেই আসিয়া আহত হয়, সুতরাং তাহার কার্য্য এই যে ঐ তরঙ্গকে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করায়। কর্ণদল যদ্যপি মধ্যে গহ্বর ও পার্শ্বে শীতাবিশিষ্ট না হইয়া চেপটা হইত তাহা হইলে তাহাতে বায়ুর তরঙ্গরূপ শব্দ আসিয়া আহত হইলে কর্ণের স্থিতিস্থাপকতা-গুণে তাহা প্রতিহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইত। কর্ণদলপুট ও শীতাবিশিষ্ট হওয়াতে তাহা প্রতিহত না হইয়া জল স্রোতের ন্যায় পরিচালিত হইয়া কর্ণকুহরে আনীত হয়। শব্দ দূরহইতে আগত হইলে বা অত্যন্ত মৃদু হইলে বায়ুর তরঙ্গ অধিক করিয়া প্রবিষ্ট করাইবার মানসে মনুষ্য কর্ণের নিকট হস্তের চুলুক ধারণ করিয়া কর্ণের আয়তন বৃদ্ধি করে, এবং তাহাতে কর্ণের মধ্যে শব্দের তরঙ্গ প্রচুররূপে প্রবিষ্ট হইয়া শব্দের স্পষ্টতা সিদ্ধ করে। যাঁহারা মৃদু কথা শুনিবার নিমিত্ত কর্ণে হস্ত দেন তাঁহারা অনেকে জ্ঞাত নহেন যে তদ্দ্বারা তাঁহারা কর্ণের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া অনেক শব্দ এক কালে কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট করাইতেছেন, তত্রাপি পরীক্ষা-দ্বারা তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে কর্ণে হস্ত দিলে অধিক শ্রবণ করা যায়। শশক-হরিণাদি পশুরা দুর্ব্বল, এবং তাহাদের শত্রু অধিক; সেই শত্রুহইতে পলায়ন করাই তাহাদের রক্ষার একমাত্র উপায়; অতএব শত্রুর আগমনের শব্দ অতিশীঘ্র শ্রবণ করা তাহাদের প্রয়োজনীয়। বিশ্বস্রষ্টা তদর্থে তাহা-দিগকে এতাদৃশ ক্ষমতা দিয়াছেন, যাহাতে তাহারা অনায়াসে কর্ণদল সঞ্চালন করিতে পারে, এবং মধ্যে ২ পূর্ব্ব পশ্চিমাদি ভিন্ন২ দিকে কর্ণদলের মুখ ফিরাইয়া কোন্ দিগ্‌হইতে কি প্রকার শব্দ আসি-তেছে তাহার সংবাদ লইতে পারে, এবং সম্বাদের

দিগ্ অনুসারে কোন্দিগে চালাইতে হইবে তাহার স্থির করে। চকিত হইলে ঐ পশুরা যে প্রকারে কর্ণদল সঞ্চালন করে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। অশ্বেরা অতি বেগে ধাবমান হইবার সময় কর্ণদলের মুখ পশ্চাতে বক্র রাখিয়া তাহাতে বায়ু আহত হইতে দেয় না। শ্বাপদ জন্তুর কর্ণদল সঞ্চালিত হইবার আবশ্যক নাই; তাহা সম্মুখে বিস্তৃত থাকে; ঐ উপায়ে তাহারা মৃগব্য পশুর শব্দ শীঘ্র জ্ঞাত হইতে পারে। মনুষ্যের মস্তক অনায়াসে পার্শ্বে বক্র করা যাইতে পারে এই প্রযুক্ত কর্ণদলকে সঞ্চালনের ক্ষমতা মনুষ্য প্রাপ্ত হয় নাই। মৎস্যদিগের কর্ণদল নাই, কারণ জলে শব্দ অনায়াসে প্রচালিত হইয়া কর্ণদুন্দুভিতে আহত হইতে পারে; তন্নিমিত্ত কর্ণদলের সাহায্য প্রয়োজনীয় নহে। বিহঙ্গদিগেরও কর্ণদল দৃষ্ট হয় না। শষ্কুলি বা কর্ণকুহর বহিঃকর্ণের অঙ্গ। মনুষ্যে ঐ কর্ণকুহর ১।০ বুরুল দীর্ঘ,এবং ঊর্দ্ধে ঈষৎ ন্যুব্জ। ঐ কুহরের অন্তঃসীমা এক খানি সূক্ষ্ম ত্বচে আবৃত। ঐ ত্বচ খানি দুন্দুভির পটের ন্যায় বিস্তৃত, এই প্রযুক্ত তাহাকে কর্ণদুন্দুভি শব্দে বলা যায়। (চ চিহ্নে) ঐ ত্বচের পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র অণ্ডাকার কোটর আছে। তাহার আয়তন। অতি ক্ষুদ্র চিত্রে তাহা (ব চিহ্নে) ব্যক্ত আছে। ঐ কোটরের নিম্নভাগে এক সূক্ষ্ম নলিকা দৃষ্ট হয়, গ চিহ্নে তাহার অবয়ব বিবৃত হইয়াছে। তাহা দীর্ঘীভূত হইয়া মুখ পশ্চাতে গলগুহায় মিলিত হয়। তাহার নাম ইউষ্টেকীয় নলী, কারণ ইউষ্টেকস সাহেব তাহার প্রথম বর্ণন করেন। তাহাদ্বারা মুখের সহিত কর্ণ-কোটরে যাতায়াতের পথ সিদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ যাহা উপরে উক্ত হইল তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইবে যে কর্ণকুহর দিয়া মস্তকে প্রবেশ করিবার পথ নাই; তাহা এক খানি সূক্ষ্ম ত্বচদ্বারা আবদ্ধ; কিন্তু মুখ দিয়া কর্ণকোটরে প্রবেশের পথ আছে। পরন্তু ঐ পথ, অতি সূক্ষ্ম, তদ্দ্বারা কর্ণমধ্যে কেবল বায়ুরই সমাগম হইতে পারে, অন্য কিছুর প্রবেশ হয় না। এই রূপে কর্ণকোটরস্থ বায়ুর সহিত মুখাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সংযোগ থাকায় এবং নাসিকাদ্বারা উভয়ের বাহ্য বায়ুর সহিত সংযোগ হওয়াতে এক পরম উপকার হইয়াছে। ইহা বিদিত আছে যে বাহ্যবায়ু সর্ব্বদা এক রূপ থাকে না; উত্তাপাদির কারণে কখন ঘন কখন বা পাতল হইয়া থাকে। কর্ণকোটরস্থ বায়ুও সেই কারণে কখন ঘন ও কখন বা পাতল হইতে পারে। যদ্যপি কর্ণ কোটরের সহিত উক্ত ছিদ্রদ্বারা মুখের সংযোগ না থাকিত তাহা হইলে কোটরস্থ বায়ু উত্তাপে স্ফীত হইয়া স্থানাভাবে কর্ণ বিদারণ করিয়া নির্গত হইত; অথবা বাহ্য বায়ু কোন কারণে ঘনীভূত হইয়া গুরুভারবিশিষ্ট হইলে অল্প ভার বিশিষ্ট কর্ণকোটরস্থ লঘু বায়ুকে দাবন করিলে ঐ কর্ণদুন্দুভি ভগ্ন হইয়া বাহ্য বায়ু কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হইত। পূর্ব্ব বর্ণিত ইউষ্টেকীয় নলী থাকায় সে ব্যাঘাত হয় না। কোটরে বায়ু স্ফীত হইলে তদ্দ্বারা তৎক্ষণাৎ নির্গত হইয়া, এবং বাহ্য বায়ু গুরু হইলে কিঞ্চিৎ ঐ নলদ্বারা কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

কর্ণকোটর অস্থি মধ্যে স্থিত, সুতরাং অস্থিদ্বারা আবৃত; কেবল তাহার পুরোভাগে কর্ণ কুহরের অন্তঃদ্বারে কর্ণদুন্দুভি নামক ত্বচে আবৃত এক ছিদ্র, নিম্নে ইউষ্টেকীয় ছিদ্র, এবং পশ্চাতে অপর দুই ছিদ্র আছে। শেষোক্ত ছিদ্রদ্বয়ের একটী গোল এবং অপর টী অণ্ডাকার। এই প্রযুক্ত তাহারা গোল বিল এবং অণ্ডবিল নামে খ্যাত, (জ ও চ চিহ্ন) গোলবিল এক খানি সূক্ষ্মত্বচে আবৃত, এবং অণ্ডবিল হইতে কর্ণদুন্দুভি পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা অস্থি শৃঙ্খল আছে, তাহা চারি খানি অতি ক্ষুদ্র অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত হয়, শব্দায়মান বায়ু তরঙ্গ কর্ণকুহর দ্বারা আসিয়া কর্ণদুন্দুভিতে আহত

হইলে তাহার কম্পন হয়। সেই কম্পনে অস্থি শৃঙ্খলের কম্পন হয়, সেই কম্পন গিয়া কোটরের পশ্চাদ্‌ভাগস্থ অণ্ডাকার ছিদ্রের আবরণে আহত হয়। উক্ত ছিদ্রের পশ্চাদ্‌ভাগকে অন্তঃকর্ণ কহা যায়। তাহাই শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের আধার। শ্রবণ শিরা ঐ স্থানে আসিয়া বিস্তৃত হওত শব্দের অনুভব করে। ঐ শ্রবণ শিরার সুরক্ষণ নিমিত্ত উক্ত স্থান অতীব দৃঢ় অস্থিতে আবৃত থাকে, এবং তাহা মস্তকের মধ্যে এমন স্থানে সংস্থাপিত আছে, যথায় বাহ্যকারণে কদাপি তাহার অনিষ্ট হইতে পারে না। মুদ্রিত চিত্রে ঐ দৃঢ় স্থানের অন্তর ভাগের কিরূপ আকৃতি, তাহার প্রদর্শনের নিমিত্ত উপরের অস্থি ছেদিত করিলে যে রূপ অবস্থা হয় সেই রূপ অবয়ব ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহার প্রতি অবলোকন করিলে ব্যক্ত হইবে যে অন্তঃকর্ণ তিন অংশে বিভক্ত হয়; তাহার এক অংশ দেখিতে কম্বু বা গেঁড়ীর সদৃশ (চ চিহ্ন)। এই কম্বুর ঊর্দ্ধভাগে একটি গহ্বর আছে, (ন চিহ্ন); এবং তদুপরি তিনটি অর্দ্ধ চক্রাকার প্রণালী দৃষ্ট হয় (ঢ চিহ্নে)। এই তিন অংশের পরস্পরের সহিত সংযোগ আছে এবং তাহাদের সমস্ত আয়তন এক প্রকার রসে পরিপূর্ণ। উক্ত রসে অতি সূক্ষ্ম ত্বচের ক্ষুদ্র ২ কোষ ভাসমান আছে, এবং ঐ কোষসকলে শ্রবণ শিরার শাখাসকল বিস্তারিত থাকে। করোটি হইতে কর্ণমধ্যে আগমনের নিমিত্ত অন্তঃকর্ণের পশ্চাতে একটি ছিদ্র থাকে; মুদ্রিত চিত্রে তাহা ছ চিহ্নে ব্যক্ত হইবে। শ্রবণ শিরা মস্তিস্কহইতে প্রলম্বিত হইয়া ঐ ছিদ্রদ্বারা কর্ণ মধ্যে প্রবিষ্ট হওত পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম কোষে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। শব্দায়মান বায়ুতরঙ্গ কর্ণদলে সঙ্গৃহীত হইয়া কর্ণকুহরদ্বারা প্রবিষ্ট হওত কর্ণদুন্দুভিতে আহত হয়। তাহাতে কর্ণদুন্দুভি কম্পিত হইয়া শব্দের গাঢ়তার বৃদ্ধি করে। কর্ণদুন্দুভির কম্পনে মধ্যকর্ণের অস্থি শৃঙ্খলও কম্পিত হইয়া উঠে, এবং সেই কম্পন অণ্ডবিলে নীত হইয়া (থ চিহ্নে) অন্তঃকর্ণের গহ্বরস্থ তরল পদার্থকে কম্পিত করে, তাহাদ্বারা শ্রবণ শিরার শাখাসকল আহত হইলেই মনে শব্দ জ্ঞান হয়। অপর কর্ণদুন্দুভির কম্পনে কর্ণকোটরস্থ বায়ু স্পন্দিত হইয়া থাকে, এবং সেই স্পন্দনে গোল বিলের (জ চিহ্ন) চ্ছদও স্পন্দিত হইয়া থাকে, তথা তৎসাহায্য গহ্বরস্থ (ন চিহ্ন) রস স্পন্দিত হইয়া শ্রবণ শিরাকে শব্দজ্ঞান প্রদান করে। অপর মুখব্যাদান করিলে ইউষ্টেকীয় নলদ্বারা শব্দায়মান বায়ুতরঙ্গ কথঞ্চিৎ মধ্য কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এবং তথাহইতে গোল-বিলের চ্ছদে আহত হইয়া শ্রবণ-শিরায় শব্দজ্ঞান প্রদান করে। অনেকেই দেখিয়াছেন যে যে সকল ব্যক্তির কর্ণদুন্দুভি বিকল হইবায় ঈষদ্ বধির হইয়াছে তাহারা মুখ ব্যাদান করিয়া বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকে। তাহার অভিপ্রায় এই যে যেশব্দ কর্ণকুহর দিয়া প্রবিষ্ট হওত শব্দজ্ঞান না জন্মাইতে পারে, তাহার কিয়দংশ মুখ দিয়া প্রবিষ্ট হওত শব্দ বোধ জন্মাইবে।

শব্দের মৃদু ও গুরুতা, তাহার সুশ্রাব্যতা ও কটুতা, তাহা দূরাগত, কি নিকটাগত, প্রভৃতি শব্দের বৈলক্ষণ্যসমস্ত বর্ণিত শব্দায়মান বায়ু তরঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাঠক বৃন্দের অবশ্যই দৃষ্ট হইয়াছে যে জলের যে ভাগে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা যায় তাহার যেরূপ তরঙ্গসকল পরস্পর নিকটস্থ দ্রুতগামি হইয়া থাকে, দূরে তাদৃশ হয় না; প্রত্যুত তথায় প্রত্যেক তরঙ্গ অতি দূরস্থ ও মৃদুগামি বোধ হয়। বায়ুর তরঙ্গও সেই রূপ পরস্পর নিকটস্থ বা দূরস্থ হইলে, শব্দ দূর বা নিকট হইতে আসিতেছে তাহার অনুভব হইয়া থাকে। অপর বায়ু অত্যন্ত স্থিতিস্থাপ্য, এই প্রযুক্ত তাহার কম্পন ও নানা জাতীয় হইয়া থাকে; সেই কম্পনের জাতিভেদে শব্দের সুশ্রাব্যতাদিগুণ ও জাতি ও প্রকৃতির ভেদ হয়।

